BANGIYA SAHITYA PARISHAD LIBRARY
১৯১
পত্রি

একমেবাদ্বিতীয়ং
প্রথম ভাগ
২৩৭ সংখ্যা
বৈশাখ ১৭৮৫ শক
ষষ্ঠ কল্প
ষষ্ঠ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

গত বর্ষের কার্য্য দর্শন ও বর্ত্তমান বর্ষের বিত্ত সংস্থানার্থে আগামী ৭ বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যা ৭।।০ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হইবেক, ব্রাহ্ম মহাশয়েরা তৎকালে সভায় উপস্থিত হইয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সম্পাদক।

—০—

মেদিনীপুরে গোপ-গিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা।

১৭৮৪ শক।

বৎসরের পরিবর্ত্তন পুনর্ব্বার বসন্তের উৎসবের সময় আনয়ন করিয়াছে। পুনর্ব্বার গোপগিরি মনোহর বসন্তের বেশ ধারণ করিয়াছে, পুনর্ব্বার আমাদিগের পুরাতন সখা এই বৃক্ষ সকল নবপল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া চিত্ত হরণ করিতেছে. পুনর্ব্বার বসন্ত সমীরণ এই স্থলে প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে অপূর্ব্ব আহ্লাদ রসের সঞ্চার করিতেছে। বাহ্য জগৎ শীতের সময় হীন দশা প্রাপ্ত হইয়া মৃতবৎ হয়; বসন্ত সমাগমে নবজীবন লাভ করে, নূতন রসে পূর্ণ হইয়া তেজস্বী হয়। বন ও উপবন সকলের ন্যায় মনুষ্যও হীন দশা প্রাপ্ত হয় কিন্তু বন ও উপবন সম্বন্ধে যেমন বসন্তের উদয় হয় মনুষ্যের সম্বন্ধে কি বসন্তের উদয় হইবে না? আমাদিগের অশেষ উন্নতির আশা কি চরিতার্থ হইবে না এই সকল মহৎ মনোবৃত্তি যাহা অনন্ত দেশে ও অনন্ত কালে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হইতেছে সে সকল মনোবৃত্তি কি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? যে নিত্য পূর্ণ সুখের ইচ্ছা আমাদিগের স্রষ্টা হৃদয়ে গাঢ় রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহা কি কখনই সম্পূর্ণ হইবে না? এমত আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিব না। বসন্তকালে বাহ্য জগৎ যেমন নবজীবন প্রাপ্ত হয় মনুষ্যও সেই রূপ মৃত্যুর পরে নবজীবন প্রাপ্ত হইবে। বসন্তকালে যেমন প্রকৃতি নবতর কল্যাণের রূপ ধারণ করে মনুষ্যও সেই রূপ নবতর কল্যাণতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সে অবস্থা ইন্দ্রধনু অপেক্ষা সুশোভন ও

কোকিলরব অপেক্ষা সুমধুর। ধার্ম্মিক ব্যক্তির জন্য উৎসবের পর উৎসব আনন্দের পর আনন্দ অশেষ উন্নতি সঞ্চিত রহিয়াছে। এই অশেষ উন্নতির আশা আমাদিগের হৃদয়ে কে সঞ্চার করিয়াছেন? অন্য কোন ধর্ম্ম তো আত্মার অনন্ত উন্নতির কথা বলে না। আমাদিগের প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মই এই অশেষ উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বসন্ত সমাগমে যেমন বাহ্য জগৎ নবজীবন লাভ করিতেছে তেমনি ধর্ম্ম আমাদিগের দেশে নবজীবন প্রাপ্ত হইতেছে। বসন্ত সমাগমে যেমন বন ও উপবন সকল নূতন শ্রীতে বিভূষিত হইতেছে, তেমনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদাৎ আমাদিগের দেশের রীতি নীতি নূতন শ্রীধারণ করিতেছে। যিনি বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন, তাঁহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ কর। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যদি পুলকে পূর্ণ না হইব তবে কাহাকে স্মরণ করিয়া পুলকে পূর্ণ হইব? যদি তাঁহার উদ্দেশে উৎসব না করিব তবে কাহার উদ্দেশে উৎসব করিব? যদি সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন না করিব তবে আর কাহার গুণ কীর্ত্তন করিব? অতএব মনের সহিত অদ্য বসন্তের উৎসব কার্য্য সমাধা কর; তাঁহার পবিত্র নাম লইয়া জীবন সফল কর; তাঁহার গুণ গান দ্বারা বন উপবন সকলকে প্রতিধ্বনিত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে পরমাত্মন! আমি যে তোমার উপাসনা করি, তাহা এ জন্য নয় যে আমার প্রতি তোমার অধিকতর কৃপা দৃষ্টি হইবে, কেন না আমি নিশ্চয় জানি, আমার প্রতি তোমার যে করুণা তাহা চিরকালই সমান, চিরকালই পরিপূর্ণ। আমি তোমার করুণাতেই উৎপন্ন হইয়াছি, তোমার করুণাতেই জীবিত আছি এবং তোমার করুণাতেই সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতেছি; আমি উপাসনা করিয়া তোমার এ করুণা আকর্ষণ করি নাই। আমি যদি সৌভাগ্য ক্রমে চিরজীবন তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার প্রতি তোমার যে রূপ প্রীতি থাকিবে, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাকে বিস্মৃত হইয়া সংসারের সুখেই নিমগ্ন থাকি, তাহা হইলেও আমি তোমার সেই রূপ প্রীতির পাত্র থাকিব। আমি যে তোমার প্রেমমুখ দেখিতে চাই, সে ইহারই জন্য যে, আমি তোমা ভিন্ন আর কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, শান্তি লাভ করিতে পারি না; আরাম পাই না। যখন কোন মনো-বৃত্তি উদ্দীপিত হয়, তখন সংসারে তাহা চরিতার্থ করিতে যাই; যদি চরিতার্থ হয়, তথাপি তৃপ্তি পাই না, যদি চরিতার্থ না হয়, ক্ষোভের সীমা থাকে না। আবার যদি তাহার সহিত অধর্ম্মের সংস্রব হয়, তাহা হইলে তো সে যন্ত্রণা আর কিছুতেই যায় না।

কিন্তু যখন তোমার নিকটে গমন করি, তোমার প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিতে পাই; যখন মনে হয়, জননীর অঙ্কশায়ী বালকের ন্যায় তোমার উৎসঙ্গেই নিলীন আছি, মাতৃ-স্নেহ অপেক্ষা সহস্র গুণ তোমার স্নে

আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে ও সুখ সৌভাগ্য বিধানে উৎসুক আছে, তুমি আমাদিগের পাপ মলা প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত স্নেহে হস্ত উত্তোলিত করিয়া আছ, অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে নিরন্তর আহ্বান করিতেছ, আবার আমরা সে আহ্বানের অনুবর্ত্তী হইলে আমাদিগের সম্মুখে এক আনন্দময় পরিচ্ছদ প্রদর্শন করিতেছ, তখন আমাদিগের আত্মা বিপদ্ ও দুঃখ বেষ্টনের মধ্যে পতিত হইয়াও নৃত্য করিতে থাকে; এবং কোথা হইতে শান্তি সলিল আসিয়া আমাদিগের তাপিত প্রাণ শীতল করিতে থাকে।

যে ব্যক্তি স্বার্থাকুলিত চিত্তে তোমার নিকট গমন করে, সে তোমার প্রেম রসের অনুপম মাধুর্য্য কিছুই বুঝিতে পারে না। যে ব্যক্তি কামনা-শূন্য হইয়া তোমার প্রেমে মগ্ন হয়, সে তোমার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করে। তোমার আলিঙ্গন ব্যতীত যে আর কিছুই চায় না; তাহার সেই ভাগ্য নিমেষে নিমেষে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বালকেরাই ক্রীড়ার জন্য ব্যস্ত হয়—নির্ব্বোধেরাই বিষয় সুখের জন্য লালায়িত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি তোমাকে আপনার বলিয়া বুঝিতে পারে, সমুদয় সংসারই তাহার আপনার বলিয়া বোধ হয়।

হে প্রেমময়! স্বার্থপরদিগের আত্মা চিরকালই বিষণ্ণ, কিন্তু প্রেমিকের আত্মা তোমার প্রেমে নিরন্তরই আর্দ্র ও শীতল থাকে, অতএব তুমি আমাকে প্রেম শান্তি প্রদান কর। হে নাথ! তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ তাহাই যথেষ্ট; এখন আমি কেবল তোমাকেই চাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২৩৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৭১ পৃষ্ঠার পর।

কল্প—। এই বেদাঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ, ইহা ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণে সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে এবং বহুবিধ সূত্র গ্রন্থে বিশেষ রূপে সুপ্রণালী ক্রমে পরিণত হইয়াছে। বৈদিক যজ্ঞাদির বিবরণ এবং তদনুষ্ঠানের আনুপূর্ব্বিক পদ্ধতি কল্প সূত্রে লিখিত হইয়াছে। আদৌ এই সকল কর্ম্ম কাণ্ডের বিবরণ ব্রাহ্মণ খণ্ড হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কিন্তু উক্ত খণ্ডে তাহা নানাবিধ ইতিহাস তর্ক ও অপরাপর বিষয়ের সহিত বিশৃঙ্খল ভাবে জড়ীভূত আছে, এই হেতু তদ্দ্বারা বিবিধ প্রকার যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বিষয়ে নিতান্ত অসুবিধা হইত। যাহাতে এই অসুবিধা মোচন হয় এবং সকলে সহজে বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের পদ্ধতি জ্ঞাত হইতে পারে, এই উদ্দেশেই কল্পসূত্র রচিত হইয়াছিল। এই সকল সূত্র গ্রন্থে অপ্রয়োজনীয় কোন কথাই নাই, তাহারা সম্পূর্ণ রূপে কার্য্যোপযোগী ছিল। ইহা সায়নাচার্য্যও তাঁহার বৌধায়ন-সূত্র-ভাষ্যে কহিয়াছেন।

তত্রতাবদ্বিধ্যর্থবাদ মন্ত্রাত্মনা ত্রিধা ব্যবস্থিতো বেদরাশিঃ। বিধি বিহিতমর্থবাদ প্ররোচিতং মন্ত্রেণ স্মৃত মভ্যুদয়কারি ভব তীতি। ততশ্চ চোদিতানাং কর্ম্মাণাং সুখাববোধায় ভগবান্ বৌধায়নঃ কল্পমকল্পয়ং। যতো ব্রাহ্মণানামনন্তং দুরববোধতয়া—অতো ন তৈঃ সুখং কর্ম্মাববোধ ইতি কল্প সূত্রাণীমানি প্রতিনিয়তশাখান্তরানঙ্গীচক্রুঃ পূর্ব্বাচার্য্যঃ। কল্পস্য বৈশদ্যলাঘবকাৎ স্নাপ্রকরণশুদ্ধ্যাদিভিঃ প্রকর্ষে যুক্তস্য।

সমুদায় বেদরাশি মন্ত্র বিধি অর্থবাদ এই ত্রিবিধ রূপে বিভক্ত হইয়াছে। বিধির দ্বারা যাহা বিহিত তাহা উক্ত হইয়াছে, অর্থবাদে

তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং মন্ত্র দ্বারা স্মরণার্থ সংরক্ষিত হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মের সুখাববোধের নিমিত্ত ভগবান বৌধায়ন কল্প সূত্র রচনা করিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ অনন্ত এবং দুরূহ, এই হেতু পূর্ব্ব কালীন আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখানুসারে কল্প সূত্র অঙ্গীকার করিয়াছেন। কল্প সূত্রের প্রকর্ষতা তাহার বৈশদ্য সংক্ষেপতা সংপূর্ণতা এবং প্রকরণ শুদ্ধি হইতেই হইয়াছে (১)

সূত্র গ্রন্থে যজ্ঞাদির বিষয় যাহা কিছু আছে তাহাতে নূতন কিছুই থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা কেবল ব্রাহ্মণ খণ্ড হইতেই সঙ্কলিত এবং সুপ্রণালীবদ্ধ করা হইয়াছে। বৈদিক সময়ের সমুদায় যাগ যজ্ঞাদির বিধি, ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিচার পুরাবৃত্ত ইতিহাস এই সমুদায় বিষয়ই ব্রাহ্মণ খণ্ডে সংরক্ষিত আছে। কেবল তৎসমস্ত নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকাতে তাহাদের পরিচয় লাভ করা দুরূহ হইত। কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আবার কল্প সম্বন্ধীয় বিধি পদ্ধতির অতি সুন্দর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় এই হেতু ইহারা কল্প তুল্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা কুমারিল তন্ত্রবার্ত্তিকে কহিয়াছেন "আরুণ পরাশর শাখা ব্রাহ্মণস্য কল্পরূপত্বং" আরুণ এবং পরাশর শাখান্তর্গত ব্রাহ্মণ কল্প রূপী (২)।

কল্পসূত্রের রচনা ও প্রচার বৈদিক ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা বলিতে

(১) কুমারিল কৃত তন্ত্র বার্ত্তিকেও এই প্রকার ভাব দৃষ্ট হয়।

এবং কল্পসূত্রেম্বর্থবাদাদিমিশ্র শাখান্তর বিপ্রকীর্ণ ন্যায় লভ্য বিধ্যুপসংহার ফলমর্থ নিরূপণং তত্তৎ প্রমাণ মঙ্গী কৃত্য কৃতং। লোক ব্যবহার পূর্ব্বকাশ্চ কেচিদৃত্বিগাদি ব্যবহারাঃ সুখার্থ হেতুত্বে নাশ্রিতাঃ।

(২) কল্পস্ত্বরুণ কেতুক চরণ প্রকরণে সমাম্নায়তে। ইতি নক্ষত্রাঃ কল্পোঽহত ঊর্দ্ধ্বং যদি বলিং হরেদিতি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সায়নকৃত ভাষ্য।

হইবেক। তদ্দ্বারা বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ অনেকাংশে অপ্রচলিত ও তাহার চর্চ্চা মন্দীভূত হইয়াছিল। পূর্ব্বে রাশীকৃত বৈদিক গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড কিছুই অবগত হওয়া যাইত না কিন্তু এক্ষণে সকলে সেই সমস্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের পদ্ধতি স্বল্পায়াসে কল্পসূত্র হইতে প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবতই বিস্তীর্ণ এবং দুরূহ বেদ পাঠে বিরত হইতে লাগিল। কল্পসূত্রের এই রূপ নিতান্ত প্রয়োজনোপযোগিতা হেতু তাহা বেদবৎ আদরণীয় হইয়াছিল। কুমারিল [illegible]হিয়াছেন।

বেদাদৃতেঽপি কুর্ব্বন্তি কল্পৈঃ কর্ম্মাণি যাজ্ঞিকাঃ।
নতু কল্পৈর্বিনা কেচিন্মন্ত্র ব্রাহ্মণ মাত্রকাৎ।

যাজ্ঞিকগণ বেদ বিনা কেবল কল্প দ্বারা কর্ম্ম করিতে পারেন। কিন্তু বিনা কল্পে শুদ্ধ মন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা কিছু হয় না।

কল্পসূত্র যদিও শ্রুতি নহে তথাপি তাহা স্বাধ্যায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অপর বৈদিক ব্রাহ্মণের যে রূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে, সেই রূপ কালক্রমে কল্প সূত্রেরও বিভিন্ন শাখা উৎপন্ন হইয়াছিল (৩)

(৩) মহাদেব হিরণ্যকেশী সূত্রের ভাষ্যে কহিয়াছেন।

তত্র কল্প সূত্রং প্রতিশাখং ভিন্নমভিন্নমপি কৃচিৎ শাখা ভেদেঽধ্যয়ন ভেদাদ্বা সূত্রভেদাদ্বা। আশ্বলায়নীয়ং কাত্যাযনীযঞ্চ সূত্রংহি ভিন্নাধ্যযনয়োর্দ্বয়োর্দ্বযোঃ শাখয়োরেকৈকমেব। তৈত্তিরীয়কে সমাম্নায়ে সমানাধ্যয়নে নানা সূত্রাণি। অনেন চ সূত্র ভেদে শাখা ভেদঃ শাখা ভেদে চ সূত্র ভেদ ইতি পরস্পরাশ্রয় ইতি বাচ্যং।

ভিন্ন ভিন্ন সাখার কখন কখন বিভিন্ন কল্প সূত্র দৃষ্ট হয় এই প্রভেদ স্বাধ্যায় অথবা সূত্রের প্রভেদ হইতেই উৎপন্ন হয়। আশ্বালায়ন সূত্র এবং কত্যায়ন সূত্র ভিন্ন স্বাধ্যায় বিশিষ্ট শাখার প্রচলিত হইলেও সেই সূত্রদ্বয়ের প্রভেদ নাই।

অপর তৈত্তিরীয় বেদে একই স্বাধ্যায় বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন শাখাতে ভিন্ন ভিন্ন সূত্র প্রচলিত আছে। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে সূত্র ভেদে শাখা ভেদ হইয়াছে এবং শাখা ভেদে সূত্র ভেদ হইয়াছে।

অপর চরণব্যূহেও উক্ত হইয়াছে। চরণব্যূহঃ। চরণাঃ-শাখাঃ সূত্রাণিচ। ব্যূহো বিবিচ্য ভেদঃ। নচাত্রাধ্যযনভেম

অপর মহাদেব নামক ভাষ্যকার কল্পসূত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কহিয়াছেন যে, তাহা বেদের ন্যায় নিত্য কালাতীত এবং ঋষি প্রোক্ত সুতরাং মনুষ্যের রচিত নহে (৪)।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে (৫) যে প্রত্যেক বৈদিক যজ্ঞের হোতা অধ্বর্য্যু এবং উদ্গাতা এই তিন প্রকার প্রধান পুরোহিতের আবশ্যক। এই ত্রিবিধ পুরোহিতের ব্যবহারার্থে তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কল্পসূত্র রচিত হইয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক পুরোহিতের কি কি কর্ত্তব্য এবং যজ্ঞের কোন্ অংশ কোন পুরোহিতের অনুষ্ঠেয় তাহা সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে (৬)। যজ্ঞাদি

বোঽস্তি তস্মাৎ সূত্র ভেদাদেব শাখাভেদঃ॥ ননু স্বাধ্যায়ৈকদেশোমন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকঃ শাখেত্যুচ্যতে। তয়োর্ম্মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরণ্যতর ভেদেন বেদেঽবান্তর শাখাভেদঃ স্যাদিতিচেৎ। সত্যং। যথা সাঙ্গঃ স্বাধ্যায়ো বেদ শব্দ বাচ্য এবং শাখাপি সাঙ্গৈব বেদৈকত্বেন শাখান্তরত্বং লভতে। তত্রাঙ্গস্য সূত্রস্য ভেদাদ্ভিদ্যতএব স্বাধায়াধ্যয়নমিতি ভবতু চরণভেদএব শাখা ভেদ ব্যবহারে হেতুঃ। তথাচ যথা শাখাধ্যয়নং নিয়তং সূত্রাধ্যয়নমপি॥

(৪) অথাধ্যয়ন ভেদাচ্ছাখাভেদোঽনাদিরেবং সূত্র ভেদাদপি। নহি সূত্রাণাং কর্ত্তৃ সংবন্ধি সংজ্ঞাদ্যতনী কিন্তু ননা কল্পগতাসু তত্তন্নামকর্ষিব্যক্তিষু নিত্যা তৎ প্রণীত সূত্রেষু চ নিত্যাং জাতিমবলম্ব্য তিষ্ঠতি যথা পুরুষ নামাঙ্কিত-শাখাসু সংজ্ঞা॥

যেমন অধ্যয়ন ভেদে উৎপন্ন বিভিন্ন শাখা নিত্যই আছে, সূত্র ভেদ হইতে যে সকল শাখা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও সেই রূপ জ্ঞাতব্য। কারণ কোম কোন সূত্রের কর্ত্তৃ সম্বন্ধীয় নাম আধুনিক নহে কিন্তু কল্পোক্ত ঋষিদিগের নামের ন্যায় নিত্য এবং তাহাতে মনুষ্যের নাম থাকিলেও শাখাবৎ প্রাচীন।

(৫) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৩ শকের মাঘ মাসের. ১৫৪ পৃষ্ঠা ২ স্তম্ভ।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন বেদ সংক্রান্ত যে সকল কল্প সূত্র গ্রন্থ অথবা গ্রন্থের নাম অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার উল্লেখ পশ্চাতে করা গেল।

১ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অনুযায়ী আপস্তম্ব. বৌধায়ন, সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী এই তিন গ্রন্থ সংপূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব সূত্র. ইহার কিয়দংশ লোপ হইয়াছে। ভারদ্বাজ সূত্র, বাধুন সূত্র, বৈখানস সূত্র, লৌগাক্ষি সূত্র, মৈত্র সূত্র, কঠ সূত্র বরাহ সূত্র এই কয়েকটির নাম মাত্র দৃষ্ট হয়।

২ শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংক্রান্ত কাত্যায়ন সূত্র। ইহা সংপূর্ণ আছে।

সম্বন্ধীয় শ্রৌত সূত্রের ন্যায় গৃহ্য এবং সাময়াচারিক-সূত্র কল্পের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রৌত সূত্র সকল যেমন শ্রুতি অর্থাৎ বেদের আনুযায়ী, সেই রূপ চির প্রচলিত প্রথা ও আচারই গৃহ্য এবং সাময়াচারিক সূত্রের মূল এই হেতু তাহাদের সামান্যত স্মার্ত্ত সূত্র বলিয়া উল্লেখ আছে।

গৃহ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেকে অনেক প্রকার করিয়া থাকেন। আশ্বলায়নের মতে গৃহ শব্দে বাসস্থান এবং পত্নী উভয়কেই বুঝায়, যথা "সগৃহো গৃহমাগতঃ" এস্থলে সগৃহ অর্থ পত্নীর সহিত। এবং বিবাহ কালাবধি গৃহ সংরক্ষিত অগ্নি দ্বারা যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম গৃহ্য কর্ম্ম ; এবং সেই অগ্নিকে গৃহ্যাগ্নি কহে (৭) অপর গোভিল সূত্রেও গৃহ্য কর্ম্মের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

অথাতো গৃহ্যকর্ম্মাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ। গৃহশব্দেন স্মার্ত্তাগ্নিরুচ্যতে। তস্মিন্যানি কর্ম্মাণি তানি গৃহ্যকর্ম্মাণি। দীর্ঘত্বং ছান্দসং। অথবা গৃহ্যা স্মৃতিঃ তস্যাং যানি কর্ম্মাণি। অথবা গৃহ্যা পত্নী তয়া সহিতস্য যানি কর্ম্মাণি।

এক্ষণে গৃহ্য কর্ম্মের উপদেশ করিতেছি। গৃহ্য শব্দে স্মার্ত্তাগ্নি বুঝায়, তাহাতে যে সকল কর্ম্ম করা হয়, তাহার নাম গৃহ্য কর্ম্ম। অথবা গৃহ্য শব্দে স্মৃতি তদনুযায়ী কর্ম্মই গৃহ্য কর্ম্ম, কিম্বা গৃহের অর্থ পত্নী এবং পত্নীর সহিত যে কর্ম্মাদি কৃত হয় তাহাকে গৃহ্য কহে।

৩ সাম বেদান্তর্গত মশাক কৃত আর্ষেয় কল্প লাট্যায়ন সূত্র, দ্রাহ্যায়ন-সূত্র, এই কএক খানি গ্রন্থ সংপূর্ব প্রাপ্ত হওয়া যার।

৪ ঋগ্বেদান্তর্গত আশ্বলায়ন সূত্র, সাঙ্খ্যায়ন সূত্র। উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সৌনক সূত্র (উদ্ধৃত)।

৫ অথর্ব্ব বেদের কৌশিক সূত্র (মূল সংপূর্ণ আছে)।

(৭) গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণ এই তিন প্রকার অগ্নিকে ত্রয়াগ্নি কহিয়া থাকে এবং গৃহ্য বা অবস্থ্য অগ্নিকে একাগ্নি কহে।

গৃহ্য সূত্রানুযায়ী অনুষ্ঠানকে সামান্যত পাক যজ্ঞ কহে, এই সকল কর্ম্ম অধিকাংশেই ক্ষুদ্র ও অনায়াস সাধ্য হইলেও নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে গৃহ্য কর্ম্মের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা আছে এবং তাহা দেবতাদিগের অতিশয় প্রীতিকর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গৃহ্য সূত্রে সর্ব্বাগ্রে উদ্‌বাহ বিধি লিখিত হইয়াছে, কারণ কৃতদার না হইলে গৃহ্য কর্ম্মে কেহ অধিকারী হইতে পারে না। তৎপরে বিবিধ সংস্কার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে; যথা গর্ভাধান সংস্কার এবং গর্ভাবস্থার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সংস্কার, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার জাতকর্ম্ম, নামকরণ, সূর্য্যদর্শন অর্থাৎ শিশুকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া সূর্য্য প্রদর্শন করান (ইহা একটি সংস্কার বলিয়া উক্ত হইয়াছে), অন্ন প্রাশন, কেশ মুণ্ডন, এবং পরিশেষে উপনয়ন। উপনয়ন হইলে পর গুরু গৃহে গমন করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের কি প্রকার পদ্ধতি এবং তাহাতে কি কি প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় তাহা গৃহ্য সূত্রে বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে।

সূত্র সকলের রচনা কালে বর্ণ ভেদ যে সম্পূর্ণরূপে পরিণত হইয়া ছিল, তাহা সাময়াচারিক বা ধর্ম্ম সূত্রেই স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। আপস্তম্ব কৃত ধর্ম্ম সূত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিবরণ বিশেষ রূপে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের অনুষ্ঠেয় ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য সকল বিবৃত হইয়াছে। এবং মন্বাদি স্মৃতিতে যে প্রকার শূদ্রের হীনাবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ধর্ম্ম সূত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। অপরাপর বর্ণের লোক যে অপরাধে সামান্য দণ্ডের উপযুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা শূদ্রের কৃত হইলে গুরু দণ্ডের বিধান আছে। শূদ্র যদি অপর তিন বর্ণের কোন ব্যক্তির প্রতি পরুষ বাক্য ব্যবহার করে, তবে তাহার জিহ্বা চ্ছেদ করিবেক (৮) শূদ্র যদি প্রাণ হিংসা বা চৌর্য্য অথবা দেশ লুণ্ঠন করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড বিধেয়। অপর যদি ব্রাহ্মণ উক্ত অপরাধে অপরাধী হয় তবে তাহার শুদ্ধ চক্ষু উৎপাটন করা হইবেক। এই প্রকার মনুতে আমরা যে সকল নিষ্ঠুর নিয়ম দেখিতে পাই তাহা সাময়াচারিক সূত্র হইতেই নীত হইয়াছে। কিন্তু যদিচ আপস্তম্ব সূত্রে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের এতাধিক প্রভেদ দৃষ্ট হয় তথাপি ইহা উক্ত হইয়াছে যে শূদ্র স্বধর্ম্ম পালন করিলে পর জন্মে বৈশ্য হইবেক এবং এই রূপে ক্রমে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণকে প্রাপ্ত হইবেক (৯)।

অপর মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে কেবল প্রথম তিন বর্ণেরই উপনয়নের বিধি উক্ত হইয়াছে এবং তাহা শূদ্রের পক্ষে নিষেধ আছে এবং আপস্তম্ব সূত্রেও শূদ্রের উপনয়নের বিধি নাই কিন্তু সংস্কার গণপতি নামক গ্রন্থে (১০) আপস্তম্বের বচন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া শূদ্রের উপনয়ন বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কত দূর প্রমাণিক তাহা বলা যায় না।

---

(৮) জিহ্বাচ্ছেদনং শূদ্রস্যার্য্যধর্ম্মিকশক্রোশতো বাচি পথি শয্যাসামাসন ইতি সমীভাবতো দণ্ডতাড়নং।। পুরুষবধেস্তেয়ে ভূম্যাদান ইতি স্বান্যাদায় বধ্যশ্চ ক্ষুর্নিরো ধস্ত্রেতেষু ব্রাহ্মণস্য।

(৯) ধর্ম্ম চর্চ্চয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরি বৃত্তৌ অধর্ম্মচর্চ্চয়া পূর্ব্বোবর্ণঃ জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যেত জাতিপরিবৃত্তৌ।

আপস্তম্ব

(১০) অশূদ্রানামদুষ্টকর্ম্মণামুপায়নং বেদাধ্যয়নমগ্ন্যাধেয়ং ফলবন্তিচ কর্ম্মাণি। শুশ্রূষা শূদ্রস্যেতরেষাং বর্ণানাং।—আপস্তম্ব

সংস্কার গণপতি নামক গ্রন্থে শূদ্রের উপনয়ন বিধি আছে। অথ শূদ্রানামুপনয়নং। আপস্তম্ব। শূদ্রানামদুষ্টকর্ম্মণামুপনয়নং মদ্যপান রহিতানামিতি-কল্পতরু কর।

জ্যোতিষ।—বেদাঙ্গ মধ্যে জ্যোতিষ সংক্রান্ত গ্রন্থ অতিশয় বিরল। যে গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার রচনা সূত্র গ্রন্থ সকলের সদৃশ নহে, এই হেতু তাহা তদপেক্ষা আধুনিক হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু উক্ত জ্যোতিষ গ্রন্থে যে সকল মত ও গণনা প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ প্রাচীন এবং তাহা আধুনিক জ্যোতিষ হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। বাস্তবিক উক্ত প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে যে সকল গণনা আছে, তাহা অতিশয় সহজ এবং তাহা কেবল বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের জন্যই রচিত। বাস্তবিক বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কালাকাল নিরূপণার্থেই জ্যোতিষ গণনার আবশ্যক হইত এবং এই হেতুই জ্যোতিষ বেদাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কোন্ ঋতু কোন্ মাস বা কোন্ দিবসে কোন্ কোন্ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে হয়, কোন্ কোন্ বৈদিক কর্ম্মের কিকি প্রশস্ত কাল তাহা নির্ণয় করাই এই জ্যোতিষ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এবং আমরা বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণখণ্ডেও এই প্রকার জ্যোতিষ গণনার উল্লেখ দেখিতে পাই। বেদেতে দেখিতে পাওয়া যায় যে কালের পরিমাণ চন্দ্রমার গতি দ্বারাই অতি প্রাচীন কালাবধি নিরূপিত হইত(১১)। অপর চান্দ্র মাসের অতিরেক কালের সমষ্টি দ্বারা যে এক এক অতিরেক মাস উৎপন্ন হয় তাহার কথা ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অস্তি ত্রয়োদশো মাস ইতি শ্রুতেঃ। এবং এই অতিরেক মাসের গণনা দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণ হইতেছে যে তৎকালে জ্যোতিঃ শাস্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদ সংহিতাতে জ্যোতির্ব্বেত্তার নাম নক্ষত্রদর্শ এবং গণক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপর চরণব্যূহে জ্যোতিষ এবং উপজ্যোতিষের উল্লেখ আছে। বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যে সকল প্রাচীন জ্যোতিষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদেরই উপজ্যোতিষ কহে, যথা গোভিলীয়-নবগ্রহ-শান্তি-পরিশিষ্ট, নক্ষত্র কল্প, গ্রহযুদ্ধ, রাহুচার, কেতু চার, ঋতুকেতু লক্ষণ ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।

ধর্ম্ম জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পরস্পর বিভিন্ন। ঈশ্বরকে প্রীতি করা উচিত ইহা যখন জানিলাম, তখন আমি ধর্ম্মজ্ঞ হইলাম; কিন্তু তখন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইল না। যখন প্রেমার্দ্র হৃদয়ে আপনার সমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণ করিলাম, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক চিত্তে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; প্রাণগত যত্নে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিলাম; তখন প্রীতির অনুষ্ঠান হইল। অন্যের দুঃখ দূর করা কর্ত্তব্য; ইহা যখন জানিলাম, তখন একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবগত হইলাম, কিন্তু যখন তাহার দুঃখ মোচনের নিমিত্তে সাহায্য প্রদান করিলাম, তখন সেই কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইল। সর্ব্ব প্রকার সুখ ভোগের সময় ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, ইহা যখন জানিলাম, তখন একটী কর্ত্তব্য জ্ঞানেতে উদয় হইল; কিন্তু সুখ উপস্থিত হইলে হৃদয় যখন কৃতজ্ঞতা ভরে অবনত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল, এবং ঈশ্বরের প্রীতিকর কার্য্যেতে সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইল, তখনই সেই কর্ত্তব্যের অ-

---

(১১) সংস্কৃত, গ্রীক ও জর্ম্মান ভাষাতে চন্দ্রমা শব্দের ধাত্বর্থই পরিমাণ বুঝায় অতএব এই নামের দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আদৌ চন্দ্রের গতি দ্বারাই কালের পরিমাণ হইত। মা ধাতু হইতে মাস শব্দের উৎপত্তি।

নুষ্ঠান হইল। যখন হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব উদয় হয়, তখন তাহাকে অনুষ্ঠান বলে না; যখন সেই ধর্ম্মের ভাব—সেই কর্ত্তব্যের ভাব কার্য্যেতে পরিণত হইতে থাকে, তখনই তাহা অনুষ্ঠান শব্দের প্রতিপাদ্য হয়। যেমন হিমশিলা দ্রব হইয়া জল রূপে পরিণত হয়, সেই রূপ আন্তরিক ভাব পরিণত হইয়া অনুষ্ঠান রূপ ধারণ করে।

অনুষ্ঠানের মূর্ত্তি বাহিরে দৃষ্টি গোচর হয় বটে কিন্তু তাহার মূল কারণ অন্তরেই নিহিত থাকে। কি উপাসনা, কি পুত্রের অন্নপ্রাশন, কি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সমুদায় অনুষ্ঠানই আন্তরিক ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। হৃদয়ের ভাব যখন এত দূর উন্নত হয় যে কেবল চিন্তাতে বদ্ধ করিয়াই তৃপ্তি লাভ হয়-না; তখনই তাহা কার্য্যেতে প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহা স্বাভাবিক কার্য্য, ভূমি নিহিত বীজ তেজস্বী হইলে অঙ্কুরিত হইবেই হইবে; হৃদয় নিহিত ধর্ম্মের ভাব উন্নত হইলে বাহিরে প্রকাশ পাইবেই পাইবে। এমনস্থলে বাহ্য অনুষ্ঠানে বিন্দু মাত্র দোষ উপলব্ধি হয় না বরং ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। হৃদয়ের ভাব যদি বিশুদ্ধ হয়; তদুৎপন্ন অনুষ্ঠান অবশ্যই বিশুদ্ধ হইবে। এবং যদি সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া রাখি, বিশুদ্ধ ভাব প্রয়োজিত অনুষ্ঠানের মধুরতা অবশ্যই উপলব্ধি হইবে।

অনুষ্ঠান যে কেবল অন্তরের ধর্ম্ম-ভাব প্রকাশ করে এমন নয়; অমৃতময় ফলও প্রসব করিয়া থাকে। অন্তরে যে ধর্ম্মের ভাব নিহিত আছে তাহার যত অনুষ্ঠান হইবে, ধর্ম্ম ততই বদ্ধমূল হইতে থাকিবে। এবং আমার জীবনে যত ঘটনা হইবে, যদি প্রত্যেক ঘটনাতেই ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবনে ধর্ম্ম ওত প্রোত ভাবে ব্যাপ্ত থাকিবে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরকে লাভ করাই সমুদায় জীবনের উদ্দেশ্য, তাহার নিকটে ধর্ম্ম, সাংসারিক কর্ম্ম, আমোদ ও উৎসব সকলই এক রূপ ধারণ করে। বাস্তবিক যে ধর্ম্ম কার্য্যের সহিত সংযুক্ত না হইয়া কেবল চিন্তাতেই বদ্ধ থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া যায়। এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে কেহ কেহ আপনার দীর্ঘ জীবন কেবল ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক ও আলোচনাতে ক্ষেপণ করিয়া পরিশেষে ঈশ্বরে পরকালে একেবারে শ্রদ্ধাশূন্য হইয়াছেন; কেহ কেহ সৃষ্টির সহিত স্রষ্টাকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, কেহ বা ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে কলঙ্ক অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা জীবনের সহিত ধর্ম্মকে সংযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের জীবন পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসে ও প্রীতিতে অধিকতর উন্নত হইয়াছিলেন। যে ধর্ম্ম জীবনের সমুদায় কার্য্যের সহিত অশেষ প্রকারে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংমিলিত হইয়াছে, লোকে সহজে সে ধর্ম্ম বন্ধন ছেদন করিতে পারে না; হিন্দুধর্ম্মই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। হিন্দুধর্ম্ম কাল্পনিক হইয়াও সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা যে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতেছে, এবং অনেকে জ্ঞান সহকারে ইহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াও ইহার শাসন অতিক্রম করিতে পারিতেছে না তাহার কারণ এই যে, হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুমণ্ডলীর সমুদায় কার্য্যেতে প্রবিষ্ট হইয়া আধিপত্য করিতেছে। অতএব যে কারণে কাল্পনিক ধর্ম্মের এত দূর প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে; সত্য ধর্ম্ম কি সেই কারণে আরো বদ্ধমূল হইবেক না?

অনুষ্ঠান হইতে আর একটি মধুময় ফল

উৎপন্ন হয়, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। কোন ভক্তিমান্ পুত্র পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধান করিয়া কথা প্রসঙ্গে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রূপ হইল?" তিনি উত্তর করিলেন, "কি রূপে জীবিত পিতা মাতার সেবা করিতে হয়, তাহার শিক্ষা পাইলাম।" এই সামান্য কথোপকথন হইতে আমরা কি শিক্ষা পাইতেছি? এক ব্যক্তির হৃদয় নিহিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হইয়া শত শত ব্যক্তির হৃদয়লীন ধর্ম্মকে জাগরূক করিয়া তুলে, ইহা কি যথার্থ নয়? কত সময় এমন ঘটনা ঘটিয়াছে; শত শত উপদেশ যাহারদের নিকট নিষ্ফল হইয়াছিল, একটি অনুষ্ঠান তাহাদের জীবনকে পরিণত করিয়া ধর্ম্মের পথে আনয়ন করিল; অতএব যখন ধর্ম্মকে অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল চিন্তাতে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহা ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়, যখন অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম জীবনে বদ্ধমূল হয়, যখন জীবনের সমুদায় ঘটনায় ধর্ম্মকে সংযুক্ত করিয়া রাখিলে ধর্ম্মের প্রভাব অধিকতর হইতে থাকে, যখন অনুষ্ঠান দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া অন্যের মনে ধর্ম্মের ভাব উদ্দীপিত করে; তখন অনুষ্ঠান যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই প্রকার শিক্ষা দেন যে, জীবনের সমুদায় ঘটনাতে ঈশ্বরের পূজা কর, তাহা হইলে ধর্ম্ম তোমার জীবনে বদ্ধমূল হইবে এবং চির দিন অম্লান থাকিবে। যদি সংসারের কার্য্য ও ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ থাকে; যদি সংসারের কার্য্যের সময় সংসারী ও ব্রহ্মোপাসনার সময় ব্রাহ্ম হও; যদি ধর্ম্মকে উদাসীন করিয়া রাখ; তাহা হইলে ধর্ম্মের ফল তোমার নিকট কিছুই থাকিবে না। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যখন সুযোগ পাইবে তখনই আপনার সৌভাগ্য মনে করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি প্রতি নিমেষে প্রতি নিশ্বাসে আপনার লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় দেখিবে; তোমার লক্ষ্য অতি মহান্; যদি উপলক্ষ্য ক্ষুদ্র হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বর যাহাদের লক্ষ্য না হয়, তাহারাই উপলক্ষ্য লইয়া শশব্যস্ত হয়। তুমি ব্রাহ্ম, ব্রহ্ম তোমার লক্ষ্য; যে কোন উপলক্ষ্যে লক্ষ্য সিদ্ধি করিয়া লইবে। তোমার জীবনে ব্রহ্মোপাসনা যত হইবে, ততই তুমি কৃতার্থ হইবে; ইহা মনে রাখিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ কর। ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেবল ব্রাহ্মসমাজে বদ্ধ করিয়া রাখিও না; প্রতি গৃহে প্রতি কার্য্যে তাহাকে আহ্বান কর এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিচরণের জন্য জীবনের কার্য্যকে বিস্তারিত করিয়া দাও।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

ইতিহাস সংগ্রহ।

হিজলীর বৃত্তান্ত।

হিজলীতে যে প্রকার বাঁধ ব্যবস্থা আছে, আমরা তাহা পাঠক বর্গের গোচর করিয়াছি, এক্ষণে তথাকার নিমক পোক্তান ও রাজস্ব ব্যবস্থাদি বর্ণন করিতেছি।

আমারদিগের দেশে নিমক পোক্তান কি প্রণালীতে হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। অনেকের এ সকল বিষয়ে কৌতূহলও নাই। কিসেই বা আমাদিগের দেশের লোকের কৌতূহল আছে? জন সাধারণ যে কেবল অজ্ঞান তিমির রাশিতে নিমগ্ন আছে এমন নহে, জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্তেও কোন চেষ্টা করেন না। বিদ্যা মাত্রই ব্রহ্ম বিদ্যার অন্তর্গত; কি পারমার্থিক কি বৈষয়িক সকল জ্ঞানই অনন্ত জ্ঞানের অসংখ্য শাখা স্বরূপ। বিশ্ব সংসারের ব্যাপার পরম্পরায় এক জ্ঞান মাত্রই অমূল্য, কিন্তু এ বোধটী আমাদিগের দেশে অদ্যাবধি বদ্ধমূল হয় নাই। সকলেই স্বীকার করেন যে কোন্ প্রদেশ কি অবস্থায় আছে, কোথায় কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারিলে ভাল বটে কিন্তু সেই

সকল বিষয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রায়ই নাই। আমরা নিয়তই যে লবণ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কোথায় জন্মায়, কি উপায়ে আমাদিগের এ অঞ্চলে আসে, ইহা অতি অল্প লোকে জানেন।

আমাদিগের দেশে যে সকল লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহা হয় জ্বাল দিয়া প্রস্তুত করা দেশী লবণ, নয় সৈন্ধব লবণ, নয় ইংলণ্ডস্থ লিবরপুল নগর হইতে আনীত লবণ। বঙ্গ ভূমির দক্ষিণাঞ্চল লবণের একটী আকর স্বরূপ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সমুদ্র কূলবর্ত্তী নিম্ন দেশ সকল লবণ-জল সিক্ত হয় ও সুতরাং তথাকার মৃত্তিকায় জল সহকারে লবণ প্রবেশ করে। অতএব কোন প্রকারে সেই সকল মৃত্তিকা জলে ধুয়িয়া যদি সেই জল পরিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই লবণ বহির্গত করা যাইতে পারে।

লবণ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে হিজলীতে বাঁধের বহিঃস্থিত ভূমি উত্তম রূপে লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়া থাকে, তৎপরে তাহার উপরে মই দেয়, সুতরাং মাটী গুঁড় গুঁড় হইয়া পড়ে। এই মাটীর উপরে প্রণালী সহকারে আনীত লবণ জল সেচন করিতে থাকে, লবণ জল সেচন করিতে করিতে মৃত্তিকা বিশিষ্ট লবণময় হয়, তৎপরে সেই মাটী আঁচড়াইয়া লইয়া জলে ভিজায় ও সেই জল খড় পাতিয়া নল দ্বারা চোঁয়াইয়া লয়। এই লবণ জলের সার সংগ্রহ করিয়া বাইনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ডে জ্বাল দেয়। তাহাতে জল বাস্পাকারে পরিণত হইয়া বহির্গত হইলে অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ দানাদার লবণ অবশিষ্ট থাকে। এই রূপ প্রণালীতে এক এক জন মলঙ্গী প্রত্যহ এক মোন দেড় মোন লবণ প্রস্তুত করিতে পারে, ও তাহা লইয়া সরকারের নিয়োজিত কর্ম্মচারিদিগের নিকটে ওজন করিয়া সমর্পণ করে।

বঙ্গদেশের সমুদ্র কূলস্থ অঞ্চল মাত্রেই এরূপে লবণ প্রস্তুত হয় ও তথায় সরকারের পোক্তান সংস্থাপিত আছে। আমাদিগের দেশে গবর্ণমেণ্ট আপনারা কতক গুলি সামগ্রীর ব্যবসায় করেন ও অন্য কেহ তাহা করিলে রাজ-দ্বারে দণ্ডিত হয়। এ প্রথা অন্যায়মূলক ও বাণিজ্যের উন্নতি-পক্ষে হানি জনক। যাহা হউক এক্ষণে অহিফেন ও লবণ এ দুই দ্রব্যেতে রাজার এক চেটিয়া আছে। তন্মধ্যে লবণ ব্যবসায়ে তাঁহাদিগের লাভ অপর্য্যাপ্ত। শুনা গিয়াছে বৎসরে বৎসরে হিজলীর পোক্তান হইতে সরকারের প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা আয় হয়। এক্ষণে এই পোক্তান প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে, অন্যান্য স্থানেও পোক্তানের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে, এবং অল্প কালমধ্যে সরকার বাহাদুর পোক্তানের কার্য্য এককালেই পরিত্যাগ করিবেন। অতএব এস্থলে হিজলীর বৃত্তান্তের ভিতর পোক্তান ব্যবস্থায় বিশেষ বর্ণন করিলাম না।

হিজলীতে দুই প্রকার ভূমি আছে। প্রথম জমিদারি ভুক্ত অর্থাৎ যে সকল জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ভূম্যধিকারিদিগের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার আছে, কেবল বৎসরে বৎসরে সরকারে নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিতে হয়; দ্বিতীয় খাস মহল অর্থাৎ যে জমিতে সরকারের সম্যক্ অধিকার আছে। খাস মহলের মধ্যে কোন কোন জমি গবর্ণমেণ্ট হইতে ইজারা বন্দোবস্ত আছে, অবশিষ্ট জমি সরকারি কর্ম্মচারিদিগের হস্তগত আছে, সরকারের আবশ্যক হইলে এই সকল ভূমি অথবা তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি যথা কার্য্যে নিয়োজিত হয়।

কালিন্দী, বালসাই ও অন্যান্য কয়েক পরগণায় অনেক ইজারা বন্দোবস্তী ভূমি আছে ও সকল পরগণাতেই প্রায় জ্বাল পাই ভূমিও আছে। বঙ্গ দেশের অন্যান্য স্থানের মত পূর্ব্বে হিজলী খণ্ডে প্রায় সমুদায়ই জমিদারী মহল ছিল। কিন্তু জল প্লাবন ও অন্যান্য কারণবশতঃ রাজস্ব আদায় না হওয়াতে সরকার সে সমুদায় জমিদারী নিলাম করেন ও অন্য ক্রেতার অসদ্ভাব বশতঃ আপনারদিগের অধিকারে অর্থাৎ খাসে রাখিতে হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই সকল জমি অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, পরে বাঁধ বন্ধন হওয়াতে জলপ্লাবনের উৎপাত হ্রাস হইল, লোকেও বসতি করিতে লাগিল, ও ক্রমে জমি শস্যোৎপাদিকা হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট এই সকল জমি বিংশতি বৎসর বা তন্ন্যূনাধিক কাল জন্য অনেক ব্যক্তিকে ইজারা দিয়াছেন, ইহারা যত্ন সহকারে বাঁধের অন্তর্গত ভূমি সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া কৃষকদিগকে দিতেছে; কৃষকেরা ক্রমে বসতি করিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধন করিতেছে। অনেক ইজারদারেরা এক্ষণে উত্তম সম্পন্ন হইয়াছেন, ভূমির করও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে ভূমির অসাধারণ ধান্যোৎপাদিকা শক্তি এবং বর্ষে বর্ষে অজস্র ধান্যও উৎপন্ন হয়। নিমক পোক্তানে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে; পূল বন্দি ও বাঁধ বন্ধনে অনেক লোকের আবশ্যক হয়। হিজলীর অবস্থা এক্ষণে উত্তম ও দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে সকল খাসমহল আছে, তাহা ক্রমে ক্রমে বিক্রয় হইতেছে, বোধ হয় ক্রমে সমুদয়ই জমিদারী বন্দোবস্ত হইবেক। হিজলীর কোন কোন স্থলের ভূমি ক্রমে সমুদ্রের গ্রাসে পতিত হইতেছে। সুতরাং তথাকার রাজস্ব বিষয়ে সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। জুনপুট্ নামক একটা স্থানে প্রাচীন

বাঁধ অনেক স্থলে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং সমুদ্র হইতে তাহার অনেক দূর অন্তরে বর্ত্তমান বিপুল আয়তন বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। এই দুই বাঁধের মধ্যবর্ত্তী যে ভূমি আছে, তাহা জমিদারেরা পরিত্যাগ করিয়াছে ও তাহার রাজস্বও আদায় হয় না। এই রূপ স্থানে স্থানে বাঁধের অব্যবস্থা থাকাতে সম্পূর্ণ মাত্রায় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের বিশিষ্ট ব্যাঘাত হয়।

হিজলী খণ্ডের স্থূল স্থূল বর্ণন করা গেল, এক্ষণে তথাকার নিবাসীদিগের বিষয় কিছু বলিবার আছে। বঙ্গভূমির অন্যান্য প্রদেশস্থ লোক যে প্রকার, হিজলীর লোকেরা ঠিক সেই রূপ নহে। তথায় অবশ্যই নানা জাতির আবাস আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কৈবর্ত্ত জাতির সংখ্যাই অধিক। আমাদিগের এ সকল দেশের কৈবর্ত্ত ও অন্যান্য জাতিদিগের পদবী যে প্রকার, হিজলীস্থ তত্তজ্জাতিদিগের পদবী সে রূপ নহে। পাহাড়ি জানা এই রূপ পদবীই অধিক। তথাকার লোকেরা উৎকলবাসীদিগের মত নাম রাখিয়া থাকে। কেবল এই বিষয়ে নহে ইহাদিগের অন্যান্য অনেক অংশে উড়েদের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য আছে। ইহারা উড়িস্যা ভাষায় লেখা-পড়া করে। আমাদিগের বঙ্গ ভূমির বিখ্যাত কাশীদাস ও কৃত্তিবাস কৃত যে মহাভারত ও রামায়ণ আছে, ইহারা তাহা পাঠ করে না। উৎকলখণ্ডে উক্ত মহা কাব্যদ্বয়ের যে অনুবাদ আছে, হিজলীতে তাহাই প্রচলিত। কলিকাতাস্থ সকল লোকেই দেখিতেছেন উড়িস্যা বাসীরা লৌহের লেখনী দ্বারা তালপত্রে লিপি কার্য্য সমাধা করে; হিজলী বাসীরাও সেই রূপ করিয়া থাকে। ভাষাতেও ইহারা প্রায় বার আনা উড়ে। প্রথমে যাইয়া ইহাদিগের কথা কষ্টে বুঝিতে হয়। ভাষার বিশেষ্য পদ অনেক বাঙ্গলা বটে কিন্তু ক্রিয়া মাত্রই প্রায় উৎকল ভাষা। এই সকল চিহ্ন দেখিয়া হিজলী বাসীদিগকে প্রকৃত উৎকল বংশীয় বলিয়া বোধ হয়। তবে যদি কোন কোন অংশে রীতি নীতি ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালিদিগের কতক দূর সদৃশ বলিয়া বোধ হয়, তাহা অনায়াসেই হইতে পারে। যে হেতু বহু কাল বাঙ্গালিদিগের নিকটবর্ত্তী থাকাতে এবং তাহাদের সহিত সর্ব্বদা সংশ্রব হওয়াতে কাষে-কাষেই অনুকরণ করিতে হইয়াছে; সেই জন্য কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গালীর ভাব তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু ইহারা যে প্রকৃত উৎকল বাসী তাহা ভাষাদ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কোন দেশে অপরাপর বিষয়ে যতদূর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হউক না কেন ভাষার সম্যক পরিবর্ত্তন কদাপি হয় না। ভাষার দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের পরস্পর সম্বন্ধ অভ্রান্ত রূপে নিরূপণ করা যায়।

বঙ্গ ও উৎকল খণ্ডের যে পুরাবৃত্ত আছে, তদ্দ্বারাও হিজলীর লোকদিগের উৎকল-সম্ভূত হওয়াই প্রমাণ হয়। এমন অনেক সময়ে হইয়াছে যখন উড়েরা সুবর্ণরেখা নদী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল ও যথেষ্ট পরাক্রমে বঙ্গদেশের মুসলমান ভূপতিদিগকে রণ পরাজিত করিয়াছিল। হিজলীতে ব্রাহ্মণ বড় অধিক নাই, যাহারা আছে ইহারা প্রায়ই মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ। তথায় কর্ম্মোপলক্ষে যে সকল এ অঞ্চলের ভদ্র লোকেরা আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত রাখেন। এই মধ্য শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণেরা অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদিগেরই মত, তবে হিজলী অপেক্ষাকৃত নিঃস্ব, সুতরাং বাহ্য অবস্থাতে এই ব্রাহ্মণেরা আমাদের ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা কিছু হীন বটে। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেচনা, ব্যবহার, এ সকল অংশে বোধ হয় তাহারা সমানই হইবে।

দেব পূজাদি বিষয়ে হিজলীতে কিছু বিশেষ আছে। সকল গ্রামেই প্রায় এক একটী গ্রাম্য দেবতা আছে। দেবতার কোন মূর্ত্তি বা মন্দির নাই, কেবল এক খণ্ড সিন্দূর চিত্রিত প্রস্তর একটা বৃক্ষ মূলে স্থাপিত থাকে; যখন যাহার কিছু পূজা দিবার আবশ্যক বা ইচ্ছা হয়, সেই ঠাকুরের নিকট যাইয়া পূজা দেয়। আর মরক উপস্থিত হইলে সমুদয় গ্রামস্থ লোকে একত্রিত হইয়া সেই বৃক্ষতলশায়ী প্রস্তর খণ্ডের আরাধনা করে। এই দেবতার নাম শীতলা। আমাদিগের দেশে শীতলাও আছেন, পঞ্চাননও আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বৈভব স্থানে স্থানে কিছু ভাল অথচ তাঁহাদিগের পদ এত উচ্চ নহে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কালী বা মহাদেবের সম্মান হিজলী বাসীর শীতলাই ভোগ করিয়া থাকেন। শীতলা ঠাকুরণের নিকট আবশ্যক মতে গান হইয়া থাকে। গান অনেকই বাঙ্গলা ভাষায় রচিত, শুনিতে অমনি এক প্রকার।

হিজলীর মনুষ্যেরা কিছু ভীরু স্বভাব ও দুর্ব্বল ও বটে, ও লোকে বলে তাহারা ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চনা প্রিয়। কিন্তু এই বৃত্তান্ত-লেখক যতদূর তাহাদিগের সহিত কাজ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাদিগকে মন্দ দেখেন নাই। ভীরু বলিয়া ইহারা অপরিচিত বাঙ্গালিদিগের প্রতি কিছু অবিশ্বাস প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য আমাদিগের যত দোষ তাহাদিগের তত দোষ নহে। সেখানে কর্ম্মোপলক্ষে যে এ অঞ্চলস্থ মহাশয়েরা আছেন, তাঁহারা অনেকেই পর-পীড়ক, হিজলী

বাসীরা পীড়ন রূপ মহা উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য কোন উপায় পায় না; সুতরাং মিথ্যা কথা ও ধূর্ত্ততাই মাত্র তাহাদিগের ধর্ম্ম স্বরূপ।

বিদ্যা চর্চ্চা এখানে মন্দ হয় না। এখানে বিদ্যা নামে যাহা কিছু প্রচলিত আছে, অপর সাধারণ সকল লোকেই তাহা অনুশীলন করে, কেহই প্রায় অবহেলা করে না। এখানকার কৈবর্ত্তেরাও বালকদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখায়, অতএব এ অংশে আমাদিগের অপেক্ষা তাহারা ভাল।

হিজলীর মনুষ্যেরা এ অঞ্চলের লোকদিগের অপেক্ষা দেখিতে বিশ্রী। ইহার স্পষ্ট কারণ কি রূপেই বা পাওয়া যাইবে, কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারি, উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গলার লোকের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতিরা যে প্রাচীন আর্য্য বংশোদ্ভূত হিজলীর লোকেরা সে কুল সম্ভূত না হইলে না হইতে পারে। এ বিষয়ের বিচার করিবার আমারদিগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু দিগদর্শী পাঠক বর্গ বিবেচনা করিবেন। ভারতবর্ষ-বাসীর মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা এই বংশাবতংস ও অন্যান্য জাতিরা অন্য বংশ জাত, বঙ্গদেশের বৈদ্যরাজগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ঐ ব্রাহ্মণ জাতি আনয়ন করিয়া এই দেশে সংস্থাপিত করেন, কিন্তু দক্ষিণ রাজ্যস্থ মহারাষ্ট্র ও দ্রাবিড় প্রদেশ বাসী ব্রাহ্মণগণ আর্য্য বংশীয় নহে। কোন উপায়ে ইহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া উৎকল ও হিজলী প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব হিজলীতে সেই প্রাচীন আর্য্য বংশের বীজ বিক্ষিপ্ত হয় নাই। তথাকার লোক দেখিতে বড় ভাল নহে।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, সেখানে সুন্দরী স্ত্রী অনেক আছে, কিন্তু অনেকের চক্ষে স্ত্রী লোকের সৌন্দর্য্য অনেক প্রকারে লাগে। মোহিনী শক্তি কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্যের ফল নহে। আর অনেক বুদ্ধিমান লোকেও প্রকৃত মুখশ্রী কাহাকে বলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না; বর্ণের উজ্জ্বলতা অঙ্গের সুভঙ্গি ও আপনাদিগের মনের অশুদ্ধি এ সকল তাঁহাদিগের নিকট অনেক স্ত্রীলোকের পক্ষ সমর্থন করে। অতএব হিজলীর স্ত্রীগণের সৌষ্ঠব বিষয়ে যাহা শুনা যায় তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

হিজলীর বৃত্তান্ত বর্ণনা করা শেষ হইল। কিন্তু উপসংহার স্থলে কিছু বলিবার আছে। বাঙ্গলা ভাষায় একপ কোন দেশের বৈষয়িক বৃত্তান্ত কেহ কখন অধিক লেখেন নাই, সুতরাং এ প্রকার কার্য্যোপযোগিনী শক্তি আমাদিগের ভাষায় যাহা কিছু আছে, তাহা মার্জ্জিত বা বর্দ্ধিত হয় নাই। আবার লেখকেরও সাধারণ সমক্ষে এই প্রথম পরীক্ষা, সুতরাং বর্ণনা যে বিশিষ্ট রূপে নীরস হইবে, তাহার অনেকই কারণ আছে। কিন্তু যাহা হউক যত দিন আমাদিগের দেশে অন্যান্য প্রদেশের বৃত্তান্ত বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না জন্মিবে, তত দিন বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যে হেতু সামাজিক উন্নতি সাধন যে কারণ হইতে হয়, প্রতি বাসীদিগের তদ্রাতদ্র বিষয়ে সেই কারণেই কৌতূহল জন্মায়। এই হিজলীর বৃত্তান্ত লেখাতে কোন ইষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে কি না তাহা আমাদিগের জানিবার উপায় নাই; যদি জানিতে পারা যায় যে পাঠকদিগের কোন লাভ হইয়াছে, তবে এই রূপ অন্যান্য প্রদেশেরও বৃত্তান্ত কিছু কিছু সাধারণ গোচর করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইব।

—০—

বিজ্ঞান

জন্তু বিজ্ঞান।

অন্তর্জাত বা পরান্তপুষ্ট।

মেরুদণ্ডী—প্রাণিদিগের শরীর অনেকানেক জন্তুর আবাসস্থান। কোন কোন কীট মেরুদণ্ডী প্রাণিদিগের শরীর মধ্যে অবস্থিতি করে এবং তথায় যথাবশ্যক অন্ন পান গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়; একারণ তাহাদিগকে অন্তর্জাত বা পরান্তপুষ্ট কীট কহা যায়। সকল প্রকার কৃমি এই জাতির অন্তর্গত। এপর্য্যন্ত এই জাতীয় জন্তুদিগের বিশেষ তত্ত্ব নিরুপিত হয় নাই, কিন্তু কোন জন্তুই ইহাদিগের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত নহে। মানবদেহ-মধ্যে অন্যূন অষ্টাদশ প্রকার অন্তর্জাত কীট বা কৃমি বাস করে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তু দেহাভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এক বা তদধিক জাতীয় কীটের অবস্থান আছে। অপরাপর প্রাণি অপেক্ষা ইহাদিগের জাতি সংখ্যা অধিক, সুতরাং ইহাদিগের আকৃতিরও বিলক্ষণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন কোন জাতি কোমল, স্বচ্ছ, শ্লেষ্মাপূর্ণ থকের ন্যায়, কোন কোনটা ফিতার ন্যায় এই রূপ নানা প্রকার কৃমি নানা জাতীয় জন্তুর পাকাশয়, অন্ত্র, কণ্ঠনালী, পিত্তনালী এবং নেত্রমল মধ্যেও অবস্থিতি করে। মেষদিগের শরীরে দুই জাতির বাস আছে, এক জাতি মস্তিষ্কে, অপর, যকৃৎ মধ্যে। মনুষ্যদেহে যে একজাতি অন্তর্জাত কৃমি আছে, তাহারা কখন কুখন ১০। ১২ হস্ত দীর্ঘ হয়। তাহাদের মস্তকে চারিটী শোষক এবং দুই শ্রেণি বক্রান্ত কন্টক আছে, ঐ কন্টক সহকারে তাহারা ইচ্ছামতঃ দেহমধ্যে যে কোন স্থানে সংলগ্ন থাকিতে পারে। তাহাদিগের একটী আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক লক্ষণ আছে, তাহাদিগের শরীর যে সমস্ত গ্রন্থি দ্বারা বিরচিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থিই পর্য্যায় ক্রমে রাশি রাশি ডিম্ব প্রসব করে। যে গ্রন্থি হইতে প্রথমতঃ ডিম্ব উদ্ভূত হয়, ডিম্ব পরিপক্ক হইলে তাহা শরীরের উপরার্দ্ধ হইতে স্বতন্ত্রিত হইয়া স্খলিত হয়। তদনন্তর উপরার্দ্ধের অধস্তন পর্ব্ব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া দুইটী পর্ব্ব হয় এবং পুনর্ব্বার তাহার নিম্নতম গ্রন্থিটী পূর্ব্বমত দ্বিধা হয়। এই রূপ পৌনঃপুনিক বিয়োগ কার্য্যের পর অতি অল্প কাল মধ্যেই কীট স্বীয় পূর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হয়। আর এক প্রকার কৃমি আছে, তাহারা মানবদেহের অন্ত্র মধ্যে থাকে; কোন পণ্ডিত নির্ণয় করিয়াছেন যে তাহার স্ত্রীজাতি একেবারে ৬৪,০০০,০০০ ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ ডিম্ব কণা প্রসব করিয়া থাকে। পশু পক্ষী মৎস্য প্রভৃতি সকল জন্তুর অন্তর্মধ্যেই এই রূপ বহুপ্রসূ কীট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে ঐ সমস্ত কীট স্ব স্ব আশ্রয়ীভূত প্রাণি দেহের তন্ত্র হইতে জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু উল্লিখিত উৎপত্তির নিয়ম আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐ সমস্ত ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জন্তুর উৎপত্তির জন্য সেই সর্ব্বনিয়ন্তা কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অন্যথা কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না। এই অন্তর্জাত কৃমি সমূহ দ্বারা ও জগদীশ্বর স্বীয় সৃষ্ট প্রাণি নিকরের শুভোদ্দেশ করিয়াছেন, তাহারা দেহ মধ্যে বাস করত অস্বাস্থ্যকর রসাদি শোষণ করিয়া হয়ত গুপ্ত চিকিৎসকের কার্য্য করিতেছে। তাহাদিগের মুখস্থিত শোষক দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে রসাদি জলীয় পদার্থই তাহাদের আহার্য্য, অতএব আমাদিগের পিত্তনালী, অন্ত্র, পাকাশয় প্রভৃতিতে বাস করত কটু-রস সকল বিনাশ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার যে আরও কত গূঢ় অভিপ্রায় আছে কে বলিতে পারে।

প্রাণিদ্রুম বা পুরুভুজ।

অংশুশিরাল প্রাণিদিগের তৃতীয় শ্রেণী পুরুভুজ। পূর্ব্বতন পণ্ডিত মণ্ডলির কেহ কেহ এই প্রাণিদিগকে উদ্ভিজ্জ, অপর সম্প্রদায় আংশিক প্রাণি ও আংশিক উদ্ভিদ জ্ঞান করেন, তন্নিবন্ধন তাহারা ইহাদিগকে "জুফাইট" অর্থাৎ "প্রাণিদ্রুম" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে ১৭৫৪। ৫৫ খ্রিষ্টীয়াব্দে জান এলিস নামা জনৈক বিলাতীয় বণিক ইহাদিগের প্রকৃতির প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জন্তুত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। বিজ্ঞান শাস্ত্র ও এই নবাবিষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত বণিকের নিকট ঋণগ্রস্ত আছে।

অংশুশিরাল প্রাণিদিগের অংশু ধর্ম্মীর লক্ষণ এই জাতিতে যেরূপ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ে (স্বেদজ ও অণ্ডজ) সে রূপ দৃষ্ট হয় না। এতজ্জাতীয় জন্তুগণের মুখের চতুষ্পার্শ্বে অংশু রেখার ন্যায় অনেক গুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রাকার বাহু আছে, তদ্দ্বারা জন্তুগণ খাদ্যাকর্ষণ এবং ইচ্ছামতঃ সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত করিয়া জল সন্তরণ করে। এই রূপ বহু সংখ্যক বাহু থাকায় প্রাণিদিগকে অধুনাতন পণ্ডিতগণ "পুরুভুজ" নামে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুরুভুজদিগের আকার ভেদে পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে তিন জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা;—বহুশীর্য, তারক প্রবাল ও পদ্ম প্রবাল।

বহুশীর্ষ জাতি।

বহুশীর্যগণ অনেকেই অলবণ জল-বাসী। তড়াগাদিতে তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কোন গুলি হরিদ্বর্ণ ও ক্ষুদ্র বাহু যুক্ত, কাহারও বাহু স্বীয় শরীরাপেক্ষা অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। যখন ঐ উজ্জ্বল-হরিদ্বর্ণ পুরুভুজ কোন ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডে স্বীয় বাহুবদ্ধ করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থিতি করে তখন তাহাকে একটী সামান্য সর্ষপের ন্যায় বোধ হয়। পুরুভুজগণ জলৌকা প্রভৃতির ন্যায় শরীরের সঙ্কোচ বর্দ্ধন দ্বারা গতি ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ইহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য রূপে আহার অন্বেষণ করে, শরীরটীকে ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত করত, লাঙ্গূলকে ঊর্দ্ধদেশে এবং মস্তক জলের ভিতরে সংস্থাপিত করিয়া বাহু সকল মৎস্য ধারণ সূত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ প্রসারিত করে এবং কোন ভক্ষ্য বস্তু তাহাতে স্পর্শ হইবামাত্র ধৃত করত ভক্ষণ করে। ঐ বাহু সকলের আঘাত প্রদান করিবার শক্তি আছে, এই রূপে তাহারা আপনাপেক্ষা লঘুকায় প্রাণিদিগকে হত চেতন করিয়া আহার বৃত্তি অনুষ্ঠান করে। চক্রধারীদিগের ন্যায় বহু শীর্ষ পুরুভুজের স্ত্রীজাতির গাত্রে ব্রণ উৎপত্তি হয়; সেই সকল ব্রণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া জন্তুরূপ ধারণ করে ও মাতৃ গাত্র হইতে বিযুক্ত হয়। কখন কখন ঐ প্রথম ব্রণজ জন্তুগণ মাতৃ দেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের গাত্রেও পূর্ব্বমত ব্রণ সঞ্চার হয় এবং এই দ্বিতীয় ব্রণজাতি শাবকগণ স্খলিত হইবার পূর্ব্বে

তাহাদের গায়েও ব্রণোদয় হইয়া থাকে " এই রূপ তিন চারি পুরুষ একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে। " যেমন বৃক্ষ শাখায় কতক গুলি আপাত-মুকুলিত, কতক অপুষ্ট, কতক সুপুষ্ট, কতক পরিপক্ক কতক বা পতনোন্মুখ ফল নিরীক্ষিত হয়, পুরুভুজদিগের গাত্রেও সেই রূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ শাবক বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

জিনিভা নিবাসী ট্রেম্‌ব্লি নামক জনৈক পদার্থবিৎপণ্ডিত বিগত খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে পুরুভুজদিগের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব প্রচারিত করেন তন্মধ্যে তদাবিষ্কৃত এরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় আলিখিত ছিল যে অপরাপর পদার্থ বেত্তারা প্রথমতঃ তাহা অসঙ্গত বোধে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে একটি পুরুভুজকে দ্বিখণ্ডিত করিলে প্রত্যেক খণ্ডই এক একটি স্বতন্ত্র পুরুভুজ হয়, এমন কি তাহাকে চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত করিলে চল্লিশটী পুরুভুজ উৎপন্ন হয়। অপিচ একটি পুরুভুজকে লইয়া সাবধানতার সহিত অপর একটির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে উভয়ে মিলিয়া একটি পুরুভুজ হয় এবং আর সকল অঙ্গই একীভূত হইয়া যায় কেবল মুখ পার্শ্বস্থ বহু সংখ্যার আধিক্য মাত্র বিভিন্নতা [illegible] হইয়া থাকে। ইহাদিগের আরও একটি অত্যদ্ভুত আকৃতি পরিবর্ত্তনের বিষয় বিকাশিত হইয়াছে; তাহা এই, তাহাদিগের শরীরকে চরণাবরণের ন্যায় যদি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলা যায়; অর্থাৎ অন্তর্ভাগ বহিস্থ ও বহির্ভাগ অন্তঃস্থ করা যায়, তাহা হইলেও তাহাদিগের জীবনের সমুদায় কার্য্য পূর্ব্বমত সুসম্পন্ন হইতে থাকে—কোন অনিষ্টই হয় না। কিন্তু এই অদ্ভুত জন্তুদিগের উপন্যাস-প্রায় ইতিবৃত্ত এখনও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয় নাই;পাঠকমণ্ডলির সম্মুখে আর একটি ঔপন্যাসিক সত্য বিন্যস্ত করা যাইতেছে অবগত্যনন্তর সেই বিশ্ব রচয়িতার অপার কৌশল চিন্তনে ও গুণের কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হউন। একদা দুইটি পুরুভুজ একটা কীটাণুকে ভোজনার্থ ধরিয়াছিল, উভয়েই বুভুক্ষা জন্য ঐ কীটকে পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছু হওয়ায় সবল পুরুভুজটি ঐ ভক্ষ্যকীট এবং দুর্ব্বল পুরুভুজ তদুভয়কেই গ্রাস করিল। অধুনা কাহার না বিশ্বাস হইতে পারে যে ঐ উদরস্থ পুরুভুজের মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু বিশ্বকার্য্য আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য, কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই জঠর গত পুরুভুজ যেন সমর পরাজিত ও হতাশ্বাস হইয়া তদ্বিজেতার জঠররূপ রণক্ষেত্র হইতে বিমর্ষচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল!।

যে সমস্ত বহু শীর্ষ পুরুভুজদিগের বিবরণ আলিখিত হইল, তাহারা গ্রীষ্মকালে পল্বল তড়াগাদি প্রবাহ শূন্য জলে বাস করে, তাহাদিগের গাত্রে কোন কঠিন আবরণ নাই। এই বিষয়েই তাহারা পশ্চাল্লিখিত দুই জাতি বহু শীর্ষ হইতে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তদুভয় জাতিই সামুদ্রিক এবং ছদ বিশিষ্ট।

উল্লিখিত দুই জাতি সামুদ্রিক পুরুভুজের একটির নাম "বহু ছদী।" কতিপয় নলাকার ছদ একত্রিত বা গুচ্ছ বদ্ধ হইয়া এই পুরুভুজজাতিদিগের শরীর গঠিত হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে বহু ছদী বলা হইল। ঐ ছদের উপরে একটি একটি কুসুমাকার রক্তবর্ণ মস্তক আছে এবং ঐ মস্তক বহু ছদী ইচ্ছা করিলেও ছদ মধ্যে লুক্কায়িত করিতে পারে না। এই সমস্ত জীবিত কুসুমাবলি এমনি সৌন্দর্য্য গুণান্বিত যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ব্যতীত কেবল প্রস্তাবে দর্শন করিলে তাহাদিগের সুচারু মাধুরী অনুধাবন করা সুকঠিন। কুসুম বৃক্ষ হইতে পুষ্প সকল যেমন স্খলিত হইতে দেখা যায়, এই সকল শীর্ষ কুসুম ও সেই রূপ। একটি বহু [illegible] ছদীকে কোন জল পাত্রে রাখিয়া জ[illegible]ল পরিবর্ত্ত না করিলে দুই দিবস [illegible] অতীত না হইতেই তাহার মস্তকগণ স্খলিত হ[illegible], পুনর্ব্বার বারি পরিবর্ত্তন করি দিলেই নব মস্তক [illegible] উদ্ভিন্ন হইয়া থাকে; এই রূপে এক জলে দুই তিন দিবস রাখিলেই তাহাদের মস্তক খসিয়া যায় এবং জল পরিবর্ত্তন করিলেই নূতন মস্তক উদ্ভিন্ন হয়, কিন্তু প্রথম মস্তকাপেক্ষা এই নবোদ্ভিন্ন মস্তক সমুহে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক বাহু সংলগ্ন থাকে। ইহারা ব্রণজ। শাবকগণ পক্ষ্মবিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুভুজদিগের ন্যায় উক্ত শাবকগণ স্ব স্ব পক্ষ্মাবলি খাদ্যাকর্ষণ কার্য্যে ব্যবহৃত না করিয়া তৎসাহায্যে গতি সাধন করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বিশ্বপতির কি অচিন্ত্য কৌশলই বিদ্যমান হইতেছে। শাবকগণ জন্ম গ্রহণ করিবার পর যদি ঐ রূপ স্থানান্তরে গমন না করিত তাহা হইলে এক স্থানে প্রাণির আধিক্য বশতঃ প্রচুর আহারের অসদ্ভাব প্রযুক্ত সকলেই প্রাণত্যাগ করিত।

অনুষ্ঠান।

মাতার চতুর্থ শ্রাদ্ধে কন্যার প্রার্থনা।

হে বিশ্ব-জননি অখিল মাতা! তিন রাত্রি গত হইল আমার মাতা তোমার মঙ্গল-ইচ্ছায় এ লোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তুমি যেমন তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা শান্তি

করিলে, সেই রূপ সেখানে তাঁহাকে আপনার অভিমুখে আনিয়া সংসারের পাপ তাপ হইতে নিস্তার কর। তাঁহাকে সত্য-জ্যোতিতে ও মঙ্গলভাবে ভূষিত করিয়া তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার প্রসাদে তোমার আশ্রয়ে তাঁহার আত্মা যেন অনন্ত কাল উন্নতি লাভ করে। হে পরমাত্মন্! তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

—০—

নূতন গ্রন্থ।

স্তুতিমালা এবং ধর্ম্মচর্চ্চা। —এই দুই খানি সুন্দর গ্রন্থ আমাদিগের কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতা কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। স্তুতিমালায় শতাধিক স্তোত্র এবং প্রার্থনা অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মনুষ্যের বিভিন্ন মানসিক এবং সাংসারিক অবস্থায় সম্পদে বিপদে যে প্রকার প্রার্থনা স্বভাবতঃ সাধু ব্যক্তির মনোমধ্যে উদয় হয় এবং সেই সকল অবস্থায় যে প্রকার প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, তাহা এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক একটি স্তোত্র সুন্দর সাধুভাবে পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল গভীর সত্যে অলঙ্কৃত এবং স্থানে স্থানে কবিত্ব রসে সিঞ্চিত। সংসারের অবিশ্রান্ত ঘর্ষণে যাঁহাদের আত্মা নীরস হইয়া ধর্ম্মের উন্নত ভাব বিহীন হইয়াছে, তাঁহারা এই গ্রন্থ হইতে সেই সকল সদ্ভাব পুনরায় আকর্ষণ করিতে পারিবেন। যাঁহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাঁহারাও সেই ভাবের উন্নতির কল্পে এই পুস্তকে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। অপর ধর্ম্ম পরায়ণা স্ত্রীদিগের উপযোগী অনেকগুলি উৎকৃষ্ট স্তোত্রও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতএব স্তুতিমালা যে সকল ব্রাহ্মের নিকট থাকা কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য। এবং যাহাতে এই গ্রন্থ অন্তঃপুর মধ্যেও প্রচার হয় তাহারও জন্য ব্রাহ্মগণের বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম চর্চ্চা নামক গ্রন্থে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কতিপয় সদুপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পুত্রের প্রতি পিতা মাতার উপদেশ, পত্নীর প্রতি স্বামীর উপদেশ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠের উপদেশ, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর উপদেশ, শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ ইত্যাদি নানাবিধ সুন্দর এবং হৃদয় বিদ্ধকর উপদেশ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রহস্য সন্দর্ভ। এই নামে এক খানি নূতন সাময়িক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা বিবিধার্থ সংগ্রহের অনুকরণে প্রকাশিত হইয়াছে।

পদ্য পাঠ। শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বালকদিগের পাঠোপযোগী নীতি গর্ভ অথচ আনন্দ জনক পদ্য গ্রন্থের নিতান্ত অভাব ছিল কিন্তু এই পুস্তকের দ্বারা সেই অভাব অনেক অংশে মোচন হইবেক। ইহাতে যে সকল প্রবন্ধ আছে তাহা অতি সুন্দর ভাষায় রচিত ও সুনীতি পূর্ণ এবং বালকদিগের পাঠোপযোগী।

চারু প্রবন্ধ। এই ক্ষুদ্র পুস্তক বালকদিগের পাঠার্থ গদ্যে রচিত হইয়াছে।

পুস্তক বিক্রয়।

ইংরাজী ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵০
ঋগ্বেদ সংহিতা ১ খণ্ড	১
ঐ ২ খণ্ড	১
চূর্ণক রাজা রামমোহন রায় কৃত	।৵০
ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারের চূর্ণক ..	৵০
মাণ্ডুক্যোপনিষদের চূর্ণক	৵০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ ..	৵০
স্তুতিমালা	॥০
দীপ্তশিরার অভিষেক	(১০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
ধর্ম্মচর্চ্চা	।০
বৈরাগ্য শতক	।৵০
হিন্দি ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	৵০
সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ ..	॥০
শ্রুতি ইত্যাদি ইংরাজী	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
প্রাতাহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্ম সঙ্গীত	।০
প্রার্থনা সঙ্গীত	৴০
মত ও বিশ্বাস	॥০
ঐ ভাল বাধা	১
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	॥০
ঐ ভাল বাধা	১॥০
ব্রাহ্মণ সেবধি	৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৵০
পরমেশ্বরের মহিমা	।০
পদার্থ বিদ্যা	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
তাৎপর্য্যের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম	॥০
অনুষ্ঠান	৶০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৴০
কলুটোলার প্রার্থনা	৴১০

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৪ শকের মাঘ ও ফাল্গুন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	৭৮৯।৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৪৬৫ ৶১৫
	১২৫৪॥৶৫
ব্যয়	৭৮৩।/১০
সম্পাদকের হস্তে	৪৭১।/১৫
এতদ্ভিন্ন	
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	৫৬৬৶৫
কোং কাগজ	৫০০

—০—

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
" জয়গোপাল সেন ও	
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	৪০/১০
" শিবচন্দ্র দেব	১২
" ঠাকুরদাস সেন	৮
" উমাচরণ গুপ্ত	৪
" ব্রহ্মমোহন মল্লিক	২
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	২
" বসন্তকুমার দত্ত	২
" গোপালচন্দ্র মিত্র	২
" যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	২
" হরগোপাল সরকার	২
" হেমচন্দ্র ঘোষ	২
" মিহিরচন্দ্র মিত্র	২।০
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
" অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ..	১
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ..	১
" অঘোরনাথ গুপ্ত	১
" রাধানাথ দত্ত	১
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	১
" দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ..	১
" রাখালচন্দ্র রায়	১
" রাখালরাজ রায়	১
" প্রসন্নকুমার ঘোষ	১
" বল্লভীকান্ত ভট্টাচার্য্য ..	১
" বনমালী চন্দ্র	১
" জগদানন্দ সেন	১
" রামকুমার গুঁই	॥০
	১২৪৶১০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত কালীদাস শান্যাল	২৫
" রাণী স্বর্ণময়ী	১২
" জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ..	১২
" অভয়াচরণ গুহ	৫
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪
" সাগরলাল দত্ত	৪
" রামচন্দ্র ঘোষাল	৩
	৬৫

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২
" নরনারায়ণ পাহাড়ি	১
" কীশোরলাল ঘোষ	।৶০
	১৩।৶

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দনাথ ঠাকুর	২০
" অক্ষয়কুমার মজুমদার	২০
" কাদপুরস্থ মল্লিক পরিবার হইতে প্রাপ্ত	১
	৪১

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারার্থ দান।

শ্রীযুক্ত দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ..	২
দানাধারে দান	৪৬৶৫
	২৫১৶১৫

☞এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য।৶০, ছয় আনা মাত্র। ১ বৈশাখ সোমবার সম্বৎ ১৯২০ কলিগতাব্দ ৪৯৬৪।

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
২৩৮ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৫ শক

ষষ্ঠ কল্প। ষষ্ঠ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মত বিষয়ক স্বাধীনতা।

জনসমাজে ধর্ম্ম শাস্ত্র, নীতি শাস্ত্র এবং অপরাপর জ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্র সংক্রান্ত যে কত প্রকার বিচিত্র ও অনেক স্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রচার হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বাস্তবিক দেশ,কাল এবং সামাজিক ও মানসিক অবস্থা ভেদে মনুষ্যের জ্ঞান বিষয়ে যে কি প্রকার প্রভেদ ও বৈচিত্র্য উপস্থিত হইয়া থাকে,তাহা এইরূপ মত ভেদ হইতেই সপ্রমাণ হয়। এক দেশে যাহা পরম সত্য বলিয়া জন সাধারণে মান্য ও শিরো-ধার্য্য করিতেছে, অপর এক জনপদে তাহাকেই আবার মিথ্যা ও অনর্থের মূল বিবেচনা করিয়া ঘৃণা ও পরিত্যাগ করিতেছে। যে মত এক সময়ে আবাল বৃদ্ধ সকলেই অতি যত্নের সহিত ধারণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, কিছু কাল পরে তাহাই পুরাতন পরিচ্ছদের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়া আর এক নূতন মতের উদ্ভাবন হইয়াছে। অনেকে জন সমাজের এই রূপ অতি গুরুতর বিষয়েও মত ভেদ ও নিয়ত মত পরিবর্ত্তন দৃষ্টি করিয়া আপাতত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে মনুষ্যের জ্ঞান কেবল ভ্রম মাত্র, সত্যাসত্যের নির্ণয় মনুষ্যের অসাধ্য, ইহ লোকে সকলই অনিশ্চিত, এবং এই প্রকার চিন্তা হইতেই ক্রমে লোকে সর্ব্ব সংশয় এবং নাস্তিকতার বিষম চক্রে পতিত হয়। অপর অনেক সদাশয় আস্তিক ব্যক্তিগণ মত ভেদ জন সমাজের নিতান্ত অমঙ্গলকর বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐকমত্য স্থাপনার্থ নূতন মত প্রচারের প্রতি বিষদৃষ্টি পাত করিয়া থাকেন, এবং যে উপায়ে সেই আধুনিক মতের উৎসেদ হয় তাহারই জন্য একান্ত যত্নশীল হন, এবং এই রূপ উৎসাহে মত্ত হইয়া নূতন মত প্রচারকদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য তাড়না করিতে ত্রুটি করেন না। এই শেষোক্ত ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রায় সকল অসভ্য দেশ এবং একাধিপত্য রাজ্যে বিশেষ রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু উভয় প্রকার সিদ্ধান্ত ও ব্যবহারই ভ্রম সঙ্কুল। যে ব্যক্তি প্রকৃত পণ্ডিত তিনি এই মত ভেদ ও বিশ্বাসের বিসম্বাদ হইতেই জন সমাজের উন্নতি, সত্যের আবিষ্কার ও সত্য প্রচারের

মূল দেখিতে পান। বাস্তবিক আমরা যখন মনুষ্যের স্বভাবত বুদ্ধির ক্ষীণতা, অদূরদর্শিতা ও নিরপেক্ষ ভাবের স্বল্পতা আলোচনা করি, তখন যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে একই বিষয়ে বিভিন্ন মত ধারণ করিবেক ও বিভিন্ন প্রকারে তাহার যে পরিচয় প্রদান করিবেক তাহা বিচিত্র বোধ হয় না। কিন্তু কোন বিষয়ে মতের বিভিন্নতা থাকিলে যে তৎ সমুদয় মতই অমূলক ও কাল্পনিক ইহা বিবেচনা করা কেবল স্বল্পবুদ্ধির কার্য্য। বরং ইহাই সামান্যত দেখা যায় যে পরস্পর বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মত সমূহেও সত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে নিহিত থাকে। এবং অনেক স্থলে সেই সমুদায় মতের সংকলন ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর তুলনা সংস্থাপন দ্বারাই সমগ্র ' সত্যকে অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাস্তবিক উপন্যাস পুস্তকে আমরা যে হস্তি ও অন্ধ ভ্রাতৃবর্গের কথা পাঠ করিয়াছি, তাহা মনুষ্য বর্গের মত ভেদের একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। উক্ত ভ্রাতৃবর্গ যে রূপ হস্তির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করিয়া [illegible]রে কেবল তত্তদঙ্গকেই হস্তী বলিয়া বিতণ্ডা উত্থাপন করিয়াছিল, সেই প্রকারে আমরাও কেবল সত্যের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দর্শন করিয়া তাহাকেই সমুদায় সত্য বলিয়া মহা তর্কবিতর্ক উপস্থিত করিয়া থাকি। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই সমুদায় বিভিন্ন ও আপাতত বিরুদ্ধ মতকে একত্র সংকলন ও তুলনা দ্বারা প্রকৃত সত্যের অন্বেষণ প্রাপ্ত হন। জন সমাজে জ্ঞান কি ধর্ম্ম বিষয়ক এমত কোন মত দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা দূরস্থ রূপেও কোন না কোন সত্যের উপর সংস্থাপিত হয় নাই। মনুষ্য যে ইচ্ছা পূর্ব্বক জ্ঞাতসারে একটি অমূলক ও কাল্পনিক মত রচনা করিবে, এবং তাহারই প্রচারে যত্নশীল হইবে ইহা কখন সম্ভব নহে, ইহা তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ। সত্যের প্রতি আত্মার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, নিতান্ত অনৃতাচারী ব্যক্তিও যখন লোভে উত্তেজিত বা ভয়ে কুণ্ঠিত না হয়, তখন তাহাকে কদাপি মিথ্যা কহিতে দেখা যায় না। আমরা কেবল নানা ভ্রম ও প্রমাদ বশতঃ প্রকৃত সত্য সহজে সম্পূর্ণ রূপে নিরূপণ করিতে পারি না। কিন্তু যাহা এক ব্যক্তির আয়াসে সুসিদ্ধ হয় না, তাহা অনেকের স্বতন্ত্র উদ্যোগ ও চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন পূর্ব্বক কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল মত উদ্‌ভাবন করে, তৎ সমুদায় একত্রীকৃত করিয়া তাহাদের পরস্পর প্রভেদের কারণ স্থির চিত্তে নির্ণয় করিলেই অনেক স্থলে সত্য নিরূপণ করা যায়। জগতে যে রূপ নানা প্রকার প্রাকৃতিক ঘটনার পরীক্ষা দ্বারা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হওয়া যায়, সেই রূপ নানাবিধ মতের পরীক্ষা ও সমালোচনা দ্বারাই আমাদের ভ্রম সংশোধন করা ও প্রকৃত সত্যকে অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন কবিগণ সত্যের পবিত্র মন্দির উচ্চতর গিরিশিখরে সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে ক্রমে ক্রমে সোপান পরম্পরা দ্বারাই উত্তীর্ণ হওয়া যায়; অনেক সত্য আছে যাহা এক্ষণে দশম বর্ষীয় বালকের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়, যাহার প্রতি কাহারও সন্দেহের লেশ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু সেই সকল সত্যের বিষয় লইয়া পূর্ব্ব কালে যে কত প্রকার মত ভেদ হইয়া গিয়াছে, কত চেষ্টা ও কত পরিশ্রম বিফল হইয়াছে, কত অসংখ্য তর্কবিতর্ক উত্থিত হইয়াছে, কত রক্ত-পাত ও প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা এক বার

ভাবিতে গেলে বিস্ময় চিত্ত হইতে হয়। বাস্তবিক এই প্রকার বিবাদ বিতণ্ডা তর্ক বিতর্ক দ্বারাই মনুষ্যের মনশ্চক্ষু পরিষ্কৃত হইয়া আইসে এবং সত্যের বিমল জ্যোতি প্রতিভাত হয়; অমৃত উত্তোলন করিতে হইলে সাগর মন্থন করিতে হয়, সত্যের অন্বেষণ করিতে হইলে বিরুদ্ধ মত সকলেরও পরস্পর সংঘট্টন আবশ্যক। বিভিন্ন ব্যক্তি স্বতন্ত্র রূপে বিভিন্ন বিষয়ের অন্বেষণ করিয়া স্ব স্ব মত প্রচার করা জন-সমাজের একটি বিশেষ উন্নতির চিহ্ন এবং সত্য নিরূপণের পক্ষেও সম্পূর্ণ অনুকূল। এই প্রকার স্বাধীন আলোচনা কেবল সুসভ্য জনপদেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সভ্যতার মঞ্চে কিছু দূর উত্থিত না হইলে এ প্রকার মত বিষয়ক স্বাধীনতা হওয়া সম্ভব নহে এবং হইলে বরং অপকার জনক হইয়া উঠে। মনুষ্যের ন্যায় জন-সমাজেরও একটি শৈশবাবস্থা আছে, তখন তাহার রক্ষা ও উন্নতির নিমিত্ত কোন জ্ঞানবান্ শাসন কর্ত্তার সম্পূর্ণ শাসন ও মতানুযায়ী থাকা আবশ্যক, কিন্তু কাল ক্রমে সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বাধীন ভাব উৎপন্ন হয়, লোকে স্বাধীন রূপে বিভিন্ন বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিতে আরম্ভ করে বিভিন্ন মত প্রচার করে। কিন্তু অনেক স্থলে এই প্রকার স্বাধীনতা নিতান্ত ভ্রম বশতঃ অনর্থের ও বিসম্বাদের মূল বিবেচনায় নিবারিত ও অপ্রচলিত হইয়াছে; এই রূপ প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে মত বিষয়ক স্বাধীনতা লইয়া অনেক গোলযোগ ও অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। চিন্তা ও আলোচনা অত্যল্প লোকেই করিয়া থাকে, যাহা প্রচলিত তাহাই লোকে স্বভাবত এবং অভ্যাস বশতঃ বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই রূপে প্রচলিত ভ্রম সকল বদ্ধ মূল হয় এবং যে ব্যক্তি সেই ভ্রমের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করেন, তিনি কেবল জন-সাধারণের সহিত আপনার শত্রুতা সংস্থাপন করেন! নূতন মত প্রচারক হইলে যে কি প্রকার তাড়না সহ্য করিতে হইত, রাজ দ্বারে কি প্রকার দণ্ড প্রাপ্ত হইতে হইত, তাহা সকল দেশের পূর্ব্বতন ইতিহাসেই বিশেষ রূপে সপ্রমাণ হয়। এই প্রকারে পৃথিবীর প্রকৃত মঙ্গলোদ্দেশী কত ব্যক্তির মঙ্গল চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে, কত অসামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি প্রচলিত ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়া জন সাধারণের শত্রুতায় পতিত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন। কত অমূল্য সত্য প্রচারের ব্যাঘাত হইয়াছে! যাঁহারা সক্রেটিসের প্রাণ দণ্ডের বৃত্তান্ত জানেন, যাঁহারা চির স্মরণীয় খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকের ভয়ানক মৃত্যু যন্ত্রণার কথা পাঠ করিয়াছেন এবং গালিলিয়ের কারারুদ্ধ হইবার কারণ অবগত আছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন মত বিষয়ক স্বাধীনতা না থাকিলে জন-সমাজের কত দূর অমঙ্গল ও হানি হইতে পারে, জ্ঞান ও সত্য প্রচারের কত দূর ব্যাঘাত হইতে পারে।

অপর আমাদের দেশের সামাজিক ও মানসিক দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার একটি মূল কারণ এই প্রকার মানসিক স্বাধীনতা ভাবের অভাব হইতেই নিরাকরণ করা যায়। আমাদের যে হিন্দু শাস্ত্র আছে, হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তাহার বিপরীত কোন কথা কহিবার উপায় নাই। পূর্ব্ব কালে যিনি শাস্ত্রের অমান্য ও তাহার বিপরীত কোন মত ধারণ করিতেন তাহার রাজ দ্বারে ভয়ানক শাস্তি হইত, সুতরাং কোন বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইলে তাহা যদি শাস্ত্রের বিপরীত হ-

ইত তাহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইত। যদি ভুগোল বা জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ কোন সত্য কেহ প্রাপ্ত হইতেন এবং তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইত তবে তাহা প্রচার করা কাহারও সাধ্য ছিলনা। এইরূপে নূতন মত প্রচার, নূতন বিষয়ের অনুসন্ধান, নূতন সত্যের উদ্‌ভাবন একে বারে শত শত বৎসরাধিক নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে চিন্তার স্রোত একেবারে মন্দীভুত হইয়াছে এবং উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; জন-সমাজ এক ভাবে একই পদ্ধতিতে নির্জীব প্রায় চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দুস্থানের ন্যায় চীন দেশও এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থল। এই দুই জন-পদের সামাজিক অবস্থা অতি প্রাচীন কালাবধি একই প্রকার অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে রহিয়াছে, পরিবর্ত্তনের নাম মাত্র নাই, উন্নতির কোন চিহ্ন নাই। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যে প্রণালীতে লোকে চিন্তা করিত, যে মত অবলম্বন করিয়াছিল, যে রীতি অনুযায়ী চলিয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে ও সেই মতে চলিতেছে, সেই মতে চিন্তা করিতেছে, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছে; দুই শত বৎসর অগ্রে ধর্ম্ম বিষয়ক যে প্রকার ভাব যে প্রকার তর্ক প্রচলিত ছিল, তাহাই পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। এই রূপ জ্ঞান ও ধর্ম্ম, বুদ্ধি ও আলোচনা স্ফূর্ত্তি না পাইয়া ক্রমশই হ্রাস হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ক্রমশ দুরবস্থারই বৃদ্ধি হইতেছে। সত্য অনুসন্ধান বিষয়ে স্বাধীনতা উন্নতির একটি প্রথম লক্ষণ, মতবিষয়ক স্বাধীনতা উন্নতির চিহ্ন; যেখানে সেই স্বাধীনতা নাই সেখানে উন্নতি নাই, সেখানে মনুষ্যত্ব নাই, সেখানে সত্য প্রচারের পক্ষে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। প্রচলিত প্রথার অনুশাসন এবং মত বিষয়ক স্বাধীনতা এই দুয়ের পরস্পর বিরোধ সকল সুসভ্য দেশের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। জন-সমাজের প্রাচীন অবস্থায় প্রচলিত প্রথার বন্ধন অতিশয় সুদৃঢ় দুর্লঙ্ঘনীয় থাকে, তখন শাসন কর্ত্তারাও তাহার রক্ষা ও প্রতিপালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এবং তাহারা নূতন মত কি কোন নূতন প্রথার কথা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু ক্রমে জ্ঞানের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জন সাধারণের মানসিক উন্নতি যতই হইতে থাকে ততই আলোচনা, চিন্তা ও তর্কের উদ্‌ভাবন হয়, যে সকল বিষয়কে পিতৃপিতামহের পালিত বলিয়া সকলে পূর্ব্বে বিশ্বাস করিত তাহার সত্যাসত্যের বিচার আরম্ভ হয়, লোকে স্বীয় স্বীয় বিশ্বাস ভুমি নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, নূতন সত্য নূতন মত ব্যক্ত করিতে সাহস করে। এই রূপে জন-সমাজ জ্ঞান ও সভ্যতায় যতই উন্নত হইতে থাকে ততই স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন তর্ক, স্বাধীন মতেরও বৃদ্ধি হয়।

আমাদের দেশে এ ক্ষণে বোধ হয়, সে সময় গত হইয়াছে। যখন একটি সামান্য মত বিরোধের নিমিত্ত লোকে রাজ দ্বারে দণ্ডিত হইত, যখন শাস্ত্রের বিপরীত কোন বাক্য প্রকাশ করিলে পতিত হইত, যখন কেহ প্রচলিত প্রথার বিপরীত পথে পদার্পণ করিতে প্রাণান্তেও সাহস করিত না। এ ক্ষণে দিন দিন বিদ্যা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান বিষয়ে সকলেরই একটি আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিক স্বাধীনতা মত বিষয়ক স্বাধীনতা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে, এক্ষণে ধর্ম্ম বিষয়ে বা জ্ঞান বিষয়ে অনেকেই নিঃশঙ্ক চিত্তে স্ব স্ব আন্তরিক মত ব্যক্ত করিতেছেন। ইহা একটি উন্নতির বিশেষ লক্ষণ বলিতে হইবেক।

কিন্তু যদিও এক্ষণে সামান্যত সকলে মত-বিষয়ক স্বাধীনতার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাপি অনেকের এমত ভ্রম আছে যে এ প্রকার স্বাধীনতা গুরুতর সত্যের সম্বন্ধে—প্রকৃত ধর্ম্মের সম্বন্ধে কদাপি প্রচলিত করা যাইতে পারে না। অদ্যাপি অনেক সুসভ্য দেশে এই প্রকার ভ্রম বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যাপি ধর্ম্ম সংক্রান্ত মত-ভেদের জন্য লোকে রাজ দ্বারে দণ্ডিত হয়। (১)

কিন্তু যে দেশ সভ্যতা ও জ্ঞানেতে উন্নত হইয়াছে, তাহাতে এ প্রকার মতের স্বাধীনতা রহিত করা নিতান্ত গর্হিত ও বিস্তর অনর্থের মূল। বাস্তবিক রাজার এ প্রকার ক্ষমতা গ্রহণ করা কদাপি ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। যদি সমুদায় লোক এক মতাক্রান্ত হয় আর এক ব্যক্তি কেবল তদ্‌বিপরীত মত অবলম্বন করেন তথাপি সেই ব্যক্তিকে স্বীয় মত প্রকাশে নিরস্ত করিবার অধিকার কাহারও হইতে পারে না এবং এই রূপে তাহাকে নিস্তব্ধ করিলে কেবল সত্যেরই হানি হয়। কারণ প্রথমতঃ যদি সেই মত সত্য হয় তবে তাহা পরিত্যাগে সত্যকেও পরিহার করিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ যদি তাহা অমূলক হয়, তবে তাহার প্রচারে সত্যের প্রকৃত পরীক্ষা হইতে পারে, তাহার সহিত তুলনা দ্বারা সত্যকে উজ্জ্বলতর রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। যে স্থলে কোন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আমাদের জ্ঞান গোচর হয় তখন স্বভাবতই তাহাদের সত্যাসত্য বিবেচনা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্‌ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং এই রূপে যে মতটি প্রকৃত সত্য তাহা অবধারিত হয়, তাহা স্পষ্টতর রূপে বুঝা যায় এবং তাহাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

লোকে কোন বিপরীত মত শুনিলে আপাতত তাঁহাকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করে, কিন্তু মিথ্যা হউক বা সত্যই হউক কোন মতকে প্রকৃত পরীক্ষা ব্যতীত নিরস্ত করা কেবল আপনাকে অভ্রান্ত মনে করা মাত্র। অনেকের কোন একটি মত-বিষয়ে নিশ্চয় বোধ থাকিতে পারে, যে তাহা অমূলক, কিন্তু অপরের নিমিত্ত তাঁহারা তদ্‌ বিষয়ের কদাপি মীমাংসা করিতে পারেন না।

বাস্তবিক মনুষ্য যে ভ্রম প্রমাদের বশীভূত তাহা সকলেই যদিও মৌখিক স্বীকার করিয়া থাকেন তথাপি অনেকে স্ব স্ব মত বিষয়ে অভ্রান্তের ন্যায় নিশ্চিত রূপে কথা কহিয়া থাকেন। অপর অনেকে যদিও আপনাদের বুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন না, কিন্তু তাঁহারা সাধারণের বিশ্বাসের অনুযায়ী বলিয়া আপনাদের মতকে সুনিশ্চিত জ্ঞান করেন। এ স্থলে সাধারণ শব্দে কেবল তাঁহারা স্বীয় দেশ, জাতি, বা সম্প্রদায়, অথবা স্বীয় মতাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকেই বোধ করেন; কিন্তু তাঁহারা এক বার আলোচনা করেন না, যে অপরাপর কত দেশ, কত জাতি, কত সম্প্রদায় বিপরীত মত সকল সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রচার করিতেছে। অতএব দৈবাধীন কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া

(১) ইঙ্গলণ্ডের অন্তঃপাতি করণওয়াল প্রদেশে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে টামস পুলি নামক এক জন ভদ্র সন্তান খৃষ্ট ধর্ম্মের নিন্দা সূচক কোন কথা কহিয়াছিল এবং তাহা একটি বাটির প্রবেশ দ্বারে লিখিয়া দিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাকে তথাকার বিচারপতি ২১ মাস কারা রুদ্ধ থাকিবার দণ্ড প্রদান করেন। পরে কিছু কাল রুদ্ধ থাকিয়া সে ব্যক্তি রাজ সন্নিধানে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। সেই বৎসরেই জি, জে. হোলিওক এবং এডওয়ার্ড ট্রুলব নামক দুই ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস নাই বলাতে জুরি শ্রেণী হইতে অপমানিত হইয়া বহিস্কৃত হইয়াছিল। অপর আর এক বিদেশীয় ব্যক্তির অভিযোগ উক্ত কারণে অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

তাহারই মত সাধারণ মত জ্ঞানে অভ্রান্ত বিবেচনা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য নহে। যে কারণে এক জন লণ্ডন নগরবাসী ব্যক্তি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, সেই কারণেই চীন দেশে থাকিলে তাহাকে বৌদ্ধ বা কানফুস্ ধর্ম্মাবলম্বী হইতে হইত এবং ভারত বর্ষে জন্ম গ্রহণ করিলে হিন্দু হইতে হইত, অতএব কোন দেশের বা কোন সম্প্রদায়ের সাধারণ মত বলিয়া তাহাকে অভ্রান্ত মনে করা বৃথা। বরং ইতিহাসে দেখা যায় যে পূর্ব্ব কালের প্রকৃত জ্ঞানী ও সুধীগণ সাধারণ ও প্রচলিত মতের প্রতিকূলেই দণ্ডায়মান হইতেন। প্রতি জনের পক্ষে যে প্রকার ভ্রম ও প্রমাদ হইবার সম্ভাবনা, সাধারণেরও সেই ভ্রম হইতে পারে।

কিন্তু কেহ কেহ ইহা বলিতে পারেন যে সত্য প্রচার করা যেমন মনুষ্যের কর্ত্তব্য সেই রূপ মিথ্যা ও কাল্পনিক মতের উৎসেদ করাও উচিত। যখন নিশ্চয় বোধ হইল যে এইটি সত্য এবং ইহার বিপরীত যাহা তাহা মিথ্যা ও অনিষ্টকর, তখন সেই বিপরীত মতের প্রচার কি রূপে সহ্য করা যাইতে পারে। অসৎ লোকের চেষ্টাতে যদি নাস্তিকতা ও অপরাপর অনিষ্টকর মত জন-সমাজে প্রচলিত হইয়া সকলকে কুপথে লইয়া যায় এবং সুতরাং তদ্দ্বারা অমঙ্গল উৎপন্ন হয়, তবে কি সে অমঙ্গলের স্রোতকে রুদ্ধ করা আবশ্যক নহে। যদি কুসংস্কার ও কাল্পনিক ধর্ম্ম কোন দেশে প্রবল হইয়া লোককে সত্যের পথ ও মুক্তির উপায় হইতে বিমুখ রাখে, তবে তাহারদের সেই সকল কুসংস্কার যে রূপে হউক দূর করা কি কর্ত্তব্য নহে? (২)।

কিন্তু যাঁহারা এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহারা মত-বিষয়ক সত্যাসত্য গ্রহণে একটি সুন্দর প্রভেদ দেখিতে পান না। কোন মত বহুকালাবধি বিতর্কিত হইয়া অথবা তদ্বিষয়ে তর্ক করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ থাকিতেও তাহা কেহ অপ্রমাণ করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা; আর তাহাকে সত্য রূপে গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে কোন সংশয় কি তর্ক উত্থাপন করিতে না দেওয়া এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কোন মত স্বাধীন রূপে বিতর্কিত হইতে না দিলে কদাপি তাহার সত্যতার প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে না; জন সমাজে কত কাল্পনিক মত প্রকৃত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, কত লোকে তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিয়াছে, কত বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ও তাহার প্রতিপোষক হইয়াছেন, কিন্তু

(২) মহম্মদের অনুচরগণ এই প্রকার বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই এক হস্তে কোরাণ অপর হস্তে অসি লইয়া মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল।

এক্ষণকার কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান পাদ্রিও এই প্রকারে হিন্দুস্থানে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিবার মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। গত ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে পশ্চিমাঞ্চলের রাজ বিদ্রোহের সময় বিলাতের অনেক পাদ্রি উক্ত প্রকারে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার জন্য রাজ পুরুষদিগকে সম্মত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রধান ধর্ম্ম প্রচারকগণ এ প্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে সমুদায় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে বাইবেল পাঠ হওয়া আবশ্যক এবং খৃষ্টীয়ান না হইলে কাহারও গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পাওয়া উচিত নয়। অপর ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ১২ নবেম্বর তারিখে ইঙ্গলণ্ডের কোন রাজ মন্ত্রী স্বীয় বক্তৃতায় কহিয়াছিলেন যে "ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের কুসংস্কার ও কাল্পনিক ধর্ম্ম প্রচলিত রাখিলে ব্রিটিস রাজ্য তথায় কদাপি বদ্ধমূল হইবেক না, খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার হইবেক না। মত বিষয়ক স্বাধীনতা আমাদের একটি অমূল্য অধিকার বটে, কিন্তু যে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ অনেকে বিকৃত করিয়াছে, আমার মতে সে স্বাধীনতা কেবল বিভিন্ন মতাবলম্বী খৃষ্টীয়ানদিগেরই সম্বন্ধে, যাহারা একই ভূমিতে আপনাদের উপাসনা পদ্ধতি স্থাপন করে, যাহারা একই গুরু ও ত্রাণকর্ত্তার অর্চ্চনা করে।" যখন এক জন প্রধান রাজ মন্ত্রীকে এ প্রকারে খৃষ্টীয়ান ভিন্ন অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মত বিষয়ক স্বাধীনতা রহিত করিবার প্রস্তাব প্রকাশ্যে অদ্যাপি করিতে দেখা যায়, তখন যে সে স্বাধীনতা এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

কাল ক্রমে তদ্বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান, আলোচনা এবং তর্ক দ্বারা কোন না কোন জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি তাহার অমূলকত্ব ও অসত্যতা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া লোকের ভ্রম দূর করিয়াছেন। তর্কের দ্বারা সত্যের কদাপি হানি হইতে পারে না, বরং মনুষ্যের কল্পনা দ্বারা যে সকল অমূলক ভাব তাহার সহিত সংমিলিত হয়, তাহাই ক্রমে পরিত্যক্ত হইতে পারে। সুবর্ণ কখন অগ্নি পরীক্ষাতে নষ্ট হয় না বরং নির্ম্মল হইয়া থাকে।

অনেকে মনে করেন যে যদিও স্বাধীন রূপে সকল বিষয়ের তর্ক করা উত্তম বটে কিন্তু অপরাপর নিয়মের ন্যায় এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। বিজ্ঞান শাস্ত্র ও অপরাপর বৈষয়িক শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক এবং স্বাধীন রূপে মত প্রচার নিতান্ত আবশ্যক এবং সত্য নির্ণয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে অধিক তর্ক কেবল অনর্থ ও নাস্তিকতার মূল হইয়া উঠে। ধর্ম্মের যে সকল নিগূঢ় সত্য, যাহাতে স্থায়ী ও সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা তর্ক তরঙ্গে নিক্ষেপ করা কদাপি সদ্বিবেচনার কর্ম্ম হইতে পারে না। এসকল সত্য বিষয়ে যদি তর্ক ও মত ভেদ উত্থাপন করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে নাস্তিক ও কুতার্কিকগণ অনায়াসে অল্প বুদ্ধি অজ্ঞ লোকের মনে ধর্ম্মের প্রতি সংশয় উৎপন্ন করিয়া তাহাদের চির সেবিত বিশ্বাস সকল বিপর্য্যস্ত করিয়াদিবেক। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ক নিগূঢ় সত্য সম্বন্ধে যদি সকল তর্ক নিবারণ করা বিধেয় হয়, তবে এ বিধি সকল দেশ সকল ধর্ম্মের প্রতিই সংলগ্ন হওয়া উচিত। কারণ সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মের মতকে নিগূঢ় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং সেই মত যাহাতে অতর্কিত ভাবে প্রচলিত থাকে, ইহা সকলেরই ইচ্ছা, সুতরাং এ প্রকারে সত্যাসত্য নিরূপণ কখনই হইতে পারে না। বাস্তবিক উক্ত প্রকার বিবেচনা ও বিশ্বাসের অনুসারেই এথিনীয়গণ সক্রেটিসের প্রাণ দণ্ড করে। সক্রেটিস স্বদেশের কুসংস্কার ও ভ্রম উৎসেদ করিতে ও কুতার্কিকদিগকে পরাজয় করিতে এবং প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের পথ প্রদর্শন করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি অনন্যচেষ্ট ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া যত্নের সহিত জন-সাধারণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং অপরাজিত চিত্তে প্রকাশ্য রূপে প্রচলিত ধর্ম্মের দোষ দেখাইয়া দিতেন, সুতরাং লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মদ্বেষী ও নাস্তিক বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারপতিগণ তাঁহার অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইল, এবং তাঁহাকে নাস্তিক ও দেবনিন্দক বলিয়া তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিল। সক্রেটিস যে সম্পূর্ণ নিরপরাধী ও পৃথিবীর পরম হিতকর বন্ধু ছিলেন, তাহা আমরা এক্ষণে দেখিতেছি, তাঁহার নাম এক্ষণে পবিত্র ও চির স্মরণীয় হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার দেশীয় ব্যক্তিগণ, তাঁহার বিচার কর্ত্তাগণ, তাঁহার মহত্ত্ব জানিতে পারে নাই, আমরা তাঁহাকে সত্যপ্রেমী বলিয়া পূজা করিতেছি, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া দণ্ড করিয়াছে। এই প্রকারে এক্ষণে যে যীশুখৃষ্টের চির স্মরণীয় নামে পৃথিবী শুদ্ধ ভক্তিরসে প্রণত হইতেছে, তাঁহাকেই তাঁহার স্বদেশীয় ইহুদীগণ প্রতারক বলিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছে। কিন্তু যাহারা এই দুই মহাত্মাকে উক্ত রূপ দণ্ড করিয়াছিল, তাহারা দ্বেষ কি ঈর্ষ্যা বশতঃ এ প্রকার ব্যবহার করে নাই, তাহারা ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবে-

চনায় তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বাস্তবিক এই দুই হৃদয় বিদীর্ণকর দৃষ্টান্ত দ্বারাই ইহা সপ্রমাণ হইবেক, যে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন তর্ক নিবারণ করা সত্যের পক্ষে জন-সমাজের পক্ষে কত দূর অপ্কার জনক।

স্বাধীন তর্কের বিপক্ষে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে সামান্যত নূতন মত প্রচারের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে সত্যের প্রক্ষে কদাপি হানি হইতে পারে না। কারণ ইহা ইতিহাসে ভূয়োভূয় দৃষ্টান্তে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে সহস্র প্রতিবন্ধক সহস্র বিভীষিকা সত্তেও সত্যর প্রচার কদাপি প্রতিষেধ করা যায় না। বস্ত্রের দ্বারা অগ্নিকে কখন প্রচ্ছন্ন রাখা যায় না, মনুষ্যের ক্ষুদ্র চেষ্টায় সত্য বিনষ্ট হইতে পারে না। যদিও সক্রেটিসের প্রাণ দণ্ড হইয়াছে তথাপি তৎ প্রচারিত সত্য উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। যদিও গালিলিয় স্বীয় মতের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি পৃথিবীর গতি বিষয়ক সত্য কদাপি লুপ্ত হয় নাই। এই হেতু নানা প্রতিবন্ধক নানা প্রকার বিষম ব্যাঘাত সত্তেও যে সকল মত জন-সমাজে অপ্রতিহত ভাবে প্রচার ও গৃহীত হয়, তাহা অবশ্যই সত্য হইবেক। ইহা সত্যের একটি পরীক্ষা। কাল্পনিক মত কদাপি এ প্রকার পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। অতএব এই রূপ অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা সত্যকে গ্রহণ করা সর্ব্ব প্রকারেই উত্তম হইতে পারে; ইহাতে কুতার্কিক ও নাস্তিকদিগের কাল্পনিক ও অনর্থকর মত কদাপি জন-সমাজে স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু এ প্রকার ব্যবহার করিতে হইলে সত্যের প্রতি এবং সত্য প্রচারকের প্রতি যে সমাদর প্রদর্শন করা উচিত তাহার. বিপরীত কার্য্য করা হয়। যদি সত্যের প্রতি আমাদের কিছু মাত্র প্রীতি ও সমাদর থাকে, যদি সত্য প্রচারকের প্রতি আমাদের কিছু মাত্র কৃতজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে এ প্রকার ব্যবহার অবশ্যই নৃশংস, গর্হিত ও অমানুষিক বলিয়া বোধ হইবেক। অপর তাড়না হেতু সত্য প্রচারেরও অনেক স্থলে বিলম্ব ও ব্যাঘাত হইয়াছে। যেখানে নূতন মতের বিপক্ষে রাজাই স্বয়ং খড়্গ হস্ত হইয়া রহিলেন, সে স্থলে তর্ক বিতর্কও অনেকাংশে মন্দীভূত হইয়া যায়, লোকে ভয় প্রযুক্ত কোন বিষয়ে নূতন ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করে না, সুতরাং চিন্তা ও আলোচনার প্রতি উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া জন-সাধারণে কেবল একই পথে চির কাল চলিতে থাকে। আমরা জন-সমাজের উন্নতি সম্পাদন জন্য এক এক অলোক-সামান্য বীর পুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা দেখি না যে সামান্য ব্যক্তিদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা অল্পে অল্পে কত উন্নতি হইয়া থাকে।

তর্ক ও মত বিষয়ক স্বাধীনতা নিবারণ করিলে কেবল ছদ্মতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়। কোন ব্যক্তি যদি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে কোন মত ধারণ করেন, তাহা ভয় প্রযুক্ত তিনি কদাপি ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন না, সুতরাং তিনি স্বীয় আন্তরিক ভাবকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া প্রচলিত রীতির অনুসরণ করিতে বাধ্য হন, এবং এই রূপে জন-সমাজের একটি ভয়ানক মানসিক দুর্গতি উৎপন্ন হয়। যাহারা কেবল স্বার্থ-সাধনেই তৎপর, যাহারা সংসার রক্ষাকেই জীবনের প্রধান কার্য্য বিবেচনা করে, তাহারাই প্রচলিত মতের সহিত নির্ব্বিরোধে চলিতে পারে, কিন্তু যাঁহারদের অন্তরে ধর্ম্ম-বুদ্ধি বলবতী, যাঁহারা জানেন যে আপ-

বাহ্যিক কার্য্যের
প্রথম আদেশ, তাঁহারা
ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতে
এই হেতু যেখানে মত-প্রকা-
তা নাই, সেখানে কেবল প্রকৃত
ই পরায়ণ ব্যক্তিগণই অধি-
ও নানা প্রকারে যন্ত্রণা-
াহারাই ধর্ম্মের অনুরোধে
ধ উক্ত অমূলক ও অনর্থকর
তে বাধিত হন এবং তজ্জন্য
প্রাপ্ত হন।

বেচনা মনুষ্যের অতি মহৎ
কিন্তু যাঁহারা লোক-ভয়ে এই দুই
শক্তিকে সত্য নিরূপণের নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন, তাঁহারা কেবল আপনারদের মনুষ্যত্ব পরিহার করেন। ঈশ্বর যখন আমারদের বুদ্ধি দিয়াছেন, বিবেচনা দিয়াছেন, চিন্তা শক্তি দিয়াছেন, তখন যে আমরা সেই সকল শক্তিকে কেবল সাংসারিক সামান্য বিষয়ে প্রয়োগ করিব এবং মহত্তর প্রিয়তর বিষয় হইতে তাহারদিগকে দূরে রাখিব, এমত কখনই হইতে পারে না। এই স্থলে আমারদের উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবের বিবেচনা করা আবশ্যক। যথা,

যদি প্রচলিত মতই সত্য হয়, তথাপি তদ্বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইলে তাহার প্রকৃত ভাবার্থ এবং উদ্দেশ্য লোকের হৃদয়ে স্পষ্ট রূপে উদ্দীপিত হইতে পারে। সত্যের যে একটি জীবন্ত ভাব তাহা আন্দোলন বিনা ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। চিরকাল চলিয়া আসিতেছে বলিয়া লোকে তাহাতে বিশ্বাস করে, মানিতে হয় বলিয়া তাহা মান্য করে, কিন্তু ইহাতে তাহার আন্তরিক মহত্ত্ব ও গৌরব অনেকেই অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং তাহার প্রতি যে প্রকার শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য তাহাও করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং এ প্রকার বিশ্বাস কেবল একটি সংস্কার মাত্র হইয়া থাকে, কেবল গুণের মধ্যে তাহা কুসংস্কার নহে। যদিও অনেকে বলেন যে সামান্য লোকের জন্য এই রূপ সত্য সকল সংস্কার-বদ্ধ করিয়া দেওয়াই ভাল, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তির পরিমাণ জানিতে না পারিল তবে সে সম্পত্তি কি রূপে তাহার হইবে। যদি লোকে সত্যের মহিমাকে অনুভব করিতে না পারে তবে কি তাহা প্রকৃত কার্য্যকারী হইতে পারে। সকলেই সত্য কথন ও সত্য ব্যবহারকে নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন। বাস্তবিক এই কথাটি সম্পূর্ণ রূপে অতর্কিত ও সর্ব্ববাদি সম্মত, কিন্তু ইহার প্রকৃত মাহাত্ম্য সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ এক ব্যক্তি বুঝিতে পারেন, সুতরাং সেই বোধ না থাকাতে কার্য্যেতে সেই বিশ্বাস সকলের হৃদয়ে বল প্রকাশ করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যের মহিমা আলোচনা ও অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে সহস্র প্রলোভন থাকিলেও তিনি সত্য ধনকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না। আমরা যখন জ্ঞান লাভের অধিকারী হইয়াছি তখন আমাদের মতের ও বিশ্বাসের ভূমি বিশেষ রূপে জানা কর্ত্তব্য। যখন কেহ একটি নূতন মত প্রকাশ করিলে স্বভাবতই তাহার প্রমাণ ও উদ্দেশ্য জানিতে ইচ্ছা হয় তখন প্রচলিত মত বিষয়ে আমাদের অন্ধ থাকা কদাপি উচিত নহে। যাহা বিশ্বাস করি তাঁহা কি জন্য বিশ্বাস করি ইহা জানা জ্ঞানবান্ মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কেবল গণিত শাস্ত্রে মত-বৈপরীত্য হওয়া সম্ভব নহে, গণিত শাস্ত্রের সরল পদ্ধতি অনুসারে চলিলে সকলেই একই রূপ সিদ্ধান্তে অবশেষে উত্তীর্ণ হইবেন। কিন্তু অপরাপর শাস্ত্রে এ প্র-

TORN PAGE(S).

কার নিয়ম সংলগ্ন হয় না, অপরাপর শাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়ের প্রকৃতি দ্বারাই তাহাতে মত ভেদ হইবার সম্ভাবনা এবং তাহাই বাস্তবিক দেখা যায়। সুতরাং এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন সত্য নিরূপণ করিতে হইলে স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় প্রকার মতের সমালোচন করাও আবশ্যক এবং এই রূপ আলোচনা দ্বারা যে মতটি অধিকতর বলবান্ অধিকতর সম্ভব বোধ হয়, তাহাই সত্য রূপে গ্রহণ করিতে হয়। বাস্তবিক এই উপায়েই নীতি শাস্ত্র, ধর্ম্ম শাস্ত্র, মনো বিজ্ঞান ও অন্যান্য দুরূহ শাস্ত্র সকলের তত্ত্ব উদ্‌ভাবিত হইয়াছে। প্রতিপক্ষের মত পরীক্ষা না করিলে কদাপি আমাদের স্ব স্ব মতের সত্যতার বিষয় বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। যিনি কেবল স্বপক্ষেরই প্রমাণ জানেন, তিনি বাস্তবিক স্বীয় মতের নিগূঢ় তত্ত্ব অত্যল্পই অবগত আছেন। সেই মত সংক্রান্ত প্রতি পক্ষের কি কর্ত্তব্য আছে এবং তাহা কতদুর প্রামাণ্য, ইহা যখন জানিতে পারিলেন না তখন বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীয় মতের সত্যতার প্রতি তিনি কদাপি নিঃসংশয় হইতে পারেন না। অপর অ-ীক মতের সংচ্ছেদ এবং লোকের সংশয় দুর করা সত্যের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, অতএব যাঁহারা সত্যকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই সত্যের প্রভাবে যাহাতে অসত্য দুরীকৃত হয়, কাল্পনিক মতের খণ্ডন হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা তাঁহারদের উচিত। বাস্তবিক প্রকৃত সত্য অনুসন্ধ যাঁহার উদ্দেশ্য তিনি নিরপেক্ষ ভাবে স্বপক্ষের ও প্রতিপক্ষের প্রমাণ স্থির চিত্তে অনুধাবন করেন। নূতন সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্য হৃদয়কে সর্ব্বদা প্রশস্ত রাখিবেক। কিন্তু এই প্রকার উদার মানসিক

ভাব অত্যল্প লে।.
যায়, অধিকাংশ লোকে
আপনাদের অন্তঃকরণকে এ
করিয়াছে যে স্ব স্ব মতের
কোন কথাই তাহারা শ্রবণ ক.
সহ্য করিতে পারে না এবং
তাহারা তজ্জন্য প্রশংসা
ও থাকে কিন্তু বিশেষ রূ
ভাব আলোচনা করিলে
বেক, যে তাহাদের এইরূপ
আত্মাদর হইতেই উৎপন্ন
তাহারা সত্যকে তত ভাল .
তাহাদের স্বীয় মত বলিয়া তাহাকে
বাসে।

তর্ক ও আলোচনার অভাবে আমাদের মত ও সিদ্ধান্ত সকলের মূলীভূত কারণ এবং আমাদের বিশ্বাসের ভূমি যে কেবল আমরা বিস্মৃত হই অথবা সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই না এমত নহে, অধিকন্তু তাহাতে সেই সকল মত ও বিশ্বাসের সমগ্র সদর্থও ক্রমে ক্রমে আমাদের মন হইতে অপনীত হয়। যে সকল মত সর্ব্ববাদি সম্মত এবং অবিতর্কিত, তাহা সাধারণ রূপে প্রচলিত হইলে পর লোকে তদ্‌ বিষয়ে অত্যল্পই চিন্তা ও আন্দোলন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার অন্তর্গত জীবন্ত সত্য সকল মনো মধ্যে অধিক বল প্রকাশ করিতে পারে না। অনেক স্থলে এ প্রকার সাধারণ সত্যের বাহিক আকৃতি স্বরূপ পদাবলী মাত্রেরই সুশ্রাব্য আমাদের কর্ণ কুহরে পতিত হয়, কিন্তু তাহার উদার গম্ভীর ভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। ইতিহাসেও দেখা যায় যে যে সকল মহাত্মাগণ সময়ে সময়ে উদিত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ক উন্নত সত্য সকল প্রচার করিয়াগিয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল সত্যের প্রকৃত প্রভাব যেমন উজ্জ্বল রূপে

হৃদ... করিতেন এবং সেই প্রভাব হেতু
বন্ধক যে রূপ অতিক্রম করিয়া
.তেন, পরে তাঁহারদের অনুচর ও
বলম্বীগণ সে রূপে সেই সকল সত্যের
.. অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। যত
সত্য তদ্বিপরীত প্রচলিত মতের
...াস করে, তত দিন তাহার
...ৎপ্রচারকগণের হৃদয়ে জা-
...শিত দেখা যায়, কিন্তু সেই
...ী হয় এবং অসত্যকে পরা-
...খন তাহার পক্ষীয় যোদ্ধাগণ-
...শ্চন্তে নিদ্রা যান।

কিন্তু এ স্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে মতভেদ কি সত্য নির্ণয়ার্থ নিতান্তই আবশ্যক, মনুষ্যবর্গের এক অংশ সত্যকে অনুভব করিবে বলিয়া অপর অংশ কি তদ্‌বিপরীত বিশ্বাস ধারণ করিবেক, কোন সত্য সম্বন্ধে এক মত হইলেই কি তাহার প্রতি লোকের যত্ন হ্রাস হইবেক। সকল তর্ক সকল বিদ্যার কি ইহাই উদ্দেশ্য নহে যে সত্য প্রচার হয়, জন-সমাজে সকল বিষয়েই নির্ব্বিরোধে এক মত সংস্থাপিত হয়, বিবাদ বিসম্বাদ এবং মত ভেদ দুরীকৃত হয়।

বাস্তবিক জন-সমাজের উন্নতি ও বিদ্যা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে মনুষ্যের মত বিষয়ক বৈষম্য ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিবেক, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সকল শাস্ত্রেরই নিগূঢ় তত্ত্ব ক্রমশই নিঃসংশয়ে অবধারিত হইবেক, লোকের ভ্রম ও সংশয় নিবারিত হইবেক এবং ক্রমশই মতের একতা সম্পাদিত হইবেক। এই প্রকার ঐক্য ভাবের যতই বৃদ্ধি হইবেক ততই মনুষ্য বর্গের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। তথাপি ইহা জানা আবশ্যক যে প্রতিপক্ষ না থাকিলে কেহ স্বকীয় পক্ষের বল ও সামর্থ্য পরীক্ষা করিতে চাহে না, তর্ক না থাকিলে মন চিন্তা ও আলোচনা করিতে সহজে উত্তেজিত হয় না। অনেকে মনে করেন যে তাঁহারা কোন বিষয় সম্যক রূপে বুঝিয়াছেন, কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা সে বিষয়ের কিছুই বুঝেন নাই। মনুষ্যের এই প্রকার স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য সক্রেটিস বিশেষ রূপে বুঝিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশস্থ অপরাপর পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি তাহা বুঝিতেন না, তাঁহারা দর্শন শাস্ত্র নীতি শাস্ত্র বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন এবং আপনাদের বিদ্যার গৌরবেই পরিপূর্ণ থাকিতেন, কিন্তু সক্রেটিস বিনীত ভাবে বিদ্যার্থি হইয়া তাঁহাদের নিকট গমন করিতেন এবং কতিপয় সামান্য প্রশ্ন দ্বারা অবশেষে তাঁহাদের প্রগাঢ় মুর্খতা দেখাইয়া দিতেন। বাস্তবিক কোন বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে গেলে তদ্‌ বিষয়ে তর্ক আবশ্যক এবং যে স্থলে মত ভেদ নাই সেখানেও বুঝিবার নিমিত্তে বিপরীত ও বিরুদ্ধ মত সকল অনুমান করিয়া তাহার খণ্ডন কারাও আবশ্যক।

অনেকে তর্ক ও বিতণ্ডা একটি মত ভেদের প্রচুর ও বিশিষ্ট কারণ বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন। বাস্তবিক তর্কের আপাতত ফল তাহাই হইতে পারে। কিন্তু তথাপি পরিণামে এই উপায়ে সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, এবং প্রকৃত একতা সংস্থাপনেরও উপায় হয়। যাহারা অজ্ঞান বশতঃ অথবা স্বীয় অবস্থা হেতু কোন মতাক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের ঐক্য অতিশয় শিথিল, কিন্তু যাহারা বিবেচনা পূর্ব্বক কোন মত অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের একতার প্রকৃত বল দেখা যায়, অনেকে পুস্তকে বা শিক্ষকের নিকট যে

সকল মত ও যে সকল বিষয় অবগত হয় তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা করে না, কিন্তু তাহা পুস্তকে আছে অথবা কেহ কহিয়াছে, অথবা দেশাচার বলিয়াই গ্রহণ করে। কিন্তু এ প্রকার জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে। বাস্তবিক স্থির চিত্তে নিরপেক্ষ ভাবে কোন বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহার সার গ্রহণ করা পরস্পর ভিন্ন এবং বিরুদ্ধ মত পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে প্রকৃত সত্য সংগ্রহ করা সামান্য ক্ষমতার কার্য্য নহে। যাঁহারা তর্কেতে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের অধিকাংশই জিগীষা পরবশ হইয়া স্ব স্ব মত রক্ষার্থই ব্যস্ত হন, সুতরাং তর্কের যে এক মাত্র উদ্দেশ্য সত্যকে উদ্ধার করা, তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হন, কেবল নিষ্ফল বাগ্বিতণ্ডাতেই এই প্রকার তর্কের অবসান হয়। যাঁহারা আপনাদের গৃহীত মতের অপেক্ষা সত্যকে অধিকতর প্রীতি করেন এবং সেই সত্যের অনুসন্ধানই যাঁহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহারা যেন অপরের মতকে তাচ্ছিল্য না করেন। তর্কের প্রাদুর্ভাবে তাঁহাদের ভীত হইবার আবশ্যক নাই, কারণ তর্ক কদাপি সত্যকে নষ্ট করিতে পারে না, বরং যাহা অলীক ও কাল্পনিক তাহাই দূরীকৃত হয়।

এক্ষণে আমাদের দেশীয় সদ্বিদ্যাশালা নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্যত একটী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা প্রবল রূপে উত্তেজিত হইয়াছে। সত্য ধর্ম্মের অনুসন্ধানে অনেকের মন ব্যগ্র হইয়াছে এবং অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সনাতন সত্য লাভ করিয়া আপনাদের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা অদ্যাপি সত্যের পথ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের এই কথা কেবল স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে তাঁহারা যেন পক্ষপাত শূন্য হৃদয়ে এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। চির প্রচ— প্রথা বলিয়া অথবা লোকের অনুে মতকে সত্যের বিনিময়ে গ্রহণ সত্য আমাদের প্রকৃত সম্পত্তি, তাহা মাদের চির কালের ধন। সে সম্পত্তি স্থানে যাহার নিকট প্রাপ্ত হওয়া প্রশস্ত হৃদয়ে গ্রহণ করা কর্ত্তব অনুসন্ধানে অভিমান শূন্য হ তর্কেতে স্থির চিত্তে আপন সর্ব্বদা মনে রাখিবেন এবং মানসিক ভাব উপার্জ্জনের নিমি নিকট প্রার্থনা করিবেন। তাহা অবশ্যই তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক, ঈশ্বর তাঁহাদের আত্মাতে স্বীয় জ্যোতিঃ প্রেরণ করিবেন, তিনিই তাঁহাদিগকে সত্যের প্রতি লইয়া যাইবেন। অনেকে মনে করেন যে তর্ক কেবল বুদ্ধির ব্যায়াম মাত্র, চালনাই তর্কের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁহাদের তর্ক কেবল নিষ্ফল বিবাদ মাত্র ও অনুর্ব্বরা ভূমির কর্ষণ মাত্র। এই রূপ তর্কেতেই অনেক ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি সকল তর্কের প্রতি একান্ত বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। অপর অনেকে স্বীয় মতের অলীকত্ব সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়াও তাহা পরিহার করিতে সাহস করে না, তাহাদের মানসিক স্বাধীনতা নাই, সুতরাং তাহারা কদাপি সত্যের অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেক না। কেহ কেহ শুদ্ধ বিশ্বাসের উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাদের মত সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, বিশ্বাসই তাহাদের সর্ব্বস্ব, তাহারা আপনাদের ধর্ম্মের তথ্য বুঝিতে চাহে না, কেবল একান্ত অটল বিশ্বাসকেই মুক্তির উপায় জানিয়াছে। (৩)

(৩) হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণব এবং খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে রোমান কেথলিক। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের পাদ্রিগণ কেবল ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক করিবার অধিকারী। অপর সাধারণে এ প্রকার তর্ক করিলে অথবা অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিলে গুরু দণ্ডে দণ্ডিত হয়। যদি কেহ এই রূপ পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পোপের অনুমতি লওয়া আবশ্যক।

কিন্তু এ প্রকার অন্ধ বিশ্বাস কেবল একটি মনের কুসংস্কার মাত্র! যাহারা এ প্রকার মত ধারণ করে, তাহারা কেবল জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সত্যকে মনে প্রকৃত রূপে স্থান দেয় না এবং তাহাদের ভ্রমকে যত্নের সহিত রক্ষা করে।

অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।

২৩৭ সংখ্যক পত্রিকার ৯ পৃষ্ঠার পর

অনেকে আশঙ্কা করেন যে, জাত-কর্ম্ম ও নামকরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সকল প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইলে উত্তর কালে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়িবে। ইহা অকলঙ্ক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পক্ষে সামান্য কলঙ্ক নয়। অতএব এবিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা আবশ্যক।

সর্ব্ব প্রকার সুখ ভোগের সময় ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য; এই মূল হইতে অপত্য লাভ-জনিত আনন্দ ভোগের সময়েও ঈশ্বরের উপাসনা হইয়া থাকে। এই রূপ বিশেষ উপাসনার নাম জাত-কর্ম্ম। এই উপাসনা একাকী হইতে পারে, সপরিবারে হইতে পারে এবং ঈশ্বর ভক্ত বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়াও হইতে পারে। ইহার মধ্যে এমন কোন্ ঘটনা আছে, যাহা ভাবি পৌত্তলিকতার লক্ষণ বলিয়া বোধ হয়? যে কার্য্যে পুত্তলিকা বা কল্পিত দেব দেবী উপাস্য দেবতা হয় এবং যাহা অমূলক বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকেই পৌত্তলিকতা, কাল্পনিকতা ও কুসংস্কারের কার্য্য বলা যাইতে পারে। জাত-কর্ম্মে কি কোন পুত্তলিকা বা কল্পিত দেব দেবীর উপাসনা হইয়া থাকে, না কোন অমূলক বিশ্বাস জাত-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক? যিনি ব্রাহ্মগণের অনন্ত কালের উপাস্য দেবতা, জাত-কর্ম্মে তাঁহারই উপাসনা হইয়া থাকে এবং সুখ ভোগের সময় সুখদাতার নিকট কৃতজ্ঞ না হইলে অধর্ম্ম হয়, এই বিশ্বাস জাত-কর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত করে। তবে ইহা হইতে কি প্রকারে পৌত্তলিকতা বা কুসংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে?

দেশ, কাল, অবস্থা বা নামের সাদৃশ্য দেখিয়া ওরূপ আশঙ্কা করাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। পৌত্তলিকেরা গঙ্গাতীরে কল্পিত দেব দেবীর পূজা করে বলিয়া কি ব্রাহ্মেরা তথায় ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবেন না? পৌত্তলিকেরা রাত্রি কালে বিবাহ করে বলিয়া কি ব্রাহ্মদিগকে দিবাভাগে বিবাহ করিতেই হইবে? পৌত্তলিকেরা সাংসারিক শুভ কর্ম্মে ঈশ্বরের উপাসনা করে বলিয়া কি ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে সংসার হইতে দূরে রাখিবেন? পৌত্তলিকেরা জাত-কর্ম্ম এই নাম দিয়াছে বলিয়া কি ব্রাহ্মেরা ও নাম গ্রহণ করিবেন না? সকল বিষয়ে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরোধী হইতেই হইবে, দেশীয় আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ব্রাহ্মদিগের এ প্রকার উদ্দেশ্য নহে; বরং যে বিষয়ে ধর্ম্মের যোগ নাই, তাহাতে অন্যান্য লোকদিগের সহিত যত ঐক্য রাখিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল।

কেহ কেহ মনে করেন যে প্রথমে যে ব্যাখ্যান, বক্তৃতা বা স্তোত্র পাঠ করিয়া কোন একটি অনুষ্ঠান হইবে, অন্যান্য লোক বিশেষত উত্তর কালের সমুদায় লোক সেই ব্যাখ্যান, সেই বক্তৃতা বা সেই স্তোত্র পাঠ করিয়া সেই অনুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আন্তরিক না হইয়া

হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় কেবল বাক্যেতেই বদ্ধ হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বতন ঋষিরা আন্তরিক ভাব হইতেই বেদাদির মন্ত্র সকল রচনা করিয়াছেন; কিন্তু উত্তর কালের লোকে অর্থ বোধে ও আন্তরিক ভাবে নিরপেক্ষ হইয়া সেই মন্ত্র গুলি অবিকল উচ্চারণ করিয়াই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী অনুষ্ঠান সকল কতক গুলি বাক্য দ্বারা প্রণালীবদ্ধ হইলে সেই রূপ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা।

উপরে যে রূপ দোষ উল্লিখিত হইল, কেবল অনুষ্ঠানে বলিয়া নয়, সর্ব্ব প্রকার উপাসনাতেও অবিকল ঐ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। তথাপি অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে ওরূপ দোষের সম্ভাবনা অধিক নাই। পৌত্তলিকেরা এই রূপ বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর স্বয়ং বেদ রচনা করিয়াছেন; যাঁহারা স্মৃতি ও পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের সবিশেষ অনুগৃহীত অভ্রান্ত পুরুষ ছিলেন। এই রূপ কুসংস্কার হইতেই ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ অন্য প্রকার; ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলেন যে, কেবল আত্মা ও জগৎ ঈশ্বরপ্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র, এই শাস্ত্রের সহিত যাহার ঐক্য আছে, তাহাই সত্য, তদ্ভিন্ন সমুদায়ই কল্পিত। অতএব ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র পাঠ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবগত হও; অন্তরের অকৃত্রিম ভাব দ্বারা তাঁহার পূজা কর; ভাব শূন্য বাক্য জিহ্বা হইতে বাহির হইয়াই আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়; আন্তরিক ভাব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত না হইলেও ঈশ্বরের নিকট গমন করে। অতএব এরূপ স্থলে পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা হইবার কারণ নাই। একজন যে কথা দ্বারা পুত্রের জাত-কর্ম্ম করিল, সকলকেই সেই কথা গুলি অবিকল উচ্চারণ করিয়া সেই কর্ম্ম করিতে হইবে; তাহার কোন শব্দ পরিবর্ত্তন করিলে অনুষ্ঠান অসিদ্ধ হইবে; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এরূপ ব্যবস্থা নয়। সকল প্রকার সুখভোগের সময় সুখদাতার নিকট কৃতজ্ঞ হও; সকল কার্য্য ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর; জীবনের সকল ঘটনায়— সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে ঈশ্বরকে স্মরণ কর; সংসারের সহিত ধর্ম্মের যোগ স্থাপন কর; ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুল্লংঘনীয় আদেশ। কি রূপ বাক্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, তজ্জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত মন্ত্রণা করিতে হইবে না; মনের ভাব কি প্রকার হইবে, সেই দিকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের দৃষ্টি। প্রাণ পণে পিতা মাতার সেবা কর; তাঁহারা পরলোকবাসী হইলেও তাঁহারদিগকে ভক্তির সহিত স্মরণ করিবে; ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদেশ; কি প্রকারে সেই ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ভক্তি স্বয়ংই তাহার উপদেশ দিয়া থাকেন। অতএব অনুষ্ঠাতা নূতনবিধ বাক্য রচনাই করুন আর পুরাতন ব্যাখ্যান পাঠই করুন; তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কিন্তু তাঁহার আন্তরিক ভাব যে রূপ হইবে, তিনি তদনুসারে ফল লাভ করিবেন। যদি এমন হয় যে, এক ব্যক্তি যে সকল বাক্য দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, যদি আমার মনের ভাবও সেই প্রকার হয়, আর আমি যদি সেই সকল বাক্য দ্বারাই তাহা প্রকাশ করি; অথবা সেই সকল বাক্যের সাহায্যে মনের ভাবকে সেই রূপ করি, তাহা হইলে কিছুমাত্র হানি নাই। বস্তুত সকল লোকের ভাব সমান উন্নত নয়; যাঁহারা তাদৃশ উন্নত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কাহারও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হয় না; যাঁহারা তাদৃক্ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উন্নত লোকের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

এ স্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, আন্তরিক ভাব যেমন অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক অনুষ্ঠান সেই রূপ আন্তরিক ভাবের উদ্দীপক। যেমন সাধু ভাব থাকিলে সাধু সংসর্গে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়, সেই রূপ সাধু সঙ্গও সাধু ভাবকে উদ্দীপিত করে। যেমন ঈশ্বরে প্রীতি থাকিলে মুখদিয়া আপনা হইতেই ঈশ্বরের গুণ গান নির্গত হয়, সেই রূপ ঈশ্বরের গুণ গান শুনিতে শুনিতে বা পাঠ করিতে করিতে নির্ব্বাণ প্রীতিও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অতএব যাহার মনে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা যাবৎ উদয় হইতেছে না; সাধু সঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য উপায়ের ন্যায় অনুষ্ঠান রূপ উপায়কেও অবলম্বন করা তাহার আবশ্যক। অনুষ্ঠান আন্তরিক ভাবকে যে উদ্দীপিত করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই; অনেক অসাধু সাধু কার্য্য করিতে করিতে সাধু ভাব লাভ করিয়াছে এবং অনেক সাধুশীল ব্যক্তি অসাধু কার্য্যে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইয়া অসাধু ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত বন্ধু ভোজন প্রভৃতি আড়ম্বর সংযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া অনেকে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অনুষ্ঠানের স্বরূপ ও যে কারণে তাহা প্রবর্ত্তিত হয়, তৎ সমুদায় সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা ইহাতে শুভ লক্ষণই নিরীক্ষণ করিবেন। বন্ধু ভোজন প্রভৃতি ক্রিয়া গুলি প্রকৃত অনুষ্ঠানও নয়, প্রকৃত অনুষ্ঠানের অঙ্গও নয়, এবং ওগুলি উঠাইয়া দিলেও অনুষ্ঠান বিফল হইবে না। যে উদ্দেশে ঐ অতিরিক্ত ক্রিয়া গুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে; এক্ষণে বিবেচ্য এই যে যদি অতিরিক্ত ক্রিয়া গুলি পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে জাতকর্ম্ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা উচিত কি অনুচিত? সাংসারিক শুভকর্ম্মে ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত কি অনুচিত? ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত পুত্র কন্যাকে আচার্য্যের নিকট উপনয়ন করা উচিত কি অনুচিত? যাঁহারা ঐ সমুদায় উচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যে রূপে উহার অনুষ্ঠান করুন তাহাতে ধর্ম্মত কোন হানি নাই, যাঁহারা একেবারে ঐ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে চান, তাঁহাদিগের অভিসন্ধি কল্যাণকর নয়। ভবিষ্যতে ইহা হইতে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার উৎপন্ন হইবে, এই ভয়ে যাঁহারা ঐ রূপ অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের হিতান্বেষী সন্দেহ নাই। যাঁহারা একে বারে অনর্থক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বলেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ভাব ও ধার্ম্মিকের ভাব অবগত হইতে পারেন নাই।

কেহ কেহ অনুষ্ঠানে বৃথা অর্থ ব্যয় হইতেছে ভাবিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু সে তাঁহাদিগের ভ্রান্তি। পূর্ব্বে অনুষ্ঠানের যে রূপ ফল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে কোন্ ব্যক্তি ইহা বৃথা ব্যয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? প্রথম অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ধর্ম্ম শুষ্ক ও ক্ষীণ হইয়া যায়, দ্বিতীয় অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের ভাব জীবনে বদ্ধমূল হয়, তৃতীয় ধর্ম্মের প্রভাব অধিকতর হয়, চতুর্থ অন্যের ধর্ম্ম শিক্ষার দৃষ্টান্ত হয়। যাহা দ্বারা এরূপ গুরুতর ফল সকল লাভ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে অর্থ ব্যয় যদি বৃথা ব্যয় হয়, তবে কোন্ কার্য্যে তাহার সার্থকতা হইবে? ফলত এই সকল ফল প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ব্যয়কেও অপব্যয় মনে করা উচিত নয় কিন্তু সর্ব্বস্ব ব্যয় হওয়া দূরে থাকুক, প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে এক কপর্দ্দকও ব্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের নিকট

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, প্রীতি প্রকাশ ও প্রার্থনা; ইহাতে কি অর্থ ব্যয় আছে? তবে বন্ধু ভোজ প্রভৃতি যে কএকটি অতিরিক্ত ক্রিয়ার সংযোগ হইয়াছে তাহাতে অর্থ ব্যয় হইবে বটে, তাহা লইয়া কি জাতকর্ম্ম প্রভৃতি প্রকৃত অনুষ্ঠানের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করা উচিত? ঐ অতিরিক্ত ক্রিয়া গুলি উচিত হয়, রাখ, অনুচিত হয় পরিত্যাগ কর; তাহার সহিত প্রকৃত অনুষ্ঠানের কোন সম্বন্ধ নাই।

কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মের সহিত যে সকল অতিরিক্ত ক্রিয়ার সংযোগ হয়, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচিই তাহার প্রবর্ত্তক। গান, বাদ্য, আমোদ, উৎসব, আহার, পরিচ্ছদ, এ সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবং রুচি সকল যে পরিমাণে জ্ঞানের অধীন হয়, এই কার্য্য গুলিও সেই পরিমাণে নির্দ্দোষ হইতে থাকে এবং যিনি যেরূপ জ্ঞানবান্ হন, তাঁহার রুচি সেই রূপ নির্দ্দোষ হইয়া উঠে। এবং রুচিগত প্রভেদে তৎ প্রয়োজিত কার্য্য সকলও ভিন্ন ভিন্ন হয়; কখনও সমান নির্দ্দোষ দুটি কার্য্য ভিন্ন রুচি দুই জনের নিকট সমান আদরণীয় হইবে না। যদি এই রূপ রুচি দোষে কোন অতিরিক্ত কার্য্য দোষযুক্ত হয়, বা রুচি ভেদে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে প্রকৃত অনুষ্ঠানগত দোষ বা অনৈক্য হইতে পারে না। অতএব অনুষ্ঠানের সহিত বন্ধু ভোজ প্রভৃতি যে অতিরিক্ত ক্রিয়ার সংস্রব হইয়াছে, যদি তাহাতে দোষ থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত অনুষ্ঠান অনুচিত হইতে পারে না।

কিন্তু বন্ধু বান্ধবগণকে ভোজন করান যে কোন প্রকার দোষের কার্য্য নয়, বরং তাহাতে নানা প্রকার উপকার হইতে পারে তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমত বন্ধু ভোজ একটি নির্দ্দোষ আমোদ। উহার দ্বারা মনের প্রফুল্লতা ও শরীরের সুস্থতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। একহৃদয় বন্ধুগণের সহবাসে মন ও শরীর যে কি রূপ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, তাহা অনেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। মন ও শরীরের যে রূপ অবস্থা, তাহাতে একেবারে নিরামোদ হইলে উভয়ই অসুস্থ হইয়া উঠে। যদি শরীর ও মন অসুস্থ হয় তাহা হইলে ধর্ম্মোন্নতিও নিতান্ত দুস্কর। কিন্তু যদি শরীর ও মন সুস্থ থাকে তবে ধর্ম্ম লাভ অনায়াস সাধ্য হয়। অতএব এরূপ অর্থ ব্যয় অপব্যয় নয়। ফলতঃ নির্দ্দোষ আমোদ প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের না হউক, পরম্পরায় ধর্ম্মের একটি অঙ্গ। নিরবচ্ছিন্ন আমোদ না করিয়া তাহাকে অনুষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত করাতে হানি কি? দ্বিতীয়ত পরস্পর সাক্ষাৎকার, আলাপ, সহবাস প্রভৃতি দ্বারা পরস্পরের সৌহৃদ্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। সামাজিক জীবের পক্ষে ইহা সামান্য উপকার নয়। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা সময়ে সকলে যে একত্র হন, তাহাতে এ উদ্দেশ্য অধিক সিদ্ধ হয় না। তৃতীয়ত ব্রাহ্মসমাজ এপর্য্যন্ত কেবল উপাসনার সমাজ হইয়া আছে, সমাজ শব্দের যে রূপ অর্থ তাহা কোন ব্রাহ্মসমাজেই লক্ষিত হইতেছে না; অদ্যাপি ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিক সমাজেরই অন্তর্গত হইয়া আছেন; তদ্দ্বারা যে কি হানি হইতেছে, ও তন্নিমিত্ত স্বতন্ত্র সমাজ বন্ধন যে কত দূর আবশ্যক হইয়াছে, তাহা বুঝাইতে হইবে না; অনেকেই অনুভব করিতেছেন। এই রূপ অনুষ্ঠান সেই সমাজ বন্ধনের সূত্রপাত।

—০—

উন্নতি ও পরিবর্ত্তন।

—০—

ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমশ উন্নতি ও প্রচারের প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি এক্ষণে বিশেষ রূপে পতিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া নানা প্রকার আন্দোলন হইতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস জ্ঞাত হইতে সকলেরই নিতান্ত কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে। কি বঙ্গ ভুমি, কি বোম্বাই, কি ইঙ্গলণ্ড, কি আমেরিকা সকল সুসভ্য দেশের সাধু ও বিজ্ঞবর ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মদিগের উদ্যম এবং সাধু দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন এবং অনেকে তাঁহাদের সাহায্যের নিমিত্ত উৎসাহের সহিত স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন (১)। অপর ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব এই রূপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া নানা প্রকারে অসহ্যতা প্রকাশ করিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপক্ষে নানা কুতর্ক উত্থাপন করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্ম বিশেষের প্রতি অশেষ প্রকার দোষারোপ করিতেছেন; তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তন লইয়া কতই বিদ্রূপ কতই তিরস্কার করিতেছেন, ব্রাহ্মদিগকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং আপনাদের বাক্যের পোষকতার প্রচুর প্রমাণের অভাবে প্রচুর দুর্ব্বচন ও বালকবিনোদ রস হীন পরিহাস প্রয়োগে লোকের মনকে আকর্ষণ করিতে সচেষ্টিত হইয়াছেন (২)। অতএব বিপক্ষগণের অমূলক তর্ক ও মিথ্যা আপত্তি সকল খণ্ডনার্থ আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বিষয়ে কএকটি কথা পশ্চাতে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের সূত্রপাত কি রূপে হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন, অনেকে চাক্ষুষও দেখিয়াছেন। প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল এই মঙ্গল ব্যাপার আরম্ভ হয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের দুরবস্থা ও কাল্পনিকতা দর্শন করিয়া তাহার সংশোধনার্থ দৃঢ়ব্রত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ হিন্দু শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কথাই কহিতে সাহস করে নাই; কিন্তু তিনি আপনার প্রগাঢ় বুদ্ধি শক্তি এবং সত্যের অপরাজিত বলের উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু সমাজের প্রতিকূলে একাকী দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি প্রথমে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাহাতে যাহা কিছু সত্য যাহা কিছু উন্নত ও উৎকৃষ্ট ভাব আছে তৎ সমুদায় কালক্রমে লোপাপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ স্বকীয় প্রভুত্ব দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ সকল অনেক স্থানে বিকৃত করিয়াছে, এবং অশেষ বিধ দেব দেবীর কল্পনা করিয়া জন-সমাজে পৌত্তলিকতা ও মিথ্যা ধর্ম্মের গরলময় অনিষ্টকর প্রভাব প্রচার করিয়াছে এবং জন-সাধারণকে শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞ রাখিয়া তাহাদিগকে অনায়াসে আপনাদের স্বকপোল কল্পিত নিয়মে নিবদ্ধ রাখিয়াছে। অতএব তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য এই হইল, যে হিন্দু শাস্ত্রে যে সকল সত্য প্রকাশিত আছে যে সকল উৎকৃষ্ট ভাব ও যে সকল ঈশ্বর প্রতিপাদক বচন ও সুনীতি উক্ত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে সকলের গোচরার্থ প্রকাশ করেন এবং হিন্দুদিগকে যত দূর উন্নত করা যায় পৌত্তলিকতার যত দূর উৎসেদ করা যায়, তাহারই চেষ্টা করেন। প্রাচীন শাস্ত্রের অন্তর্গত প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক এবং তৎপ্রতিপাদক বাক্য সকল তিনি অর্থের সহিত পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলেন; বেদ উপনিষদ এবং মনু হইতে তিনি নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিলেন যে বর্ত্তমান পৌত্তলিক ধর্ম্ম নিতান্ত আধুনিক এবং সকলের প্রাচীন ও প্রামাণ্য যে বেদ শাস্ত্র তাহার অনুমোদিত নহে। বৈদিক উপাসনা পদ্ধতির সহিত এক্ষণকার প্রতিমা পূজার কোন অংশেই সাদৃশ্য নাই। রামমোহন রায় কর্ত্তৃক এই রূপে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে উন্নত ও অমৃতময় সত্য সকল উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইলে জন-সাধারণের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল। সংস্কৃতজ্ঞ এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ সকলেই শাস্ত্রের অনুসন্ধানে যত্নশীল হইল।

(১) মহানুভব মৃত থিয়োডোর পার্কর সাহেবের দ্বিতীয় বার মুদ্রিত পুস্তকের উপক্রমণিকাতে গ্রন্থ প্রকাশক ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কহেন যে ধর্ম্মের উন্নতি এক্ষণে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা হয় না, এক্ষণে জন-সাধারণের উন্নতির সঙ্গে ধর্ম্মেরও উন্নতি হইতেছে। কেবল ব্রাহ্মসমাজই এবিষয়ের ব্যতিক্রম স্থল।

"A remarkable exception however is the extension of the "Brahmo Somaj" or "Church of the one God" in Bengal founded by Ram Mohun Roy aed now numbering 14 branch Churches, holding the purest Theistic Creed, and applying it with noble energy to the moral progress of the nation, to the obliteration of caste, the instruction of the lower orders and the elevation of woman."

Note Preface by the Editor.

(২) শ্রীযুক্ত পাদরি লালবিহারি দে মহাশয় এক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় অসি চর্ম্ম পরিগ্রহ না করিয়া বিদূষকের বেশে রঙ্গ ভূমিতে আরোহণ পূর্ব্বক লোককে আপনার অঙ্গ ভঙ্গি ও বিদ্রূপ দ্বারা হাসাইতেছেন। এবং আমাদের আশঙ্কা হইতেছে পাছে তিনি এই রূপে ধর্ম্মের যোদ্ধা হইয়া অবশেষে ধর্ম্মকেও হাস্যে উড়াইয়া দেন।

শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ এই রূপে পবিত্র বেদ শাস্ত্রের বচন ও নিগূঢ়ার্থ প্রকাশিত হওয়াতে ভয়ানক ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাহস পূর্ব্বক রামমোহন রায়কে শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। রামমোহন রায় পণ্ডিতগণের সহিত তর্ক আরম্ভ করিলেন, এবং অনায়াসে তাঁহাদের মানিত শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারাই তাঁহাদিগকে পরাভূত করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার মতের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হইতে লাগিল, এবং তিনি এক মাত্র পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি সভা সংস্থাপন করিলেন। এই সভায় সকল দেশীয় সকল জাতীয় সকল প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তির ঈশ্বরোপাসনা করিবার অধিকার ছিল। ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত এই সভা হইতেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের অঙ্কুর পাত হইয়াছিল। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে রামমোহন রায় স্বদেশে সত্য ধর্ম্ম প্রচারার্থ কেবল হিন্দু শাস্ত্রেরই প্রমাণ কি নিমিত্ত এতাধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু শাস্ত্রে অবশ্যই ভক্তি ছিল, বেদকে তিনি অবশ্য আপ্ত বাক্য বলিয়া মান্য করিতেন (৩)। যাঁহারা রামমোহন রায়ের নিগূঢ় ভাব বুঝিতে পারেন নাই তাঁহারাই এই প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন। যদি তিনি অপরাপর লোকদিগের ন্যায় শুদ্ধ তর্কের উপর নির্ভর করিয়া প্রচলিত ধর্ম্মের দোষ সপ্রমাণ করিতে যাইতেন তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টা কখনই সফল হইত না। কিন্তু তিনি অপরাপর মহানুভব ব্যক্তিদিগের ন্যায় স্বীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রকৃত উপায় অনায়াসে লক্ষ্য করিতে পারিতেন। তিনি বিশেষ রূপে জানিতেন যে হিন্দুগণ স্বভাবতই পরিবর্ত্তনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ, হিন্দু সমাজ অটল নির্জীব ভাবে একই অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং তাহাতে কোন নূতন মত প্রচলিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব রামমোহন রায় স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিলেন যে তিনি কোন নূতন স্বকপোল কল্পিত মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, তিনি যে সকল সত্য প্রচার করিতেছেন তাহা হিন্দু শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। সুতরাং হিন্দুগণের তাহাতে কদাপি আপত্তি হইতে পারে না। এই রূপে তিনি স্থায়ী ভাবাপন্ন উন্নতি বিহীন হিন্দু সমাজকে প্রথমে উন্নতির পথে সঞ্চালিত করিলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপনের ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ১৭৫৩ শকে তাঁহার মৃত্যু হইলে পরে তাঁহার অনুচরগণ তৎপ্রদর্শিত পথে পদার্পণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত প্রাচীন বেদ শাস্ত্রেরই উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের মত সংস্থাপন ও প্রচার করিলেন। কিছুকাল পরে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সমাজ-পতির যত্ন ও উৎসাহে ১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল, প্রাচীন শাস্ত্র সকলের বিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য পণ্ডিত সকল নিযুক্ত হইল, বেদ ও উপনিষদ সকল সংকলিত হইতে লাগিল এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রাচীন শাস্ত্র সকলের মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য লিখিত হইতে লাগিল। এই প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা ব্রাহ্মদিগের একটি বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তাঁহারা পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত প্রাচীন বেদ শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ও নীতি গর্ভ ভাব দর্শন করিয়া সমগ্র বেদকেই তাঁহারদের শাস্ত্র রূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের এই ভ্রম দেখিতে পাইলেন। যদিও বেদ ও উপনিষদে অনেক উৎকৃষ্ট ও উন্নত ভাব ও পারমার্থিক সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তথাপি তাহার অপরাপর অংশে অনেক ভ্রমও আছে, সুতরাং সমস্ত বেদকে শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে না। অতএব বেদ উপনিষদ মনু ও অপরাপর প্রাচীন উৎকৃষ্ট গ্রন্থে ঈশ্বর প্রতিপাদক মহা বাক্য ও সুনীতি পূর্ণ অক্ষয় সত্য সকল সঙ্কলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে ১৭৭২ শকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নামে পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই খানি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। হিন্দু শাস্ত্র রূপ সমুদ্রের বহুকাল মন্থনে তাহার সারাংশ স্বরূপ এই অমৃতময় পুস্তক সংকলিত হইল এবং তদবধি হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ক আলোচনার শেষ হইল, কারণ সে আলোচনার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। বাস্তবিক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিপাদক যে সকল সত্য হিন্দু শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সমুদায়ই প্রায় এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজ এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভূমি যে আত্ম প্রত্যয় তাহার কথা স্পষ্ট রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে আপত্তিকারিদিগের একটি কথা বিবেচনা করা আবশ্যক, তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ও অস্থায়ী ভাব প্রদর্শনার্থ কহিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মগণ এক কালে

(৩) অপর কেহ কেহ তাঁহার বায়বলের উপর ভক্তি দেখিয়া খৃষ্টীয়ান কহিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি একান্ত সত্যের অনুরাগী ও সত্য প্রেমিক ছিলেন। সত্য যেখানে পাইতেন সেখান হইতে তিনি তাহাকে যত্নের সহিত গ্রহণ করিতেন। যাহাতে লোকে এক মাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা করে এবং পৌত্তলিকতা পরিহার করে, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধন করাই তাঁহার জীবনের সার কর্ম্ম ছিল।

বেদকেই শাস্ত্র বলিয়া মানিত, পরে অখিল সংসার তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র হইল এবং পরিশেষে তাহারা সহজ জ্ঞান ও আত্ম প্রত্যয়কেই ধর্ম্মের মূল বলিতেছে। বাস্তবিক এই রূপে সময়ে সময়ে মতের প্রভেদ যে তাঁহারা উল্লেখ করেন, তাহা অনেকাংশে কেবল শব্দের প্রভেদ মাত্র। ব্রাহ্মগণ যখন বেদকে শাস্ত্র বলিয়া মানিতেন তখন তাঁহারা বেদের কিয়দংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই রূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে সমুদায় বেদের পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই এই হেতু ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। অপর তাঁহারা বেদের অন্তর্গত সত্য সকলকে যে শাস্ত্র বলিয়া ছিলেন তাহাতে কিছু দোষ হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহাই আমাদের শাস্ত্র তাহারই অনুসাশন শিরোধার্য্য। অপর পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিশেষ রূপে বিজ্ঞান শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, জগতের কৌশল এবং প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ ও পূর্ণ জ্ঞান প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ দ্বারা মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় অবধারিত হইয়াছে। এবং অনেক স্থানে অখিল বিশ্বসংসারকে ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বাক্য দ্বারা যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে ব্রাহ্মগণ কিছুকাল পূর্ব্বে কেবল তর্কের প্রমাণ এবং বাহ্য বস্তুর উপর ধর্ম্মকে স্থাপন করিতেন তাঁহাদের বিষম ভ্রম বলিতে হইবেক। আন্তরিক স্বতঃ সিদ্ধ বিশ্বাস যে প্রকৃত ধর্ম্মের ভূমি তাহা কিছু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আধুনিক মত নহে, পূর্ব্বেও স্পষ্ট রূপে অনেক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৭৭২ শকে যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উপনিষদ হইতে সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাতেই স্পষ্ট রূপে আত্ম প্রত্যয়ের কথা উক্ত হইয়াছে। "একাত্মপ্রত্যয়সারং" ঈশ্বরকে এক আত্ম প্রত্যয় হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর ১৭৭৬ শকের বৈশাখ মাসের পত্রিকায় ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক নামক প্রস্তাবে ধর্ম্মের মূল যে আত্ম প্রত্যয় তাহা বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে, এই স্থলে তাহার কএক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

"এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত কার্য্য দৃষ্টে এইটি নিষ্পন্ন হইতেছে যে, জগতের কারণ সর্ব্ব ব্যাপী জ্ঞান-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁহার উপাসনার অনুষ্ঠান, পাপ পুণ্যের বিবেচনা, পরকালে আস্থা, ইত্যাদি বিষয় সকল যাবত্তীয় পরম্পরাগত লৌকিক ধর্ম্মের আদি সূত্র ও সর্ব্ববাদি সম্মত হইয়াছে; এসমস্ত প্রত্যয়ের ব্যত্যয় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, ইহা মনুষ্য মাত্রের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সিদ্ধ, ইহাতে কোন সংশয় নাই।"

"জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কারণ নিত্য, নির্ব্বিকার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল স্বরূপ একজন অতীন্দ্রিয় ভূমা পুরুষ আছেন, ইহা আত্ম প্রত্যয় মূলক ও সর্ব্ববাদি সম্মত কিন্তু এই সত্যের মূল হইতে লোকেরা কত সহস্র সহস্র দেব দেবীর কল্পনা করিয়াছে।"

"যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস তাঁহার পূজা ও উপাসনা, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন এবং পরকালে আস্থা তাবৎ লৌকিক ধর্ম্মের আমূল হইয়াছে, তখন এ সমুদায় মূল ধর্ম্ম যে মনুষ্যের স্বাভাবিক সংস্কার মূলক, সত্য ও বাস্তব তাহার প্রতি আর কোন সংশয় নাই।" (৪)।

এই রূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পত্রিকার সকল অংশ হইতেই প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বাস্তবিক যাঁহারা বলেন যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণ কেবল তর্কের উপর স্বীয় ধর্ম্মকে স্থাপন করিতেন, তাঁহারা এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই। যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে ব্রাহ্ম সমাজ ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিষয়ে এক সময়ে যে মত অবলম্বন করিয়াছিল, অপর এক সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা হইলে যথার্থ পরিবর্ত্তন স্বীকার করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মগণ যখন বেদ মানিতেন তখন বাস্তবিক তাহার কিয়দংশকেই মানিতেন, এবং সেই অংশের অন্তর্গত অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা বিষয়ক সত্য সকল তাঁহারা অদ্যাপি মানিতেছেন। যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে ব্রাহ্মেরা এককালে বেদের অনুযায়ী ইন্দ্র বরুণের উপাসনা করিতেন এক্ষণে তাহা পরিহার করিয়াছেন, তাহা হইলে যথার্থ পরিবর্ত্তন দেখাইতে পারিবেন। (৫)।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

—০—

(৪) লে হণ্ট নামক গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে উক্ত শকের পত্রিকার ১৯২ পৃষ্ঠে যে একটি প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও আত্ম প্রত্যয়ের কথা অতিশয় স্পষ্ট রূপে আছে।

অপর ১৭৭৬ শকের পত্রিকার ১৫৪ এবং ১৯২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ইংরাজি প্রস্তাব দেখ।

(৫) পাদরি লালবিহারি দে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে যে প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের বিষয়ে যে সকল আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর পশ্চাতে প্রদত্ত হইল।

পাদ্রি মহাশয় কহেন যে "ব্রাহ্মগণ প্রতি দিনই প্রতিক্ষণেই আপনাদের মত পরিবর্ত্তন করিতেছেন এবং তাঁহারা আপনাদের পরিবর্ত্তনের পোষকতায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদের কি ভ্রম, আমাদের শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে অবিচলিত ভাবে পুস্তকে নিবদ্ধ রহিয়াছে, আমাদের সমুদায় মত বায়বল শাস্ত্র হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমাদের সমুদায় মত সংক্রান্ত পরিবর্ত্তনও সেই একই বায়বল শাস্ত্রের

কামন্দকীয় নীতিসার।

চতুর্থ সর্গ।

রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ সৈন্য ও সুহৃৎ; পরস্পর উপকারী এই সাত অঙ্গের নাম রাজ্য। রাজ্যের এক অঙ্গও বিকল হইলে ইহা আর সুশৃঙ্খল থাকে না। অতএব সমস্ত রাজ্যের অভিলাষী হইয়া সম্যক্ রূপে পরীক্ষা করিবেক।

রাজা প্রথমে আপনাকেই গুণশালী করিতে ইচ্ছা করিবেন; স্বয়ং গুণ সমন্বিত হইলে পর অবশিষ্ট অঙ্গ সমুদায় পরীক্ষা করিবেন। পৃথিবীর দেবত্ব (রাজপদ) অতি উৎকৃষ্ট পদ; অকৃতাত্মাগণ অনায়াসে তাহা বহন করিতে পারে না; যিনি আপনাকে সংস্কৃত করেন তিনিই রাজা হইতে পারেন। লোকের আধার, দুর্লভ, দুরাক্রম্য রাজলক্ষ্মী জলাধারে জলের ন্যায় সংস্কারসম্পন্ন বিশুদ্ধ আত্মাতে অবস্থান করেন। আভিজাত্য, সম্পদ্ বিপদে নির্ব্বিকার, বয়স, সৎ স্বভাব, সর্ব্বত্র অনুকম্পা, ক্ষিপ্রকারিতা, অবিরুদ্ধ বাদিতা, বৃদ্ধসেবা, কৃতজ্ঞতা, দৈব সম্পত্তি, বুদ্ধি, অক্ষুদ্রের পরিচারণা, স্বাধ্যায় ও সামন্ত অচঞ্চল অনুরাগ, দীর্ঘ দর্শিতা, উৎসাহ, শুচিতা, উদার লক্ষ্য, বিনয়, ধার্ম্মিকতা এই সকল গুণ রাজাকে অন্যের সেবনীয় করে। রাজার এই সকল গুণ থাকিলে নিশ্চয়ই তিনি সেবনীয় হন। তিনি যেরূপে লোকের সেবনীয় হইতে পারেন, তাহা করিবেন। যে ব্যক্তি বিখ্যাত বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন, ক্রূর স্বভাব নহেন, লোক সংগ্রহ করিতে পারেন ও বিশুদ্ধ স্বভাব হয়েন, আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী রাজা তাঁহাকেই পরিবার করিবেন। রাজা দোষ যুক্ত হইলেও পরিবার গুণে সেবনীয় হন; কিন্তু যিনি ক্রূর পরিবারে পরিবৃত, তিনি ভুজগবেষ্টিত বৃক্ষের ন্যায় অভোগ্য থাকেন। দুষ্টাত্মা মন্ত্রীগণ সাধুগণের

পায় নিরুদ্ধ করিয়া রাজাকে ভক্ষণ করে, অতএব সাধু অমাত্যে অমাত্যবান্ হইবেন। উৎকৃষ্ট সম্পদ্ লাভ করিয়া সাধুগণের ভোগ যোগ্য করিবেন। সাধুগণ যে সম্পদে অবস্থান না করেন, তাহা নিষ্ফল। অসাধুগণের ধন সম্পত্তি অসাধুগণেরই ভোগ্য হয়; মহাকাল বৃক্ষের ফল কাকেরাই ভক্ষণ করে। বাগ্মিতা, প্রাশস্ত্য, স্মৃতি, উন্নতি, বল, ইন্দ্রিয় জয়, দণ্ড প্রণয়ন, নিপুণতা, শিল্প, ন্যায় যুদ্ধ, পরের অভিযোগে সহিষ্ণুতা, সর্ব্ব প্রকার প্রতি বিধান দর্শন, শত্রুগণের ছিদ্রান্বেষণ, সন্ধি বিগ্রহের তত্ত্বজ্ঞতা, গূঢ় মন্ত্রণা, গূঢ় বিচরণ, দেশকালে অভিজ্ঞতা, ন্যায়ানুসারে অর্থ গ্রহণ, অর্থ প্রয়োগ, পাত্র জ্ঞান, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দ্রোহ, আলস্য, চপলতা, পরোপতাপ, খলতা, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা ও মিথ্যাত্যাগ, বৃদ্ধের উপদেশ প্রাপ্তি, শক্তি, সৌম্য মূর্ত্তি, গুণানুরাগ ও সস্মিত সম্ভাষণ আত্মসম্পৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যিনি সকল গুণে সম্পন্ন, লোক যাত্রায় অভিজ্ঞ ও স্থির এবং পিতার উপরে যে রূপ পরিতৃপ্ত হয়, লোকে যাহার উপরে সেই রূপ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, তিনিই রাজা। ইন্দ্র সদৃশ আত্ম সম্পদে অলঙ্কৃত উচিত কর্ম্মা রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া লোক উন্নতি লাভ করে। শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, সিদ্ধান্ত, অর্থজ্ঞান, ও তত্ত্বজ্ঞান, এই কএকটি বুদ্ধির গুণ; দক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা, সহিষ্ণুতা ও শৌর্য্য এই কএকটি উৎসাহের লক্ষণ; যিনি এই সকল গুণে সম্পন্ন, তিনিই রাজা হইবার যোগ্য। ত্যাগ, সত্য ও শৌর্য্য এই তিনটি মহাগুণ; বা এই গুণত্রয়ে ভূষিত হইলেই অন্যান্য গুণ প্রাপ্ত হন।

সৎ কুল-জাত, শুদ্ধাচার, শৌর্য্য শালী, শাস্ত্রবন্ত, অনুরক্ত, ও দণ্ডনীতি প্রয়োগে কুশল ব্যক্তিরা রাজার অমাত্য হইবেন। অমাত্যগণ উপায় দ্বারা পরীক্ষিত হইবেন, ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্য করিবেন, অনুরাগ যুক্ত হইবেন ও স্বামীর অনুষ্ঠিত ও অননুষ্ঠিত কার্য্য জাত পরীক্ষা করিবেন। বন্ধু সম্পন্ন, স্বদেশীয়, কুলীন, শীলবান, বলবান, বাগ্মী, প্রশস্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, উৎসাহী, প্রতিভাযুক্ত, স্তম্ভহীন, চাপল্যহীন; বহুমিত্র সম্পন্ন, ক্লেশ সহিষ্ণু, শুচি, সত্ত্বশালী, সত্য বাদী, অবিষণ্ণ স্বভাব, স্থিতিমান্, প্রভাব শালী, অরোগী, কলা সমূহে অভিজ্ঞ, ক্ষিপ্রকারী, প্রজ্ঞাবান, মেধাবী, স্থিরানুরাগ ও বৈর-ভাবের অনুৎপাদক ব্যক্তি মন্ত্রী হইবেন। স্মৃতি, কার্য্য তৎপরতা, বিতর্ক, সিদ্ধান্ত, দৃঢ়তা ও মন্ত্র রক্ষণ মন্ত্রি সম্পদ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ত্রয়ী ও দণ্ডনীতিতে কুশল ব্যক্তি রাজার পুরোহিত হইয়া অথর্ব্ব বেদ বিহিত শান্তিকর ও পুষ্টিকর কর্ম্ম করিবেন। বুদ্ধিমান্ রাজা শাস্ত্রজ্ঞ ও শিল্প কুশল ব্যক্তি দ্বারা মন্ত্রীর শাস্ত্রজ্ঞতা ও শিল্প বিদ্যা পরীক্ষা করিবেন। সজ্জনগণের নিকট হইতে জন্মস্থান ও বন্ধু সম্পদ্ অবগত হইবেন। দক্ষতা, প্রজ্ঞা, মেধা, প্রাগল্‌ভ্য, ও প্রতিভা, কার্য্যেতে পরীক্ষা করিবেন। কথা প্রসঙ্গে বাগ্মিতা ও সত্য বাদিতা অবগত হইবেন, এবং উৎসাহ, প্রভাব, ক্লেশ সহিষ্ণুতা, ধৃতি, অনুরাগ ও স্থৈর্য্যের প্রতিও দৃষ্টি করিবেন। ভক্তি, মৈত্রী ও শৌচ ব্যবহার দ্বারা বল, সত্ত্ব, আরোগ্য এবং ধৈর্য্য হইতে শীল অবগত হইবেন। অস্তব্ধতা, অচাপল্য, ও বৈর-ভাবের অনুৎপাদকতা সমক্ষেই অবগত হইবেন। পরোক্ষে গুণ সকল সর্ব্বত্রই কর্ম্ম দ্বারা অনুমান করিতে হয়, অতএব কর্ম্মের ফল দেখিয়া পরোক্ষ গুণ সকল অনুমান করিবেন। রাজা অকার্য্যে আসক্ত হইলে মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নিবারণ করিবেন এবং রাজা মন্ত্রিগণের বাক্য গুরু বাক্যের ন্যায় শ্রবণ করিবেন। রাজা বিনষ্ট হইলে সমুদায় জগৎ বিনষ্ট হয় এবং সূর্য্যোদয়ে পদ্মের ন্যায় রাজার অভ্যুদয়ে উহার উন্নতি হইয়া থাকে। রাজা যে প্রকারে প্রবোধিত হন, প্রজ্ঞা, সত্ত্ব ও উদ্যোগ সম্পন্ন রাজ কর্ম্মরত মন্ত্রিগণ সেই প্রকারেই তাঁহাকে প্রবোধিত করিবেন। যাঁহারা নিবারিত না হইয়াও উন্মার্গ প্রস্থিত রাজাকে নিবারিত করেন, তাঁহারাই তাঁহার সুহৃৎ এবং তাঁহারাই তাঁহার গুরু। যে সকল সুহৃৎ অকার্য্যে আসক্ত রাজাকে নিবারণ করেন, তাঁহারা সুহৃৎ নন, যথার্থ গুরু। কৃতবিদ্য ব্যক্তিও প্রবলতর বিষয়ানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন; যাহার চিত্ত অনুরাগে আকৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি কোন্ অকার্য্য না করিতে পারে, যে সম্রাট বিষয়ানুরাগে আবৃত হন, দর্শন শক্তি সত্ত্বেও তিনি অন্ধ হইয়া থাকেন; সুহৃদ্‌গণ বৈদ্য হইয়া নির্ম্মল বিনয় রূপ অঞ্জনে তাদৃশ সম্রাটের চিকিৎসা করিবেন। রাজা বিষয়ানুরাগ, অভিমান ও মত্ততাতে অন্ধ হইয়া শত্রু সংকটে পতিত হইলে সুহৃৎ ও সচিবগণের কার্য্য সকল তাঁহার হস্তাবলম্ব হইয়া থাকে। দুষ্ট স্বভাব হস্তীর ন্যায় যে রাজা মদান্ধ হইয়া অন্যায় কার্য্য করেন, তাঁহার নেতাগণ নিন্দনীয় হন।

ভূমির গুণে জনপদ উন্নতিশীল হয়; এবং জনপদের উন্নতিই রাজার উন্নতির হেতু; অতএব উন্নতি লাভের নিমিত্ত ভূমিকে গুণবতী করিবেন। যেখানে শস্য, আকর, পণ্য, আকরসম্ভূত দ্রব্য, ভূরি সলিল, হস্তিযুক্ত বন, জল-পথ ও স্থল পথ থাকে, যাহা গো সমূহের উপযোগিনী, পবিত্র জনপদে পরিবৃত, রমণীয় ও নদী মাতৃক হয়, সেই ভূমিই সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত প্রশংসনীয়। যাহা রূক্ষ এবং শর্করা, পাষাণ, বন, তস্কর, কন্টক বন, ও সর্পে আকীর্ণ, সে ভূমি ভূমিই নয়। যে জন-

---

অনুযায়ীই হইয়াছে; আমাদের শাস্ত্র চিরকালই এক কেবল মনুষ্য ভ্রম বশত তাহার বিভিন্নার্থ করিয়া মত ভেদ উত্থাপন করিয়াছে।" কিন্তু এই কথা দ্বারা পাদ্রি মহাশয়ও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিশেষ পরিবর্ত্তন ও মত ভেদ হইয়াছে। তবে পরিবর্ত্তন লইয়া ব্রাহ্মদিগকে কি রূপে তিনি বিদ্রূপ করেন তাহা আমরা বলিতে পারি না, বাস্তবিক তিনি সাহস করিয়া যে কএকটি বাক্যে আপনার ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মগণও তদধিক সাহস পূর্ব্বক সেই বাক্যেতেই আপনাদের ধর্ম্ম বিষয়ক পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিতে পারেন। ব্রাহ্মগণও কহিতে পারেন যে আমাদের সমুদায় শাস্ত্র চিরকাল স্পষ্টাক্ষরে মনুষ্য হৃদয়ে নিবদ্ধ আছে, আমাদের সমুদায় মত আত্ম প্রত্যয় রূপ শাস্ত্র হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমাদের সমুদায় মত সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন সেই একই আত্ম প্রত্যয় হইতেই হইয়াছে, আমাদের শাস্ত্র চিরকালই এক কেবল মনুষ্য ভ্রম বশত তাহার বিভিন্নার্থ করিয়া মত ভেদ উত্থাপন করিয়াছে। বাস্তবিক বায়বল শাস্ত্রের বাহ্যিক একত্ব দ্বারা তাহার আন্তরিক বহুত্ব খণ্ডন হয় না। যদি একই বায়বল হইতে পরস্পর বিভিন্ন এবং অনেক স্থলে বিপরীত মত উদ্‌ভাবন করা যায়, যদি একই বায়বল হইতে ইহুদি ধর্ম্ম রোমান কেথালিক ধর্ম্ম প্রটেষ্টান্ট এবং ইউনি টেরিয়ান ধর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে, তবে তাহা যদিও বাহ্যিক আকার গত এক বটে তথাপি অর্থ ও ভাবগত বহুধা বলিতে হইবেক; রোমান কেথালিকেরা যে রূপ বায়বলের অর্থ করেন প্রটেষ্টান্টেরা তাহা করেন না, প্রটেষ্টান্টেরা যে রূপ অর্থ করেন ইউনিটেরিয়নেরা তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং একই পুস্তক হইতে বিভিন্ন মত ও বিচিত্র পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। রোমান কেথালিকগণ প্রটেষ্টান্টদিগকে নাস্তিক ও অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, প্রটেষ্টান্টগণ ইউনিটেরিয়ানদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিতেছেন, অথচ সকলেই একই বায়বল শাস্ত্র মানিতেছেন।

পাদ্রি মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের বিষয়ে নানা প্রকার শ্লেষোক্তি সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া পরিশেষে গর্ব্বিত ভাবে সিদ্ধান্ত পাত করিলেন যে ব্রাহ্মগণ বিংশতি বৎসর হইল বেদ মানিয়াছে পরে বেদকে পরিত্যাগ করিয়া অখিল সংসারকেই তাহাদের এক মাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র রূপ উল্লেখ করিয়াছে, অনতি বিলম্বেই আবার সহজ জ্ঞান সহজ জ্ঞান করিয়া এক্ষণে উন্মত্ত হইয়াছে, অতএব কে বলিতে পারে যে যখনি তাহারা এরূপ পরিবর্ত্তনের স্রোতে পতিত হইয়াছে, তখন দুই বৎসর পরে তাহারা নাস্তিকতায় গিয়া উত্তীর্ণ হইবেক না। পাদ্রি মহাশয় ইহাতে আপনার বিশেষ দূরদর্শিতারই প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু যদি তিনি স্বীয় ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের প্রতি এক বার স্থির চিত্তে দৃষ্টিপাত করেন তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে জগতের এবং বিশেষত খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর ধর্ম্ম বিষয়ক পরিবর্ত্তনের শ্রোত কোন্‌দিকে বহন করিতেছে। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত যিনি আলোচনা করিয়াছেন তিনি দেখিতে পাইবেন যে প্রথমে রোমান কেথালিক ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা হইতে অত্যল্প প্রভেদ ছিল। রোমান কেথালিকগণ মেরির প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতেন, ধর্ম্মোপার্জ্জনার্থ তীর্থ পর্য্যটন এবং নিয়মিত উপবাস করিতেন, পাপ মোচনার্থ স্বস্ত্যয়ন করাইতেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং স্বর্গের দ্বার রক্ষক রূপে ভক্তি করিতেন; পরে জ্ঞানের প্রচার সহকারে এই সকল প্রথা নিতান্ত কাল্পনিক এবং অনিষ্টকর জানিয়া প্রটেষ্টান্টগণ সাহস পূর্ব্বক পোপের ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন এবং বিভিন্ন দেব দেবীকে অর্চ্চনা না করিয়া ঈষুখৃষ্টকে ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন, পরে ইউনিটেরিয়ানগণ প্রটেষ্টান্টদিগের দল হইতে নিঃসৃত হইয়া বায়বল মতে এক ঈশ্বরের অর্চ্চনা প্রচার করিলেন এবং ঈষুখৃষ্টকে ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র রূপে জানিলেন, আবার এক্ষণে বায়বলের ভ্রম প্রকাশিত হইতেছে এবং লোকে ঈশ্বরের প্রদত্ত স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়াছেন। বিলাতে নিউমান মিসকব ইত্যাদি সদ্ বিদ্যাশালীপণ্ডিতগণ প্রকাশ্য রূপে বায়বলকে এক মাত্র আপ্ত বাক্য বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমেরিকাতে পার্কর সাহেব যে একটি সমাজ স্থাপন করিয়াগিয়াছেন তাহা শীঘ্রই উন্নত হইয়া সমুদায় আমেরিকাতে তাঁহার প্রচারিত সত্য ধর্ম্মের বিস্তার করিবে! বিসপ কোলেন্সোর বিবরণ কেনা শুনিয়াছে? ইউরোপে খৃষ্টীয়ান মণ্ডলীর মধ্যেই এ প্রকার ধর্ম্ম বিদ্রোহ কি নিমিত্ত হইতেছে? এ প্রকার লক্ষণের অতিশয় প্রগাঢ় অর্থ অবশ্যই আছে, ইহা সময়ের গুণেই হইয়াছে। যিনি ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন তাঁহাকেই আমরা জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবী অবস্থা কি হইবেক। যিনি এই রূপে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের ইতিহাস অনুধাবন করিয়াছেন তাঁহাকেই আমরা জিজ্ঞাসা করি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের ভাবি অবস্থা কি হইবেক?

পদে সুখকর জীবিকা, ভূমি গুণ, নল ভূমি, পর্ব্বত, শ্রমী, শিল্পী, বণিক, কৃষি প্রভৃতি কার্য্য কৃষক, নানা দেশীয় লোক, ও পশু সমূহ থাকে, যে স্থানের লোকে রাজার প্রতি অনুরক্ত, রাজা শত্রুর প্রতি দ্বেষপরায়ণ ও কর ভার সহিষ্ণু হয়, যাহা ধর্ম্ম ও ধন সম্পন্ন, এবং যেখানে মূর্খ ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষেরা প্রধান লোক হইতে না পায়, তাদৃশ জন-পদই প্রশংসনীয়। রাজা সর্ব্ব প্রযত্নে জন-পদের উন্নতি সাধন করিবেন; জনপদ উন্নত হইলেই রাজ্যের অন্যান্য অঙ্গ উন্নত হইয়া উঠে।

রাজা যে নগরে বাস করিবেন, তাহার সীমা বিস্তীর্ণ হইবে, তাহাতে মহা খাত, উচ্চ প্রাকার ও উচ্চ দ্বার থাকিবে, এবং পর্ব্বত, নদী ও নিবিড় বন তাহার আশ্রয় হইবে।

দুর্গ জল সম্পন্ন, ধান্য সম্পন্ন, ধন সম্পন্ন, কাল সহ, বিস্তীর্ণ হইবে। দুর্গ হীন নরপতি ও বায়ু চালিত মেঘ উভয়ই সমান। দুর্গতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত গণ জল দুর্গ, পর্ব্বতীয় দুর্গ, তরু দুর্গ নির্জল দেশীয় দুর্গ ও বিস্তৃণ দেশীয় দুর্গ; এই পাঁচ প্রকার দুর্গের প্রশংসা করিয়া থাকেন। আচার্য্যগণ অনুমতি করিয়াছেন, দুর্গ জল, অন্ন; বস্ত্র ও যন্ত্র সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল যোদ্ধাগণে অধিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হইবে। যে দুর্গ হইতে পলায়ন করিবার পথ থাকে এবং যে স্থান জল ও স্থল সম্পন্ন হয়, সেই দুর্গ ও সেই স্থান উন্নতি প্রার্থী ভূপতিগণের বাসের নিমিত্ত প্রশংসনীয়।

যে কোষ বহু গ্রহণশীল, অল্প ব্যয়শীল, বিখ্যাত, অভিলষিত দ্রব্যে সম্পূর্ণ, মনোহর, বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণে অধিষ্ঠিত, মুক্তা স্বর্ণ ও রত্ন সম্পন্ন পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পুরুষ পরম্পরায় সমুচিত ধর্ম্মার্জ্জিত ও ব্যয় সহ এবং যাহাতে দেবগণের পূজা হইয়া থাকে, তাদৃশ কোষই কোষজ্ঞগণের অভিপ্রেত। কোষ শালীগণ ধর্ম্ম, অর্থ, ভৃত্যগণের ভরণ ও আপদের নিমিত্ত সর্ব্বদা কোষ রক্ষা করিবেন।

সৈন্য সকল পিতৃ পৈতামহ বশীভূত, সংহত, বেতনগ্রাহী, বিখ্যাত পৌরুষ, বিখ্যাতবল, সুনিপুণগণে পরিবৃত, নানাস্ত্র সম্পন্ন, নানা যুদ্ধে অভিজ্ঞ, নানাবিধ যোদ্ধাগণে সমাকীর্ণ, প্রসিদ্ধ অশ্ব ও প্রসিদ্ধ হস্তী সম্পূর্ণ, প্রবাসে, আয়াসে, দুঃখে ও যুদ্ধে কৃতশ্রম ও দ্বিধাভাব রহিত ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ হইবে; ঈদৃশ দণ্ডই দণ্ডজ্ঞগণের অভিপ্রেত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—প্রথম আদেশ।

১৭৮৩ শকের ৬ আষাঢ়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যোযস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেয়ং। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

তিনি দেশ কালের অতীত, অথচ দেশ কালের মধ্যে থাকিয়া এই অসীম জগৎ সংসার পালন করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের মোচয়িতা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী; সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে—সেই মঙ্গলা, বিশ্বের এক মাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

দ্যুলোক, ভূলোক; দেব, মনুষ্য; পশু, পক্ষী; তাঁহারি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বসিত হইয়াছে। তাঁহাতেই এ প্রকাণ্ড বিশ্ব ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। তিনি সকলের রাজা। তিনি "রাজাধিরাজ ত্রিভুব-পালক." তিনি কেবল জড় জগতের রাজা নহেন, তিনি ধর্ম্ম-রাজ্যেরো রাজা। তিনি যেমন আমারদের শারীরিক সুখ বিধান করিতেছেন, সেই রূপ আত্মাকেও তিনি পোষণ করিতেছেন। সেই ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর "সত্যস্য সত্যং" "সত্যস্য পরমং নিধানং" তিনি সত্যের সত্য, তিনি সত্যের পরম নিধান। তাঁহারই নিয়মে থাকিয়া, তাঁরই আশ্রয়ে থাকিয়া, এই জগৎ সংসার সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছে। তিনি আমারদিগকে পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইতেছেন। যদি এই সংসারের বিপদ্-সাগরে পতিত হইয়া কোন এক ঐশ্বর্য্যশালীর নিকটে ক্রন্দন করি, তবে হয় তো তিনি আমারদিগকে সেই ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার করেন; কিন্তু পাপ হইতে কে আমারদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারে? পাপ হইতে উদ্ধার করিবার আর কাহারো সাধ্য নাই; কেবল এক মাত্র ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বরই আমারদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। সেই ধর্ম্মাবহেরই আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা ধর্ম্ম পালন করিতেছি, তাঁরই আশ্রয়ে আমরা পশু-ভাবকে অতিক্রম করিয়া দেব-ভাব প্রাপ্ত হইতেছি। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যখনি আমরা কুটিল পাপকে হৃদয়ে স্থান দিই, তৎক্ষণাৎ তিনি আমারদিগকে দণ্ড বিধান করেন; তিনি তৎক্ষণাৎ

উদ্যত বজ্র নিক্ষেপ করিয়া আমারদের হৃদয়কে শত ভাগে বিদীর্ণ করেন। কিন্তু ইহাতেও কি তাঁহার অসদৃশ স্নেহ প্রকাশ পায় না। সেই করুণাময় পিতা আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া সর্ব্বদাই আমারদের সঙ্গেই আছেন; কি জানি আমরা পথ হারা হইয়া পাপ-পঙ্কিল হ্রদে একেবারে ডুবিয়া যাই, কি জানি ক্ষুদ্র সংসারের লোভে পতিত হইয়া আর উদ্ধার হইতে না পারি, এ জন্য তিনি আমারদিগকে আপনার অমোঘ সাহায্যে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যখনি আমরা তাঁহার নিষিদ্ধ পথে পদ নিক্ষেপ করি, তৎক্ষণাৎ আমারদের হৃদয়ে আত্মগ্লানি রূপ বজ্র আসিয়া আমারদিগকে ধরাশায়ী করে; তৎক্ষণাৎ আমরা সেই অন্তর্যামী বিধাতার হস্ত দেখিতে পাই। মাতা যেমন হস্ত ধারণ করিয়া শিশুদিগকে পদ চালনা শিক্ষা দেন, সেই প্রকার ঈশ্বরও আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমারদিগকে দেব-পথে চলিবার শিক্ষা দেন; আমরা ধর্ম্মসোপানে পদ নিক্ষেপ করিয়া অমৃত পান করিতে করিতে সবল হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইতে থাকি। আমাদের যিনি হৃদয়েশ্বর, তিনি আমারদের হৃদয়েই বর্ত্তমান। তিনি যদি আমাদের হৃদয়েতেই না থাকিতেন; তবে কেন আমরা গোপনে, নির্জ্জন গহনে, মেঘাচ্ছন্ন তমসাবৃত গভীর নিশীথে, পাপাচরণ করিলে আমারদের হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ হইতে থাকে? যখন আমরা সেই অসহ্য গ্লানিতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বাণ-বিদ্ধ হরিণের ন্যায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকি; তখন আমাদের সম্মুখে উদ্যত বজ্রের ন্যায় কাহার রুদ্র মূর্ত্তি প্রকাশ পায়? কিন্তু সে সময়ে ঈশ্বরের স্নেহ কি আমরা অনুভব করিতে পারি না? যখন তাঁহার দণ্ড ভোগ করিয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি এবং ক্রমে যখন সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অল্পে অল্পে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে থাকি; তখন কি তাঁহার স্নেহ আমরা অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার পদে প্রণিপাত করি না? দেখ, আমরা ঘোর পাপী হইয়াও ঈশ্বরের করুণাতে পাপ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি। এখানে অবাধ্য দুষ্ট পুত্রকে ত্যজ্য পুত্র করিয়া তাহার প্রতি পিতা আর দৃষ্টি করেন না; কিন্তু ঈশ্বরের কি সেই প্রকার ত্যজ্য পুত্র আছে? এমন কি কোন পাপাত্মা থাকিতে পারে, যাহাকে ঈশ্বর ত্যজ্য পুত্র বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করেন? কখনই না। তিনি ঘোরতর পাপিদিগেরো লৌহবদ্ধ হৃদয়-দ্বার ভেদ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন এবং উপযুক্ত মতে সহস্র প্রকার দণ্ড বিধান দ্বারা অবশেষে তাহাকে পুনর্ব্বার আপন ক্রোড়ে আনয়ন করেন। তিনি রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন, তিনি দণ্ড বিধান করেন, তিনি আত্মগ্লানি-রূপ তীব্র করাত দ্বারা পাপাশ্রিত হৃদয়কে কর্ত্তন করেন যে আমরা পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অমৃত ক্রোড়ের আশ্রয় লইব। যদি আমাদের আত্মা হইতে পাপ-মলা প্রক্ষালিত না হয়; তবে যেমন সমল আদর্শে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, সেই প্রকার আমাদের আত্মাতেও ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয় না; এ নিমিত্তে অগ্রে দণ্ড বিধান করিয়া আমাদের পাপ-মলা-সকল দূরীভুত করেন, পরে তাঁহার প্রীতি-পূর্ণ দক্ষিণ মুখের দর্শন দিয়া আমারদিগকে তাঁহার প্রেমের প্রেমিক করেন। তিনি আমারদিগের মলিন মুখ দেখিতে পারেন না। তিনি কি পাপী, কি পুণ্যবান, সকলেরি হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাহারদিগের শেষ গতির নিমিত্তে যত্ন করিতেছেন। তিনি পুণ্যশীলদিগকে আত্মপ্রসাদ ও অমৃত বারি প্রেরণ করিয়া ক্রমাগত উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেছেন, তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গ লোকে তাহারদিগকে লইয়া যাইতেছেন এবং পাপিদিগকেও ক্লেশের পর ক্লেশ দিয়া, দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে লইয়া, অবশেষে স্বীয় অমৃত ক্রোড়ে উপবেশন করাইতেছেন। পাপের মোচয়িতা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা যদি সহস্র পাপে পাপী হইয়াও যথার্থ অনুতাপের সহিত তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি এবং সেই পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হই; তবে ঈশ্বর আমারদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার আমাদের নিকটে আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করেন। তথাপি সাবধান হও, যেন কুৎসিত পাপ-পথের কর্দ্দমে মলিন হইয়া অনুতাপিত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডায়মান হইতে না হয়। ঈশ্বর তো আমাদের করুণাময় পিতা আছেনই তিনি আমারদিগকে অনুতপ্ত দেখিলে তো সান্ত্বনা করিবেনই; কিন্তু সে অনুতাপ ও আত্মগ্লানি কভু আদরণীয় নহে, তাহা হৃদয়ের শোণিতকে একেবারে শুষ্ক করিয়া দেয়। একপ অনুতাপ, কঠিন-হৃদয় কপট-বেশী ঘোর সাংসারিক মনুষ্যেরই মনে উত্থিত হউক। যেমন উৎকট বিকারে পীড়িত মুমূর্ষুকে বিষ ভক্ষণ করাইলে তবে তাহার চেতনার কিছু উদ্রেক হয়, সেই প্রকার এই অনুতাপো কঠিন-হৃদয় পাপাত্মাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবে তাহারদিগকে কিছু জাগ্রত রাখিতে পারে। সকলে সাবধান হও, যেন মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আদেশের বিপরীতে কোন কার্য্য না কর। তাঁহার আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন কর। তিনি যে সকল আদেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল একমাত্র আমাদের মঙ্গলেরই জন্য; কিন্তু

আমরা কি নির্ব্বোধ, কি অকৃতজ্ঞ। ঈশ্বর তিনি আমারদেরই মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম নিয়ম-সকল সংস্থাপন করিয়াছেন আর আমরা জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার শুভাভিপ্রায়ে বাধা দিতেছি; আমরা আপনারাই আপনার অনিষ্ট করিবার মানসে ক্ষিপ্তের ন্যায় নিজ মস্তকোপরি খড়্গাঘাত করিতেছি। সাবধান, যেন তোমরা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-পথের রেখা মাত্রেরও বহির্গত না হও; কিন্তু যদি মোহ-বশতঃ কখন তাঁহার ধর্ম্ম-সেতু উল্লঙ্ঘন কর, তবে স্বাপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহারই পদতলে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁহার রাজ্যে দোষী হইয়া আর কোথায় পলায়ন করিবে? গিরি গুহা কাননে, নির্জ্জন গহনে, সমুদ্র পর্ব্বতে, ইহলোকে পরলোকে, সকল স্থানেই তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত আছে—ত্রিভুবনে এমন স্থান নাই, যেখানে তাঁহা হইতে লুক্কায়িত থাকা যায়। তিনি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, তিনি বিশ্বতোমুখঃ, তিনি বিশ্বতস্পাৎ; তিনি বিশ্ব সংসারে একেবারে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। তাঁহার ভয় হইতে আমরা কোথায় যাইয়া রক্ষা পাইতে পারি? কোথাও না। রক্ষা পাইতে হইলে একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়। তিনি তাঁহার শরণাগত ভক্তকে কখন পরিত্যাগ করেন না, তিনি তাহাকে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিয়া কৃতার্থ করেন। যদি সেই করুণাময় পিতার পবিত্র ও প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে চাও, তবে প্রাণ মন শরীরের সহিত তাঁহার আদেশ, তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল, পালন কর—পবিত্রতাকে হৃদয়ে ধারণ কর। অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। যদি কখন প্রলোভনের মলিন পঙ্কিল কর্দ্দমে পতিত হইয়া ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হও, তবে বার বার বলিতেছি যে ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন করিও, তাঁহারি নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও; তিনি তোমারদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সেই পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া দেবতাদিগের পুণ্য পদবীতে লইয়া যাইবেন। ঈশ্বর আমাদের আত্মার ভেষজ। যখন আমরা পাপ-বিকারে বিকৃত হইয়া, স্বাধীনতাকে নষ্ট করিয়া, অজ্ঞানান্ধ হইয়া কার্য্য করিতে থাকি, তখনি তিনি আমারদিগকে সহস্র প্রকার দণ্ড দ্বারা স্বপথে লইবার যত্ন করেন, উপযুক্ত হইলে সে সময়েও আমাদের হৃদয়ে বিন্দু বিন্দু অমৃত বারি প্রেরণ করেন। হয় তো আমরা সেই অমৃত-কণা হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ব্ব দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাই এবং ক্রমে আমারদিগের হৃদয়ে যত অমৃত বারি সঞ্চিত হইতে থাকে, ততই আমরা পাপকে পরাস্ত করিয়া এই সংসারের কন্টকী বনের মধ্যে দিয়াও সেই অমৃত নিকেতনে অগ্রসর হইতে থাকি। এই প্রকার অগ্রসর হইতে হইতেও ভ্রান্তি বা মোহ বশতঃ যদিও কখন কখন আমারদের পদস্খলিত হয়, তবে নিশ্চয়ই তখন ঈশ্বর আমাদের সহায় হইয়া দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ করেন। তিনি আমারদিগের মঙ্গলময় পিতা; তিনি আমারদিগের শত্রু নহেন, আমাদের সুখ দুঃখেতে উদাসীনও নহেন; তিনি এক দিকে স্বর্গ আর এক দিকে অনন্ত নরক রাখিয়া আমারদিগকে তাহার মধ্য-স্থলে রাখেন নাই যে চাই আমরা স্বর্গে যাই, চাই আমরা নরকে যাই। তিনি চাহেন যে আমরা উন্নতিরই পথে পদার্পণ করি, তাঁহার সৃষ্টির কেবল একমাত্র প্রণালী যে আমরা অবশেষে তাঁহারই মঙ্গল-চ্ছায়া প্রাপ্ত হইতে পারি, এবং তাঁহার ক্রোড়ের আশ্রয় পাইয়া এই ভূলোক হইতে দেব-লোকে, দেব-লোক হইতে দেব-লোকে উত্থিত হইয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত উন্নতি-লাভ করিতে পারি। করুণাময় ঈশ্বরের উন্নতিশীল রাজ্যে অনন্ত শাস্তি নাই; তিনি কেবল দণ্ডের নিমিত্তে কাহাকেও দণ্ড বিধান করেন না, তাঁহার ন্যায়ই তাঁহার করুণা, তাঁহার করুণাই তাঁহার ন্যায়। তাঁহার দণ্ড কেবল আমারদিগকে তাঁহার সৎপথে আনিবার উপায় মাত্র। তিনি আমারদের সুখ-দাতা, মঙ্গল-দাতা, মুক্তি-দাতা। তাঁহারি প্রসাদে অনন্ত জীবন ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারি মহিমা গান করিতেছি।

দেখ, ঈশ্বরের কি করুণা! আমরা ঘোর পাপেতে জড়ীভূত থাকিলেও তিনি আমারদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতেছেন। তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিয়া এসো আমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার পদতলে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত প্রীতি-পুষ্প বিকীর্ণ করি; তাঁহার পদতলের ছায়াতে এই উত্তপ্ত গাত্রকে শীতল করি; সংসার-দাবানলে আমারদের আত্মা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নিকটে কাতর মনে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের আত্মাতে আত্ম-প্রসাদ-রূপ শীতল বারি বর্ষণ করিবেন। এসো, এই সময়েই আমরা তাঁহার অমৃত হ্রদে অবগাহন করিয়া "হৃদয়-থাল-ভার প্রীতি-পুষ্প-হার" তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি প্রসন্ন হইয়া এখনি তাহা গ্রহণ করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।
১০ জ্যৈষ্ঠ শনিবার সম্বৎ ১৯২০ কলিগতাব্দ ৪৯৬৪।

একমেবাদ্বিতীয়ং
প্রথম ভাগ
২৩৭ সংখ্যা
আষাঢ় ১৭৮৫ শক
ষষ্ঠ কল্প ষষ্ঠ কল্প
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মেদিনী পুরস্থ সপ্তদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

অদ্য আমারদিগের সাম্বৎসরিক সমাজের দিবস। অদ্য পরমানন্দের দিবস। অদ্য সেই পূর্ণ পুরুষের পবিত্র নাম লইয়া জীবন সফল কর, যিনি আমারদিগের স্রষ্টা, পাতা ও এক মাত্র সুহৃদ্। যাঁহা হইতে আমরা জীবন লাভ করিয়াছি, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, তিনি যদি আমাদিগকে এক ক্ষণ মাত্র পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমরা বিনাশ প্রাপ্ত হই। অদ্য সেই পরাৎপর অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের উপাসনার্থ এই সমাজ মন্দিরে সমাগত হইয়াছি। যিনি আমারদিগকে বাক্য দিয়াছেন, বাক্য দ্বারা কি তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিব না? যিনি আমাদিগকে মন দিয়াছেন, সেই মনের অধিপতিকে কি মনে স্থান প্রদান করিব না, যিনি আমারদিগকে কৃতজ্ঞতা বৃত্তি দিয়াছেন, সেই কৃতজ্ঞতা বৃত্তি কি কেবল মনুষ্যের প্রতিই নিয়োগ করিব? তাঁহার প্রতি কি নিয়োগ করিব না। যে বৃত্তি না থাকিলে কোন পদার্থেরই প্রতি প্রীতির উদ্রেক হইত না, আমরা আনন্দ শূন্য হইতাম, জগৎ অন্ধকারময় মরু ভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইত, সেই প্রীতি বৃত্তি কি তাহার স্রষ্টার প্রতি নিয়োজিত করিব না? আইস অদ্য আমরা সকলে একান্ত মনে সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রীতিপুষ্প প্রদান করিয়া জন্ম সার্থক করি। তিনি পতিতপাবন ও দীনবন্ধু। তিনি জগন্নাথ জগদীশ জগৎ গুরু জগজ্জন হিত কারণ। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকি যে তিনি আমারদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করেন; অনুতাপিত চিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আমারদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করেন, বিমল হৃদয়ে ভক্তি রসার্দ্র-চিত্তে তাঁহার ভজনা করিলে তিনি আমারদের মনে আনন্দ সুধা বর্ষণ করেন। সংসারের ধূলি যখন আমারদিগের মনে পতিত হয়, বিষাদ ঘন দ্বারা যখন মন অন্ধীভূত হয়, দুঃখ ভার প্রপীড়িত চিত্ত যখন ব্যাকুল হইয়া আশ্রয়ের জন্য চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করে, তখন তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা শীতল হই। এক বার নেত্র

উন্মীলন করিয়া দেখ, সেই করুণাসিন্ধু পরম বন্ধু,আমাদিগকে কত করুণা বিতরণ করিতেছেন। তাঁহারই আজ্ঞাতে সূর্য্য প্রত্যহ গগন মণ্ডলে উদিত হইয়া আমাদিগকে তাপ ও আলোক প্রদান করিতেছে; তাঁহারই আদেশে বায়ু অহরহঃ আমাদিগের ব্যজন সঞ্চালকের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; তাঁহারই আদেশানুসারে মেঘ অপর্য্যাপ্ত পরম তৃপ্তিকর পানীয় বিতরণ করিতেছে; তাঁহারই বিধানানুসারে পূর্ণচন্দ্র স্বীয় মনোহর অমৃত তরঙ্গিনী দ্বারা জগৎকে মধুময় করিতেছে। তাঁহারই অনুজ্ঞাধীন পুষ্প সকল বিকশিত হইয়া নিজ নিজ মনোরম সুগন্ধ প্রদান দ্বারা চিত্তকে হরণ করিতেছে। অতি শোভন রমণীয় শিল্প কার্য্য সকল মনুষ্যের প্রতি তাঁহারই দ্বারা প্রদত্ত শিল্প নৈপুণ্য হইতেই সমুদ্ভূত হইতেছে। সাধু বর্গের অকৃত্রিম স্নেহ, স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রণয়, পুত্রের অবিচলিত ভক্তি, তাঁহা হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি তাঁহার সকল দান মধ্যে তিনি আমারদিগকে তাঁহাকে জানিতে ও তাঁহাকে প্রীতি করিতে দিয়াছেন, এই দান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যখন মন তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি অদ্ভুত জ্ঞান অপার করুণা আলোচনা করে, তখন সে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করে; সে সুখ যাঁহারা আস্বাদন করেন, তাঁহারা তাহা কেবল আস্বাদন করেন, বাক্যেতে বর্ণন করিতে সমর্থ হন না। সে অবস্থাতে ঋষীন্দ্র মুনীন্দ্র কবীন্দ্র সকল এই বাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি করেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" যখন মন সেই প্রগাঢ় সুখ উপভোগ করে, তখন এই সত্য তাহাতে প্রতিভাত হয় যে সে সুখের কখন বিলুপ্ত হইবে না, পরকালে তাহার ক্রমশঃ উন্নতিই হইতে থাকিবে। কি সুখ সেই পরম মাতা আপনার ভক্তিশীল পুত্রের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে কল্পনা করিতেও সমর্থ হই না। কে বা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।

এই সকল মহদ্ভাব আমরা কোন্ ধর্ম্মের প্রসাদাৎ লাভ করিয়াছি? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদাৎ। আমরা কি এই মহৎ ধর্ম্মের উপযুক্ত, আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও মন নির্ব্বীর্য্য,সকল সাংসারিক মঙ্গলের নিদানভূত যে প্রজার স্বাধীনতা তাহা হইতে আমরা অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। এমন দুর্ভাগ্য দেশে ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কত করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যেমন আমাদিগের প্রতি এই অনুপম করুণার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই সেই করুণা চিহ্নকে সার্থক করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে অহরহঃ সঞ্চরণ কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের মাধুর্য্য দিনে নিশীথে আস্বাদন কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ সকল কার্য্যেতে পরিণত কর। সাংসারিক সকল কার্য্যেই ঈশ্বরকে স্মরণ কর। সেই এক মাত্র অনন্ত স্বরূপের পবিত্র নাম লইয়া সাংসারিক সকল ক্রিয়া সম্পাদন কর। সাংসারিক ক্রিয়াতে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে যে কত অকর্ত্তব্য তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহাকে কি যথার্থ ঈশ্বর প্রেমী বলা যাইতে পারে যে সাংসারিক ক্রিয়াতে অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে না, পরিমিত দেবতার নিকট প্রণত হয়? বৈষ্ণব কি খৃষ্টীয়ানের মত ব্যবহার করে? না খৃষ্টীয়ান বৈষ্ণবের ন্যায় আচরণ করে? মুসলমান কি খৃষ্টীয়ানের ন্যায় অনুষ্ঠান করে? না খৃষ্টীয়ান মুসলমানের ন্যায় ব্যবহার করে? তবে ব্রাহ্ম অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় কেন আচরণ করিবেন? তাঁহার ঈশ্বর প্রীতি কি ঐ সকলের অপেক্ষা ন্যুন? কেহ কেহ বলেন, সময়ের প্রতি নির্ভর কর, কালের গতিকে ক্রমশঃ প্রচলিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতে গেলে কখনই কার্য্য সাধন হইবে না। শঙ্করাচার্য্য যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি অদ্বৈত মত প্রচার করিতে সক্ষম হইতেন? নানক যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি একেশ্বরবাদী শিখ্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন? চৈতন্য যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি তিনি আপনার অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে বিশেষ অনিষ্টকর জাতি ভেদের প্রথা উঠাইতে পারগ হইতেন? রামমোহন রায় যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি তিনি সেই ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত করিতে সক্ষম হইতেন? কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিলে চলিবেক না। সময়ের কেশ ধরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। আমরা প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা এই বিষয়ে আপনাদিগকে ভাগ্যবান বোধ করি যে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ আমরা জানিতে সক্ষম হইয়াছি। কিন্তু আমরা কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর এক বিষয়ে দুর্ভাগ্য নহি যে তাঁহারা আপনাদিগের হৃদ্গত বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করেন, আমরা সে রূপ করি না? কৈ এ বিষয়েতে আমাদিগের যত্ন নাই। বর্ত্তমান কাল নিদ্রা যাইবার কাল নহে। অতি গুরুতর কাল উপস্থিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনের সময় অতি গুরুতর সময়। এখন আমরা যদি সাহস প্রকাশ করি, তবে ভবিষ্যদ্বংশেরা কৃতজ্ঞ চিত্তে আমারদিগকে ধন্যবাদ করিবে। যখন সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবে, তখন এদেশ এক নূতন আকার ধারণ করিবে। তখন অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার এদেশ হইতে তিরোহিত হইবে, সামাজিক কুরীতি সকল উন্মূলিত হইবে, হিন্দু সমাজ শ্রী সৌভাগ্যে বিভূষিত হইবে। ভারতবর্ষ সবে নিদ্রা হইতে অল্পে অল্পে জাগরিত হইতেছে; সুপ্তোত্থিত বীর পুরুষ যেমন নবোৎসাহের সহিত বীরত্ব সূচক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তেমনই ভারতবর্ষ ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। হে পরমাত্মন্! কবে সেই দিবস আগমন করিবে যখন আমারদের দেশের লোকেরা তোমার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা এদেশে উড্ডীন হইবে, বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্মনাম চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইবে, ভারতভূমি জ্ঞান ও সভ্যতাতে সমুজ্জ্বলিত হইয়া পবিত্র পুণ্য ভূমি হইবে এবং ব্রহ্মানন্দ প্রবাহ তাহাতে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে স্বর্গ ধামে পরিণত করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২৩৭ সংখ্যক পত্রিকার ৭ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে বেদাঙ্গের অন্তর্গত যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৌনক মুনি এবং তাঁহার ছাত্রদ্বয় কাত্যায়ন ও আশ্বলায়ন কর্ত্তৃক রচিত। অপর উক্ত গ্রন্থকারদিগের রচিত আর কতক গুলি প্রয়োজনীয় সূত্র গ্রন্থ আছে, তৎ

সমুদায় কিন্তু বেদাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। এই সকল গ্রন্থের নাম অনুক্রমণী এবং ইহাতে সুপদ্ধতি ক্রমে সমুদায় বৈদিক গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ সংহিতার যে অনুমক্রণী তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খল বদ্ধ এবং সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ। ইহার নাম সর্ব্বানুক্রমণী অথবা সর্ব্বানুক্রম (১) এবং ইহা কাত্যায়নের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে (২) ইহাতে প্রত্যেক সূক্তের আদিপদ, ঋক সংখ্যা, তদ্বক্তা ঋষির নাম এবং তাহা কোন্ ছন্দে রচিত এই সমুদায় বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাত্যায়নের অগ্রে অন্যান্য অনুক্রমণীও ছিল কিন্তু তৎ সমুদায়ে উপরোক্ত বিবরণ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংগৃহীত হইয়াছিল। কাত্যায়ন স্বীয় গ্রন্থে এই সকল বিভিন্ন নির্ঘণ্টকে একত্র করিয়া তাহার নাম সর্ব্বানুক্রমণী রাখিয়াছেন। এই কথার পরিচয় সর্ব্বানুক্রণীর ভাষ্য-কার ষড়্গুরুশিষ্যের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি স্বরচিত বেদার্থদীপিকা নামক অপর এক গ্রন্থে কহিয়াছেন যে সর্ব্বানুক্রমণী রচিত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যানুক্রমণী, দেবানুক্রমণী, অনুবাকানুক্রমণী, ছন্দোনুক্রমণী ও সূক্তানুক্রমণী ছিল (৩), এবং এই পাঁচ খানি অনুক্রমণী শৌনক কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এই সকল গ্রন্থ নিতান্ত বিরল, তাহার দুই এক খানি মাত্র অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় (৪)। অপর ষড় গুরু-শিষ্য শৌনককে যে এই সকল অনুক্রমণীর রচনা কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য বোধ হয়, কারণ শৌনক কৃত অপরাপর গ্রন্থের যে রূপ রচনা প্রণালী তাহা উক্ত গ্রন্থ সকলের লেখায় স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। অপর ষড় গুরু শিষ্য আর এক খানি অনুক্রমণীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ঋগ্বেদের প্রত্যেক মণ্ডলের শেষ ঋক ক্রমানুসারে সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু এই অনুক্রমণী কাহার কৃত তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

মণ্ডলান্তানামৃচামনুক্রমণে প্রতিচক্ষ্ব বিচক্ষে্ব ত্যেতেষ্বপি গৃহ্যতে।

অনুক্রমণিকা ভাষ্য।

অতএব ঋগ্বেদের সর্ব্ব শুদ্ধ সাত খানি অনুক্রমণী দেখা যায়, তন্মধ্যে পাঁচ খানি শৌনক কৃত, একখানি কাত্যায়ন কৃত এবং আর একখানির রচনা কর্ত্তার নাম প্রকাশিত নাই। শৌনক কৃত বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থ যদিও অনেকাংশে অনুক্রমণীর সদৃশ, তথাপি তাহা অতিশয় বৃহৎ ও বাহুল্য রূপে লিখিত এই হেতু তাহাকে অনুক্রমণীর শ্রেণীতে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। ইহা ঋগ্বেদের শাকল্য শাখার অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে এবং যদিও ইহা আদৌ শৌনক কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, তথাপি পরে অপর গ্রন্থকার দ্বারা পুনরায় সংকলিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পুস্তকে পশ্চাল্লিখিত গ্রন্থ অথবা গ্রন্থকারের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা ঐতরেয়ক, কৌশীতকী, ভাল্লবী, ব্রাহ্মণ, নিদান, শাকল্য, বাস্কল, মধুক, শ্বেতকেতু, গালব, গার্গ্য

(১) সর্ব্বজ্ঞেয়ার্থবর্ণনাৎ সর্ব্বানুক্রমণী শব্দং নিরুবন্তি বিপশ্চিতঃ।

(২) কাত্যায়ন কৃত গ্রন্থ সকল অধিকাংশই সামবেদ এবং যজুর্ব্বেদ সংক্রান্ত।

(৩) আর্ষ্যানুক্রমণীত্যাদ্যা ছান্দসী দৈবতী তথা। অনুবাকানুক্রমণী সূক্তানুমণী তথা ॥

(৪) শৌনক কৃত অনুক্রণীর মধ্যে এক্ষণে কেবল অনুবাকানুক্রমণী খানি সংপূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু ষড়্গুরু শিষ্যের সময়ে শৌনকের পাঁচ খানি অনুক্রমণীই প্রচলিত ছিল, কারণ ষড় গুরু শিষ্য স্বীয় ভাষ্যে অনুবাকানুক্রমণী ও দেবানুক্রমণী হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপর এই সকল অনুক্রমণী সায়নাচার্য্যের সময়েও ছিল, কারণ তিনি ও শৌনক কৃত বৃহৎ দেবতা এবং আর্য্যানুক্রমণী হইতে অনেক বচন ঋগ্বেদ সংহিতার ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপর বেদার্থ দীপিকা নামক গ্রন্থে ছন্দোনুক্রমণীর উল্লেখ আছে। যদিও সূক্তানুক্রমণী অদ্যাপি কোন গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায় নাই তথাপি তাহা যে সায়নের সময় পর্য্যন্ত ছিল, তাহার কোর সংশয় নাই।

রথীতর, রাথন্তরী, শাকটায়ন, শাণ্ডিল্য, রোমকায়ন, স্থবির, কাঠক্য, ভান্তরী, শাকপুনি, ভাম্যশ্ব, মুদ্গল, ঔর্ণনাভ, ক্রৌষ্টুকী, মাদ্রী এবং যাস্ক, বিশেষতঃ যাস্কের নামই উক্ত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে ঋষিগণ কি প্রকার যত্নের সহিত বেদাধ্যয়ন করিতেন, কি রূপে তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহারা বেদের প্রত্যেক সূক্ত প্রত্যেক ঋক্ কণ্ঠস্থ করিতেন, তাহা এই সকল অনুক্রমণী হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ কি রূপে মণ্ডল অথবা অষ্টকে বিভক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক মণ্ডলে কত গুলি অনুবাক আছে, প্রত্যেক অনুবাকে কত সূক্ত এবং প্রত্যেক সূক্তে কত শ্লোক ও পদ আছে, এই সমুদায় বিবরণ অনুক্রমণীতে উল্লিখিত হইয়াছে (৫)। ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলের অন্তর্গত অনুবাক ও সূক্ত সকলের সংখ্যা পশ্চাতে দৃষ্ট হইবেক।

মণ্ডল	অনুবাক	সূক্ত
১ ম	২৪	১৯১
২ য়	৪	৪৩
৩ য়	৫	৬২
৪ র্থ	৫	৫৮
৫ ম	৬	৮৭
৬ ষ্ঠ	৬	৭৫
৭ ম	৬	১০৪
৮ ম	১০	৯২
৯ ম	৭	১১৪
১০ম	১২	১৯১
১০	৮৫	১০১৭

অপর অষ্টম মণ্ডলে ১১টি অতিরেক সূক্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহাদের নাম বালিখিল্য, সুতরাং সমুদায় সূক্তের সংখ্যা ১০২৮ হয়।

ঋগ্বেদ সংহিতার আর এক স্বতন্ত্র বিভাগ আছে যথা, অষ্টক, বর্গ, অধ্যায় এবং সূক্ত, কিন্তু এই বিভাগের বিশেষ উল্লেখ এস্থলে অপ্রয়োজন। ইহা পূর্ব্বোক্ত বিভাগাপেক্ষা আধুনিক।

চরণব্যূহ নামক গ্রন্থের মতে ঋগ্বেদ সংহিতায় সর্ব্ব শুদ্ধ ১০৬২২ ঋক অর্থাৎ শ্লোক আছে। কিন্তু শৌনকের মতে সমুদায় সংহিতায় ১০৫৮০ ঋক এবং ১ পাদ বা অর্দ্ধ ঋক আছে। এবং আর এক স্থানে শৌনক কহেন যে সংহিতায় ২১২৩২ অর্দ্ধঋক আছে, অতএব এই সংখ্যানুসারে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৬১৬ ঋক হয় এবং এই সংখ্যা চরণব্যূহ গ্রন্থেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঋগ্বেদ সংহিতার সমুদায় পদের সংখ্যা ১৫৩৮২৬ নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে গড়ে প্রত্যেক ঋকে ১৪ অথবা ১৫টি করিয়া পদ হয়।

শৌনক অপর এক অনুক্রমণীতে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের অনুসারে সমুদায় সূক্তকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও পশ্চাতে প্রদত্ত হইল, ইহাতে বেদের বিভিন্ন প্রকার ছন্দেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

গায়ত্রী	২৪৫১	সূক্ত
উষ্ণিক	৩৪১	ঐ
অনুষ্টুভ্	৮৫৫	ঐ
বৃহতী	১৮১	ঐ
পংক্তি	৩১২	ঐ
ত্রিষ্টুভ্	৪২৫৩	ঐ
জগতী	১৩৪৮	ঐ
অতিজগতী	১৭	ঐ
শকরী	২৬	ঐ
অতিশর্করী	৯	ঐ
অষ্টী	৬	ঐ
	৯৭৯৯	

(৫) শৌনক কৃত অনুক্রমণীতে শাকল শাখানুযায়ী ঋগ্বেদ সংহিতার যে রূপ বিভাগ আছে তাহা পশ্চাতে প্রদত্ত হইল। প্রথমত সমুদায় সংহিতা দশ মণ্ডলে বিভক্ত হইয়াছে এবং এই দশটি মণ্ডলে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪ অধ্যায় আছে।

	৯৭৯৯	
অত্যষ্টী … … … …	৮৪	ঐ
ধৃতি …. … … …	২	ঐ
অতিধৃতি … … … ..	১	ঐ
একপদা … … … ……	৬	ঐ
দ্বিপদা … … .. ….	১৭	ঐ
প্রগাথ বাহ্ত … … …	১৯৪	ঐ
কাকুভ … … … …	৫৫	ঐ
মহাবার্হত … .. …	২৫১	ঐ
	১০৪০৯	

যজুর্ব্বেদের তিন খানি অনুক্রমণী আছে, তন্মধ্যে এক খানি তৈত্তিরীয় বেদের আত্রেয়ী শাখার (৬), দ্বিতীয় রানায়নীয় শাখার এবং তৃতীয় বাজসনেয়ীদিগের মাধ্যন্দিন শাখা সংক্রান্ত, ইহা কাত্যায়ন কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। শেষোক্ত দুই অনুক্রমণী কেবল যজুর্ব্বেদের সংহিতা ভাগ হইতে সংকলিত হইয়াছে এবং তাহাতে কেবল সংহিতারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু আত্রেয়ী শাখার অনুক্রমণীতে উক্ত বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক, এই তিন ভাগেরই সংপূর্ণ নির্ঘণ্ট আছে। তাহাতে যেমন কাণ্ড, অষ্টক, প্রশ্ন, অনুবাক এবং কাণ্ডিকা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিচ্ছেদের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই রূপ বিশেষ রূপে যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বিবিধ বিষয়ের সংক্ষেপ বিবরণ এবং প্রত্যেক যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বচন সকল একত্র সংকলিত হইয়াছে।

সামবেদের নূতন ও পুরাতন ভেদে দুই প্রকার অনুক্রমণী আছে। ইহার পুরাতন অনুক্রমণী সূত্র গ্রন্থ সকলের অনেক অগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম আর্ষ ব্রাহ্মণ এবং তাহা শ্রুতির মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। এই অনুক্রমণী ছন্দোগদিগের প্রাচীন বেয় গান এবং আরণ্য গান হইতেই সংকলিত। কিন্তু নূতন অনুক্রমণী সকল অপরাপর বেদের অনুক্রমণী অপেক্ষা আধুনিক, তাহাদিগকে পরিশিষ্ট কহে এবং তাহা সাম বেদের বিংশতি সংখ্যক পরিশিষ্ট মধ্যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিশিষ্টের অন্তর্গত ও তাহা সামবেদ সংহিতা হইতে সংকলিত।

অথর্ব্ব বেদের অদ্যাপি কেবল একখানি অনুক্রমণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ইহাতে অথর্ব্ব বেদ সংহিতার সমগ্র নির্ঘণ্ট দশ পটল বা অধ্যায়ে এবং অতি সহজ ও সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে। যদিও এক্ষণে বেদাধ্যয়ন অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তথাচ এই সকল অনুক্রমণী অদ্যাপি অপ্রয়োজনীয় নহে; ইহারদের দ্বারা বেদের শুদ্ধাশুদ্ধ পাঠ অনায়াসে ধরিতে পারা যায়, সুতরাং যদিও বেদ শত শত বৎসর কেবল হস্তের লিপির দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে, তথাপি অনুক্রমণীর সহিত মিল থাকাতে একটিও নূতন পদ কি নূতন সূক্ত তাহাতে সন্নিবেশিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বেদের কোন সূক্ত কি কোন ঋক শুদ্ধ ও অপরিবর্ত্তিত আছে কি না তাহা অনুক্রমণী দ্বারা সহজে অবগত হওয়া যায়। এই রূপে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তাঁহাদের বিস্তীর্ণ ধর্ম্ম শাস্ত্রের সংরক্ষণে যে কি পর্য্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিতে গেলে বিস্ময় চিত্ত হইতে হয়।

যদিস্যাৎ অনুক্রমণী সকলের রচনার

(৬) চরণব্যূহ নামক গ্রন্থে আত্রেয়ী শাখার উল্লেখ নাই কিন্তু ইহা ঔখীয় শাখা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এবং ইহার অনুক্রমণীতেই উক্ত হইয়াছে যে আত্রেয়ী শাখা বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক যাস্ক-পৈঙ্গকে প্রদত্ত হয়, যাস্ক তাহা তিত্তিরিকে দেন, পরে তিত্তিরি উখকে এবং উখ আত্রেয়কে প্রদান করেন এবং কুণ্ডিন উক্ত শাখার বৃত্তি রচনা করেন।

অপর কুণ্ডিনানুক্রম নামক গ্রন্থে এ প্রকার এক প্রবাদ উল্লিখিত হইয়াছে যে যদিও আত্রেয়ী শাখার অধিকাংশ তিত্তিরি কর্ত্তৃক প্রোক্ত হইয়াছিল কিন্তু কতক গুলি অধ্যায় কাঠিকা শাখার প্রবর্ত্তক কঠনামক মুনি কর্ত্তৃক প্রচার হয়, এই সকল অধ্যায়ের নাম কাঠক, ইহারা ব্রাহ্মণ ভাগের শেষে এবং আরণ্যকের প্রথমেই আছে।

কাল কোন প্রকারে নিরূপণ করা যাইতে পারে, তবে তদ্দ্বারা বৈদিক সময়ের শেষ সীমাও এক প্রকার অবধারিত হইবেক। অতএব অনুক্রমণীকার শৌনক এবং কাত্যায়ন ইহাঁরা কোন্ সময়ে উদ্ভব হইয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান পশ্চাতে করা যাইতেছে। এই দুই গ্রন্থকারের গ্রন্থ ও তাহার রচনা প্রণালী পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বোধ হইবেক যে তাঁহারা এক সময়েরই লোক ছিলেন, তবে গুরু শিষ্যের যে রূপ অগ্র পশ্চাৎ হওয়া সম্ভব হয়, সেই রূপ কাল ব্যবধানই তাঁহাদের মধ্যে ছিল। কাত্যায়নাপেক্ষা শৌনকের রচনা অধিক পুরাতন বোধ হয়, অথচ তাঁহাদের রচিত অনুক্রমণীর অন্তর্গত বিবরণের অনেকাংশে মিল আছে। তাঁহারা উভয়েই শাকল এবং বাস্কল শাখার অনুসরণ করিয়াছিলেন, অপর আশ্বলায়নও শৌনকের শিষ্য ছিলেন, তিনি এই শাখা দ্বয়ের অনুযায়ী স্বীয় গৃহ্য ও শ্রৌত সূত্র রচনা করিয়াছিলেন(৭)। এই তিন গ্রন্থকারই বৈদিক সূত্রকারদিগের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত ও মহা মান্য। অতএব প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইহাদের পরিচয় যত দূর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তাহা আমরা পশ্চাতে প্রদান করিতেছি।

ষড়্গুরুশিষ্য সর্ব্বানুক্রমণীর ভাষ্যে পশ্চাল্লিখিত বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

ভরদ্বাজের শুনহোত্র নামক এক পুত্র জন্মিয়াছিল, সেই শুনহোত্রের পুত্র শৌনহোত্র। ইন্দ্র শৌনহোত্র ঋষির প্রীত্যর্থ স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে গমন করিলেন, কিন্তু মহাসুরগণ তাঁহাকে একাকী দেখিয়া তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত যজ্ঞবাট পরিবেষ্টন করিল। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া যজমান ঋষির বেশ ধারণ করিয়া গমন করিলেন। অসুরগণ যজমান শৌনহোত্রকে পুনরায় দেখিয়া তাঁহাকেই ইন্দ্র মনে করিয়া ধরিল। শৌনহোত্র যজনীয় দেবতা ইন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া অসুরদিগকে কহিলেন আমি ইন্দ্র নহি, অরে মূর্খগণ! ইন্দ্র ইনি, এই কথায় অসুরগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। ইহাতে ইন্দ্র কহিলেন, হে ঋষি! তুমি যেমন প্রশংসা করিতে ভাল বাস, সেই হেতু তোমার নাম গৃৎসমদ হইয়াছে, তোমার সূক্তের নাম ইন্দ্রস্য ইন্দ্রং হইবেক, তুমি ভৃগুবংশে জন্ম গ্রহণকরিয়া শুনকের অপত্য শৌনক(৮) হইবে এবং তুমি উপরোক্ত সূক্ত যুত দ্বিতীয় মণ্ডল পুনরায় দেখিবে। ইন্দ্রের বচনানুসারে মুনি গৃৎসমদ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং তিনি সজনীয় সূক্ত সহিত ঋগ্বেদের সুমহৎ দ্বিতীয় মণ্ডল দেখিলেন। তাঁহারই নিকট দ্বাদশবার্ষিক সত্রে ব্যাস শিষ্য রোমহর্ষণ নন্দন ভগবান্ উগ্রশ্রবাঃ যজ্ঞ কালীন হরিবংশ কথান্বিত মহাভারতোপাখ্যান কহিয়াছিলেন। তিনিই নৈমিষারণ্য বাসী ঋষিদিগের মধ্যে গৃহপতি ছিলেন, তিনিই জনমেজয় তনয় শতানীক রাজার নিকট হরির মাহাত্ম্য সূচক বিষ্ণুধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনিই ঋষিদিগের মধ্যে মহাযশাঃ বলিয়া খ্যাত। ইঁহাকেই ঋষিগণ সংসার সাগরের পোত

(৭) আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রের দ্বাদশ অধ্যায় এবং গৃহ্য সূত্রের পঞ্চম অধ্যায় রচনা করেন। অপর ঐতরেয় আরণ্যকের কিয়দংশ তাঁহার লিখিত।

এতস্য (সমাম্নাযস্য) ইতি শব্দো নিবিৎ ৈপ্রষপুরোরুক্ত্তাপবালিখিল্য মহা নাম্নীতরেয় ব্রাহ্মণ সহিতস্য শাকলস্য বাস্কলস্য চাম্নায়দ্বয়স্যৈতদাশ্বলায়ন সূত্রং নাম প্রয়োগ শাস্ত্র মিত্যধ্যেতৃ প্রসিদ্ধং সম্বন্ধ বিশেষং দ্যোতয়তি।

(৮) কল্প সূত্রের রচনা কর্ত্তা শৌনক ঋষি এবং মহাভারতোক্ত নৈমিষারণ্য বাসী শৌনক মুনি একই ব্যক্তি কি স্বতন্ত্র ব্যক্তি তদ্বিষয়ের মত পশ্চাতে ব্যক্ত করা যাইবেক, বাস্তবিক এই বিষয় জানিতে পারিলে শৌনকের সময় নিরূপণ বিষয়ে অনেক সুবিধা হইবেক।

স্বরূপ এবং বিষ্ণু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনিই ঋগ্বেদ পারগ এবং উপাসকদিগের একাদশ শাখা বিশিষ্ট বহ্বৃচ রূপ সমুদ্র পার হইবার নৌকা। ইনিই শাকল এবং বাস্কল শাখার সংহিতাদ্বয় এবং একবিংশতি ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয়ক সংগ্রহ করিয়া কল্পসূত্র রচনা করিয়াছেন(৯)।

উপরোক্ত আখ্যায়িকা যদিও স্থানে স্থানে কাল্পনিক বোধ হয়, তথাপি ইহা বাস্তবিক সম্পূর্ণ অমূলক নহে। শৌনহোত্রের পুনরায় শৌনক নামে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় মণ্ডল দেখিবার যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকারে বুঝা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডল প্রথমে ভৃগু বংশীয় গৃৎসমদ ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল, পরে ভরদ্বাজ বংশোদ্ভব শৌনহোত্র কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হয়। শৌনহোত্র পরে ভৃগু বংশে প্রবেশ করিয়া শৌনক নাম গ্রহণ করেন এবং ইন্দ্র দেবের উদ্দেশে একটি নূতন সূক্ত রচনা করেন। এই বিষয়ের পোষকতায় কাত্যায়ন কৃত অনুক্রমণী এবং শৌনকের ঋষ্যানুক্রমণীতে পশ্চাল্লিখিত বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

য আঙ্গীরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বাভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদোদ্বিতীয়ং মণ্ডল মপশ্যদিতি।

সর্ব্বানুক্রমণী।

তথা তস্যৈব শৌনকস্য ঋষ্যানুক্রমণে। ত্বমগ্ন ইতি গৃৎসমদঃ শৌনকো ভৃগুতাং গতঃ। শৌনহোত্রঃ প্রকৃত্যা তু য আঙ্গীরস উচ্যত ইতি।

ঋষ্যানুক্রমণী।

কিন্তু ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে শৌনক ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের রচনা কর্ত্তা নহেন, উক্ত মণ্ডল গৃৎসমদ ঋষি প্রোক্ত। শৌনক তাহা স্বীয় বংশে গ্রহণ পূর্ব্বক একটি নূতন সূক্ত সংযোগ করাতেই উক্ত মণ্ডল তাঁহার নামে প্রচলিত হইয়াছে।

ষড়্গুরু শিষ্য পরেও কহেন। "শৌনকের শিষ্য ভগবান্ আশ্বলায়ন। তিনি শৌনকের নিকট সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া এক খানি সূত্র গ্রন্থ রচনা করিলেন এবং তাহা শৌনকের প্রীত্যর্থ সকলকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শৌনক আপন শিষ্যকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য স্বকৃত সহস্র খণ্ড বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সন্নিভ সূত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি কহিলেন যে আশ্বলায়ন যে সূত্র করিয়াছেন ইহাই এই ঋগ্বেদের এক মাত্রসূত্র হইবেক।" ঋগ্বেদের সংরক্ষণার্থ শৌনক কর্ত্তৃক দশ খানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে যথা অর্ষ্যানুক্রণী, ছান্দসী, দৈবতী ও অনুবাকানুক্রমণী, সূক্তানুক্রমণী, ঋগ্বিধান, পাদ বিধান, বার্হদ্দৈবত, প্রাতিশাখ্য এবং স্মার্ত্ত অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র। আশ্বলায়ন এই দশ খানি সূত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া শৌনকের প্রসাদে কর্ম্মজ্ঞ হইলেন। কাত্যায়ন মুনি ত্রয়োদশ সূত্র দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি শৌনক কৃত দশ সূত্র এবং তৎ শিষ্য আশ্বলায়ন কৃত তিন সূত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আশ্বলায়নের কৃত দ্বাদশাধ্যায়িক শ্রৌত সূত্র, চতুরধ্যায় বিশিষ্ট গৃহ্য সূত্র এবং ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যক। কাত্যায়ন মুনি শৌনক এবং আশ্বলায়নের ত্রয়োদশ সূত্র জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং অনেক গ্রন্থ রচনা করেন যথা বাজী সূত্র, সাম বেদের উপগ্রন্থ, স্মার্ত্ত শ্লোক, কর্ম্ম প্রদীপ, অথর্ব্ব বেদের ব্রাহ্মণ-কারিকা এবং মহার্ণব স্বরূপ পাণিনীর মহা বার্ত্তিক। কাত্যায়ন কৃত

(৯) স সৌনকো মুনি গতো শ্রূয়মাণো মহাযশাঃ ॥
দ্বিতীয়ং মণ্ডলং দৃষ্ট্বা শ্রুত ভারত সংহিতা।
সংসারাব্ধি মহা পোত বিষ্ণু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকঃ ॥
এক বিংশতি শাখস্য বহ্বৃচস্য মহর্ষিভিঃ।
কল্পিতং কল্পিতারো ভূদগে দইব পারগঃ ॥
শাকলস্য সংহিতৈকা বাস্কলস্য তথাপরা।
তে সংহিতে সমাশ্রিত্য ব্রাহ্মণান্যেক বিংশতি ॥
ঐতরেয়ক মাশ্রিত্য তদেবান্যৈঃ প্রাপূরয়ন্।
কল্পসূত্রং চকারাদ্যং মহর্ষিগণ পূজিতং ॥

বাক্য সকল ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইনিই যোগ শাস্ত্রের আচার্য্য এবং স্বয়ং যোগ শাস্ত্র ও নিদানের কর্ত্তা। উপরোক্ত গুণসমন্বিত মহা মুনি কাত্যায়ন সর্ব্বানুক্রমণী রচনা করিয়াছেন।"

পূর্ব্বে যে সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উপরোক্ত বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য বোধ হইবেক। এবং এই বিবরণ মতে আমরা ক্রমে পরম্পরাগত গুরু শিষ্য সম্বন্ধ যুক্ত পাঁচ জন বৈদিক গ্রন্থকারের নাম প্রাপ্ত হইতেছি। প্রথম শৌনক, দ্বিতীয় তৎ শিষ্য আশ্বলায়ন, তৎ পরে কাত্যায়ন, যিনি শৌনক এবং আশ্বলায়নের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, চতুর্থ পতঞ্জলি, ইনি কাত্যায়নকৃত গ্রন্থের ভাষ্য লেখেন এবং কাত্যায়নের অত্যল্প পরেই উদিত হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চম ব্যাস, যিনি পতঞ্জলির এক খানি গ্রন্থের টীকা লেখেন এবং সমগ্র বেদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গুরু শিষ্যে অথবা পিতা পুত্রে যে প্রকার অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে, এই সকল বৈদিক মুনিদিগের মধ্যে প্রায় তদ্রূপ কাল ব্যবধান হইবেক। এক্ষণে ইঁহাদের মধ্যে যদি অভাবত এক জনেরও জীবিত সময় নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে সকলেরই সময় অবধারিত হইবেক। অতএব এই বিষয়ের অনুসন্ধান যত দূর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পশ্চাতে উল্লেখ করা গেল। প্রথমত ইহা নিঃসংশয়ে অবধারিত হইয়াছে যে কাত্যায়ন এবং বররুচি এ দুই একই ব্যক্তির নাম। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কাত্যায়ন সর্ব্বানুক্রমণীর রচনা কর্ত্তা এবং সেই গ্রন্থই আবার বররুচিকৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১০)। বররুচি যে প্রাতিশাখ্য লিখিয়াছেন, তাহাই কাত্যায়নের কৃত মাধ্যন্দিন প্রাতিশাখ্য। হেম চন্দ্র স্বীয় অভিধানে কাত্যায়নের অপর এক নাম বররুচি লিখিয়াছেন।

কাত্যায়ন-বররুচির কথা আমরা কথা সরিৎসাগর নামক গ্রন্থে কতক কতক প্রাপ্ত হই। এই গ্রন্থ কাশ্মীর দেশবাসী সোম দেব ভট্ট নামক এক জন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রায় সপ্ত শতাব্দ হইবেক রচিত হইয়াছে, ইহাতে উল্লিখিত আছে যে কাত্যায়ন বররুচি মহাদেব কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া বৎস নৃপতির রাজধানী কৌশাম্বী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কাত্যায়ন শৈশবাবধি অতিশয় আশ্চর্য্য মেধা বিশিষ্ট ছিলেন, তিনি নাট্য শালায় কোন নাটকের অভিনয় দর্শন ও শ্রবণান্তে তাহা স্বীয় মাতার নিকট আসিয়া সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বলিতে পারিতেন এবং তাঁহার উপনয়ন হইবার পূর্ব্বে ব্যালি প্রমুখাৎ শ্রুত প্রাতিশাখ্য অনায়াসে মুখস্থ বলিতে পারিতেন। তিনি পরে বর্ষ মুনির শিষ্য হন এবং অত্যল্প কাল মধ্যে বেদ বেদাঙ্গে এত অধিক পারগ হইয়াছিলেন যে একদা ব্যাকরণের বিচারে পানিণিকে পরাস্ত করিয়া ছিলেন, কেবল মহাদেবের আনুকূল্যে অবশেষে পানিণি জয় যুক্ত হইলেন এবং কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধ সম্বরণার্থ পাণিনি কৃত ব্যাকরণ স্বয়ং পাঠ করিয়া তাহাকে সংশোধন করিলেন। তিনি পরে পাটলিপুত্র নগরের অধিপতি নন্দ রাজের মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

সোম দেব লিখিত কাত্যায়নের উপরোক্ত বিবরণ ষড়্গুরুশিষ্যের উপরোক্ত বৃত্তান্তের সহিত অনেকাংশে মিলিতেছে। অপর সোমদেব কাত্যায়নকে যে নন্দ ভুপতির সচিব সুতরাং সমকালীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা কাত্যায়নের সময় অবধারণ করিতে পারি। নন্দ নরপতি চন্দ্র গুপ্তের অব্যব-

(১০) শৌনকাদিমতসংগ্রহীতুর্ব্বররুচেরনুক্রমণিকা :

হিত পূর্ব্বেই পাটলিপুত্র নগরের রাজা ছিলেন এবং ইতিবৃত্ত বেত্তাগণ চন্দ্র গুপ্তের রাজত্ব কাল খৃঃ অব্দের চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যদি চন্দ্র গুপ্তকে খৃঃ অব্দের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপন করা যায়,তাহা হইলে কাত্যায়নের সময় তাহার কিছু পূর্ব্বেই হইবেক(১১)। এবং কাত্যায়নের সময়ানুসারে আশ্বলায়ন ও তাঁহার গুরু শৌনককে খৃঃ অব্দের ৩৫০ ও ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপন করা যাইতে পারে। অপর শৌনকের পূর্ব্বে যে সকল সূত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল,তাহার জন্য যদি আরও দুই শত বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে সমুদায় সূত্র কল্পের বিস্তার খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ৬০০ বৎসর অবধি ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত হইবেক।

—০—

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—দ্বিতীয় আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২০ আষাঢ়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

হে ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্ম-সকল! তোমরা কি লক্ষ্য করিয়া এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ? কিসের নিমিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছ? সংসারের বিপত্তি ও পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্যে কি নহে? আমরা সংসারেই পাপ তাপ ও বন্ধ ভাব হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, সেই প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তাঁহার উদার প্রীতিতে আপনার আত্মাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তের আশ্রয়ে থাকিয়া মুক্ত হইবার জন্যই এই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। পরমেশ্বর পাপের মোচয়িতা ও অক্ষয় মুক্তি দাতা; তাঁরই শরণাপন্ন হইয়া ঘোরতর পাপ হইতে, সংসারের মোহ-পাশ হইতে, উদ্ধার পাই; সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ, সেই অনন্যগতি পরমেশ্বরেতে আত্মা সমর্পণ করিয়াই আমারদের আত্মাকে দিন দিন উন্নত করি। যে দিবসে প্রীতির সহিত আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিবস হইতেই আমরা উন্নতি লাভ করিয়া ক্রমাগতই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছি এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব। আমারদের পরমেশ্বরের সহিত এক বার যোগ হইলে এই সঙ্কুচিত তাপিত হৃদয় প্রশস্ত ও শীতল হইয়া তাঁহার সুশাসিত সুরম্য রাজ্য হয়, এই আত্মা তাঁহার অমৃত নিকেতন হয়; ইহাতেই তিনি প্রীতি পূর্ব্বক বাস করেন। আমরা তাঁহার প্রসাদে পাপ-মলিনতাকে আত্মা হইতে যত উন্মোচন করিতে থাকি, ততই তাঁহার সত্তা ইহাতে স্পষ্ট-রূপে উপলব্ধি করিতে পারি। এখনই তোমরা এক বার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখ যে এই ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া ঈশ্বরকে তোমরা কত টুকু ধারণ করিতে পারিতেছ, আত্মাকে কত উন্নত করিতে পারিয়াছ।

(১১) রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীর দেশের ইতিহাসেও পানিনি এবং কাত্যায়ন, নন্দ ও চন্দ্র গুপ্তের সমকালীন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিনীতে আরও লিখিত আছে যে কাশ্মীর রাজ অভিমন্যু স্বীয় রাজ্যে পাণিনির মহা ভাষ্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উক্ত ভাষ্যে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। অভিমন্যু প্রায় ১৫০ খৃঃ অব্দের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তৎ কালে যখন পতঞ্জল কৃত মহা ভাষ্য এত অধিক প্রচলিত হইয়াছিল,তখন মূল গ্রন্থ পাণিনি তাহার অবশ্যই দুই কি তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচার হইয়া থাকিবেক।

এখনই আপনার আত্মাকে উন্নত করিয়া সেই পরমাত্মার সহিত যোগ কর, নিশ্চয় জানিবে যে ঈশ্বর হইতে আমরা কেহই কখন বিযুক্ত নহি। সেই পরম পুরুষ সকলেরি হৃদয়ে বাস করিতেছেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত এক বার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারদের সে যোগের আর কখনই অন্ত নাই। যদি গ্রহ তারাও বিলুপ্ত হইয়া যায়; তথাপি আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ, তাহার কখনই বিচ্যুতি হইবে না। তাঁহার সঙ্গে আমারদের অনন্ত যোগ। যখন পাপ-মলা হৃদয় হইতে অপসারিত হয়, যখন মঙ্গল-ভাব আত্মাতে আবিষ্কৃত হয়, যখন তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমারদের ইচ্ছার সম্মিলন হয়, তখনি আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহার সহিত যে যোগ, তাহা অকাট্য যোগ, সে যোগের বিচ্যুতি নাই। সেই যোগ-জনিত অমৃত লাভ করিয়া আমরা মৃত্যু ভয় হইতে চির কালের নিমিত্তে পরিত্রাণ পাই এবং সেই দেব-স্পৃহণীয় অমৃত পানে অনন্ত জীবন ধারণ করিয়া দ্রঢিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া দিন দিন তাঁহারই সমীপবর্ত্তী হইতে থাকি।

কিন্তু হায়! তাহারদের কি দুর্দ্দশা, যাহারা কেবল প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির বশীভুত হইয়া সংসারের বিপথে পদার্পণ করিয়াছে; যাহারা এই সংসারে মুহ্যমান হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। তাহারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইয়া পাপেতেই মুগ্ধ থাকে, তাহারদের স্বাভাবিক পবিত্রতা ক্রমে অন্তরিত হইয়া যায়; তাহারা ভয়েতে, ক্লেশেতে, গ্লানিতে সর্ব্বদাই শঙ্কিত ও ভীত থাকে। তাহারা পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই সর্ব্বদা যত্নশীল; কিসে কুপ্রবৃত্তি-সকল সতেজ হয়, কিসে পাপ-বিষয়-সকল হস্তগত হয়, তাহারই জন্য তাহারা ব্যস্ত; পাপ হইতে যে কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইবে, তাহা এক বারও মনে করে না। তাহারা এই প্রকারে পাপের মধ্যে থাকিয়াই পাপাচরণ করিতে থাকে এবং বারং বার পাপাচরণ করিয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। তাহারদিগকে পাপ-দূষিত কুবুদ্ধি আসিয়া বলে, "পাপাচরণ করিতে শঙ্কা করা কাপুরুষের লক্ষণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পরলোক ও মুক্তি এ সকল ভ্রান্তি মাত্র, স্বার্থপরতা চরিতার্থ করাই ধর্ম্ম, মৃত্যুই জীবনের শেষ।" ঘোর পাপিরা মনে করে, ধর্ম্ম ও পরকাল না থাকিলেই তাহাদের পক্ষে ভাল, এ নিমিত্তেই তাহারা কুবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া পরকাল হইতে লুক্কায়িত থাকিতে চাহে, ব্যাধাক্রান্ত হরিণের ন্যায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে। তাহারা যত মনে করে যে ধর্ম্ম ও পরকাল না থাকিলেই ভাল, ধর্ম্ম ও পরকাল আসিয়া তাহারদিগকে ততই পীড়ন করে। তাহারা পাপেতে, তাপেতে, গ্লানিতে, অবসন্ন হইয়া আসন্ন মৃত্যু-ভয়ে কম্পমান হইতে থাকে। যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া অনুতাপিত চিত্তে অসৎপথ হইতে সৎপথে ফিরিয়া আইসে, সে পর্য্যন্ত সেই পাপিদিগের এখানেও অসহ্য যন্ত্রণা. এবং মৃত্যুর পরেও তদনুরূপ তাহাদের হৃদয় নরকাভিভূত হইয়া অনবরত বাণ-বিদ্ধ ও অগ্নি-দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব হে সাধু সজ্জন-সকল! তোমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট অনুতাপিত হৃদয়ে ক্রন্দন করিয়া পাপ হইতে পবিত্র হও। পাপ করিয়া কুতর্ক দ্বারা আপনাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিও না; মৃত্যুর পরে তোমারদের যে অবস্থা হইবে, তাহার প্রতি অন্ধ থাকিও না; কিন্তু সরল হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের শরণাপন্ন

হও, পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হও, তোমারদের পাপ-তাপ সকল দূরীভুত হইবে, তোমরা পুণ্য-পদবীতে ক্রমে উন্নত হইবে, এবং পরলোকে দেবতাদিগের সঙ্গে সমস্বরে ঈশ্বরের গুণ গান করিতে পাইবে ও তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করিতে পারিবে। এখন অবধিই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও এবং আপনার চরিত্রকে শোধন করিয়া ঈশ্বরের কার্য্য অনুষ্ঠান কর; পৃথিবীকে শেষ গতি মনে করিয়া যথেচ্ছাচার করিও না। ব্রতহীন স্বেচ্ছাচারী পাপিরা এখান হইতে যে পরিমাণে পাপ-ভার লইয়া অবসৃত হয়, সেই পরিমাণে পরলোকে পাপ প্রতীকারের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা এক বার ভাবিয়া দেখ যে এমন কত কত লোক পাপেতে, তাপেতে, গ্লানিতে আচ্ছন্ন হইয়া মৃতপ্রায় রহিয়াছে। তোমরা তাহারদিগের সম্বন্ধে কেমন উন্নত আছ, তোমরা ঈশ্বরের আনন্দ উপভোগ করিয়া কেমন সন্তোষামৃত লাভ করিতেছ। কিন্তু যদি তোমরা ইহাতে সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে যেন হীন মলিন ভ্রাতাদিগের দুঃখ দেখিয়া তাহারদিগকে সেই নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হও! হয় তো তোমাদের কিঞ্চিৎ উপদেশ-বাক্যে কাহারো না কাহারো চেতন হইবে। আহা! দেখ, এই মলিন নগরের চতুর্দ্দিকে কত কত মন্দ-ভাগ্য, কৃপা-পাত্র, পাপ-জর্জ্জরিত, পরম পিতার দুর্ব্বল সন্তান-সকল, আসুরিক মাদক গরল ভক্ষণ করিয়া, শোকে আকুল রোগে কাতর হইয়া, অমৃত বারির অভাবে ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে ইতস্ততঃ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেছে। দেখ, আমারদের এই পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভাবে কত আত্মার বিনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন যে আমারদিগের পুরাতন উৎকৃষ্ট ভারত ভুমি, তাহাও রাক্ষস-ভুমির ন্যায় ধর্ম্ম-শূন্য হইল—ইহা দেখিয়া আমারদের চক্ষুর জল কি প্রকারে ধারণ করিব, ইহাতে কি আমারদের হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় না? যাহারা অদ্যাপি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয় না লইয়াছে, তাহারদিগকে তাহার আশ্রয়ে আনিতে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হও; যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়, তাহাতে শরীর মন সমর্পণ কর। কেহ বা প্রবক্তা হইয়া চুম্বকানুকারী অগ্নিময় বাক্য-সকল নিঃশ্বসিত করিয়া সরলের চিত্তকে আকর্ষণ কর, কেহ বা সুনিপুণ গ্রন্থকার হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য-সকল সজ্জনের মনে মুদ্রিত কর এবং কেহ বা পর্য্যটক পরিব্রাজক হইয়া কৃষিদিগের ন্যায় সামান্য জীবন যাপন করত ঈশ্বরের নিমিত্তে সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন কর—ইহার কোমল ভাব-সকল সকলের হৃদয়ে রোপিত কর। আমারদের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সময় এই আরম্ভ হইয়াছে; এই সময়ে আমরা যেন সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে যত্ন করি। আমারদের এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে। হে ঈশ্বর! তুমিই আমারদের সহায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কামন্দকীয় নীতিসার।

চতুর্থ সর্গের শেষ।

যিনি দানশীল, বিজ্ঞানশীল, ও কি ব্যসনে কি অভ্যুদয়ে সর্ব্বত্রই বিকার শূন্য, যাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধব থাকে, যিনি মিত্রতাকে চিরস্থায়ী করিতে পারেন, এবং প্রিয়ংবদ, দ্বিধাভাব শূন্য ও সৎকুলজাত, তাঁহাকেই মিত্র করিবেন। বিষম সংকট

উপস্থিত হইলেও স্বচ্ছ হৃদয় কুলীন পু[illegible] একভাব প্রদর্শন করেন। বিজিগীষু ব্যক্তি পিতৃ পৈতামহ বিশ্বস্ত মিত্রকে অভিলাষ করিবেন। দূর হইতে আগমন, স্পষ্টার্থ মনোহর বাক্য, ও সৎকার পূর্ব্বক দান এই তিন প্রকারে মিত্র সংগ্রহ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভ মিত্রতার এই ত্রিবিধ ফল; যাহা হইতে এই তিনটি প্রাপ্ত হওয়া না যায়, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার সেবা করিবেন না। সাধুগণের মিত্রতা নদীর ন্যায় সূক্ষ্ম, মধ্যে বর্দ্ধিত ও পদে পদে বিস্তারিত হয়; এবং নিয়তই উন্নতির পথে গমন করে, কদাপি প্রতি নিবৃত্ত হয় না। মিত্র চারি প্রকার; ঔরস, কৃত সম্বন্ধ, বংশ ক্রমাগত ও বিপদ্ হইতে রক্ষিত। শুচিতা, দানশীলতা, শূরতা, সমদুঃখসুখতা, অনুরাগিতা, দক্ষতা ও সত্যবাদিতা সুহৃদ্ গণের গুণ। মিত্রের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই যে রাজার হিতকারী হইবেন। যাঁহার হিতকারিত্ব গুণ নাই, তিনি কদাপি মিত্র নহেন, তাদৃশ ব্যক্তিতে আত্মাকে নিক্ষেপ করিবেন না।

সমুদয় রাজ্য এই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইল; সৈন্য ও ধনই রাজ্যের আশ্রয়, যদি সুনিপুণ মন্ত্রী রাজ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রাজা অবিনশ্বর ধর্ম্মার্থ কাম লাভ করেন। যেমন পুরুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই সমুদায় চরাচর ভোগ করিতেছেন; সেই রাজা প্রজাগণকে আশ্রয় করিয়া চরাচর বিশ্ব ভোগ করেন। রাজা প্রজাগণের পূজিত হইয়া আদর পূর্ব্বক জনপদ সকল প্রতিপালন করিবেন; জনপদ পালনেই রাজা পরম লক্ষ্মীর পদ স্পর্শ করিতে পারেন। স্বাভাবিক গুণ সম্পন্ন বুদ্ধিমান রাজা লোকের যৎপরোনাস্তি স্পৃহনীয় হন এবং বায়ু যেমন মেঘের পক্ষে, তিনি সংগ্রামে সেই রূপ অরাতিগণের পক্ষে প্রবল হইয়া উঠেন।

পঞ্চম সর্গ।

অনুজীবিগণ অনুষ্ঠান পরায়ণ, কোষ সম্পন্ন, কল্প বৃক্ষ সদৃশ, গুণবান্ ভূপতিকে সেবা করিবে, সদ্গুণ সম্পন্ন রাজা কোষ শূন্য হইলেও তাঁহার সেবা করিবে; কেন না তাদৃশ নৃপতি হইতে কালান্তরেও স্পৃহনীয় জীবিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া স্থাণুর ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবেন, তথাপি আত্ম সম্পদ পরিশূন্য ভূপতি হইতে জীবিকা চেষ্টা করিবেন না। আত্মা-শূন্য, নীতি-দ্বেষী ব্যক্তি কেবল অরাতিগণের সম্পত্তি বর্দ্ধিত করে; এবং যদি মহৎ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই ঐশ্বর্য্যের সহিতই বিনাশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু নিপুণ, আত্মবান, অবিকারী সেবক বুদ্ধি সাধ্য কার্য্যে কৃত নিশ্চয় হইয়া উপযুক্ত স্থৈর্য্য অবলম্বন করে। ভবিষ্যতে ও বর্ত্তমানে যাহা রাজার তৃপ্তিকর হয়, তাহাই আচরণ করিবে; লোকে যে কার্য্যে দ্বেষ করে, তাহার অনুষ্ঠান করিবে না। তিল ফল চম্পক পুষ্পের সংস্রবে সুগন্ধি হয়; দেখ! তাহার গন্ধকেই গ্রহণ করে কিন্তু রসকে গ্রহণ করে না; (সৎ সংসর্গে সৎ গুণই সংক্রামিত হয়, যদি সাধুগণের কোন দোষ থাকে তাহা সংক্রামিত হয় না) সমুদায় সদ্গুণই এই রূপ সাংক্রামিক। কিন্তু গঙ্গার বা অন্য জলের প্রবাহ সমুদ্রে গমন করিলে তাহা তাহার রস প্রাপ্ত হইয়া অপেয় হয়; (অসৎ সংসর্গে দোষই সংক্রামিত হয়, যদি অসাধুব্যক্তির কোন গুণ থাকে তাহা সংক্রামিত হয় না) অতএব সংসর্গ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাপাত্মাকে আশ্রয় করিবেন না। জ্ঞানী ব্যক্তি ক্লেশিত হইয়াও শুদ্ধ রূপে জীবন ধারণ করিবেন; তদ্দ্বারা তিনি প্রশংসা প্রাপ্ত হন এবং পরলোক হইতেও পরিভ্রষ্ট হয়েন না। সিদ্ধি প্রার্থী ব্যক্তি বিন্ধ্য পর্ব্বতের ন্যায় স্পৃহনীয় অচঞ্চল, পবিত্র, বিখ্যাত, শ্লাঘনীয় ও সিদ্ধগণ পরিষেবিত রাজাকে সেবা করিবেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি যে যে বস্তু ইচ্ছা করেন, ইহ লোকে দুর্ল্লভ হইলেও তিনি তাহা লাভ করিতে পারেন অতএব উদ্যোগই নিতান্ত আবশ্যক। যে অনুজীবী রাজাকে সম্যক্ রূপে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আপনাকে বিদ্যা, বিনয়, ও শিল্প প্রভৃতিতে সুশিক্ষিত করিবেন। যিনি কুল, বিদ্যা, শাস্ত্র, ঔদার্য্য, শীল, বিক্রম, ধৈর্য্য, শরীর, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, স্থৈর্য্য, শৌর্য্য, ও দয়া সম্পন্ন এবং খলতা, দ্রোহ, ভেদ, শঠতা, লোভ, মিথ্যা, স্তম্ভ ও চপলতা পরিশূন্য, তিনিই রাজাকে সেবা করিতে পারেন। দক্ষতা, ভদ্রতা, দৃঢ়তা, ক্ষমা ক্লেশ সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, শীল ও উৎসাহ অনুজীবীর অলঙ্কার। অর্থ পরায়ণ, শুদ্ধাচার পরায়ণ, পূর্ব্বোক্তগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন রাজার সম্যক্ বিশ্বাস উৎপন্ন করিবেন। সমুচিত স্থানে প্রবিষ্ট ও সমুচিত বেশে সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিবেন; এবং বিনীত হইয়া যথাকালে রাজাকে উপাসনা করিবেন। অন্যের আসনে উপবেশন, ক্রূরতা, ঔদ্ধত্য ও সংসার পরিত্যাগ করিবে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিয়া কথা কহিবে না। প্রতারণা, কপটতা, দম্ভ ও চৌর্য্য পরিত্যাগ করিবে। ভূপতির [illegible] প্রীতি ভাজনগণকে নমস্কার করিবে। বিদূষক প্রভৃতি রাজার নর্ম্ম সচিবগণকে কিঞ্চিন্মাত্র অপ্রিয় কথা কহিবে না। তাহারা সভা মধ্যে পরিহাস দ্বারা মর্ম্ম চ্ছেদ করিয়া থাকে। রাজা কখন কি [illegible]ন,

এই মনে করিয়া নিকটে তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি পাত পূর্ব্বক অবস্থান করিবে। "কে এখানে?" রাজা এই কহিলেই অনুজীবী "আমি; কি আজ্ঞা হয়?" এই কথা কহিবে; এবং যথা শক্তি অবিলম্বে সেই আজ্ঞা সফল করিবে। উচ্চ হাস্য, কাস, ষ্ঠীবন, কুৎসন, জৃম্ভন, গাত্রভঙ্গ ও পর্ব্বাস্ফোট পরিত্যাগ করিবে। স্বামী যদি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলে পর কথা কহিবে। অথবা তাঁহার আদেশানুসারে, নিঃসন্দিগ্ধ বিষয় সকলই কহিবে। এবং সুখ প্রবৃদ্ধ গোষ্ঠীতে বিবাদ হইলে বাদীগণের মত কহিবে। যে কথা কহিলে রাজা নিরুত্তর হইবেন, তাহা জানিয়াও কহিবেন; জ্ঞানী ব্যক্তি আলাপে নিপুণ হইলেও অভিমান পরিত্যাগ করিবেন। যাহা উত্তম রূপ জানেন, তাহাও "অল্প জানি" বলিয়া প্রকাশ করিবেন। এবং বিনীত হইয়া কার্য্য দ্বারা স্বীয় উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিবেন। হিতৈষী ব্যক্তি আপদকালে, অন্যায় পথে গমন কালে, ও কার্য্য কাল অতীত হয়, এমন সময়ে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও কল্যাণ বাক্য কহিবে। প্রীতিকর সত্য, হিতকর ও ধর্ম্মার্থ যুক্ত বাক্য কহিবে; অশ্রদ্ধেয়, অসত্য, পরোক্ষ ও কটু কথা পরিত্যাগ করিবে। দেশ কালজ্ঞ স্বার্থ কুশল ব্যক্তি উপযুক্ত দেশ ও উপযুক্ত কালে অন্যের কার্য্য সম্পন্ন করিবে, এবং কার্য্য তৎপর কুশল ব্যক্তি দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লইবে। স্বামীর সেবনীয় কার্য্য ও মন্ত্রণা প্রকাশ এবং তাঁহার বিনাশ মনে ও চিন্তা করিবে না। স্ত্রীলোক, বা যাহারা স্ত্রী লোকদিগকে দর্শন করে, পাপাত্মা ও শত্রুগণের যে সকল দূত নিরাকৃত হইয়াছে; এক উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের সহিত বিচরণ, তাহাদিগের সহিত অবস্থান ও তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। ভূপতির বেশ ও ভাষার অনুকরণ করিবে না। জ্ঞানবান ব্যক্তি সম্পন্ন হইলেও রাজার গুণ দ্বারা স্পর্দ্ধা করিবে না।

কর্ম্ম কুশল ব্যক্তি ইঙ্গিত ও আকারের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া ইঙ্গিত ও আকার রূপ চিহ্ন দ্বারা স্বামীর অনুরাগ ও বিরাগ অবগত হইবেন। অনুরাগের লক্ষণ এই প্রকার—দেখিলে প্রসন্ন হন, এবং আদর পূর্ব্বক তাহার বাক্য গ্রহণ করেন, সমীপে আসন দান করেন, কুশল জিজ্ঞাসা করেন, নির্জ্জন স্থানে দর্শন করিলেও শঙ্কা করেন না, গুপ্ত বিষয়েও অবিশ্বাস করেন না, তাঁহার প্রয়োজনীয় আলাপ সকল শ্রবণ করেন, প্রশংসনীয় বিষয়ে প্রশংসা করেন, এবং কেহ সেই অনুজীবীকে প্রশংসা করিলে তিনি অভিনন্দন করেন, অন্য-সকল কথাতে তাহাকে স্মরণ করেন, হৃষ্ট হইয়া তাহার গুণ কীর্ত্তন করেন, হিতকর বাক্য শ্রবণ করেন, তাহাতে নিন্দার কথা থাকিলেও অনুমোদন করেন, তাহার বাক্যানুসারে কার্য্য করেন, এবং সেই বাক্যের বহুমান করেন। বিরাগের লক্ষণ এই যে,—অসামান্য উপকার করিলেও অনুরাগ প্রদর্শন করেন না; তৎকৃত কর্ম্ম অন্য কৃত বলিয়া প্রকাশ করেন, অনুজীবির বিপক্ষকে উদ্দীপিত করিয়া দেন, এবং তাহার বিপদ্‌কে উপেক্ষা করেন, কার্য্যেতে আশা বর্দ্ধন করেন, ফলেতে তাহার অন্যথা করেন, যাহা কিছু মধুর বাক্য বলেন, তাহার অর্থ নিতান্ত নিষ্ঠুর হয়, তৎকৃত আত্ম-প্রশংসাতে নিন্দা করিয়া থাকেন, ক্রুদ্ধ না হইলেও ক্রুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, প্রসন্ন হইলেও প্রসাদ দান করেন না, কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ গমন করেন, পুনঃ পুনঃ রুক্ষ ভাবে নিরীক্ষণ করেন, মন্ত্রণা সকল বিঘট্টিত করিয়া দেন, বলিতে বলিতে হাস্য করিয়া উঠেন, দোষ দিয়া বৃত্তি চ্ছেদ করেন, তাহার যথার্থ বাক্যও অন্য প্রকারে উপপন্ন করেন, তাহাকে উত্তেজিত করিয়া অযথা স্থানে কথা ভঙ্গ করেন, নির্জনে উপাসনা করিলে প্রায়ই বিফল হয়, অতি যত্নের সহিত আরাধনা করিলেও নিদ্রিতবৎ আচরণ করেন। অনুরক্ত ও বিরক্ত প্রভুর লক্ষণ সকল এই প্রকার। অনুরক্ত প্রভুর নিকট জীবিকা চেষ্টা করিবে; বিরক্ত প্রভুর নিকট জীবিকা পরিত্যাগ করিবে।

স্বামী নির্গুণ হইলেও আপৎ কালে পরিত্যাগ করিবে না, যে ব্যক্তি আপৎ কালেও উপস্থিত থাকেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। বিপদ্ না পড়িলে শত্রু প্রভৃতির গুণ সকল কাহারও লক্ষিত হয় না, কিন্তু বিপৎ কালে সেই সকল ধার্ম্মিকগণের নাম বিখ্যাত হইয়া থাকে। প্রশংসনীয় ও আনন্দনীয়, মহাজনগণের উপকারিতা গুণ স্বল্প হইলেও সমুচিত সময়ে প্রচুর কল্যাণ উৎপন্ন করে। অকার্য্য নিষেধ ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুবর্ত্তন, বন্ধু মিত্র ও অনুজীবিগণের সদাচারের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।

রাজা পান, স্ত্রী ও দ্যূত গোষ্ঠীতে প্রমত্ত হইলে অনুজীবিগণ উপাখ্যান-প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করিবেন। রাজা অকার্য্যে আসক্ত হইলে যাহারা তাঁহাকে উপেক্ষা করে সেই অকৃতাত্মগণ রাজার সহিত পরাভব পায়। জয়যুক্ত হউন, আজ্ঞা করুন, জীবিত থাকুন, নাথ! দেব! ইত্যাদি প্রকারে আদর পূর্ব্বক রাজার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করত ভৃত্যগণ তাঁহার উপাসনা

করিবে। স্বামীর চিত্তানুবর্ত্তনই অনুজীবিগণের সদাচার, যাহারা ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া চলে, তাহারা রাক্ষসগণকেও বশীভূত করিতে পারে। যে সকল মহাত্মা বুদ্ধি, সত্ত্ব ও উদ্‌যোগ সম্পন্ন, ছন্দানুবর্ত্তী ও প্রিয়বাদী, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ নাই, কেহই শত্রু নাই। যাহারা অলস, অল্প তুষ্ট, বিদ্যা হীন ও অকৃতাত্মা, তাহাদিগকে দান করিতে মাতাও পরাঙ্মুখী হন। যাহারা শৌর্য্যশালী, বিদ্বান্, বা সেবা কর্ম্ম বিশারদ, রাজ সম্পত্তি তাহাদিগের নিকটেই প্রকাশিত ও তাহাদিগেরই ভোগ্য হয়। বৃদ্ধগণের অনুশাসন এই যে অপ্রিয় ব্যক্তিও হিতকারী হইয়া থাকে, অতএব বৃদ্ধগণের অনুশাসনে অবস্থান পূর্ব্বক প্রীতিভাজন হইবে।

পৃথিবীতে রাজাই মেঘের ন্যায় সকল প্রাণীর উপজীব্য হন; যেমন পক্ষিগণ শুষ্ক বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, সেই রূপ লোকে অনুপজীব্য রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। লোকে কুল, শীল, বা শৌর্য্য ইহার কিছুই গণনা করে না, প্রত্যুত দাতা দুঃশীল বা অসদ্‌বংশীয় হইলেও তাহারা তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। পৃথিবীতে ধনই কুল; কুল কদাপি ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়; যাঁহার ধন ও বল আছে, লোকে তাঁহারই অনুগত হয়। কার্য্যার্থী মনুষ্যগণ উন্নত পুরুষেরই পূজা করিয়া থাকে, কোন্ ব্যক্তি পতিত মনুষ্যের বন্দনা করিতে যায়? প্রত্যুত তাহাকে শত্রুবৎ পরিত্যাগ করে। এই নরলোক অর্থেরই প্রার্থী, সুতরাং জ্বলন্ত ব্যক্তির নিকটেই গমন করে, ধেনু যখন দুগ্ধ হীন হইয়া বৎসগণের অনুপজীব্য হয়, তখন বৎসগণ সেই মাতাকেও পরিত্যাগ করে। অতএব রাজা কাল ব্যয় না করিয়া অনুরূপ কর্ম্ম দ্বারা ভরণ যোগ্য অনুজীবিগণের জীবিকা বিধান করিবেন। উপযুক্ত কালে উপযুক্ত দেশে বা উপযুক্ত পাত্রে বৃত্তি লোপ করিবেন না; করিলে অত্যন্ত নিন্দনীয় হন। অপাত্রে ধন দান সাধুগণের বিগর্হিত, রাজা তাহা করিবেন না; করিলে কেবল কোষ ক্ষয় ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মহাত্মা ব্যক্তি কুল, বিদ্যা, শাস্ত্র জ্ঞান, শৌর্য্য, সুশীলতা, ভূত পূর্ব্বতা বয়স, ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আদর প্রদর্শন করিবেন। যাঁহারা কুলীন, সচ্চরিত্র ও মনস্বী, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না; ঈদৃশ ব্যক্তিরা মানের নিমিত্ত অবমান কারীকে পরিত্যাগ অথবা তাহার প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন। যদি মধ্যম ও অধম ব্যক্তিরা উদার গুণে অলংকৃত হইতে পারে, তবে তাহাদিগকে উন্নতি প্রদান করিবেন; তাহারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে নরপতিকেও উন্নত করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বংশে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নীচের সহিত সমান করিয়া উন্নতি প্রদান করিবেন না; ঈদৃশ বিবেকজ্ঞ রাজা দুর্ব্বল হইয়াও সকলের আশ্রয়ণীয় হন। যে খানে কাচের সহিত উৎকৃষ্ট মণির তুলনা করা হয়, পণ্ডিতগণ সেই নিরালোক স্থানে অবস্থান করেন না। মহাত্মাগণ কল্পতরুর নিকটে বিশ্রামের ন্যায় যে রাজার নিকটে বিশ্রাম করিতে পারেন, তাঁহার জীবনই শ্লাঘনীয় এবং তাঁহার রাজলক্ষ্মী সম্ভোগই যথার্থ। বন্ধু ও সুহৃদ্‌গণ বিশ্বাস সহকারে যে লক্ষ্মীকে ভোগ করিতে না পারে, তাহা ইহ লোকে দীপ্তিমতী হইলেও নিতান্ত নিষ্ফল।

সর্ব্ব প্রকার আপদের সময় আপ্ত ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিবেন, এবং সূর্য্য যেমন কিরণ দ্বারা জল গ্রহণ করেন, সেই রূপ তাহাদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। অভ্যস্তকর্ম্মা কর্ম্মজ্ঞ শুদ্ধ স্বভাব জ্ঞানানুগত উদ্‌যোগ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সকল কর্ম্মে অধ্যক্ষ করিবেন। যেমন নানা প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপস্থিত হইলেও চক্ষুকে চক্ষুর বিষয়ে, কর্ণকে কর্ণের বিষয়ে ইত্যাদি ক্রমে নিয়োগ করিতে হয়, সেই রূপ যে ব্যক্তি যে বিষয় অবগত আছে, তাহাকে সেই বিষয়েই নিয়োজিত করিবে, কোষ বর্দ্ধন ও কোষ রক্ষণ কার্য্যে তৎপর হইবেন; কেন না, জীবন তাহারই অধীন; যাহাতে অতিমাত্র ব্যয় না হয়, তন্নিমিত্ত প্রতি দিন তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। সচ্চরিত্র ব্যক্তি এই আটটি বিষয়ের উন্নতি সাধন করিবেন যথা কৃষি, বণিকদিগের পথ, দুর্গ, সেতু, হস্তি গ্রহণ, খনি ও আকর, বন গ্রহণ কার্য্য, এবং পতিত স্থানে প্রজা পত্তন, কেন না এই সকল কার্য্য জীবিকার নিমিত্ত উপজীবী অধ্যক্ষগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। রাজা ক্ষীণ হইলেও যে বৃত্তি দ্বারা অবস্থান করিতে পারেন, তাহার রোধ, বিশেষত পণ্যোপজীবিগণের কার্য্য রোধ করিবে না। যেমন কণ্টকি শাখা দ্বারা নিপুণ রূপে শস্য এবং লগুড় দ্বারা ফল রক্ষা করে, সেই রূপ করিয়া পৃথিবীকে ভোগ করিতে হয়। অধ্যক্ষ, চৌর, শত্রু, রাজার প্রিয় পাত্র ও রাজার লোভ এই পাঁচ হইতে প্রজাগণের ভয়। এই পাঁচ প্রকার ভয় দূরীকৃত করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ বৃদ্ধির নিমিত্ত যথাকালে ধন গ্রহণ করিবে। যেমন গো সকলকে প্রতিপালন করিতে ও যথাকালে দোহন করিতে হয় এবং পুষ্প ফল প্রত্যাশায় লতাগণকে জলসেক ও যথা কালে পুষ্প ফল চয়ন করিতে হয়, প্রজাগণকে সেই রূপ করিবে। যাহারা দুষ্ট ব্রণের ন্যায় উ-

ন্নত হইয়াছে, তাহাদিগের ধন হরণ করিবে। যে সকল পাপাত্মা রাজার প্রতি অত্যল্পও পাপাচরণ করে, তাহারা বহ্নি দগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইতে থাকে। কোষতত্ত্বজ্ঞ আপ্ত জনের হস্তে কোষ সমর্পণ করিবে, তাহার বর্দ্ধন করিবে, এবং ত্রিবর্গ সম্পত্তি নিমিত্ত যথাকালে ব্যয় করিবে। যে রাজা ধর্ম্মার্থে কোষ ক্ষয় করিয়া দীন হইয়াছেন, তাঁহার সে দীনতা শরৎকালে সুরগণ কর্ত্তৃক পীতাবশিষ্ট সুধাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয়। বৃহস্পতি শাস্ত্রে এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু যাহাতে ব্যবহারের অভাব না হয়, সেই রূপ অবিশ্বাসী হইবে। যাহারা বিশ্বাস না করে, তাহাদিগের বিশ্বাস উৎপন্ন করিবে; স্বয়ং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি মাত্র বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু যে ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস হয়, সে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের ভাজন। যাহাতে কার্য্যের সহিত মিত্রতা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য যোগীর ন্যায় একাগ্রমনা হইয়া তৎসমুদায় অবলোকন করিবে।

যাঁহার অনুজীবিগণ অনুগত ও সন্তোষিত হয়, লোকে মধুর বচনে ও মধুর আচরণে যাহার প্রতি অনুরক্ত হয়, যিনি সুনিপুণ আপ্ত লোকের উপর রাজ্য তন্ত্র সমর্পিত করেন, তিনি চিরকাল সমুজ্জ্বলিত থাকেন।

—০—

নূতন গ্রন্থ!

রত্নসার দ্বিতীয় বার মুদ্রিত শ্রীযুক্ত কামিক্ষাচরণ ঘোষ প্রণীত। এই খানি বালকদিগের পাঠার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে নানা প্রকার সদ্ বিষয়ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে সুনীতি গর্ভ রমণীয় পদ্য সকল লিখিত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি যে বাঙ্গলা বিদ্যালয় সকলের অধ্যক্ষগণ এই পুস্তক খানি বালকদিগের পাঠার্থ নিয়োগ করিবেন।

ভ্রাতৃ-ভাব। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক যে প্রবন্ধ ব্রাহ্ম ভ্রাতৃ সভায় পঠিত হয় তাহা এই পুস্তকে প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাহাতে পরস্পর ভ্রাতৃ-ভাব উন্নত হয় সেই ভ্রাতৃ-ভাবের ফল অতি সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে।

সংস্কৃত ব্যুৎপাদিকা। শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রণালী যে রূপে লিখিত হইয়াছে, সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে বালকদিগকে এই পুস্তক শিক্ষা করাইলে সংস্কৃত শিখিবার অনেক উপকার হইতে পারে।

পাতিব্রত্য ধর্ম্ম। ইহাও শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত, ইহা স্ত্রী লোকদিগের পাঠ করিবার অত্যন্ত উপযোগী বোধ হয়।

বস্তু বিদ্যা। ইহার প্রণেতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এই পুস্তকে নানা প্রকার বস্তুর গুণ ও ব্যবহারের প্রকরণ বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা সাধারণের পাঠ করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধহয়।

বিজ্ঞাপন

স্তোত্র মালা।

শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উক্ত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। প্রতি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এক আনা ডাকের টিকিট বা লোক প্রেরণ করিলে প্রতি সমাজে দান স্বরূপ এক এক খানি পুস্তক প্রদত্ত হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় হিমগিরি হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে যে কয়েকটী বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব সকল ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহার মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র, তাহা প্রেসিডন্সি প্রেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

JUST PUBLISHED.

A LECTURE ON THE BRAHMO SOMAJ.

Delivered at the Calcutta Brahmo Somaj Hall, on Saturday, the 18th April 1863.

To be had at the Calcutta Brahmo Somaj and also at the Indian Mirror Office.

Price 4 annas, by Post 5 annas.

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১২ আষাঢ় বৃহস্পতিবার সম্বৎ ১৯২০ কলিগতাব্দ ৪৯৬৪।

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ

২৪০ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৭৮৫ শক

ষষ্ঠ কল্প ষষ্ঠ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মার স্বরূপ ও পরকাল।

আত্মার অমৃতত্ব এবং পরকালের প্রতি আস্থা, এদুই ধর্ম্ম সংক্রান্ত অতি নিগূঢ় বিশ্বাস। যে দেশে কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সেই দেশেই এই দুই বিষয়ের প্রতি লোকের অবশ্যই বিশ্বাস থাকিবেক। বাস্তবিক আত্মা যে অবিনাশী এবং মৃত্যুর পরেও যে তাহা জীবিত থাকিয়া ইহকালের কৃত কর্ম্ম ফল ভোগ করিবেক, এই বিশ্বাসটি সকল ধর্ম্মের মূলীভূত। যেখানে এই প্রকার বিশ্বাস নাই, সে খানে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদও অপ্রয়োজন। কোন ব্যক্তি যদি এ প্রকার বিশ্বাস করেন যে শরীরের বিনাশের সহিত আত্মাও বিনাশ প্রাপ্ত হইবেক, তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় যত্নই ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ও ইহকালের মঙ্গলোদ্দেশেই প্রদত্ত হইবেক। কিন্তু ধর্ম্ম কেবল ইহকালের বস্তু নহে, ধর্ম্মের ফল দূরস্থ এবং ইহজীবনে প্রায় দৃষ্ট হয় না। পরকালের প্রতি বিশ্বাস আমাদের স্বভাব সিদ্ধ, তাহা সকল কালে সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, অতি জঘন্য

এই হেতু এই গুরুতর বিষয়ে মনুষ্যের চিন্তা অতি প্রাচীন কালাবধি প্রদত্ত হইয়াছিল, সকল দেশের জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ আত্মা ও পরকাল সম্বন্ধে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে সেই সকল প্রাচীন মত সঙ্কলন পূর্ব্বক পশ্চাতে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে। প্রাচীন হিন্দুগণ এই দুরূহ বিষয়ের চিন্তায় সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। বেদের উপনিষদ সকলে আত্মার প্রকৃতি বিষয়ক ভূরি ভূরি প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক জীবাত্মার স্বরূপ এবং পরমাত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করাই উপনিষদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। আত্মা যে জ্ঞান পদার্থ এবং শরীর হইতে ভিন্নও সমস্ত জড় পদার্থ হইতে ভিন্ন ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রায় সকল উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে; অপর বৈদিক ঋষিগণ আত্মাকে অবিনশ্বর এবং পরমাত্মার অংশ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন; এবং এই ভাব বেদান্ত দর্শনে সম্পূর্ণ রূপে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক

সমুদায় হিন্দু শাস্ত্রেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ যেমন নির্গত হইয়া পুনরায় অগ্নিতে মিশ্রিত হয়, সেই রূপ জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইবেক। সুতরাং জীবাত্মা সৃষ্ট পদার্থ নহে, তাহা নিত্য এবং জন্ম বিহীন। ভগবদ্গীতায় আত্মার স্বরূপ পশ্চাল্লিখিত কএকটি শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপোন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্যএব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যো ঽয়মবিকার্য্যোঽয়মু[illegible]

[illegible] এ [illegible] দ্বারা ছিন্ন বা অগ্নি দ্বারা [illegible] হয় না, জল দ্বারা আর্দ্র অথবা বায়ুতে শুষ্ক হয় না, অতএব আত্মা নিত্য অবিনাশী সর্ব্বত্র বিদ্যমান স্থির স্বভাব অচল এবং অনাদি, তাহা অব্যক্ত অচিন্ত্য এবং বিকার হীন। এ প্রকার মত যে কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, পশ্চাতে দৃষ্ট হইবেক যে সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিতগণও আত্মাকে নিত্য অবিনাশী এবং পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্লেটো এবং অরিস্ততলের মতে আত্মা জ্ঞানময়, দেহ হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এবং নিত্য, আত্মার জন্ম নাই মৃত্যুও নাই, তাহা অক্ষয় এবং চির কালই সমান, আত্মা পরমেশ্বরেরই প্রকৃতি এবং তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। প্লেটোর মতে আত্মার সমুদায় জ্ঞান কেবল স্মরণ মাত্র, আত্মার পূর্ব্ব জন্মে যে জ্ঞান ছিল তাহাই কেবল ইহ-জন্মে উদয় হয়, সুতরাং আত্মাতে সমস্ত জ্ঞানই প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত আছে, ইহ-জন্মে তাহা কেবল পুনরায় উদিত হইয়া থাকে।

বৈদান্তিকগণের অদ্বৈত বাদ এবং অপরাপর প্রাচীন পণ্ডিতদিগের জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বিষয়ক মত বোধ হয় তাঁহাদের মানিত কার্য্য কারণের ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বতন সুধীগণ কার্য্য কারণের যে প্রকার সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অনায়াসেই স্রষ্টা এবং সৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতি বিষয়ে অভিন্নতা সংস্থাপন করা যাইতে পারে। প্রাচীন মতানুসারে কার্য্য প্রথমে কারণীভুত থাকে, অর্থাৎ যাহা কার্য্য রূপে স্বতন্ত্র পরিণত হয় তাহা অগ্রে তৎক[illegible]ই প্রচ্ছন্ন ভাবে [illegible] এবং পরে [illegible]ণ হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং কার্য্যেতে এমত কিছুই থাকিতে পারে না যাহা পূর্ব্বে তৎ কারণে অপ্রকাশিত ভাবে নিহিত ছিল না। যেহেতু অসৎ হইতে কোন বস্তুর সত্তা অথবা কোন বস্তুর সত্তা থাকিতে অসদ্ভাব হওয়া, এতদুই ভাবই মনুষ্যের চিন্তা ও বুদ্ধির গম্য নহে, সুতরাং কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। "নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবো বিদ্যতে সতঃ (১)। একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে যে সুবিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা বস্তুত বীজেতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল সুতরাং কার্য্য রূপ বৃক্ষ এবং কারণ রূপ বীজ উভয়ই প্রকৃতি ঘটিত একই পদার্থ। এই প্রকার ন্যায়ে পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা স্রষ্টা এবং সৃষ্ট পদার্থের অভিন্নতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে সৃষ্টির অগ্রে সমস্ত জগৎ অব্যক্ত ভাবে ঈশ্বরেতেই বিলীন ছিল, ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতি হইতেই সমুদায় সৃজন করিয়াছেন। সুতরাং জগৎ রূপ কার্য্য তৎকারণেরই অংশ মাত্র।

(১) গ্রীক পণ্ডিত প্লেটোও এই প্রকার মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যথা। From nothing nothing can proceed. বাস্তবিক এ মত অমূলক নহে কিন্তু ইহাকে প্রয়োগ করিতে গিয়াই প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

এই হেতু বেদান্তসারে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে ঈশ্বর সমুদায় সৃষ্টির আদি প্রকৃতি এবং আদি কারণ; তিনিই মৃৎপিণ্ড এবং তিনিই কুম্ভকার হইয়া এই জগৎ রূপ পাত্র আপনা হইতেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্র মতে আত্মা যখন অমর নিত্য ও অনাদি হইল, তখন অবশ্যই ইহ জন্মের পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল এবং মৃত্যুর পরেও তাহা থাকিবেক, অতএব আত্মার পূর্ব্বেই বা কি অবস্থা ছিল এবং পরেই বা তাহার কি অবস্থা হইবেক এই প্রশ্ন স্বভাবতই উপস্থিত হয়। এবং এই বিষয়ে হিন্দু, মিশর এবং গ্রীক এই তিন জাতির মন্ধ্যে একই প্রকার মত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখা যায়। বেদান্ত মতে আত্মা সংসারের মায়াতে আচ্ছন্ন থাকিয়া স্বীয় প্রকৃতি জানিতে পারে না, সুতরাং সংসারে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং এই রূপে যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে জ্ঞানোদয় হইলে পরমাত্মায় লীন হয় এবং তাহাতেই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

জীবগণ যেরূপ এই দেহে কৌমার যৌবন এবং বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ তাহারা দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, অতএব এবিষয়ে ধীরগণ শোক করেন না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

ভগবদ্গীতা।

যেমন লোকে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র সকল পরিধান করে, তদ্রূপ আত্মা জীর্ণ শরীর সকল ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য অভিনব শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে।

মিশর জাতিও উক্ত রূপ যোনি ভ্রমণে বিশ্বাস করিত। তাহারদের মতে জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মানুসারে মৃত্যুর পর মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদির দেহ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। এবং এই রূপে আত্মা দেহ হইতে দেহান্তর ধারণ করিয়া ত্রি সহস্র বৎসর পরে পুনরায় স্বীয় পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হয়। এই হেতু মিশর জাতিরা যত্ন পূর্ব্বক মৃত দেহ সকল সংরক্ষণ করিত এবং তাহাদের সমাধি আগার মধ্যে অদ্যাপি সহস্রাধিক বৎসরের সংরক্ষিত শব প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীকেরা বোধ হয় মিশর দেশ হইতেই এই মতটি শিক্ষা করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পিথাগোরস নামক পণ্ডিত আত্মার যোনি ভ্রমণের কথা সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করেন। পরে প্লেটো এবং অরিস্তভল কর্ত্তৃক এই মত সাধারণ রূপে প্রচারিত হইয়াছিল। প্লেটোর মতে যাহার জন্ম তাহারই মৃত্যু এবং যাহার মৃত্যু তাহারই জন্ম এবং এই মত আমারদেরও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ সংসারে সর্ব্বত্রই জন্ম এবং মৃত্যু, উদ্ভব এবং বিনাশ, এই রূপ ভৌতিক ঘটনার পর্য্যায় দৃষ্টি করিয়াই আত্মার পুনর্জন্ম এবং যোনি ভ্রমণের মত উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আত্মার প্রকৃতি ও মানসিক ব্যাপারের নিয়ম যদি বিশেষ রূপ পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে আত্মার পূর্ব্ব জন্মের কথা যে নিতান্ত অমূলক তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। আত্মা যে জ্ঞান উপার্জন করে তাহা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে, তাহা কখন সম্পূর্ণ রূপে মন হইতে অপনীত হইবার নহে। সুতরাং আত্মার যদি পূর্ব্ব জন্ম থাকিত তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ হইত, পূর্ব্ব জন্মের উপার্জ্জিত জ্ঞান পুনরায় উদয় হইত, কিন্তু বস্তুত এপ্রকার দৃষ্টান্ত কোন কালে কোথাও দেখা যায় না।

প্লেটো যেমন আত্মাকে অনাদি বলিতেন সেই রূপ আত্মার সমুদায় জ্ঞান পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত জ্ঞানের স্মরণ ও পুনরুদয় মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বাস্তবিক আত্মার পূর্ব্ব জন্ম মানিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব জ্ঞানের অস্তিত্ব মানিতে হয়, সুতরাং যখন সেই পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায় না তখন পূর্ব্ব জন্মে কি রূপে বিশ্বাস হইতে পারে।

যদিও উপনিষদের কোন কোন স্থানে যোনি ভ্রমণের কথা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার অনেক স্থলে ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে যে আত্মা পরলোকে গমন করিয়া স্বীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করে, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি স্বর্গলোকে প্রস্থান এবং তথায় গিয়া সুখী হন, অপর পাপীগণ অন্ধ তমসাবৃত লোকে পতিত হইয়া ভয়ানক ক্লেশ ভোগ করে। এই রূপে যদিও স্বাভাবিক বুদ্ধির ভ্রমে আত্মার প্রকৃতি বিষয়ে পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ অনেক ভ্রমাত্মক মত উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারদেরও মতে আত্মা সম্বন্ধীয় স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস গুলি স্পষ্ট রূপে নিরাকরণ করা যায়; যথা আত্মা জড় পদার্থ নহে, তাহার বিনাশ নাই, তাহা পরকালে স্বীয় কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখের ভাগী হইবেক, এই কএকটি সত্য সকল মতেই নিহিত আছে, তাহা কেহই পরিহার করিতে পারে না।

ভ্রাতৃভাব।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপ প্রীতির ধর্ম্ম, প্রীতি বিহীন আত্মায় ইহা স্থান পায় না, ইহার পবিত্র জ্যোতি বিশুদ্ধ উদার চিত্তেই উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন প্রকার বাহিক ক্রিয়া কলাপে বদ্ধ নাই, ইহার প্রথম শিক্ষা এই ঈশ্বরেতে প্রীতি কর, মনুষ্যের প্রতি প্রীতি স্থাপন কর, সমুদায় জগৎকে প্রীতি কর। এই প্রীতি ভাব যত মনোমধ্যে প্রস্ফুটিত হইবেক ততই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবেক। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাহাতে এই প্রীতি বিস্তার হয় তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমরা যেমন দিন দিন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার দেখিতেছি, সেই রূপ তাহার স্থায়িত্বের নিমিত্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে একটি অটল প্রীতি বিস্তার আবশ্যক। কিন্তু এই প্রীতি ভাব উপার্জ্জন করিতে হইলে প্রথমে স্বার্থপরতাকে খর্ব্ব করিতে হইবেক, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত স্থির নির্ভর স্থাপন করিতে হইবেক। মনুষ্য দিবা রাত্র সাংসারিক বিষয় ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া অভ্যাস বশত বিষয়ের প্রতিই বিশেষ আসক্ত হয়, এবং আত্মসেবাই পরিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। এই রূপে আত্মা ক্রমশ কুণ্ঠিত হইলে তাহাতে উদার ভাব আর স্থান পায় না। অতএব যাহাতে সংসারের সর্ব্বগ্রাসকারী আকর্ষণকে হ্রাস করা যায় তদ্বিষয়ে যত্নশীল থাকা আবশ্যক। আত্মাদর যে পরিমাণে লোকের বৃদ্ধি হইবেক, সেই পরিমাণেই অপরের প্রতি প্রীতিও হ্রাস হইতে থাকিবেক। অতএব প্রতি ব্রাহ্মের সাবধান হওয়া আবশ্যক যেন কেবল আত্ম সেবাতেই তিনি নিযুক্ত না থাকেন। কিন্তু যাহাতে ব্রাহ্ম মণ্ডলীর মধ্যে দিন দিন প্রীতি ও সদ্ভাবের স্রোত প্রবল ও বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে ব্রাহ্মগণ পরস্পর ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ ভাবে মিলিত হয়, যাহাতে ব্রাহ্ম নাম প্রতি ব্রাহ্মের নিকট পরমাদরণীয় হয়, তাহার প্রতি যত্ন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মগণ সংখ্যা বিষয়ে নিতান্ত হীন বল বটে কিন্তু তাঁহারা যদি প্রীতি বন্ধনে

নিবদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহারা নূতন বল প্রাপ্ত হইবেন। হে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! তোমরা যদি স্বীয় ধর্ম্মের গৌরব দেখিতে চাও, তবে প্রীতিকে উত্তেজিত কর। প্রীতিই তোমারদের বল। তোমরা যদি সহস্র বিপদে পতিত হও, তথাপি তোমারদের পরস্পর প্রীতি থাকিলে সেই বিপদ লঘু হইবেক, সেই মঙ্গলময় প্রিয়তম পরমেশ্বরে যদি তোমারদের বিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহার প্রীতির অনুকরণ কর, জগতে প্রীতি বিস্তার কর, সংসারকে প্রীতি দ্বারা বশীভূত কর। লোকে ধন বলে নির্ভর করে, বিদ্যাবলে নির্ভর করে, সৈন্য বলে নির্ভর করে, কিন্তু সরল অকৃত্রিম প্রীতির যে কি অমোঘ বল তাহা অনেকেই জানে না। যাহাতে জগতে কুশল স্থাপন হয়, যাহাতে বিবাদ বিসম্বাদ দূরীভুত হয় এবং লোকে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই সত্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, অতএব তোমরা যখন সেই সত্য ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছ, তখন তাহার উপদেশ গ্রহণ কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমারদিগকে প্রতিক্ষণে আহ্বান করিতেছেন, তোমরা সম্মিলিত হও, পরস্পরকে ভ্রাতৃ বাৎসল্যে দর্শন কর, পরস্পরের মঙ্গলোদ্দেশে যত্ন শীল হও. প্রত্যেক ব্রাহ্মকে সহোদরের ন্যায় সম্বোধন কর। এক্ষণে দেখিতেছ যে ধর্ম্মের জন্য কত ব্রাহ্ম যখন পিতা মাতা ভ্রাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতেছেন, বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছেন, লোকের নিকট অপদস্থ হইতেছেন, তখন যে ধর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহারা এতাধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট যদি তাঁহারা প্রীতি, সদ্ভাব ও সাহায্য না পাইলেন, তবে আর তাহা কোথায় পাইবেন। যখন দেখিতেছ যে কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতা আপনার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারার্থ প্রদান করিতেছেন, তখন যদি তাঁহাকে তোমরা অকৃত্রিম প্রীতি ও উৎসাহ না দিলে, তবে তোমারদের ধর্ম্মের প্রতি আর শ্রদ্ধা কোথায় রহিল। তোমারদের মধ্যে মৌখিক ধর্ম্ম আর যেন না দেখা যায়। ইহার ন্যায় ঘৃণাজনক বিষয় আর কিছুই নাই। লোকের প্রশংসার নিমিত্ত আপনার স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যাহারা ধর্ম্ম রূপ ছদ্ম বেশ ধারণ করে, তাহারা যে ধর্ম্মের কত দূর শত্রু তাহা বলা যায় না, তাহারা গুপ্ত ভাবে ধর্ম্মকে আঘাত করে। আমরা যেন এপ্রকার ব্যক্তিকে আমারদের ব্রাহ্ম মণ্ডলী মধ্যে না দেখিতে পাই। আমারদের দল বৃদ্ধি না হয় সেও ভাল, তথাপি কোন কপটাচারী যেন ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আমারদের পবিত্র ধর্ম্মকে কলঙ্কিত না করে। যে কোন সম্প্রদায় হউক না কেন তাহার প্রকৃত বল সরল সাধু ব্যক্তিরই সংখ্যা দ্বারা গণনা হয়। অতএব ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যেন কুটিল ভাব আর না থাকে, একজন সাধু ব্রাহ্ম সহস্র কুটিল স্বভাব কপটাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব আমরা যেন সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না করি, কিন্তু যাহাতে প্রকৃত ব্রাহ্মের দৃষ্টান্ত ব্রাহ্ম মণ্ডলী হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা করা কর্ত্তব্য, যাহাতে সংসারে প্রীতি ও মঙ্গলভাব বিস্তার হয়, তাহার প্রতি যেন আমরা বিশেষ দৃষ্টি রাখি। স্বার্থ সাধনই কেবল জীবনের উদ্দেশ্য নহে, ঐহিক সুখ অথবা ইন্দ্রিয় সেবা কেবল জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যিনি আপনার প্রকৃত মনুষ্যত্বকে বিস্মৃত হইয়া কেবল নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার ন্যায় কৃপাপাত্র আর কে আছে, যিনি সংসারের মঙ্গলোন্নতি কল্পে জন-সমাজের সদ্ভাব সম্বর্দ্ধন কল্পে কোন যত্ন না করেন, তিনি স্বীয় অধিকার জানেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—তৃতীয় আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২৭আষাঢ়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে
প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক
বিবৃত হয়।

শান্তং শিবমদ্বৈতং।

এই মাত্র আমরা পবিত্র পরমেশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া ধন্য হইলাম। পুনর্ব্বার উৎসাহ পূর্ব্বক সেই নাম উচ্চারণ করি—‘ শান্তং শিবমদ্বৈতং ’—তিনি শান্ত-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া অনুধাবন কর, এই মহাবাক্যে কি জীবিত ভাব-সকল প্রচ্ছন্ন আছে; তিনি শান্তির নিকেতন, তিনি মঙ্গলের আকর, তিনি অদ্বিতীয়। সমুদয় জগৎ তাঁহা হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে—তিনি এক—তাঁহার “ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া ” তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া স্বাভাবিক, তাঁহার বল-ক্রিয়া স্বাভাবিক। এই অসীম সংসারের মধ্যে এমন একটি ক্ষুদ্র রেণু নাই, যাহা তাঁহা হইতে ভিন্ন রহিয়াছে, সেই রেণুর এমন কিছু শক্তি নাই যাহা তাঁহার শক্তি হইতে বিযুক্ত রহিয়াছে। সকল সত্ত্বা তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; তিনি মূল-শক্তি, সকলের আদি কারণ, আর সকলই তাঁহার আশ্রিত। তিনি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র, স্বপ্রকাশ। সেই মঙ্গল-স্বরূপের মঙ্গল-রাজ্যে আমরা বাস করিতেছি। আমরা সকলেই সেই অমৃত-স্বরূপের সন্তান। আমরা তাঁরই আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছি, আমরা সেই মঙ্গলময়ের অসীম রাজ্যের প্রজা। সম্পত্তি কি বিপত্তি, সুখ কি দুঃখ, দিবা কি রাত্রি—সকলই “ একায়নং ”—সকলেরই গতি সেই মঙ্গলের দিকে। সকলে মিলিয়া সেই মঙ্গলাবহের শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। যে কিছু ঘটনা, যাহাতে আমরা সুখী হই বা দুঃখী হই, আমরা বিপদে অভিভূত হই, বা সম্পদেই প্রফুল্লিত হই; সেই বিপদে সম্পদে তাঁহার করুণা মুদ্রিত রহিয়াছে। যখন আমরা তাঁহার ধর্ম্ম-রাজ্যের মঙ্গল বিধান-সকল অতিক্রম করিয়া দণ্ড ভোগ করি, তখনও তাঁহার করুণা। যখন পুণ্যের পুরস্কার লাভ করিয়া প্রসন্ন হই, তখনও তাঁহার করুণা। তিনি সর্ব্বক্ষণ আমারদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পুণ্যের সমান পুরস্কার দিতেছেন, পাপের সমান দণ্ড বিধান করিতেছেন। ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজ-দণ্ড তাঁহার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তাঁহার শাসন হইতে কেহই কোথাও পলায়ন করিতে পারে না। যখনি পাপাচারী বিদ্রোহীরা সেই সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের মঙ্গল-নিয়ম খণ্ডন করে, সেই অখিল বিধাতার মঙ্গল বিধান-সকল অতিক্রম করিয়া অহিতাচারে প্রবৃত্ত হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বজ্র নিক্ষেপ করিয়া তাহারদিগকে ধরাশায়ী করেন। তাঁহার সেই ন্যায়-বিহিত প্রচণ্ড শাস্তি আমারদের ঔষধ। তিনি যখন দণ্ড বিধান করেন, তখন এই প্রকাশ পায় যে ঘোর পাপীকেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। অন্যায় দেখিলে যদি তিনি আমারদিগকে শাস্তি না দিবেন, তবে তিনি আমারদের কেমন পিতা। যখন তিনি বজ্র দ্বারা পাপীর হৃদয়কে বিদীর্ণ করেন, তখনও তাঁহার স্নেহ। যখন পুণ্যাত্মার বিমল হৃদয়ে বিশদ আত্ম-প্রসাদ প্রেরণ করেন, এবং স্বীয় নির্ম্মলতর মুখ-জ্যোতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন, তখনও তাঁহার স্নেহ। পাপী পুণ্যাত্মা সেই একই পিতার রাজ্যে বাস করিতেছে। তাঁহার করুণাতে সমান-

রূপে পরিপালিত হইতেছে। যখন বিকৃত হই, তখন আমারদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য; যখন নিস্তেজ হই, তখন সতেজ করিবার জন্য; যখন অপবিত্র হই, তখন পবিত্র করিবার জন্য তিনি কত যত্নই না করেন। পাপেতে মলিন হইয়া যখন আমরা কাতর হই, যখন লজ্জিত হইয়া তাঁহার পবিত্র মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না পারি, সেই ব্যাকুলতার সময়ে যদিও নিতান্ত অবসন্ন হই; কিন্তু যখন বিষাদাশ্রুতে সিক্ত হইয়া আমারদের কঠিন হৃদয় আবার কোমল হয়, যখন সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে পাপ হইতে বিরত হইবার চেষ্টা করি, যখন আপনাকে নিতান্ত অসহায় জানিয়া তাঁর চরণের শরণাপন্ন হই; তখন আবার আত্ম-প্রসাদ অবতীর্ণ হয়, তখন দ্বিগুণরূপে ঈশ্বরের করুণা প্রত্যক্ষ করি। তখন জানি যেমন সম্পত্তি কালেও তাঁর করুণা, তেমনি বিপত্তি কালেও তাঁহার করুণা। যে জন্য তাঁহার পুরস্কার, সেই জন্যই তাঁহার দণ্ড। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, দণ্ড-ভোগে বা পুরস্কার-লাভে, সকল সময়েই তাঁহার করুণার পরিচয় পাই। যাহাতে আমরা তাঁর পুণ্য-পদবীতে আরোহণ করিতে পারি, তিনি আমারদিগকে সেই প্রকারে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার সমুদয় কৌশলের প্রণালীই এই। তিনি সম্পদে আমারদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, বিপদের দ্বারা আমাদিগকে বলিষ্ঠ করিতেছেন, পাপ-তাপেও আমারদিগকে পরিশোধিত করিতেছেন। সকল কালেই তিনি আমারদের হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছেন। যদি এই পৃথিবীতেই আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই, তবে এখানেই পাপতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই। পাপে পড়িয়াছি, যেমন বুঝিতে পারি; পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি, এও তদ্রূপ বুঝিতে পারি। রোগে পড়িয়াও যদি সে সুস্থতার আনন্দ ভোগ করে, পাপে পড়িয়াও যদি সে প্রসন্ন থাকিতে পারে, তবে তাহা রোগও নয়, পাপও নয়। পাপে মলিন হইয়া কে না আপনার মলিন অবস্থা বুঝিতে পারে? তখন কে না দেখে যে আমি রাহু-গ্রস্ত হইয়াছি? তখন বৃথা কার্য্যে মনকে কতক্ষণ ভুলাইয়া রাখা যায়? যদিও সে লোক কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে চাহে, যদিও তীব্র মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া মনকে প্রমত্ত রাখিতে চাহে, তথাপি পাপের তাড়না—নরক-যন্ত্রণা—তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না। যত দিন তাহার ধর্ম্মের প্রাণ কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তত দিন তাহার হৃদয়ে যন্ত্রণা আসিবেই আসিবে। যত দিন সে যন্ত্রণা থাকে, তত দিন তাহার রক্ষা পাইবার উপায় থাকে। যখন তাহার আত্মা হইতে পাপের যন্ত্রণা এক কালে বিলুপ্ত হয়, যখন সহস্র পাপেও তাহার পাষাণ হৃদয়ে রেখা মাত্রও পরিতাপ অঙ্কিত হয় না, যখন আত্ম-গ্লানির লেশ মাত্রও উদয় হয় না; তখন তাহার কি দুরবস্থা! তখন তাহার ধর্ম্মের জীবন একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, বিষ-জর্জ্জরিত দেহের ন্যায় আর তাহার পাপ-জর্জ্জরিত হৃদয়ের চেতন নাই—যে কিছু ঔষধ, সকলি তাহার পক্ষে বৃথা হইল। কিন্তু এই প্রকার পাপীকেও কি ঈশ্বর পরিত্যাগ করেন? তিনি কি উপায়ে তাঁহার প্রতি সন্তানকে আপনার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিবেন, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইহা জানি যে কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি তাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা পাপ-জর্জ্জরিত মৃতপ্রায় অসাড় আত্মাকে যে কি প্রকারে জীবিত করিতে পারেন, তাঁহার অমৃত বারির

গুণে পাষাণেও যে কি প্রকারে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে, তাহা কে বলিবে? এক অবস্থায় না হয় অন্য অবস্থায়, এ লোকে না হয় পরলোকে, যত ক্ষণ না তিনি পাপীকে শোধন করিবেন তত ক্ষণ তিনি নিরস্ত হইবেন না। আমরা চতুর্দ্দিকে পাপতাপ দেখিয়া নিরাশ হই, আমরা পাষাণ-হৃদয় পাপীকে দেখিয়া নিরাশ হই; কিন্তু সেই পরম পিতাই জানেন, কি উপায়ে তিনি প্রতি আত্মাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। তাঁহার ধৈর্য্যের অবসান নাই। তাঁহার যত্নের বিরাম নাই। এ পৃথিবীতে যে তাঁহার শরণাপন্ন না হইল, মৃত্যুর পরে কি তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন? না, কখনই না। মৃত্যুর পরেও তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড বিধান দ্বারা আপনার সৎপথে লইয়া আসিবেন। তাঁহার দয়ার পার নাই। তাঁহার ক্ষমার সীমা নাই। আনন্দ-পূর্ণ দেব-লোকেও তাঁহার করুণা, আনন্দ-শূন্য তমসাবৃত লোকেও তাঁহার করুণা। তাঁহার রাজ্যে কেহই নিরাশ হইও না। সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হও। ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপের যন্ত্রণা আর ভোগ করিও না। আমরা আর তাবৎ দুঃখ সহ্য করিতে পারি, আর সকল বিপত্তি গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু পাপের যন্ত্রণা সহ্য হয় না। সকলে সেই পতিত-পাবনের আশ্রয় গ্রহণ কর। মনের মালিন্য ধৌত করিয়া এখান হইতেই তাঁহার সহিত মিলিত হও। ঈশ্বরের রুদ্র মুখ যেন দেখিতে না হয় তাঁহার ভীষণ বজ্র-ধ্বনি যেন শ্রবণ না করিতে হয়। মৃত্যুর সময় যেন শান্তি অনুভব করিতে পার। সেই এক সময়, যখন পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, তখন যাহাতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে না হয়, তখন যেন এমন মনে নাহয় আমার গতি কি হইবে? সমুদয় জীবনের ক্লেশ ও যন্ত্রণার পর পরলোকে যেন আরো ভয়ানক ক্লেশ যন্ত্রণা উপস্থিত না হয়। যাহাতে মৃত্যু-শয্যায় দেবলোকে যাইবার জন্য উৎসাহ ও আনন্দ হয়—যাহাতে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া বলিতে পারি, মৃত্যু তোমাকে ভয় কি? যাহাতে দেবতাদের সঙ্গে সম স্বরে ঈশ্বরের আরাধনা করিবার উপযুক্ত হই, আমরা যেন এই প্রকারে জীবন যাপন করি। প্রতি দিন যেন আত্মাকে উন্নত করি। প্রতি দিন সেই শুদ্ধ বুদ্ধের নিকটবর্ত্তী হই। প্রতি দিন যেমন মুখ প্রক্ষালন করি, সেই রূপ পাপ মলাও যাহাতে অন্তরে স্থান না পায়, তাহার জন্য একান্ত যত্নবান্ হই। সাধু চেষ্টা দ্বারা, ঈশ্বরের গুণ গান দ্বারা, আত্মার আনন্দ ক্রমিকই বর্দ্ধন করি। আমরা কেন না ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইব? পাপকে সর্পের ন্যায় হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়া কেন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইব? আমরা হৃদয় দ্বার সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দিয়া কেন না হৃদয়েশ্বরকে আহ্বান করিব? কেন আমরা বিষয়-গরল পানেই মত্ত থাকিব, ঈশ্বরের সহবাস-আনন্দ হইতে একেবারে বিচ্যুত হইব? আমরা কি এতই হীন মতি হীন-বল—আমাদের কি এক টুকুও চেতন নাই? যেমন বিষয় আসিবে, যেমন প্রবৃত্তি উঠিবে, আমরা শুষ্ক তৃণের ন্যায় কি সেই দিকেই ধাবিত হইব? আমরা জানিয়া শুনিয়া কি কণ্টক-পথে পদার্পণ করিব? আমাদের আত্ম-সম্বরণের কি এক টুকুও বল নাই? ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া কিছু গৌরব নাই? ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্য পাইব, ইহা জানিয়াও কি আমারদের প্রার্থনা নাই। হা! আর কত দিন এই প্রকার অচেতন থাকিবে, কত দিন আর ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে? সত্যই কি মনে কর যে তাঁহা

হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কল্যাণ হইবে? পাপ-লালসাতে অশান্ত হইলে শান্তি হইবে? আর মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিও না। এখনি তাঁহার শরণাপন্ন হও। আমরা সকলেই সেই ঈশ্বরের জীব—তাঁহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে ভক্তি ও পূজা কর। আমরা সকলেই তাঁহার আশ্রিত, সকলেই তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপের উপর নির্ভর কর। আমরা সকলেই পাপে কলঙ্কিত, সেই পতিত-পাবনের শরণাপন্ন হও। আমরা সকলেই মুমুক্ষু, হৃদয়ের দৃঢ়-বদ্ধ কুটিল গ্রন্থি খুলিবার নিমিত্তে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর। সেই সকলের স্রষ্টা পাতা, সেই পাপের পরিত্রাতা ও অক্ষয়-মুক্তি-দাতাকে আশ্রয় করিয়া নির্ভয় হও। হে পরমাত্মন্! তুমি তোমার অভয় মঙ্গল-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া অভয় দান কর। "তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ভবানীপুরের একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৯ আষাঢ় সোমবার ১৭৮৫ শক।

অধ্যেতার নিবেদন।

সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরই আমারদের পূর্ণ আদর্শ। আমারদের হৃদয়ে সত্য সুন্দর মঙ্গলের যে একটী উচ্চতম মহদ্ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত স্থল এই বিস্তীর্ণ জড় জগতে অথবা প্রাণি রাজ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সত্যের জীবন্ত ভাব, মঙ্গলের অনুপম নিদর্শন-স্থল, ঈশ্বর-ভিন্ন আর কোথাও নাই। সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাবের একায়তন কেবল সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বর।

যতক্ষণ না তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য জ্ঞান-নেত্রে প্রতিভাত হয়, ততক্ষণ আর সুন্দর বস্তুর প্রকৃত স্থল দেখিতে পাই না। যতক্ষণ না তাঁহার উদার পবিত্র মঙ্গল-ভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি, ততক্ষণ পবিত্রতা কেবল বাক্যেতেই বদ্ধ থাকে, মঙ্গল-ভাব কেবল কল্পনা-প্রবাহে চিন্তা-স্রোতেই ভাসিতে থাকে। যে ভাগ্যবান্ ব্রহ্মপরায়ণ, সরল ও সাধু হইয়া ঈশ্বরকে আপনার নয়নের জ্যোতি ও আত্মার জীবন-রূপে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছেন, তিনিই সত্য সুন্দর মঙ্গলের প্রকৃত স্থলই লাভ করিয়াছেন। যাঁর অনুরাগ-রঞ্জিত প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্র ঈশ্বরের অনুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছে, তিনিই সুন্দর শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছেন, তাঁহারই সত্যের জীবন্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সংসারের পার্থিব পদার্থে আমরা যে কিছু সৌন্দর্য্য অবলোকন করি, তাহা সেই অনুপম সৌন্দর্য্যের কণা মাত্র। সূর্য্যালোকের নিকটে যেমন খদ্যোতের জ্যোতি, সেই রূপ সেই সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকরের সন্নিধানে এই জগতের সৌন্দর্য্য। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-দলের যে অনুপম জ্যোতি, সে সেই জ্যোতির অনন্ত সমুদ্র পরমেশ্বর হইতেই। সেই সত্য-রূপ স্পর্শমণির সংস্পর্শে এই অসার বিশ্ব সংসার সত্যের বেশ ধারণ করিয়াছে, সেই পূর্ণ-জ্যোতির এক মাত্র রশ্মি-ধারাতে সমুদয় জগতীতল সুন্দর ভাবে উজ্জ্বল হইয়াছে, সেই অনন্ত-মঙ্গলের অশেষ উৎস হইতে এক বিন্দু মঙ্গল-নীরে সকল ভুবন মঙ্গল-ভাবে প্লাবিত রহিয়াছে।

সেই অকৃত অমৃত পরমেশ্বরই আমারদের আদর্শ। শান্ত সমাহিত ঈশ্বর-প্রাণ ভগবজ্জনের জীবন-পুস্তকে সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাবের যে কিছু নিদর্শন দেখিতে পাই, তাহা ঈশ্বর হইতেই। সাধুদিগের

বিমল আত্মাতে ঈশ্বরেরই মঙ্গল-রশ্মি পতিত হইয়া সাধু-জীবনকে মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে। ঈশ্বর-প্রাণ ভগবদ্-ভক্ত-দিগের জীবন পুস্তকে—তাঁহারদের অপূর্ণ স্বভাবেই, সেই অনন্ত পূর্ণ-মঙ্গলের আভাস বুঝিতে পারি। সত্যের সঙ্গে, সাধু ভাবের সঙ্গে, আমারদের আত্মার এমনি একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ, যে সত্য কেন যেখানে থাকুক না, সাধু-ভাব কেন যে কোন হৃদয়ে বিরাজ করুক না, আমারদের আত্মা পিপাসিত হইয়া আপনা হইতেই সেই স্থলে উপস্থিত হইবে, আদরের সহিত তাহাই গ্রহণ করিতে ধাবিত হইবে। যেমন পুষ্পের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, চন্দ্রের রমণীয় কান্তি, আপনা হইতেই আমারদিগের নয়ন যুগলকে আকর্ষণ করে, সেই রূপ সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাব আপনা হইতেই আমারদের প্রীতি শ্রদ্ধাকে উত্তেজিত করে। চক্ষুর সঙ্গে শোভা ও সৌন্দর্য্যের যেমন সম্বন্ধ পবিত্রতা ও মঙ্গল ভাবের সঙ্গে আমারদের আত্মারও তেমনি একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এই জন্যই কোন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মের নাম উচ্চারণ মাত্র, কোন লোকান্তরগত সাধুর জীবন-পুস্তক পাঠ করিবা মাত্র, তাঁহারদিগের প্রতি আপনা হইতেই প্রীতি ভক্তি উত্তেজিত হয়। এই জন্যই সংসার-কোলাহলের মধ্যে কোন এক ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধুকে অটল ভাবে ধর্ম্মের সোপানে উত্থিত হইতে দেখিলে হৃদয় সচকিত হইয়া উঠে। এই জন্যই সংসারের ঘন মোহ-তিমিরের মধ্যে শুক্র-তারকের ন্যায় কোন সাধুকে দেখিতে পাইলে লোমাঞ্চিত শরীরে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার মধুময় মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিতে আমরা উদ্যত হই। এই পৃথিবীতে সাধুদিগের জীবনে যে কিছু মঙ্গল-ভাবের নিদর্শন দেখিতে পাই; সেই পরিমিত অপূর্ণ ভাব হইতেই আমরা অনন্তের ভাব, পূর্ণের ভাব, বুঝিতে পারি। সেই পরিমিত সত্য, সেই সংকীর্ণ মঙ্গল ভাবে, পরিতৃপ্ত না হইয়াই আমারদের আত্মা আপনা হইতেই ভূমা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে। পৃথিবীর পরিমিত মঙ্গল-নীরে আমারদের আত্মা আর স্বচ্ছন্দে থাকিতে না পারিয়া ইহা হইতেই ক্রমে ক্রমে সেই সত্যের সমুদ্র, মঙ্গলের আকর, সৌন্দর্য্যের উৎসের প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। আমারদের আত্মা যখন পৃথিবীর পরিমিত সঙ্কীর্ণ অপূর্ণ ভাব হইতেই অপরিমিত অসীম পূর্ণের ভাব বুঝিতে পারিয়া উন্নতির দিকে স্বভাবতই উত্থিত হইবার চেষ্টা করে, আমারদের ব্রাহ্ম ধর্ম্মও সেই সময়েই আমারদিগকে অনন্ত উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতে থাকেন। তিনি অপরাপর কাল্পনিক ধর্ম্মের ন্যায় মনুষ্য-বিশেষকে আদর্শ-রূপে আমারদিগের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া আত্মার অনন্ত উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেন না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমারদের উন্নতিশীল আত্মার সম্মুখে সেই অনন্ত পূর্ণ আদর্শ পরমেশ্বরকে স্থাপিত করিয়া অশেষ উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন। পৃথিবীর পরিমিত মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিয়া আত্মা যখন আর পরিতৃপ্ত না হয়, তখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মই সেই তৃপ্তির অতলস্পর্শ সমুদ্রাভিমুখে যাইতে আদেশ করেন। স্বর্গীয় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে এই বলিতেছেন যে পৃথিবীর যে কোন গ্রন্থ হইতে যে কিছু সত্য পাও, তাহা গ্রহণ কর; এখানকার সাধু মনুষ্যকে যত দূর আদর্শ করিতে পার, তত দূর তাহার সাধু গুণের অনুকরণ করিয়া আত্মাকে পুষ্ট কর; কিন্তু তোমারদের এক মাত্র পবিত্র অভ্রান্ত আদর্শই কেবল সেই পূর্ণ-

মঙ্গল পরমেশ্বর। সেই সত্যের প্রস্রবণ, এক মাত্র বরেণ্য মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখ, তিনিই তোমারদের অনন্ত কালের আদর্শ—তিনিই তোমারদের অনন্ত জীবনের উপজীবিকা। এই মুক্ত উদার ভাব ভূমগুলের আর কোন ধর্ম্মেই নাই, পৃথিবীতে আমারদিগের এই উচ্চ অধিকার কেবল ব্রাহ্ম ধর্ম্মই আনয়ন করিয়াছেন। সত্য-মূলক ব্রাহ্ম ধর্ম্মই কেবল ঈশ্বরকে আমারদিগের অভ্রান্ত আদর্শ-রূপে আত্মার উন্নতি-পথে সংস্থাপন করিতেছেন।

আমরা বনে বা নগরে, পর্ব্বতে বা সমুদ্রে, যে খানে থাকি; বিমল-আদর্শ পরমেশ্বর আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁহার প্রীতির উপরে মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া আমরা এই ভয়াবহ সংসারে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারি। যাঁহারা ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়াছেন, তাঁহারদের পক্ষে সত্যাসত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা আর বড় কঠিন ব্যাপার নহে। সত্যের প্রস্রবণ তাঁহাদের হৃদয়েই প্রমুক্ত হয়, কর্ত্তব্যের ভাব আপনা হইতেই তাঁহাদের অন্তরে সমুত্থিত হইতে থাকে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা-স্রোতে আমাদের ইচ্ছাকে যুক্ত করিতে পারিলে অতি সহজেই ধর্ম্ম কার্য্য-সকল সম্পাদিত হয়। তাঁহার মঙ্গল-লক্ষ্যের প্রতি আমাদের জীবনের সমুদায় লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিলে অকুতোভয়ে আমরা ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে উত্থিত হইতে পারি।

আমাদের আত্মা যেমন উন্নতিশীল, সেই রূপ আমারদের আদর্শও অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট। আমরা কোন মনুষ্য-বিশেষকে আদর্শ করিয়া হয় তো এই পৃথিবীর কয়েক দিনই তাঁহার সাধু ভাবের অনুকরণ করিতে পারি, লোকান্তর গত হইলে আবার আমরা কাহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিব? কাহাকে দেখিয়াই বা সেই অদৃশ্য অপরিচিত লোকে উন্নত ও পবিত্র হইব? যখন দেব লোকের পর দেব লোক, উন্নত লোকের পর উন্নত লোক-সকল আমাদের আত্মার উন্নতি-পথের এক একটী পান্থ-নিবাস বিদ্যমান রহিয়াছে; তখন মনুষ্য-বিশেষকে আমারদের অনন্ত কালের নেতা, অথবা চির কালের আদর্শ-রূপে কখনই গ্রহণ করিতে পারিনা। কেবল পবিত্রতম ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পৃথিবীতে এই জীবন্ত সত্য প্রচার করিতেছেন, সত্য-মূলক ব্রাহ্ম ধর্ম্মই আমারদের আশা-লতার অনন্ত উন্নতির আশ্রয়-তরু পরমেশ্বকে আমারদের হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন। এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে অনন্ত আকাশের ন্যায় আমাদের আশা ও অধিকার অনন্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মগণ! আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শরণাগন্ন হইয়াই এই উচ্চতর মহত্তর পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছি। সংসারের দুর্দ্দিবসেও সেই প্রেম-শশীর মঙ্গল-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছি। অতএব প্রাণ-পণে যেন সেই জীবন-সর্ব্বস্ব ধনকে নয়নে নয়নে রক্ষা করি, যেন আমরা সেই বিমল-আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সংসারের কণ্টকময় পথে তাঁহারই সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিতে নিযুক্ত থাকি, তাঁহার ইচ্ছা-স্রোতে আমারদিগের বল বুদ্ধি শক্তি সকলি নিয়োগ করত এখানেই, এই পৃথিবীতেই, যেন তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য যোগ নিবদ্ধ করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করি।

হে পরমাত্মন্! আমরা আজ তোমার পূজা করিতে সকল ভ্রাতায় এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিব, এই আশাতে উত্তেজিত হইয়া তো-

মার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। পৃথিবীতে সকল সাধু-সন্নিধানে তোমার অনুপম যশ শ্রবণ করিয়া এই উপাসনা-মন্দিরে তোমার দর্শন-লোলুপ হইয়া আসিয়াছি। তোমার সন্নিধানে ধন মান যশ কিছুরই যাচঞা নাই। কেবল তোমাকে দর্শন করিব, তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখানল নিবারণ করিব, দারিদ্র-দুঃখ চির জীবনের জন্য বিদূরিত করিয়া প্রাণ মন শীতল করিব, এই জন্য, নাথ! আশা ও উদ্যমে উত্তেজিত হইয়া তোমারই সন্নিধানে উপনীত হইয়াছি। তুমি তোমার উৎসাহ জনন প্রফুল্লানন প্রদর্শন করত আমারদিগকে কৃতার্থ কর, আমারদের উৎসব আনন্দের সাফল্য সম্পাদন কর, কায়মনোবাক্যে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৪ শকের চৈত্র ও ১৭৮৫ শকের বৈশাখ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	১৫৯৮৶৴১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৪৭১।৴১৫
	২০৭০।৴১০
ব্যয়	১৭৭৬৶৴১৫
সম্পাদকের হস্তে	২৯৪ ৴১৫

এতদ্ভিন্ন

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	৩৬৶৵
কোং কাগজ	১০০০

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	২৫
" জয়গোপল সেন ব্রাদর্স	২০
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬
" যোগেন্দ্রনাথ সেন	১০
" কাশীনাথ দত্ত	৭
" শ্যামাচরণ সরকার	৬
" কৈলাসচন্দ্র বসু	৫
" কৃষ্ণচন্দ্র দেব	৫
" নৃসিংহ দাস আঢ্য	৪
" ব্রহ্মবাদিনী	৪
" রামকানাই সেন	৪
" শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
" অমৃতলাল গুপ্ত	৩
" মধুসূদন ঘোষ	২৷০
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	২
" প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২
" মণিলাল মল্লিক	২
" মাধবচন্দ্র বশাক	২
" গুরুচরণ মহলানবিষ	২
" কেদারনাথ রায়	২
" বনমালী চন্দ্র	১
" রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল	১
" প্রাণকৃষ্ণ ধর	১
" বেনীমাধব সরকার	১
" গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১
" রাম প্রসাদ সেন	১
" মোহন বিহারী মল্লিক	১
" ভগবতীচরণ দে	১
" ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	১
" দীনবন্ধু গুপ্ত	১
" ভুবনচন্দ্র রায়	১
" অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	১
" তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১
" শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১
" রামদাস দাস	১
" কৃষ্ণধন গুপ্ত	১
" গিরিশচন্দ্র মিত্র	১
" হরগোবিন্দ চৌধুরি	১
অল্প দানের সমষ্টি	২
	১৪৬৷০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপীমোহন ঘোষ	২৪
" যজ্ঞেশ্বর সিংহ	১২
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৮
" দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮
" রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব	৬
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৬
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
" রমাপ্রসাদ রায়	৪
" উপেন্দ্র মোহন ঠাকুর	৪
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	৪
" রামচন্দ্র ঘোষাল	২
" জয়গোপাল সেন	২
" নীলকমল মিত্র	২
	৮৮

এক কালীন দান।

কোন নগরস্থ দেব পরিবার হইতে প্রাপ্ত	৪
" ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	১
	৫

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রামদাস দাস	৫
" বল্লভীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	।০
	৫।০
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৸৵০
	২৪৮৷৵০

৮ শ্রাবণ বৃহস্পতি বার সম্বৎ ১৯২০ কলিগতাব্দ ৪৯৬৪।

একমেবাদ্বিতীয়ং
ষষ্ঠ কল্প প্রথম ভাগ ২৪১ সংখ্যা ভাদ্র ১৭৮৫ শক ষষ্ঠ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে অপরিসীম অনন্তজ্ঞান! কে তোমার স্বরূপ ও মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ! তুমি ইন্দ্রিয়াতীত অদৃষ্ট মহান্। তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বে, পরে এবং এখনও বিদ্যমান আছ। তুমি আপন সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেকেতে যে অনির্ব্বচনীয় চমৎকার শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছ তাহা অতীব রমণীয়! হে অসীমশক্তিমন্! ধন্য তোমার বুদ্ধিবল, ধন্য তোমার শিল্প-কৌশল, ধন্য তোমার কার্য্য! তুমি তোমার মহান্ ভাব প্রত্যেকের হৃদয়ে সমুজ্জ্বল কণকরঞ্জিত অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছ; যে আত্মা পাপ বিকারে মলিন, সেই তোমাকে দেখিতে পায় না। আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হই ইহাই তোমার সতত ইচ্ছা। তুমি সংসারের সুখসেব্য বিষয় পরম্পরায় যে তৃপ্তিসুখ বিধান কর নাই, ইহা কি তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না? তুমি বিষয়সুখশৃঙ্খলে আবদ্ধ না রাখিয়া বিষয়াতীত যে তুমি, তোমাকে অন্বেষণ করিবার যে ক্ষমতা আমারদিগকে প্রদান করিয়াছ, ইহা কি তোমার সামান্য করুণার কার্য্য? হা! তুমি বিষয়সুখে আমাদিগকে সন্তৃপ্ত কর নাই, তথাপি আমরা এ সংসারের অনিত্য বিষয় লইয়া তোমাকে ভুলিয়া থাকি, তোমার সুপ্রসন্ন মুখ-জ্যোতিঃ আমরা দেখিয়াও দেখি না, এবং এক বারও মনে কল্পনা করি না যে তুমি আমারদের চিরকালের ঈশ্বর ও পরম উপজীব্য। হায়! তুমি আমাদিগকে সম্বৎসরকাল,—প্রত্যেক মাস, প্রত্যেক পক্ষ, এবং এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও বিস্মৃত হও নাই, কিন্তু আমরা কি বিমূঢ়! তোমার স্বরূপ ও মহিমা জানিয়াও বিমুগ্ধ রহিয়াছি, তুমি প্রতিক্ষণেই এই অভিপ্রায়ে আমারদিগকে তোমার পথে আকর্ষণ করিতেছ এবং তোমার সুপ্রসন্ন মুখজ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছ, যে কখন্ আমরা তোমাকে গ্রহণ করিব; কিন্তু হায়! আমাদের মন সংসারের কুটিল পথে এমনি সঞ্চরণ করে, যে তোমার মুখজ্যোতিঃ আমরা দেখিয়াও দেখি না। হা! বিষয়কামনার কি মোহিনী শক্তি! যাহা আমাদের কিছুই নহে, তাহাই আমাদের সর্ব্বস্ব, আর যাহা আমাদের সর্ব্বস্ব, তাহা আমাদের নিকট কিছুই বোধ হয় না, ইহা

অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যে জ্ঞানাভাবে এ মনুষ্য দেহ অসার জড়পিণ্ডমাত্র, তাহাতে যদি সেই মঙ্গলময় জ্যোতিষ্মান্ পুরুষের আবির্ভাব না হইল, তবে এ জীবন বৃথা স্বপ্নস্বরূপ, ইহাতে কি ফল সিদ্ধ হইতে পারে? যিনি সেই অবিনাশী পরব্রহ্মকে লাভ করেন, তিনি অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপ্তকাম হয়েন, এবং তিনি আপনার সমুদয় কামনা পরব্রহ্মের সহিত উপভোগ করেন।

হে ভ্রান্ত জীব! তুমি যে সংসারের কুটিল পথে অহর্নিশি বিচরণ করিতেছ, কোন কালে কি তোমার সেই পথ অবরুদ্ধ হইবেক না? তোমাকে কি কোন না কোন সময়ে নিজ কর্ম্ম ফলের পরিচয় দিতে হইবেক না? হে অবোধ পথিক! যৎকালে তোমার অন্তিম কাল উপস্থিত হইবেক, তখন তোমাকে জীবনাশার সমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইবেক; তখন কোথায় তোমার অতুল ধন সম্পত্তি,—কোথায় তোমার মদমত্ত হুঙ্কার ধ্বনি,—কোথার তোমার প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,—কোথায় তোমার বিশ্বজনীন প্রখ্যাত মান সম্ভ্রম রহিবে? তখন একমাত্র ধর্ম্মই তোমার সহায় হইবে। ঐ কালে যখন তুমি মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইবে, তখন তোমার মনোমধ্যে কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে? তৎকালে যদি তোমার মন সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হয়, তবে মৃত্যুর জন্য তোমাকে অসহ্য মনস্তাপ সহ্য করিতে হইবেক, নিজ দুষ্কর্ম্মের জন্য নিরতিশয় অনুশোচনা করিতে হইবেক। বিচেনা করিয়া দেখ, তোমার দুষ্কর্ম্মের ভাগী তুমি ভিন্ন আর অন্য কেহই হইবেক না। তুমি জীবদ্দশায় এ সকল একবারও ভ্রমে চিন্তা করিলে না? তুমি দুর্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া স্বজাতির গৌরব কি একেবারে কলঙ্কিত করিলে? তোমার প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি রহিয়াছে, তবে কেন তাহার মুল ছেদন করিয়া নিজ দুর্গতির ফাঁদ স্বয়ংই সংঘটন করিতেছ? তোমার বুদ্ধির প্রখর ধারে ভীষণাকার পর্ব্বতশ্রেণী শত সহস্র ভাগে খণ্ডিত হইতেছে, একমাত্র মোহজাল ছেদ করিতে তোমার সে অসি কি একেবারে অসমর্থ হইল? পক্ষদ্বয়ের পথ তুমি বুদ্ধিবল প্রভাবে এক দিনের মধ্যে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইতেছ; কিন্তু যিনি তোমার সর্ব্বসুখদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা, যিনি তোমার এত নিকটে, অর্থাৎ হৃদয়ে সর্ব্বদা স্থিতিমান রহিয়াছেন, তুমি এক মুহূর্ত্তও সেই পরমারাধ্য দেবতার প্রতি প্রীতি করিতে সক্ষম হইলে না? তোমার বুদ্ধিবল প্রভাবে পৃথিবীর সকল স্থানের সংবাদ নিমেষের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছ; কিন্তু যাঁহা হইতে তুমি এমন শরীর ও মন প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ প্রকারে অজস্র সুখভোগ করিতেছ, তাঁহাকে জানিতে কি তোমার এত ভার বোধ হইল? একবার তাঁহাকে জানিলে তোমার সকল জ্ঞান সার্থক হইবে এবং অনন্তকাল নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারিবে। অতএব হে অবোধ পথিক! তুমি জ্ঞান দৃষ্টিতে জ্ঞানময়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বীয় আত্মাতে তাঁহার প্রতি প্রীতি বীজ রোপণ করিয়া জীবনের সাফল্য কর। "হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্য জ্ঞান ফলোদয়, নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে"।

হে পরমাত্মন্! আমাদের মনে এমন শক্তি বিধান কর, যাহাতে আমরা এ সংসারের কুটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রতি প্রীতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতারসে অনুরঞ্জিত হইয়া নিত্যকাল তোমার সহবাসের যোগ্য হইতে পারি। তোমার প্রসাদ-বারি

ব্যতীত আমরা কখনই কোন বিষয়ে প্রোৎসাহী হইতে পারি না।—তোমা বিনা আমাদের যে কার্য্যারম্ভ, তাহাতে নিশ্চয়ই বিফল প্রযত্ন। অতএব হে প্রধান উত্তর সাধক! তোমার অনুকম্পা ব্যতীত আমরা কখনই আমাদের মনোগত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব না। এক্ষণে ভক্তি পুষ্প উপচারে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি শুভ বুদ্ধি প্রদান করিয়া আমারদিগের চিরাভিলাষ পরিপূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২৩৯ সংখ্যক পত্রিকার ৫০ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে বেদ সম্বন্ধীয় সূত্র গ্রন্থ সকলের মধ্যে অনুক্রমণী নামক গ্রন্থ সমূহের উল্লেখ করা গিয়াছে। অনুক্রমণী সকল যে বৈদিক সময়ের শেষ রচনা তাহা ইহাদের রচনা প্রণালী এবং তাৎপর্য্য দ্বারাই সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন হয়। অপর বৈদিক ক্রিয়া কলাপ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানাদি বিষয়ক আরও কতিপয় গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের নাম পরিশিষ্ট। এই সকল গ্রন্থ অনুক্রমণী ও অপরাপর সূত্র অপেক্ষাও আধুনিক এবং ইহাদিগের রচনা দেখিলে অনায়াসে বোধ হয় যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ক্রমে হিন্দুসমাজে অনেকাংশে লোপাপত্তি ও অপ্রচলিত হইয়াছিল। পরিশিষ্ট সকলে বৈদিক যজ্ঞাদির পদ্ধতি ও তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। অনেক গুলি পরিশিষ্ট শৌনকাদি সুবিখ্যাত সূত্র গ্রন্থকারদিগের রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা গৃহ্য সূত্রের ভাষ্যে শৌনক মুনি চরণব্যূহ নামক পরিশিষ্ট গ্রন্থের রচনা কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (১)। ছন্দোগ পরিশিষ্ট কাত্যায়নের নামে প্রচলিত (২) এবং অথর্ব্ব পরিশিষ্ট কুশিক নামক অথর্ব্ব সূত্রকার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। অপর অন্যান্য পরিশিষ্ট কাত্যায়ন মুনির মতানুযায়ী বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৩)। প্রায় সকল পরিশিষ্ট গ্রন্থের প্রারম্ভে অথবা শেষে শৌনক এবং কাত্যায়ন মুনির নাম পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট সকল সূত্র গ্রন্থাপেক্ষা সহজ এবং সুললিত ভাষায় ও অধিকাংশ অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত, ইহারা বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থের মধ্য স্থল। সামান্যত পরিশিষ্ট গ্রন্থ অষ্টাদশ সংখ্যক বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা বাস্তবিক অষ্টাদশ অপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক বেদের কতক গুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিশিষ্ট আছে। চরণ ব্যূহ গ্রন্থে যজুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় অষ্টাদশ খানি পরিশিষ্টের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা, ১ম যূপ লক্ষণ—এই গ্রন্থে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় যূপাদি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে; ২য় ছাগ লক্ষণ—ইহাতে যজ্ঞে কোন্ কোন্ পশু বলি রূপে প্রদান করা যাইতে পারে তাহার নিরূপণআছে; ৩য় প্রতিজ্ঞা—ইহাতে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে; ৪র্থ অনুবাক সংখ্যা; ৫ম চরণ ব্যূহ—ইহাতে বৈদিক শাখা ও চরণ সমুদায়ের বিবরণ আছে; ৬ষ্ঠ শ্রাদ্ধকল্প; ৭ম শুল্বিকানি—অর্থাৎ ব্রতাদির বিবরণ; ৮ম পার্ষদ; ৯ম ঋগ্ যজুংসি; ১০ম ইষ্টকা পূরণ; ১১শ প্রবরাধ্যায়—ইহাতে প্রবর ও

(১) তন্নির্ণয়শ্চরণব্যূহে শৌনকেন দর্শিতঃ।

(২) ছন্দোগপরিশিষ্টং কাত্যায়নমুনিকৃতং সামবেদিককর্ম্মবোধকং গোভিলসূত্রানাং পরিশেষশাস্ত্রমিতি স্মৃতিঃ।

(৩) অষ্টাদশ পরিশিষ্টানি তদাদৌ যূপলক্ষণং। চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রবক্ষ্যানি বৃক্ষাণাং পশুভিঃ সহ। নিন্দাপ্রশংসে বক্ষ্যামঃ কাত্যায়নমতাত্তথা॥

গোত্রের বিবরণ আছে (৪) ; ১২শ উক্থ শাস্ত্র ; ১৩শ ক্রতু সংখ্যা—ইহাতে যজ্ঞ সকলের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ১৪শ নিগম পরিশিষ্ট—ইহাতে বেদের কতিপয় দুরূহ শব্দ সকলের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে ; ১৫শ যজ্ঞ পার্শ্ব ; ১৬শ হৌত্রক ; ১৭শ প্রসবোত্থান ; ১৮শ কূর্ম্ম লক্ষণ। পরিশিষ্ট সকল যদিও অপরাপর বৈদিক গ্রন্থের ন্যায় আদরণীয় নহে, তথাপি তাহাতে হিন্দু সমাজের পরিবর্ত্তনের বিশেষ লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। বৈদিক সময়ের প্রারম্ভে বৈদিক ঋষিগণ এক এক বৃহৎ পরিবার মণ্ডলীর স্বামী ও শাসন কর্ত্তা হইয়া স্বীয় আন্তরিক অক্লেশোৎপন্ন স্বাভাবিক ধর্ম্মের ভাব সকল বৈদিক ছন্দে ব্যক্ত করিতেন ; এবং তাঁহাদের অনুচর ও শিষ্যগণ সেই সকল ছন্দ ও সূক্ত শিক্ষা করিয়া যত্ন ও উৎসাহের সহিত সুস্বরে আবৃত্তি করিতেন। তখন তর্ক বিতর্কের নাম মাত্র ছিল না, সংশয়ের নাম মাত্র ছিল না। বৈদিক সূক্ত সকলে পূর্ব্বতন ঋষিদিগের স্বভাবজ প্রবল ও সরল ভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ খণ্ডে বৈদিক ক্রিয়া কলাপের অর্থ ও পরিচয় এবং বেদের তাৎপর্য্য ঘটিত তর্ক বিতর্ক অতি বাহুল্য রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সূত্র কল্পে বেদের অর্থ অনেকাংশে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্ম্মের জীবন্ত ভাব লোপাপত্তি হইয়াছিল। যাহাতে বেদার্থ সহজে বোধ গম্য হয় যাহাতে বৈদিক ক্রিয়া কলাপ স্বল্পায়াসে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং সংক্ষেপে সুসিদ্ধ হয় তাহারই নিমিত্ত বিভিন্ন সূত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সূত্র কল্পে বিস্তীর্ণ বেদ শাস্ত্রের আলোচনা ও অধ্যয়ন ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল এবং ধর্ম্ম বিষয়ক স্বাধীন তর্কেরও আরম্ভ হইয়াছিল সুতরাং পরিশিষ্টাদি গ্রন্থে বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের ও বৈদিক মতের যৌক্তিকতা বিষয়ে স্থানে স্থানে লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক বৈদিক সময়ের পরেই মত-বিষয়ক স্বাধীনতার অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল, দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা বিশেষ রূপে প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বেদই হিন্দুদিগের সকল জ্ঞানের ও সকল সত্যের আকর ছিল। কেহই বেদার্থের বিপরীত কোন তর্ক কোন মত ধারণ বা প্রচার করিতে সাহস করিত না ; সকল তর্ক সকল মত পরিশেষে বেদের সহিত ঐক্য ও সামঞ্জস্য হইবেক সকল বিচার বেদের অনুমোদিত হইবেক, ইহাই সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বেদকে লঙ্ঘন করিয়া কোন কথা কহা একেবারে নাস্তিকতার শেষ বলিয়া পরিগণিত হইত, এই রূপে শ্রুতির সর্ব্ব প্রাধান্য ও অভ্রান্ত ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে জন-সমাজে ধর্ম্ম বিষয়ক তর্কের স্রোত এক কালীন মন্দীভুত হইয়াছিল। এ দিকে বেদ পাঠও ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল, বেদের অর্থ সকল সংগ্রহ করা সাতিশয় আয়াস সাধ্য কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল, বৈদিক যজ্ঞাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং সমস্ত কর্ম্ম কাণ্ড বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্রাবশিষ্ট হইয়াছিল। সকল জনপদেই ধর্ম্মের এ প্রকার নির্জীব ভাব হইলে প্রায় এক একটি ধর্ম্ম বিষয়ক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় ; হিন্দু সমাজেও তাহা হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রকাশক অলোক-সামান্য বুদ্ধি বল বিশিষ্ট

(৪) প্রবরাধ্যায়ের সহিত গোত্র নির্ণয় নামক আর এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ সংযুক্ত দেখা যায়। সপ্ত প্রধান প্রবরের নাম যথা ভৃগু, অঙ্গির, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি এবং অগস্তি। এবং গোত্রকারীদিগের নাম যথা।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজোবিশ্বামিত্রোঽত্রিগৌতমৌ।
বশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্যামুনয়োগোত্রকারিণঃ ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রানি মন্যতে।

শাক্য মুনি উদিত হইয়া সর্ব্ব-প্রথমে বেদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং পশু হিংসাদি বৈদিক মতের নিন্দা করিয়া তাহার অযৌক্তিকতা ও অমূলকত্ব প্রদর্শন করিলেন, এবং বেদকে মানব-রচিত গ্রন্থ বলিয়া পরিচয় দিলেন, লোকে শাক্য মুনির নূতন মত ও নূতন যুক্তি সকল শুনিয়া বিস্ময় রসে অভিভূত হইল, তাহারা পূর্ব্বে শাস্ত্রের অনুসাশনে বুদ্ধির পরিচালন ও তর্ককে একেবারে পরিহার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা শাক্য প্রদর্শিত ধর্ম্ম বিষয়ক তত্ত্ব সকল অনুসন্ধানে নূতন স্ফূর্ত্তির সহিত প্রবৃত্ত হইল। বৌদ্ধ মত অনিল প্রবৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় প্রচার হইতে লাগিল এবং প্রশান্ত ভারত ভূমি ধর্ম্ম যুদ্ধের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। বৌদ্ধগণ অল্প কাল মধ্যে প্রবল হইয়া ভারত বর্ষময় আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিল এবং মগধাধিপতি অশোক রাজার রাজত্ব কালে হিন্দুস্থানের অধিকাংশই বৌদ্ধ মতাক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধদিগের এই রূপ প্রাদুর্ভাব অধিক কাল রহিল না। ব্রাহ্মণগণ পুনরায় উত্থিত হইল, আপনাদিগের বল বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনরায় সনাতন বেদ শাস্ত্রের অবমানন কারীদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। তাহারা দেশ বিদেশ গমন করিয়া হিন্দু রাজগণকে উত্তেজিত করিল এবং বৌদ্ধদিগের সহিত ধর্ম্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইল। এই গুরুতর ব্যাপারে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের বহুতর সৎকীর্ত্তি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইনি একাকী উদাসীন হইয়া দেশ দেশান্তর গমন পূর্ব্বক স্বীয় ক্ষুরধারবৎ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-শক্তি অসামান্য জ্ঞান ও বেদ পারগতা সহকারে বৌদ্ধদিগকে বিচারে সর্ব্বত্র পরাস্ত করিয়া দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন, এই রূপে ব্রাহ্মণদিগের নিকট তর্কে পরাস্ত এবং রাজন্যগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিল এবং তাহারা অপরাপর দেশে গমন করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরা ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তথাপি বৌদ্ধ মত তাহাদের সহিত একেবারে তাড়িত হয় নাই, প্রত্যুত তাহা অনেকাংশে দৃঢ় রূপে এতদ্দেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল। শাক্য মুনি নির্ব্বাণ মুক্তি বিষয়ক যে সকল মত প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই দর্শন শাস্ত্রকারেরা অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক উপরোক্ত বিবরণে বৈদিক সময়ের পরবর্ত্তি যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ আভাষ মাত্র প্রদত্ত হইল, বৌদ্ধদিগের ইতিহাস লেখা এস্থলে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে আমরা বৈদিক সময়ের আচার ব্যবহার বিষয়ক কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্ব্বে বৈদিক গ্রন্থ ও ইতিহাস সংক্রান্ত যাহা কিছু উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা হইতে বৈদিক সময়ের আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারিবেক।

আর্য্যগণ প্রথমে হিন্দুকুষ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া সপ্ত সিন্ধু প্রবাহিত ভারতবর্ষের প্রশস্ত উর্ব্বরা ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া ভারতবর্ষের আদিম বাসী বর্ব্বর জাতিদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। বেদে এই সকল বর্ব্বর জাতি দস্যু অসুর ও রক্ষ নামে উক্ত হইয়াছে। আর্য্যগণ প্রতি পদে ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ক্রমে আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল (৫) এই হেতু বেদের প্রাচীন

(৫) সম্পূষন্নধ্বনস্তিরব্যংহোবিমুচোনপাৎ। সক্ষা দেব প্রণস্পুরঃ।
হে জগৎ পালক! পৃথিব্যভিমানী পুষা দেবতা। মার্গ

সূক্ত. সকলের অধিকাংশই এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহের কথায় পরিপূর্ণ দেখা যায়। ঋষিগণ দস্যুদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাগণকে আহ্বান করিতেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া উল্লাস চিত্তে সোম রস পান করিয়া ইন্দ্রের স্তুতিবাদ করিতেন। সংগ্রাম কালীন আর্য্যগণ বীর্য্যবন্ত অশ্ব যোজিত যুদ্ধযানে আরোহণ করিয়া লৌহ নির্ম্মিত বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইত। বেদে নানা স্থানে লৌহ কবচ সুতীক্ষ্ন অসি এবং উরস্ত্রাণ, ভল্ল ও তীর ইত্যাদি শস্ত্রের এবং নানাবিধ যুদ্ধ যানের উল্লেখ দেখা যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—চতুর্থ আদেশ।

১৭৮৩ শকের ৩শ্রাবণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা-ভবন্তি।

এই ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া আমরা আমারদের আত্মার অন্তরাত্মাকে দর্শন করিবার অভ্যাস করিয়াছি। বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-সকলকে নিবৃত্ত করিয়া এখানে আমরা বারংবার সেই অন্তরতম প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি; আন্তরিক প্রীতি দিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছি। আমারদের নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে আমাদের প্রিয়তমের পূজার সঙ্গে বাহ্য আড়ম্বরের কোন যোগ নাই। আমরা অন্তরেই সেই অন্তরতর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়া ধন্য হইয়াছি যখন অদ্য এখান হইতে তোমারদিগকে পুনর্ব্বার বলি যে শান্ত দান্ত উপরত সমাহিত হইয়া প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অন্তরে দেখ, তখন তাহা আর তোমাদের তত কষ্ট-সাধ্য বোধ হয় না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন সহজে চলিতেছে, ঈশ্বরও সেই প্রকার আমাদের অন্তরে আসিয়া মুহুর্মুহুঃ সাক্ষাৎ দিতেছেন, আবার সেখান হইতে তাঁহার শুভ্র জ্যোতি পৃথিবীতে বিকীর্ণ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। এক বার নিমীলিত নয়নে আত্মার নিভৃত নিলয়ে, সুরম্য নিকেতনে, প্রিয়তমের দর্শন পাইতেছি—আবার পরক্ষণে নেত্র উন্মীলন করিয়া এই জগতীতলে তাঁহার মঙ্গল কিরণ বিকীর্ণ দেখিতেছি। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম—আমাদের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ পূজা আমরা শিক্ষা করিয়াছি। যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি; সেই রূপ অন্তরে পরমেশ্বরকে দেখিয়া, আবার জগৎ সংসারে তাঁহার প্রভা বিকীর্ণ দেখিয়া আত্মার জীবন পরিপালন করিতেছি। যখন এই ব্রাহ্ম সমাজের পবিত্র বেদীতে আসীন হইয়া সদ্ভাবে সাধুভাবে ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মদিগকে বলি যে হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখ তখন তাহা সহজ কথার ন্যায় বোধ হয়। এইক্ষণে শরীর-পিঞ্জরে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তোমাদের আত্মাকে দেখ। শরীরের যে উত্তাপ ও সেই উত্তাপের সাধন যে অনল, জল, বায়ু, তাহার সঙ্গে আত্মার অতি অস্থায়ী পার্থিব সম্বন্ধ। আকাশ—যাহা শরীরের অবলম্বন, যাহা সমুদায় জগতের অবলম্বন, তার সঙ্গে আত্মার তো কিছুই যোগ নাই। আত্মার

হইতে আমাদিগকে অভীষ্ট স্থানে গমন করাও। বিঘ্ন কারণ পাপের বিনাশ কর, আমাদিগের অগ্রে গমন কর।

যোনঃ পূষন্নঘোবৃকোদুঃশেব আদিদেশতি। অপস্মতং পথোজহি।

হিংসক ধনাপহর্ত্তা দুরারাধ্য যে শক্র আমাদিগকে এই পথ দ্বারা গমন করিতে নিষেধ করে, হে পূষা দেবতা! তুমি সেই শক্রকে মার্গ হইতে অবশ্য অপাকরণ কর।

যোগ পরমাত্মারই সঙ্গে; আত্মার পরমাকাশ সেই পরমেশ্বর। তিনিই তাহার আশ্রয় ভুমি। তিনিই তাহার নির্ভরের স্থান। আত্মাকে দেখ—সেই আশ্রিত পরিমিত ক্ষুদ্র আত্মা, যাকে আমি বলিয়া জানিতেছ—যাহা চক্ষু নয়, কর্ণ নয়, জিহ্বা নয় কিন্তু চক্ষু কর্ণ জিহ্বাদি সকল অঙ্গের যে নিয়ন্তা—সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ কর। এই শরীর তাহার গৃহের ন্যায়, এই সকল ইন্দ্রিয় দাসের ন্যায় তাহার পরিচারণায় নিযুক্ত আছে। জড় জগতের অতীত যে সেই স্বাধীন—স্বাধীন অথচ পরিমিত আত্মা, তাহার আশ্রয় ভুমি কোথায়? আত্মার আশ্রয় সেই পরমাত্মা। ফল যেমন বৃক্ষের বৃন্তকে অবলম্বন করিয়া আছে—জড় যেমন আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে, আত্মা সেই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া আলম্বিত রহিয়াছে। এই শরীর ধারণ করিয়া আমরা পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সমান হইয়াছি; কিন্তু স্বাধীন আত্মার সেই অনন্তের সঙ্গে, অমৃতের সঙ্গে, যোগ, রহিয়াছে। যেমন বাস-বৃক্ষে পক্ষী-সকল বাস করে, জীবাত্মা সেই রূপ পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। শরীর আমারদের কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে। শরীর পড়িয়া থাকিবে, আত্মা আপন আলয়ে গমন করিবে। ধূলিময় নশ্বর শরীর—তাহার সঙ্গে অবিনশ্বর আত্মার যোগ। শরীর যে ধূলি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ধূলির সহিত পুনর্ব্বার মিশ্রিত হইবে; আত্মা সেই পরম স্থান পরমেশ্বরেতেই থাকিবে। 'যথা অহিনির্লয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতে এবং ইদং শরীরং শেতে' বল্মীকের উপরে যেমন সর্পের নির্ম্মোক পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, এই মর্ত্ত্য পৃথিবীতে সেই রূপ মৃত শরীর পড়িয়া থাকিবে; আত্মা নব জীবন পাইয়া অন্য আকাশে উদয় হইবে। ঈশ্বরই তাহার পরম গতি, পরম কারণ। সেই করুণাময় পিতা, করুণাময় পাতা, এই পৃথিবীতে শরীরের মধ্যে আত্মাকে পোষণ করিতেছেন। যেমন এখানে ভুমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে শিশুকে তিনি গর্ভ-কোষের মধ্যে রাখিয়া পোষণ করেন, স্বর্গস্থ হইবার পূর্ব্বে সেই রূপ তিনি আত্মাকে এই পৃথিবীতে পালন করিতেছেন। এখানে যাহাতে আত্মাকে বলিষ্ঠ করিয়া, ধর্ম্ম-জীবিকার পথে বিচরণ করিয়া, পবিত্র হই—ধর্ম্মের দ্বারা হৃদয়কে মধুময় করি—অমৃতময়ের সঙ্গে থাকিয়া অমৃতময় হই; এই উদ্দেশে পৃথিবীতে আমারদিগকে স্থাপন করিলেন! তিনি সংসারকে সুখ দুঃখের আলয় করিলেন, ধর্ম্মকে সহায় করিয়া দিলেন, স্বয়ং আমারদের নেতা হইলেন, যে আমরা সমুদায় সংসারকে জয় করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিব, তিনি আলিঙ্গন দিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ করিবেন। তিনি আত্মাকে যে অবস্থায় আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও উন্নত করিয়া পুনর্ব্বার তাহা তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিতে হইবে। পক্ষি-শাবকদিগের যখন পক্ষ হয় নাই, তখন মাতা তাহারদিগকে কি রূপ যত্নে লালন পালন করে। আত্মা এখন তাহার নীড়ে রহিয়াছে, সেই জগন্মাতার ক্রোড়-নীড়ে বাস করিতেছে—তাঁহার পক্ষের ছায়াতে থাকিয়া পরিপালিত হইতেছে, এখনো তার তেমন মুক্ত ভাব হয় নাই—তাঁর যত্নে রক্ষিত পালিত পোষিত হইয়া যখনি সঞ্চরণ করিতে শিখিবে, তখনি মুক্ত হইয়া তাঁরই আনন্দ-আকাশে বিচরণ করিবে—উচ্চ হইতে উচ্চতর দেশে, দেব-লোক হইতে দেব-লোকে, আরোহণ করিয়া সেই দীপ্যমান সূর্য্যের সূর্য্য মহানজ আত্মার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। দেখ, ঈশ্বরের কি

করুণা! তিনি আমারদিগকে ধূলি হইতে উৎপন্ন করিয়া ধূলির সঙ্গে একত্রে রাখিয়া, অনন্ত জীবনের অনন্ত উন্নতি প্রদান করিলেন। হা! আমরা কি প্রকারে কৃতজ্ঞ হইব। আমরা ধূলিময় পিঞ্জর-নিবাসী ক্ষুদ্র জীব হইয়া অমৃতের অধিকারী হইয়াছি। আর আর সকলে আপন আপন কৃত্য সমাপন করিয়া চলিয়া যায়। যে সুরম্য শতদল পদ্ম স্বীয় সৌরভ ও লাবণ্য বিস্তার করিয়া জলেতে জ্যোৎস্না-রূপে পূর্ণ যৌবনে বিরাজ করিতেছিল, হা! পর ক্ষণে তাহা জল-বিম্বের ন্যায় জলসাৎ হইয়া গেল, কুত্রাপি তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না! শরীরও এই প্রকার ধূলিসাৎ হইবে—জল জলেতে, বায়ু বায়ুতে, মৃত্তিকা মৃত্তিকাতে মিশাইয়া যাইবে। অবিনশ্বর আত্মা নব জীবন পাইয়া নব লোকে গিয়া উদয় হইবে।

যে আত্মা ব্রত-পরায়ণ হইয়া, পুণ্যেতে পবিত্র হইয়া, সেই পরম স্থান অন্বেষণ করে, যেখানে মোহ শোক, পাপ তাপ, জর্জ্জরিত হয়; সে আত্মার যত্ন কখন বিফল হয় না। কেন না ঈশ্বরেরও এই অভিপ্রায়। যে ব্যক্তি জীবন-সহায়কে আপন ইচ্ছাতে জীবন সমর্পণ করিতে চাহে, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না তো আর কাহার হইবে? তাহার যাহা ইচ্ছা, প্রিয়তম ঈশ্বরেরও তাহাই ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা এই যে আমরা পবিত্র হইয়া তাঁহার নিকটে যাই। আমরা যদি আপনারাই তাঁর নিকটে যাইতে চাহি, তবে তো তিনি আনন্দে আমারদিগকে আলিঙ্গন করিবেনই। আমরা তাঁর শুভাভিপ্রায়ে যোগ দিয়া চলিলে শত সহস্র বিপত্তি কি আমারদিগকে বাধা দিতে পারে? বরং সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইলে তাহাকে বাধা দিয়া নিবারণ করা যায়, আমরা তাঁহার পথে দাঁড়াইলে কেহই আমারদিগকে বাধা দিতে পারে না। যখন আমরা মনে কুটিল কামনাকে স্থান দিই, যখন স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতে যাই. তখনই বিঘ্ন আইসে, ব্যাঘাত আইসে—তখন বিষাদ-জরায় জীর্ণ হই; শরীর তখন রোগ-গ্রস্ত হয়, মন পাপগ্রস্ত হয়, আত্মার স্ফূর্ত্তি নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যখন সত্যকে সহায় করিয়া, ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া দণ্ডায়মান হই; তখন শরীর হৃষ্ট হয়, চক্ষু প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হয়, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকে—দেব-ভাব-সকল প্রফুল্লিত হয়—তাহার সুগন্ধ-সমীরণে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতে থাকে; দেবতারাও তাহা গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। আমরা যেমন সাধু লোককে দেখিলে আনন্দিত হই, ঈশ্বর আমাদের সাধু ভাব দেখিলে সেই রূপ প্রীত হন। আমরা ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়া, প্রীতিতে পবিত্র হইয়া, হৃদয়-থাল-ভার ভক্তি-পুষ্প-হার হস্তে লইয়া, কখন্ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই, কখন্ তিনি আমারদিগকে আলিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করেন; তাহার জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। আত্মার প্রাণ সেই জীবন-দাতার হস্তে সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে। মাতৃ ক্রোড়ে দুর্ব্বল শিশুরা যেমন পরিপালিত হয়, আমরা তেমনি সেই মাতার ক্রোড়ে পরিপালিত হইতেছি; আমরা তাঁরই পক্ষের ছায়াতে বাস করিতেছি, তাঁর আনন্দ-সমীরণে সঞ্চরণ করিতেছি। আমরা চির কালই তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিব। সেই অমৃতের সঙ্গে অমৃত-ভোজী হইয়া চির দিন তাঁহার আনন্দ-নেত্রের সম্মুখে থাকিব। আমাদের আশার অন্ত নাই, আমাদের মৃত্যুতে ভয় নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা আমারদের মঙ্গলেরই জন্য এবং পরে যাহা করিবেন, তাহা গ্রহণ করিতে আমরা এখনি প্রস্তুত।

আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, আমরা তাঁহারই থাকিব। আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের নিকটে এই উন্নত আশা ধারণ করিতেছেন, এই আশাতে সকলে বলীয়ান্ হও। অমৃত-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যু-ভয় হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হও। শ্রবণ কর—ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—“এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরমআনন্দঃ।” হে পরমাত্মন্! তুমিই আমারদের গতি, তুমিই পরম সম্পদ্, তুমিই পরম লোক, তুমিই পরমানন্দ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রাতঃকালের প্রাথনা।

হে জগদীশ্বর! তোমার প্রসাদে গত রজনী আমার নির্ব্বিঘ্নে গত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রজনী গাঢ় নিদ্রার পর নব দিবসের নবীন মনোহর ভাব দেখিয়া মনে অপরিসীম অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব হইতেছে! যে দিকে নেত্রপাত করিতেছি, সেই দিকে কেবল তোমারই অনন্ত মহিমার চিহ্ন সকল দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বদিক্ হইতে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সূর্য্য ক্রমে ক্রমে উদয় হইয়া বসুমতীকে কি চমৎকার রূপে আলোকময় করিতেছে, মন্দ মন্দ সুশীতল সমীরণ সুগন্ধ সহকারে চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া জীব জন্তুদিগের কি অপর্য্যাপ্ত সুখ বিধান করিতেছে, শ্যামবর্ণ নবদূর্ব্বাদলোপরি মুক্তা-বলির ন্যায় শিশিরবিন্দু সকল বিরাজমান হইয়া কি অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে, নানাজাতীয় পক্ষিগণ শ্রবণমধুরস্বরে গান করিয়া মনুষ্যদিগের মন কেমন আশ্চর্য্য রূপে হরণ করিতেছে, মধু-পানাভিলাষী পুঞ্জ পুঞ্জ মধুকরগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পোপরি উপবিষ্ট হইয়া কেমন চমৎকার গুনগুন-স্বরে গান করিতেছে, সমস্ত জীব জন্তুগণ চকিতভাবে গাত্রোত্থান করিয়া কেমন আনন্দ জনক কলকল ধ্বনিতে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ করিতেছে। হে করুণানিধান! গত রজনীতে যদি তোমার কৃপায় আমার জীবন সুরক্ষিত না হইত, তাহা হইলে এই প্রভাত সময়ে আমি এই নব দিবসের মুখাবলোকন করিয়া যে বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছি, তাহাতে বঞ্চিত থাকিতাম। তুমি আমার সৃজনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা এবং সর্ব্বসুখপ্রদাতা। যদি তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সৃজন এবং রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমি এই পরমাদ্ভুত বিশ্বসংসার অবলোকন করিতে পারিতাম না, এবং ক্ষণকাল জীবিত থাকিয়া কোন প্রকার সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতাম না। হে দয়াময় পরম পিতা! তোমার এই সকল অজস্র দয়ার নিমিত্ত শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি রূপ নানাবর্ণের বিকসিত কৃতজ্ঞতা-পুষ্প তোমার পরমপূজ্য চরণে অর্পণ করিতেছি। কৃপা করিয়া আমার এই কৃতজ্ঞতা পুষ্প গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।

হে পরমেশ্বর! সূর্য্যোদয়ে যেমন পৃথিবীর অন্ধকার দূর হইতেছে, তোমার মঙ্গল জ্যোতিঃ-প্রভাবে আমার মানসান্ধকার তেমনি দূর হউক। সূর্য্যের প্রভাব যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে, আমার হৃদয়ে তোমার মঙ্গল জ্যোতিঃ তেমনি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকুক। সমস্ত দিবসের মধ্যে যে সকল সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, তোমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন সে সকল কার্য্য সম্পন্ন করি। কোন কার্য্যে এবং কোন চিন্তায় যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই। সংসারের মোহিনী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া যেন কোন

প্রকার পাপপঙ্কে নিমগ্ন না হই। ধনার্জ্জনে বা বিষয় বাসনায় আসক্ত হইয়া সত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া যেন প্রবঞ্চনা প্রতারণা প্রভৃতি কুকর্ম্ম না করি। পর সুখে কাতর হইয়া যেন আমি কাহারো হিংসা দ্বেষ এবং নিন্দা না করি। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী পুত্র কন্যা, এবং বন্ধু বান্ধব ভৃত্য প্রভৃতি কাহারো সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে প্রবৃত্ত না হই। সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া যেন সকলকেই যথোপযুক্ত সুখী করিতে পারি। কি আত্মীয় পরিজনের প্রতি, কি প্রতিবাসীদিগের প্রতি, কি তোমার প্রতি আমার প্রত্যহ যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করা উচিত, তাহাতে যেন আমি পরাঙ্মুখ না হই। অপ্রতিহতচিত্তে যেন আমি আমার সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারি। ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায় সহকারে যেন আমি সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারগ হই; এবং ভবসিন্ধুর নৈরাশ তরঙ্গে আলোড়িত হইলে উদ্ধারের নিমিত্ত তোমাকে যেন ভেলা স্বরূপ অবলম্বন করিতে পারি। হে পরমাত্মন্! এক্ষণে সমস্ত দিবসের নিমিত্ত তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। প্রতি দিন যাহাতে আমি তোমার প্রতি এই রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার সহবাস জনিত বিমলানন্দ লাভ করিতে পারি, এমন ক্ষমতা এবং শুভ বুদ্ধি আমাকে প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কামন্দকীয় নীতিসার।

ষষ্ঠ সর্গ।

লৌকিক বিষয়ে ও বেদে সুনিপুণ, সুনিপুণ পরিবারে পরিবৃত ও লোকের সমাদর ভাজন হইয়া বাহ্য ও আভ্যন্তর রাজ্য চিন্তা করিবেন। শরীরের অভ্যন্তর ও রাষ্ট্রকে বাহ্য রাজ্য বলে; কিন্তু পরস্পর আধার সম্বন্ধ নিবন্ধন উভয়কেই এক বলা যায়, রাষ্ট্র হইতেই সমুদয় রাজ্যাঙ্গের উৎপত্তি হয়; অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করিবেন। প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত রাজা আত্ম শরীরকে রক্ষা করিবেন; রাজার শরীরই শরণ, ধাম ও ধর্ম্ম সাধনের হেতু। ঋষি তুল্য রাজাগণ ধর্ম্মানুগত হিংসা করিতেন; অতএব অসাধু পাপিষ্ঠ গণকে হনন করিলে পাপ ভাগী হইবেন না। রাজা ধর্ম্ম রক্ষায় তৎপর হইবেন, ধর্ম্মত অর্থ বর্দ্ধন করিবেন, এবং যে যে প্রজা বিঘ্ন উৎপন্ন করে, তাহাদিগকে শাসন করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ আর্য্য লোকে যে কার্য্যের প্রশংসা করেন, তাহাই ধর্ম্ম, এবং যে কার্য্যের নিন্দা করেন, তাহাই অধর্ম্ম। রাজা ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত সাধুগণের শাসনে অনুরক্ত হইবেন এবং প্রজাগণকে রক্ষা ও শত্রুগণকে সংহার করিবেন। যে সকল পাপাত্মা রাজবল্লভ রাজ্যের বিঘ্ন উৎপত্তি করে, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ থাকুক বা সংহতই থাকুক, তাহারা দূষ্য বলিয়া উক্ত হয়; লোকে প্রকাশ্য রূপেই হউক, অপ্রকাশ্য রূপেই হউক, যে দূষ্যের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকে, রাজা তাহাকে উপাংশু দণ্ডে সংহার (গুপ্ত বধ) করিবেন। রাজা দূষ্য ব্যক্তিকে দর্শনের নিমিত্ত নির্জনে আহ্বান করিবেন; কতকগুলি মনুষ্য গোপনে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ প্রবেশ করিবে, তাহারা বিশ্বস্ত হইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলে দ্বারবান্ তাহাদিগের নিকট অনুসন্ধান করিবে; তখন তাহারা স্পষ্টাক্ষরে কহিবে, আমরা ঐ ব্যক্তির (দূষ্য ব্যক্তির) নিয়োজিত। প্রজাগণের উন্নতির নিমিত্ত দূষ্য গণকে এই রূপে দূষিত করিয়া শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক রাজা শল্য উদ্ধৃত করিবেন। যেমন সূক্ষ্ম অংকুর পরিপুষ্ট ও রক্ষিত হইলে যথাকালে ফল প্রদান করে, প্রজাগণও তদ্রূপ। তীক্ষ্ণ দণ্ডে উদ্বেগ জন্মে ও মৃদু দণ্ডে অকিঞ্চিৎকর হয়; এই নিমিত্ত পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড প্রণয়ন করিবেন।

সপ্তম সর্গ।

রাজা প্রজার ও আপনার কল্যাণের নিমিত্ত পুত্রকে রক্ষা করিবেন; অরক্ষিত পুত্রগণ অর্থলোলুপ হইয়া রাজাকে সংহার করিতে পারে। নিরঙ্কুশ মাতঙ্গ সদৃশ মদোন্মত্ত অভিমানী রাজপুত্রগণ ভ্রাতা বা পিতাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। মদমত্ত রাজপুত্রগণ ইতস্তত যে রাজ্যের প্রার্থনা করেন, আর ব্যাঘ্রগণ যে আমিষের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে সে উভয়কে রক্ষা করা কঠিন। রক্ষা

করিবার সময় রাজপুত্রগণ যদি রক্ষিতার কোন ছিদ্র পায় তাহা হইলে সিংহ শাবকের ন্যায় নিঃসংশয় তাঁহাকে সংহার করে। রাজা ভৃত্য দ্বারা পুত্রগণকে বিনীত করিবেন, অবিনীত কুমার অতি শীঘ্র কুলনাশ করে। বিনয় সম্পন্ন ঔরস পুত্রকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, অবশিষ্ট পুত্রগণকে দুষ্ট গজের ন্যায় সুখ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিবেন। দুর্ব্বৃত্ত রাজ পুত্রকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়; পরিত্যক্ত রাজপুত্র ক্লেশিত হইয়া শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়া পিতাকে বিনষ্ট করে।

রাজপুত্র দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইলে দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষ দ্বারা তাহাকে এই রূপ ক্লেশিত করিবেন যাহাতে তাহার তদবস্থা তাহার পিতার গোচর হইতে পারে।

যান, শয্যা, আসন, পান, ভোজ্য, বস্ত্র ও ভূষণে রাজা সর্ব্বত্রই অপ্রমত্ত হইবেন এবং বিষ দূষিত ঐ সমুদায় পরিত্যাগ করিবেন। বিষঘ্ন জলে স্নান, বিষঘ্ন মণি পরিধান ও বিষজ্ঞ ভিষকগণে পরিবৃত হইয়া সমুদয় পরীক্ষা করিয়া আহার করিবেন।

ভৃঙ্গরাজ, শুক ও শারিকা বিষ সর্প দর্শন করিলেই অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া চীৎকার করে। বিষ দর্শনে চকোরের নয়ন দ্বয় বিবর্ণ হইয়া যায়; বক অত্যন্ত মত্ত হইয়া উঠে, কোকিল মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ও জীব মাত্রেরই গ্লানি জন্মে। এই সকলের অন্যতম দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ভোজন করিবেন। ময়ূর ও এক শৃঙ্গ মৃগের নিকটে সর্পগণ থাকিতে পারে না; অতএব ঐ উভয়কে স্বভবনে প্রতি নিয়ত পরিত্যাগ করিয়া রাখিবেন। ভোজ্য অন্ন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্রে অগ্নিতে ও পক্ষিগণকে প্রদান করিয়া তাহাদিগের লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিবেন, যদি অন্নে বিষ থাকে, তাহা হইলে অগ্নি হইতে ধূমশিখা নীলবর্ণ হয় ও তাহা হইতে এক প্রকার শব্দ উন্নত হইবে; এবং পক্ষিগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। বিষদিগ্ধ অন্ন গলিত হয় না, তাহাতে মাদকতা শক্তি উৎপন্ন হয়; তাহা আশু শীতল ও বিবর্ণ হইয়া যায়; এবং তাহা হইতে নীলোজ্জ্বল বাষ্প উত্থিত হয়। বিষদিগ্ধ ব্যঞ্জন আশু শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার ক্বাথে শ্যামবর্ণ ফেণ উৎপন্ন হয়, এবং তাহার গন্ধ, স্পর্শ ও রস বিকৃত হইয়া যায়। বিষ দূষিত দ্রব পদার্থে ছায়া মাত্র তাহা অপেক্ষা অল্প বা অধিক একটি ঊর্দ্ধ রেখা ও ফেণ মণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিষ দূষিত হইলে ইক্ষু প্রভৃতির রসে নীলবর্ণ, দুগ্ধে তাম্রবর্ণ মদ্যে কোকিল বর্ণ, ও জলে শ্যাম বর্ণ সরন্ধ্র ঊর্দ্ধগত রেখা উৎপন্ন হয়। বিষ দূষিত হইলে আর্দ্র বস্তু তৎক্ষণাৎ ম্লান ও শ্যাম বর্ণ হইয়া যায়; পাক ব্যতিরেকে নীলবর্ণ ক্বাথ বিনির্গত হয়। শুষ্ক বস্তু বিষদিগ্ধ হইলে বিশীর্ণ ও আশু বিবর্ণ হয়, খর বস্তু মৃদু হয় ও মৃদু বস্তু খর হয়, প্রাবার ও আস্তরণ মলিন মণ্ডলাকার রেখায় আকীর্ণ হয়, সূত্র, পক্ষ্ম, ও লোম বিনষ্ট হইয়া যায়। লৌহ ও মণি মলিন হয়, ও তাহার তেজ স্নিগ্ধতা, গুরুত্ব, বর্ণ ও স্পর্শ বিনষ্ট হয়।

যাহারা বিষ প্রদান করে, তাহাদিগের মুখ শুষ্ক ও শ্যাম বর্ণ হয়, বাক্য ভঙ্গ, মুহুর্মুহু জৃম্ভন পদস্খলন, কম্প, স্বেদ, উদ্বেগ ও ইতস্তত দৃষ্টি পাত হইয়া থাকে, তাহারা স্বীয় গৃহে ও স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে না। নিপুণ ব্যক্তি বিষদায়ীগণের এই সকল লক্ষণ নিরীক্ষণ করিবেন। সর্ব্ব প্রকার ঔষধ, পাকীয় দ্রব্য, ও ভোজন সামগ্রী যাহারা প্রস্তুত করিয়াছে তাহাদিগকে আস্বাদন করাইয়া পশ্চাৎ ভোজন করিবে। পরিচারিকাগণ অলংকার প্রভৃতি সমুদায় বস্তু সুন্দর রূপে পরীক্ষিত ও মুদ্রিত করাইয়া রাজাকে প্রদান করিবেন। অন্যের নিকট হইতে যাহা কিছু আসিবে, তাহাও পরীক্ষা করাইবে, রক্ষিগণ সর্ব্বদাই স্বপক্ষ ও বিপক্ষ হইতে রক্ষা করিবে। পরীক্ষিত ব্যক্তির প্রদত্ত পরীক্ষিত যান ও বাহনে আরোহণ করিবেন, অজ্ঞাত ও সংকট পথে গমন করিবেন না, যে ব্যক্তি রাজার অদৃষ্ট কর্ম্ম দর্শন করে, বিশ্বস্ত ও বংশ ক্রমাগত হয়, এবং যাহাকে জীবিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী করিবেন। অধার্ম্মিক ক্রূর, দুষ্ট দোষী পরিত্যক্ত, ও শত্রুগণের নিকট হইতে সমাগত ব্যক্তিদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। যে নৌকা মহা বায়ুতে কম্পিত হয়; যাহার নাবিকগণের পরীক্ষা করা হয় নাই এবং অন্য নৌকায় যাহার বাধা জন্মে ও যাহা জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আরোহণ করিবেন না। গ্রীষ্ম কারণ আত্ম সৈন্যগণকে তটে অবস্থাপিত ও কুম্ভীরাদিকে দূরীকৃত করিয়া স্বয়ং নিরীক্ষণ করিতে করিতে সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে বিশুদ্ধ জলে অবগাহন করিবেন। গহন বন পরিত্যাগ করিবেন, বহিরুদ্যানে গমন করিয়া বয়োনুরূপ সুমধুর পর্য্যটন করিবেন; বিষয় ভোগের অনুরাগে মত্ত হইবেন না। সুশিক্ষিত বেগ সম্পন্ন যান পৃষ্ঠ দেশে অবস্থাপিত ও বলের সীমা ভাগ সুরক্ষিত বীরগণে সুরক্ষিত করিয়া লক্ষ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সুখগম্য সমুচিত মৃগারণ্যে গমন করিবেন, মাতার নিকটে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেও অগ্রে ভবন শোধন করিবেন, তৎপরে শস্ত্র ধারীগণ সমভিব্যাহারে করিয়া প্রবেশ করিবেন, সংকটে বা নির্জনে অবস্থান করিবেন না। বায়ু যখন

ধূলি পটল আকর্ষণ পূর্ব্বক গমন করে, মেঘ যখন অবিচ্ছিন্ন জলধারা বর্ষণ করে, যখন অতি মাত্র আতপ প্রকাশিত হয়,ও যখন অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়, স্বাস্থ্য সত্তে তখন কোন স্থানে গমন করিবেন না। নির্গমন ও প্রবেশ সময়ে জল সম্বাধ অপসারিত ও নিজ ঐশ্বর্য্য সম্যক প্রকাশিত করিয়া রাজ পথে গমন করিবেন। যাত্রা উৎসব সমাজ ও জলময় প্রদেশে গমন করিবেন না; যদি যান, সময় অতিক্রম করিয়া যাইবেন।

কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী ক্লীব, কুব্জ, কিরাত ও বামনগণে পরিবৃত হইয়া অন্তঃপুরে বিচরণ করিবেন। বিশুদ্ধ ও চিত্রজ্ঞ অন্তঃপুরের অমাত্যগণ শস্ত্র, অগ্নি ও ভূপতির অনুচ্চ পরিহাস করিবেন, পুত্র পত্নী প্রভৃতির নিমিত্ত নিযুক্ত সকল গুণ সম্পন্ন রক্ষা বিধানে নিপুণ সৈন্যগণ বদ্ধ পরিকর হইয়া অন্তঃপুরগত রাজাকে রক্ষা করিবে। অশীতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষ ও পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীগণ গৃহে নিযুক্ত হইয়া অন্তঃপুরিকাগণের শুচিতা অবগত হইবে। বেশ্যাগণ স্নান, বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও বিশুদ্ধ মাল্য ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক রাজার উপাসনা করিবে। অন্তঃপুর সঞ্চারী ব্যক্তিরা কুহক, জটিল, মুণ্ডিত মস্তক ও বেশ্যাগণের সহিত কুত্রাপি গমন করিবে না। অন্তঃপুর সঞ্চারী ব্যক্তিরা বহির্গমন ও প্রবেশ কালে এমন সকল বস্তু সঙ্গে রাখিবেন যাহা দ্বারবান্‌গণের অজ্ঞাত না হয়, ও যে প্রয়োজনে গমনাগমন করিবেন, তাহা রাজার নিকট গোপনীয় না হয়।

রাজা সাংঘাতিক রোগ ব্যতিরেকে অন্য প্রকার রোগে রুগ্ন অনুজীবিকে নয়ন গোচর করিবেন না। স্বয়ং স্নান, সুগন্ধ লেপন এবং মালা ও রুচির ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক, স্নাতা, বিশুদ্ধ বসনা, সুন্দর ভূষণা দেবীর নিকট গমন করিবেন, নিজ গৃহ হইতে রাজ্ঞীর গৃহে গমন করিবেন না; অতি মাত্র বল্লভ হইলেও ইহকালে স্ত্রীলোকের প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। রাজা ভদ্র সেন যখন মহিষীর গৃহে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা বীরসেন তাঁহাকে সংহার করিয়াছিল; কারুষ রাজার ঔরস পুত্র মাতার শয্যার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া কারুষকে বিনষ্ট করিয়াছিল। মধু কর্ত্তৃক প্রলোভিত কাশি-রাজ-মহিষী বিষ মিশ্রিত লাজ দ্বারা একান্ত গত কাশি রাজকে, সৌবীর রাজ মহিষী বিষদিগ্ধ মেখলা মণি দ্বারা সৌবীরকে, বৈরণ্ড্য পত্নী নূপুর দ্বারা বৈরণ্ড্যকে, জারুষ পত্নী দর্পণ দ্বারা জারুষকে এবং বিদূরথ পত্নী বেণী নিহিত অস্ত্রদ্বারা বিদূরথকে সংহার করিয়াছিল। আপ্তকারী পুরুষগণ কর্ত্তৃক যাহার পত্নী সুরক্ষিতা হইয়াছে, উভয় লোক সর্ব্বভোগ সম্পন্ন হইয়া তাহার হস্তগত আছে। ধর্ম্মার্থী নরপতি বাজী করণ প্রক্রিয়া দ্বারা বর্দ্ধিত তেজা হইয়া প্রতিরাত্র যথাক্রমে সকল পত্নীতে গমন করিবেন। বিচার পূর্ব্বক সমুদয় কার্য্যাঙ্গ সম্পন্ন করিয়া দিনশেষ হইলে অন্তঃপুরে প্রমদাগণ দ্বারা অন্য অন্য কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, পরিশেষে আপ্তগণে সুরক্ষিত হইয়া করতলে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অনাসক্ত চিত্তে নিদ্রিত হইবেন।

রাজা নীতি দ্বারা নিরন্তর জাগ্রত থাকিলে প্রজাগণ নিরাধিচিত্তে শয়ন করে,রাজা বিষয়াসক্ত হইলে প্রজাগণ অত্যন্ত ভয়ের সহিত নিদ্রিত হয়। রাজার জাগরণে প্রজাগণ প্রবোধিত থাকে। মুনিগণ পূর্ব্বে রাজার ও রাজ্যের এবম্প্রকার সাধু লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, রাজা এতদনুসারে প্রজা পালন করিলে পালকপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

—০—

বারুইপুরস্থ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৩ আষাঢ় ১৭৮৫ শক।

এই সমাজ ১৭৮৪ শকের ৩ আষাঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক্ষণে দ্বিতীয় বৎসরে প্রবিষ্ট হইল। অদ্য আমারদিগের কি আনন্দের দিন! গত বৎসর সমাজ প্রতিষ্ঠা সময়ে আমরা কয়েটি ব্রাহ্ম একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছি, কিন্তু অদ্য এই সমাজ-গৃহে প্রায় শতাধিক ব্রাহ্ম ভ্রাতা সমবেত হইয়া পরম মঙ্গলালয় আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যে রূপ আনন্দ অনুভব করিতেছি বোধ হয় অচিরস্থায়ী সহস্র সহস্র রাজ্য লাভেও তাদৃশ আনন্দ অনুভূত হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ! কাহার মনে উদয় হইয়াছিল যে এই চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ বিভাগস্থ অজ্ঞানান্ধ পৌত্তলিক মানব দলের মধ্যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম সমাজ এক বৎসর স্থায়ী হইয়া দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিবে? কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদাৎ পৌত্তলিকদিগের অত্যাচার আশঙ্কা নিরাকৃত হইয়া আমারদিগের আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইয়াছে। এই এক বৎসর কাল ব্রহ্মোপাসনা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সংসাধনের চেষ্টা করিয়া যে পরিমাণে আমরা ধর্ম্ম বল প্রাপ্ত হইয়াছি,তাহাতে আগামীবর্ষ অতিবাহিত করিবার বিলক্ষণ উপযোগী বোধ হইতেছে। যখন আমরা গত বৎসর পৌত্তলিকদিগের নিন্দা ও ভূরি ভূরি কটু-বাক্য সহ্য করিয়া অবিচলিত চিত্তে সমাজের

কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি তখন আগামি বর্ষে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হওয়া আমাদিগের শঙ্কার বিষয় নহে।

যদিও ভারত বর্ষ বিদ্যাবুদ্ধি ও সভ্যতার প্রাচীন স্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, যদিও ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন ঋষিগণ ঈশ্বর তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে সযত্ন হইয়া জগৎপিতা জগদীশ্বরের গুণ সংকীর্ত্তন করিয়া সসাগরা ধরার সকল প্রদেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষকে ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন, যদিও বহুকালাবধি ভারত বর্ষের মধ্য হইতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শব্দটি প্রতিধ্বনিত হইতেছে বটে,কিন্তু পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র প্রচারিত হওয়া অবধি সাকার উপাসনার অনেকাংশে প্রাদুর্ভাব হওয়াতে উহা কিয়দংশে তিরোভূত হইয়াছিল, পরে যে সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ঐ সত্য ধর্ম্ম প্রচারে প্রথম প্রবৃত্ত হয়েন, তৎকালে এতদ্দেশীয় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য বহু সংখ্যক লোক তাঁহার সৎকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে আর কিছু মাত্র ত্রুটি করে নাই, কিন্তু তিনি আন্তরিক যত্ন ও কায়িক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অবিচলিত চিত্তে দুরাত্মাদিগের অত্যাচার প্রতিবিধানে কৃত কার্য্য হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন এবং কতক গুলি সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ! আর আমারদিগের সে দিন নাই, এখন রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় তত যন্ত্রণা ও লোক গঞ্জনা ভোগ করিতেও হইবে না, এখন বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অত্রত্য মানবগণ জ্ঞান তৃষ্ণা চরিতার্থ করিতেছে। শত শত মানবগণের হৃদয় ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এখন বোধ হয় মহান্ পরিবর্ত্তনের সময় সমুপস্থিত। অতএব হে ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ! আইস আমরা সকলে সমবেত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে কৃতসংকল্প হই।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগের নিমিত্ত যে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছ তাহার সমুদায়ই জীবের জীবন ধারণোপযোগী; তাহার একটির অন্যথা হইলে আমরা কোন ক্রমেই জীবিত থাকিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারি না। জগদ্‌বন্ধো! তুমি সর্ব্বান্তর্যামী,অতএব তুমি সকলেরই অন্তরের ভাব জানিতেছ, তুমি যে সময়ে নভোমণ্ডলস্থ চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদির বিষয় অবগত হইতেছ, সেই সময়ে আবার সমুদ্রের গর্ভস্থিত কীটাদির আহার বিধান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছ। স্বামিন্! যাহাতে এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের মানবগণ কুসংস্কার পাশ হইতে মুক্ত হইয়া সত্য ধর্ম্মাবলম্বী হয় তাহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। কৃপাময়! তুমি জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ জগৎ পাতা সর্ব্বাশ্রয়, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

—০—

কুমিল্লা শতরত্নোপরি ব্রহ্মোপাসনা।

৫ আষাঢ় ১৭৮৫ শক।

ঈশ্বর স্বয়ংই ধর্ম্মের পুরস্কার। আমরা তাঁহার উপাসনা করিয়া—তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া পুরস্কার স্বরূপ কি পাই? আমরা কি পুত্র কামনায়—ধন কামনায় তাঁহার নিকট সাশ্রুনয়নে দণ্ডায়মান হই? অকিঞ্চিৎকর স্বার্থপরতা চরিতার্থ করাই কি আমাদের উদ্দেশ্য? কখনই না। যখনই আমরা পবিত্র মনে সেই পবিত্র স্বরূপের অচিন্ত্য শক্তি, অপরিসীম কৌশল, অপার করুণার বিষয় আলোচনা করিয়া মুগ্ধ-হৃদয় হইয়া পড়ি; তখনি তিনি আপনার প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করেন; তখনই তিনি আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য পৌত্তলিকদিগের ন্যায় কোন প্রকার দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই; তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য পৌত্তলিকদের ন্যায় কোন প্রকার প্রলোভনীয় সামগ্রী উপহার দিবার আবশ্যক নাই; তাঁহার প্রসন্ন বদন দর্শন করিবার জন্য পৌত্তলিকদের ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ কাল অনুসন্ধান করিবারও আবশ্যক নাই; অকপট হৃদয়ে প্রীতি ভক্তি সহকারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হই। ব্রাহ্মগণ! এই সময়েই ধর্ম্মের উজ্জ্বল ভাব আমাদের অন্তঃকরণে প্রগাঢ় রূপে প্রতিভাত হয়; এই সময়েই আমরা অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিয়া সিদ্ধ-মনোরথ হই।

বিষয়ীদের কি যন্ত্রণা! তাহারা ইন্দ্রিয়-প্রলোভনে এখনই প্রমুগ্ধ, নির্ম্মলানন্দ যে কাহাকে বলে, তাহারা তাহাও অবগত নহে। ইন্দ্রিয়ই তাহারদের এক মাত্র সেব্য; বিষয়ই তাহাদের পরম উপাস্য। পাপ কার্য্য তাহাদের এমনই অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে যে নরকাগ্নি সম আত্মগ্লানির দুঃসহ যন্ত্রণায় ও তাহাদিগকে কোন প্রকারে বিচলিত করিতে পারে না। হায়! তাহাদের এই রূপ মনের গতি ও কার্য্য প্রভৃতি চিন্তা করিয়া দেখিলে অন্তঃকরণ একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে; এমন অবস্থায় তাহারা কেমন করিয়া সেই নির্ম্মল পবিত্র স্বরূপের প্রীতি-ভাজন হইবে? অহরহঃ পাপে পরিলিপ্ত থাকিয়া কি প্রকারে সেই

শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং পরমেশ্বরের প্রসন্ন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবে? কিন্তু তাহাদের এই প্রকার হীন ভাব দেখিয়া ঈশ্বরও কি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? তাহাদের এই দুর্গতি কি অনন্ত কালের জন্য? তাহারা কি কখনও উন্নতির মুখাবলোকন করিতে সমর্থ হইবে না? ঈশ্বরের করুণার ভাব সে প্রকার নহে। তিনি কখনই আমাদের জন্য অনন্ত পাপ, অনন্ত দুর্গতির সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আমাদের যেমন করুণাময় পিতা, তিনি আমাদের সেই রূপ ন্যায়বান্ রাজা, তিনি কখনই নিষ্করুণ হইয়া আমাদিগকে অনন্ত শাস্তির ভীষণতম গ্রাসে নিক্ষেপ করিবেন না। আমরা আমাদের কৃত পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করিব, যথার্থ; কিন্তু সেই শাস্তি আবার পরিণামে শুভফল প্রসূতি হইবে। তখন আমাদের ধর্ম্মের ভাব বর্দ্ধমান হইতে থাকিবে, বিষয় বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে এবং আমরাও ক্রমে ক্রমে বিগত-পাপ, বিগত-ক্লেশ হইয়া ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে থাকিব। ভ্রাতৃগণ! দেখ, সেই করুণাময়ের কেমন করুণা! তিনি আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া আবার কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে বিষয় যে রূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে; অধর্ম্মের রাজত্ব যে রূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে আমরা যে এখন পর্য্যন্ত অনাহত রহিয়াছি, ইহাতে কি তাঁহার করুণা জাজ্বল্যতর প্রকাশ পাইতেছে না? আমাদের এমন কি ধর্ম্ম বল আছে, যে আমরা বৃহদায়তন অচলা-বলির ন্যায় অবিচলিত চিত্তে সংসারের কুটিল পথে নির্ব্বিঘ্নে পদ চালনা করিতে পারি? একমাত্র সেই ঈশ্বরই আমাদের সহায়, এক মাত্র ঈশ্বরই আমাদের নেতা। তিনিই আমাদের অন্তঃকরণে সাহস প্রেরণ করেন এবং তিনিই তাহার পুরস্কার স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অভয় প্রদান করেন।

বন্ধুগণ! আমরা এখন তাঁহার সেই করুণা, অপরিসীম পিতৃ স্নেহের কি দিয়া প্রতিক্রিয়া করিব? আমরা কোন জড় পদার্থের উপাসক নই, কোন কল্পিত দেব দেবীর সম্মুখেও আমরা ক্রন্দন করিয়া বিড়ম্বিত হই না যে কোন প্রকার পার্থিব পদার্থ দ্বারা তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিব, আমরা সেই নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের উপাসক। আমাদের প্রীতি, ভক্তি, সকলই তাঁহার। আমরা তাঁহা হইতেই জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব এইক্ষণ অকৃত্রিম প্রীতি সহকারে তাঁহার প্রতি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। ইহাতেই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা উপহার দিবার জন্যই আমরা এই স্থানে সকলে সমবেত হইয়াছি। "কোন সুরম্য স্থানে সুস্নিগ্ধ সময়ে মনের একাগ্রতা হইলেই সেই অখিলেশ্বরের প্রতি মন সমাধান করিবে," ব্রাহ্মধর্ম্ম গম্ভীর স্বরে আমাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ভ্রাতৃগণ! এখন ইহা অপেক্ষা মনোরম্য স্থান আর কোথায় পাইবে? দেখ, সুমন্দ মারুত হিল্লোলে শরীর মন সুশীতল করিতেছে; চতুর্দ্দিকে শস্য-পরিপূর্ণ ক্ষেত্র গুলি নয়নরঞ্জন হরিদ্বর্ণে সুশোভিত হইয়া মানব মনের আনন্দ বিধান করিতেছে; অদূরে পর্ব্বত-শ্রেণী শোভমান হইয়া রহিয়াছে। এমন অবস্থায়ও যদি আমাদের মনের একাগ্রতা না হয়, তবে আর কিসে হইবে? এই স্থানে আসিয়াও যদি শূন্য-হৃদয়ে ফিরিয়া যাই, তবে আর ক্লেশ স্বীকার করিয়া এত দূর আসিবারই কি প্রয়োজন ছিল? ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিদের অন্তঃকরণেই এই সময়ে বিপরীত ভাবের উদ্রেক হয়। আমাদের অন্তঃকরণ এখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার প্রলোভনাকৃষ্ট হয় নাই। জগদীশ্বরের কৃপায় এত দিন নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি, এখন ভরসা হইতেছে, ক্রমেই আমরা ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইতে থাকিব। অতএব এই সময়ে হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া হৃদয়েশ্বরকে মন-সিংহাসন প্রদান কর। সাবধান, কেহই শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া যাইও না। আইস, সকলে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমাদের হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে রাখি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০ঃ০—

বিজ্ঞান

জন্তু বিজ্ঞান।

প্রবাল কীট।

দ্বিতীয় জাতি সামুদ্রিক পুরুভুজের নাম "গুচ্ছকদেহী।" তাহাদিগের আকার পুষ্পগুচ্ছক অর্থাৎ ফুলের তোড়ার ন্যায়, তজ্জন্য তাহাদিগকে গুচ্ছকদেহী বলা গেল। ইহারা প্রবাল জাতীয়। এই গুচ্ছকদেহী প্রবালদিগের প্রকৃতি অতি চমৎকার। প্রবালগৃহ গুলি যেন বৃক্ষের ন্যায় এবং উহার পুষ্পাকার কোষ সকল প্রবালদিগের বাস কোষ (৯ চিত্র) প্রত্যেক কোষ মধ্যে এক একটী প্রবাল অবস্থিতি করে, কিন্তু

তাহারা কেহই ইচ্ছা মাত্র স্বতন্ত্র নিবাসীর ন্যায় স্ব স্ব বাস-কোষ পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদিগের পরস্পরের সহিত একগাছি মজ্জাময় সূত্র দ্বারা সংযোগ আছে; সুতরাং প্রত্যেক প্রবাল কোষ, শাখা, কাণ্ড একত্রে একটী মিশ্র-জন্তু উৎপন্ন হয়, এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র প্রবাল ঐ মিশ্র-প্রবালের মুখ ও তৎ পার্শ্বস্থিত পক্ষ্মরাজি তাহার বাহু। উহার মধ্যে একটী প্রবাল আহার করিলে সকলেরই পুষ্টি সাধন হয়। প্রবাল কোষ সকল এক রূপ নহে কোন গুলি ছোট কোন গুলি বা বড়, তন্মধ্যে বড় কোষ গুলিতে ডিম্ব রক্ষিত হয় তন্নিমিত্ত তাহাদিগের আকারও স্বতন্ত্র প্রকার। ডিম্ব-কোষের মুখে যে সকল চঞ্চল পক্ষ্ম আছে তাহাদিগের গতি দ্বারা ডিম্ব গুলি সাগরময় বিক্ষিপ্ত হইয়া দুই এক দিন ভাসিয়া বেড়ায় পরিশেষে কোন উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইলেই কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়া তথায় বদ্ধমূল হয়; তদনন্তর কোষ গুলি প্রকাশ হয়, পরে প্রাণি পূর্ণ শাখা সকল বহির্গত হইয়া প্রাণিটী স্বজাতীয় আকার ধারণ করে। প্রত্যেক প্রবালগৃহে সাধারণতঃ অন্যূন দ্বাদশটি প্রবাল-কোষ থাকে এবং প্রতি কোষে প্রায় ৫০০ প্রবাল জন্ম গ্রহণ করে, সুতরাং একটী মাত্র প্রবালগৃহে ৬০০০ প্রবাল অবস্থিতি করে। ইহার মধ্যে নিম্ন স্থিত কোষ সমূহই সর্ব্বাগ্রে প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু বৃক্ষ লতাদিতে পুষ্প-হইয়া তাহা যেমন দুই তিন দিবস মধ্যেই পরিশুষ্ক ও স্খলিত হয় ঐ কোষ গুলিও সেই রূপ কিয়ৎকাল পরেই স্খলিত হইয়া থাকে এবং তাহার স্থানে আর একটী কোষ উৎপন্ন হয়, ঐ নবকোষটীও অনতি-পরেই স্খলিত হওয়ায়, অপর একটী তাহার স্থান গ্রহণ করে।

গুচ্ছকদেহী প্রবালদিগের তাড়িতাগ্নি বিনির্গত করিবার শক্তি আছে।

—০—

বিজ্ঞাপন

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা।

ঈশ্বরপ্রসাদে এতদ্দেশে স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বালিকাগণ বিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায় যথাবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ন হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তম রূপে শিক্ষা লাভ করিতে পারে এই রূপ একটি প্রণালী কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধু সভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। বৎসরে দুইবার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত পাত্রীদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক। যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন তাঁহারা তাহাদিগের নাম, ধাম, বয়স, পাঠ্য পুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, এই সমুদায় বিবরণ সহ আমাকে পত্র লিখিবেন। আমার নামে পত্র কলুটোলার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।

নিম্নলিখিত পুস্তক গুলিন স্ত্রী শিক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১ ম বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।
১ ম পাঠ, ২ য় পাঠ, বোধোদয়, পাটীগণিত, নামতা ইত্যাদি।

২ য় বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।
রত্নসার, নীতিবোধ, ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর, ব্যাকরণ চন্দ্রিকা, পাটীগণিত, তেরিজ, জমাখরচ, পূরণ হরণ।

৩ য় বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।
কবিতাবলি, রামারঞ্জিকা, চারুপাঠ ১ ম ভাগ, ব্যাকরণ প্রবেশ, ভূগোল প্রবেশ, পাটীগণিত ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম চর্চ্চা।

৪ র্থ বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।
দীপ্তশিরার অভিষেক, মহতের মৃত্যু, চরিতাবলি, সুশীলার উপাখ্যান ১ ম ও ২য় ভাগ, প্রাণীবৃত্তান্ত, বাঙ্গলা-বোধব্যাকরণ, ভূগোল বিবরণ আসিয়া ও ইউরোপ, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা; পাটীগণিত ত্রৈরাশিক—বহুরাশিক—ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

৫ম বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত!
সদ্ভাব শতক, টেলিমেকস, চারুপাঠ ৩য় ভাগ, প্রাকৃত বিবেক, ব্যাকরণ উপক্রমণিকা, ভারতবর্ষের ইতিহাস দুই ভাগ, ভূগোল বিবরণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ, পাটীগণিত সমুদায়, সুশীলার উপাখ্যান ৩য় ভাগ।

কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধু সভা। শ্রীহরলাল রায়। অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষাসম্বন্ধে সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ধর্ম্ম শিক্ষা নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। তাহাতে ধর্ম্ম, সংসার ও পরকাল প্রভৃতি যে কয়েকটী বিষয় লিখিত হইয়াছে সকল গুলিই ধর্ম্মোপদেশ লাভের অসাধারণ উ-

পায় স্বরূপ। পুস্তক খানির মূল্য/০ এক আনা মাত্র। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে তিনি সমাজে উহার এক শত খণ্ড দান করিয়াছেন এবং ঐ পুস্তকের স্বত্বাধিকারও এই সমাজে প্রদান করিয়াছেন।

বেদান্ত দর্শনের অধিকরণ মালা পুস্তক সমুদায় মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র। যাঁহারা পূর্ব্বে কিয়ৎ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিলে তাহার শেষ কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

তত্ত্ববোধিনী কত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ প্রথমাবধি চারি বৎসরের পত্রিকা পুস্তক, যাহা প্রথমে ২০, পরে ৩০, শেষে ৪০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহার এক খণ্ড সম্প্রতি বিক্রেয় উপস্থিত হইয়াছে, মূল্য ৫০ টাকা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয় সমাজের কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৫ শকের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	১৭১২ ৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৯৪ /১৫
	২০০৬ ।৫
ব্যয়	১৬৯২৸৶০
সম্পাদকের হস্তে	৩১৩।৶৫
এতদ্ভিন্ন	
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	১৬৶৫
কোং কাগজ	১০০০

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত জয়গোপল সেন ব্রাদরস	৮০
" গিরিশচন্দ্র দেব	৫
" বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য	৫
" কাশীশ্বর মিত্র	৫
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
" দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২
" মহেন্দ্রনাথ রায়	২
" কন্নুলাল বর্ম্ম	২
" কালীনাথ দত্ত	২
" কৃষ্ণদয়াল রায়	২
শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লীক	২
" কাশীনাথ দে	১৸০
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	১
" নবীনকৃষ্ণ বসু	১
" ভুবনমোহন গুপ্ত	১
" মহেন্দ্রলাল দে	১
" হরচন্দ্র মজুমদার	১
" ঈশ্বরচন্দ্র দে	১
" বলাই চাঁদ সেন	১
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১
" যদুনাথ দে	১
" দ্বারিকানাথ দে	১
" নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" শ্যামলাল দত্ত	১
" চন্দ্রকুমার দত্ত	১
" অনন্তরাম মল্লীক	১
" কার্ত্তিকচরণ সেন	১
" চন্দ্রমোহন ঘোষ	১
" শম্ভুচন্দ্র মিত্র	১
অল্প দানের সমষ্টি	১॥০
	১৩১ ।০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ..	৫০
" ঈশানচন্দ্র বসু	২৫
" গোপীমোহন ঘোষ	২০
" ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	১২
" অভয়াচরণ গুহ	৫
" যাদবকৃষ্ণ সিংহ	৫
" উপেন্দ্র মোহন ঠাকুর	৩
	১২০

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	২০০
" হারানচন্দ্র মজুমদার	২
" ব্রজনাথ ধর	১
	২০৩

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ	৫
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৶১০
	৪৬২।৶১০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র। ৬ ভাদ্র শুক্রবার সম্বৎ ১৯১১ কলিগতাব্দ ৯৬৯৩।

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
২৪২ সংখ্যা
আশ্বিন ১৭৮৫ শক

ষষ্ঠ কল্প ষষ্ঠ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সত্যং শিবং সুন্দরং।

যাহা সত্য, তাহাই সুন্দর, তাহাই মঙ্গল। যাহা অসত্য তাহাতে সৌন্দর্য্য নাই, সৌন্দর্য্যের মধুর ভাব কেবল সত্য পদার্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য বস্তুতঃ সত্যেরই বিমল প্রতিভা মাত্র। সৌন্দর্য্য সত্যেরই লক্ষণ। সত্য হইতেই সৌন্দর্য্য উত্থিত হয়। আমরা স্বভাবের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট মঙ্গল জনকত্ব দেখি তাহাই আবার সুন্দর। স্বভাবের সৌন্দর্য্য কেবল সত্য কাম পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্যের ছায়া মাত্র। আমরা যেমন স্বাভাবিক জড় পদার্থের শোভা দেখি সেই রূপ সত্যের প্রভাবে আবার আত্মারও পরম সৌন্দর্য্য ও শোভা বিকাশিত হয়। কিন্তু আত্মার প্রকৃত সৌন্দর্য্য দর্শন ও উপলব্ধি করে এমত লোক অল্পই আছে। অনেকে বিকার গ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বিকৃত আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। অনেকে অভ্যাস হেতু প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ভাব অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা অসত্য ও অস্থায়ী বিষয়ে মোহাবিষ্ট চিত্তে অনুরক্ত আছেন, তাঁহারা যদি সত্যের প্রকৃত সুন্দর মঙ্গল ভাব একবার নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনৃতের অস্থায়িত্ব ও মলিনত্ব দেখিতে পাইবেন। সেই সত্য ও পবিত্রতার উৎস পরমেশ্বর হইতে যে সত্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই সুন্দর ভাবে উজ্জ্বল রহিয়াছে। সে সৌন্দর্য্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কদাপি তাহা ভুলিতে পারিবেন না। অসত্য কখন কখন সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সত্যের ন্যায় লোকের মনকে আকর্ষণ করে কিন্তু তাহার ভাক্ত উজ্জ্বলতা শীঘ্র মলিন হয়। পৃথিবীতে কত কাল্পনিক মত প্রচলিত হইয়াছে কালে তাহারা বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে কিন্তু সত্যের জ্যোতি দিন দিন কেবল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। যিনি সত্যের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি তাহার সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল ভাবও জানিয়াছেন, তিনি কদাপি সামান্য ক্ষণিক পদার্থের জন্য সে সত্যকে পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু অকুতোভয়ে সেই সত্যের অনুসরণ করিয়া সত্য ধামে উত্তীর্ণ হয়েন; তিনিই সাধু তিনিই সত্য-স্বরূপের প্রিয়-পুত্র হয়েন।

আকবর বাদশাহের ধর্ম্মবিষয়ক মত।

ভারতবর্ষের মুসলমান অধিপতিগণের মধ্যে সুবিখ্যাত আকবর বাদশাহের তুল্য নৃপগুণ সমন্বিত একান্ত ন্যায় পরায়ণ প্রজাপালক সম্রাট কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি অত্যল্প বয়সেই পিতৃত্যজ্য সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া যে প্রকার বুদ্ধি ও বিবেক, শৌর্য্য ও প্রতাপ সহকারে সমস্ত সাম্রাজ্যকে আপনার করতল ন্যস্ত করিয়াছিলেন, বিদ্রোহী রাজগণ ও সরদারগণকে অধীনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা সাতিশয় প্রসংশনীয় বলিতে হইবেক। প্রজাগণের মঙ্গলোদ্দেশই তাঁহার জীবনের সার কর্ম্ম ছিল এবং তিনি সাম্রাজ্যে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনার্থ যে সকল সুপ্রণালী বদ্ধ ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাবধি তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ রহিয়াছে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতির প্রতিই আকবরের সমান যত্ন ছিল এবং হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষ্টা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান নরপতিগণ কর্ত্তৃক হিন্দু রাজা ও হিন্দু তীর্থ যাত্রীদিগের উপর যে পীড়াদায়ক অন্যায্য কর সংস্থাপিত ছিল, তাহা তিনি রহিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও প্রাচীন ইতিহাস অবগত হইবার নিমিত্ত স্বীয় অমাত্য ফয়জী ও অপরাপর পণ্ডিতগণকে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি আকবর বাদশাহের প্রথমাবধি একটি আস্থা ও যত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ইহা পশ্চাতে দৃষ্ট হইবেক যে পরিশেষে তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক মত অনেকাংশে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী হইয়াছিল।

আকবর যদিও মুসলমান বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া তদ্ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি স্বীয় সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বাসি নানা জাতির নানা প্রকার ধর্ম্ম ও নানা প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ মত সন্দর্শন করাতে তাঁহার মনে একটি প্রবল ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা উদ্দীপন হইয়াছিল। তিনি বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের পরস্পর ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। প্রতি শুক্রবার রজনীতে মুসলমান মোল্লা ও শেক এবং হিন্দু অধ্যাপকগণ তাঁহার নিকটে আগমন করিত,এবং তিনি তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ক বিচার শ্রবণ করিতেন, কখন কখন এই রূপ ঘোরতর তর্কবিতর্কে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইত, কিন্তু এই প্রকার বিচার অধিকাংশই কেবল বাকযুদ্ধ, কলহ ও কটূক্তিতেই অবসান হইত। তাহাতে ধর্ম্ম বিষয়ক তত্ত্ব নির্ণয় যত হউক বা না হউক বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দিগের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ ও শত্রুতার সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং এই রূপে শিয়া সুন্নি ইত্যাদি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিবাদ বিসম্বাদ অবলোকন করিয়া বাদশাহের মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক লাঘব হইয়াছিল,ইত্যবসরে মুসলমান ধর্ম্ম দ্বেষ্টাগণ সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্ম পরিহারার্থ অনেক প্রকার পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আকবরের আস্থা সম্পূর্ণ রূপে বিচলিত হইল (১)।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মত পরীক্ষা করিয়া একটি নূতন ধর্ম্ম উদ্‌ভাবন করাই এক্ষণে বাদশাহের একান্ত অভিলাষ হইল। এবং তিনি অবশেষে এই কএকটি সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন। যথা প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই জ্ঞানী ও নির্ব্বোধ বিদ্বান ও অজ্ঞ উভয় প্রকারই ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; প্রত্যেক জাতির মধ্যেই দেবানুগৃহীত ঋষি, আপ্ত বাক্য, দৈববানী, অদ্‌ভুত ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সকল ধর্ম্মেতেই অহিংসা পরমধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যাহা সত্য তাহা সকল ধর্ম্মেই সমান; সুতরাং একটি সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া আর একটি সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার বিশেষ হেতু ও আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না; অতএব প্রাচীন মত সকল পরিহার করিয়া কোন নব্য মত যাহা সহস্রাধিক বৎসরের হইবেক না তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করা কদাপি হইতে পারে না। এই শেষোক্ত মতে তিনি মুসলমান ধর্ম্মেরই অমূলকত্ব ও আধুনিকতা আভাষে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণ অধ্যাপক তাঁহার নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন,তাঁহারা গোপনে বাদশাহের নিকট রাত্রি কালে আগমন করিতেন ও হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন। ইহাদের মধ্যে পুরুষোত্তম নামক এক ব্যক্তি আকবরকে প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী উপাসনা পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু কৃষ্ণ ও অপরাপর দেবতার বিবরণ কহিতেন। এবং দেবী নামক অপর এক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার পর বাদসাহের শয়ন মন্দিরে আনীত হইতেন এবং তথায় তিনি বাদসাহকে মহাভারতাখ্যান শ্রবণ করাইতেন। আকবর হিন্দুধর্ম্মের বিষয় ক্রমশ অবগত হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইতে লাগিলেন। বিশেষত হিন্দুদিগের মানিত যোনি ভ্রমণের মত তাঁহার মনকে অতিশয় আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তিনি তাহাতে তদবধি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার পারিসদগণ তাঁহার সন্তোষার্থ এই মতের পোষকতায় অনেক তর্ক উত্থাপন ও নানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন, অপর আকবর মুসলমানদিগের মধ্যে সুফি নামক সম্প্রদায়ের মত তৎসাম্প্রদায়িক তাজউদ্দিন নামক ব্যক্তির নিকট জ্ঞাত হইয়া তাঁহার স্বজাতীয় ধর্ম্ম হইতে অধিকতর পরিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাজউদ্দিন প্রথমে ব্যক্ত করিলেন যে পার্থিব সম্রাটকে পবিত্র ও পূর্ণ-স্বরূপ উপাধি প্রদান করা যাইতে পারে. এবং সম্রাট ঐশী শক্তি সম্পন্ন প্রযুক্ত লোকে তাঁহার সাক্ষাৎকারে আগমন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিবেক ও তাঁহার দর্শন লাভে আপনাকে আপ্যায়িত জ্ঞান করিবেক, ও তাহাতে মক্কাধামের তীর্থফল ভাগী হইবেক। এই রূপে মুসলমান

---

(১) আকবর বাদশাহের ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক মতের কথা অত্যল্পই উল্লেখ করিয়াছেন। আইন আকবরি গ্রন্থে আকবরের ধর্ম্মসম্পর্কীয় দুই একটি নূতন মতের কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু তাহাতে শুদ্ধ আমাদের তদ্‌বিষয় জানিবার একটি ঔৎসুক্য উদয় হয়,তাহা পরিতৃপ্ত হয় না। দবিস্তান নামক গ্রন্থে উক্ত বাদশাহের সম্মুখে যে সকল ধর্ম্ম বিষয়ক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বাদসাহের নিজ মতের কথা কিছুই দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক মুসলমান ইতিহাস প্রণেতাগণ এ বিষয় গোপন রাখিতেই চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের সর্ব্ব প্রধান সম্রাট যে মুষলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এ কথা প্রকাশ করিতে তাঁহারদের স্বভাবতই অনিচ্ছা বোধ হইতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে মন্তখব তৌয়ারি নামক একখানি গ্রন্থে এই বিষয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে। এই গ্রন্থ আকবরের রাজত্বের শেষাশেষি লিখিত হইয়াছিল এবং ইহাতে বাদসাহের ক্রমে ক্রমে স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা ও তাঁহার নূতন মত সকল প্রচারের বিবরণ অতি সুন্দর রূপে উল্লিখিত হইয়াছে এই গ্রন্থের রচনা কর্ত্তার নাম আবদুল কাদের, ইনি আবুল ফজল এবং ফয়জীর সহাধ্যায়ী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। এবং বাদসাহেরও বহুকালাবধি অনুগ্রহ পাত্র ছিলেন। আবদুল কাদের সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তিনি মহাভারত ও রামায়ণের কিয়দংশ এবং রাজতরঙ্গিণীর সমস্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরে আকবর তাঁহাকে মহম্মদের জীবন চরিত ও আপনার রাজত্বের ইতিবৃত্ত লিখিতে আদেশ করেন। আবদুল আকবরেররা জত্বের ৩৬ বৎসরাবধি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ দেখিলেই অসম্পূর্ণ বোধ হয়। বাস্তবিক গ্রন্থকার আপনিই ব্যক্ত করিয়াছেন যে বাদসাহের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ক তাঁহার মনান্তর হওয়াতে তিনি রাজসভা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আবদুল কাদের লিখিত ইতিহাস হইতে উপরোক্ত বিবরণ গৃহীত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং চাক্ষুষ অবগত হইয়া এই বিষয় লিখিয়াছিলেন,সুতরাং তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে।

ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ মত ও গর্হিত আচার ব্যবহার সকল দিন দিন রাজ সভায় প্রচলিত হইতে লাগিল। আকবরও অনুজীবি চাটুকারগণের তোষামোদ বাক্যে প্রত্যয় করিয়া আপনাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। এই বিষয়টি মনুষ্যের ভ্রান্তি পরায়ণতার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। আকবর সর্ব্ব প্রকারেই জ্ঞানবান বিজ্ঞবর ও অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন নরপতি ছিলেন, তাঁহার রাজ সম্পর্কীয় সকল কার্য্যেই প্রগাঢ় বুদ্ধি কৌশল ও দূর দর্শিতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কিন্তু তিনি আত্মাদর বশীভূত হইয়া অনুজীবিগণের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনাকে দৈবশক্তিধর জ্ঞান করিয়াছিলেন। বাদসাহের এই রূপ অভিনব ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ মত সকল দেখিয়া প্রকৃত ভক্ত মুসলমানগণ রাজসভা পরিত্যাগ করিল এবং কেহ কেহ স্থানে স্থানে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেলাগিল, কিন্তু তাহাতে তাহারা আশু পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময়ে ফরাসিস দেশীয় কতিপয় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক পাদ্রি দিল্লীনগরে আগমন করিয়াছিল; আকবর ইহাদের যথেষ্ট যত্ন ও সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন; পরে তিনি সাতিশয় ঔৎসুক্য সহকারে তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ক মত বিবরণ জ্ঞাত হইতে লাগিলেন, আর স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদকে পাদ্রিদিগের নিকটে বাইবল পুস্তক পাঠ করিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহার অমাত্য আবুল ফজল উক্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাদ্রিগণ বাদসাহের খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি যত্ন ও শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে তদ্ধর্ম্মে আনয়নার্থে সাতিশয় আশ্বাস যুক্ত হইয়াছিল, আকবর তাহাদের সন্তোষের জন্য মুসলমানদিগের বিস্মিল্লা মন্ত্রের পরিবর্ত্তে পশ্চাল্লিখিত মন্ত্র প্রচলিত করিলেন "অয় নামি উয়ি যীশুক্রুষ্টো, অয় আঁকে নামি তো মেহরবান ও বিসিয়ার বখ্‌শশ্‌ অস্ত্" অর্থাৎ আ নাম তাঁহার যীশুক্রুষ্ট সেই নামই দয়া ও বদান্যতার আকর। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করা আকবরের মানস ছিল না; তিনি আপনি এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবেন ইহাই তাঁহার একান্ত মনোগত ইচ্ছা হইয়াছিল। এই হেতু তিনি বিবিধ প্রকার ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন। সুতরাং পাদরিগণ কিছু কাল দিল্লী ধামে বাস করিয়া অবশেষে নিরাশ চিত্তে প্রতিগমন করিল।

বীরবল নামক এক জন হিন্দু সেনাপতি আকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, আকবর তাঁহার সহিত প্রকৃত সৌহার্দ্দ ভাবে ব্যবহার করিতেন ও তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদাই সমভিব্যাহারে রাখিতেন। বীরবল কবি ও উপস্থিত বক্তা ছিলেন, শ্লেষোক্তিতে তাঁহার সহিত কেহই সমতুল্য হইতে পারিত না, এই হেতু তিনি সম্রাটের মনকে নানা প্রকার রহস্যে প্রফুল্লিত রাখিতেন। এই ব্যক্তি আকবরের মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মেতে আকৃষ্ট করিতে সচেষ্টিত হইলেন। তিনিই সম্রাটকে সূর্য্যের উপাসনা করিতে লওয়াইয়াছিলেন; তাঁহার মতে সূর্য্যই পবিত্র পরমেশ্বরের প্রতিরূপ এবং সমস্ত জীব লোকের জ্যোতি ও প্রাণদাতা। অপর বীরবলেরই উপদেশে আকবর হিন্দুদিগের ন্যায় পঞ্চভূত ও গো শিলা এবং বৃক্ষাদির ও আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার পারিসদ্‌গণ হিন্দুদিগের ন্যায় কপালে তিলক ও চন্দন রেখা ধারণ করিতে লাগিল। নব বর্ষের উৎসব উপলক্ষে বাদসাহ সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত প্রতি দিন প্রাতে

নববস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক হিন্দু শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রানুযায়ী মন্ত্র রচনা করিয়া প্রকাশ্যে সূর্য্য দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন, এই কএক দিন গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে শূকর মাংস প্রচলিত হইল, অপর যাহাতে গোমাংস ভক্ষণ ক্রমে রহিত হইয়া যায় তন্নিমিত্ত আকবর কতিপয় চিকিৎসকের লিখিত এক ব্যবস্থা পত্র প্রকাশ করিলেন যে গোমাংস নিতান্ত গুরুপাক ও তদাহারে নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি হয়।

এই সময়ে কতিপয় জহর্দ্দস্ত মতাবলম্বী অগ্নি উপাসক রাজধানীতে আগমন করিয়া অনেককে তাহাদের মতাক্রান্ত করিয়াছিল, এবং বাদশাহও তাহাদের প্রতি বিস্তর সমাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের অনুকরণে তিনি স্বীয় রাজ ভবনে পবিত্রীকৃত অগ্নি দিবা রাত্রি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে অবুলফজলের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছিলেন; এবং অন্তঃপুর বাসিনী ভোগ্যা স্ত্রীদিগের মধ্যে যাহারা হিন্দুজাতীয় ছিল, তাহাদের হিন্দু শাস্ত্র মত হোম ও অগ্নি পূজা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন ও কখন কখন সেই পূজাতে তাহাদের সহিত আপনিও প্রবৃত্ত হইতেন। পরে তিনি স্বীয় রাজ্যের পঞ্চবিংশ সম্বৎসরের প্রারম্ভে সভাসদগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্নির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। সেই বৎসরেই তিনি হিন্দুমতানুসারে রাজটীকা গ্রহণ করিলেন, ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্বীয় হস্তে এক ছড়া মুক্তা হার দ্বারা রাখীবন্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। এই সকল নূতন পদ্ধতি সংস্থাপন বিষয়ে মন্ত্রিবর অবুল ফজলও কোন আপত্তি করিতেন না। বাস্তবিক তিনিও বাদশাহের ন্যায় মুসলমান ধর্ম্ম দ্বেষ্টা ও নূতন ধর্ম্ম প্রচারার্থে অনুরাগী ছিলেন। তিনি কাজি ও অপরাপর ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত ঘোরতর তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন এবং স্বীয় তীক্ষ্ন বুদ্ধি সহকারে তাহাদিগকে অনায়াসে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইতেন। সুতরাং অনেকে তর্কে পরাজিত হইয়া এবং অনেকে রাজ-প্রসাদ প্রেপ্সু হইয়া বাদশাহের নূতন মতের অনুমোদন করিয়াছিল। এই সময়ের মুসলমান গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার আরম্ভে পূর্ব্বমত পরমেশ্বরের বন্দনান্তে মহম্মদের নামোল্লেখ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আকবরের স্তুতিবাদ করিয়াগিয়াছেন। অপর কাজী মুফ্‌তী ও ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞেরা স্ব স্ব নাম স্বাক্ষরিত এক ব্যবস্থা প্রচার করিলেন যে জ্ঞানাপন্ন ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ নরপতির বিচার ধর্ম্মপুস্তকের ব্যবস্থার সহিত তুল্যরূপ প্রমাণ সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ে কোন বিতর্ক বা মতভেদ উপস্থিত হইলে বাদশাহের মীমাংসা ও নিষ্পত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য রূপে গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। এই ব্যবস্থা দ্বারা আকবর ধর্ম্ম বিষয়ে নূতন মত প্রচার করিবার ক্ষমতাটি সাধারণকে প্রকাশ্য রূপে অবগত করিলেন। পরে তিনি এই বচন প্রচার করিলেন যে "ঈশ্বর ভিন্ন অপর ঈশ্বর নাই এবং আকবরই তাহার প্রতিনিধি।"

৯৮৮ হিজরি অব্দে আকবর তীর্থ পর্য্যটনে আজমীর প্রদেশে গমন করিলেন এবং শেখ মহিম উদ্দিনের সমাধি মন্দির দর্শনার্থ চারি পাঁচ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই রূপ আচরণে তিনি স্বীয় অনুচরগণের নিকটও হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। এপ্রকার প্রবাদ আছে যে আকবর কোরাণোক্ত মুসলমানদিগের মানিত পীর ও ভবিষ্যৎবক্তাগণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে উক্ত তীর্থে গমন করিয়াছিলেন।

কোরাণে ইহা উল্লিখিত আছে যে শিশুগণও ধর্ম্ম লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। আকবর এই বাক্যের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য বিংশতি সংখ্যক শিশু আনয়ন করিলেন এবং তাহাদিগকে একটি অতিশয় নিভৃত আলয়ে লালন পালন করিতে আদেশ দিলেন এবং তথায় অপর কাহারও প্রবেশ করিবার ক্ষমতা রহিল না। কয়েক বৎসর পরে উক্ত শিশুদিগের মধ্যে জীবিতাবশিষ্টগণকে বাহির করিলে দৃষ্ট হইল যে তাহাদের কাহারই বাকস্ফুট হয় নাই। যে স্থানে এই সকল শিশু রক্ষিত হইয়াছিল তাহা তদবধি গুঙ্ মহল অর্থাৎ মূকালয় বলিয়া খ্যাত হইল।

আকবর এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্য ও স্পষ্ট রূপে মুসলমান ধর্ম্মের বিপক্ষে হস্ত ক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে তিনি যে সকল নিয়ম করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার উক্ত ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মতস্থ হইবেক, তাহারদিগের স্বাক্ষরার্থ তিনি এক প্রতিজ্ঞা পত্র প্রচার করিলেন, তাহাতে এই প্রকার লিখিত ছিল "আমি অমুকের পুত্র অমুক আপন ইচ্ছা ও সম্মতিক্রমে স্বচ্ছন্দ চিত্তে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের মিথ্যা ও কাল্পনিক মত ও ইতিহাস যাহা আমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আমি এক্ষণে পরিহার করিতেছি এবং আমি আকবর নরপতির ঈশ্বরীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি ও এই ধর্ম্মের নিমিত্ত আমি ধন, প্রাণ, যশঃ এবং বিশ্বাসকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি।"

আকবরের এপ্রকার বিশ্বাস ছিল যে মহম্মদের ধর্ম্ম সহস্র বৎসরের অধিক কাল প্রচলিত থাকিবেক না এবং তাঁহার সময়ে সেই সহস্র বৎসর প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তিনি উক্ত ধর্ম্মের আশু উৎসেদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই হেতু তিনি হিজরি অব্দ রহিত করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বীয় রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে এক নূতন অব্দ প্রচলিত করিলেন, ইহার নাম "তারিখ ইলাহি" হইল। তিনি প্রচলিত মাসের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পারসিক দেশের পূর্ব্বতন প্রচলিত নাম সকল ব্যবহার করিতে আদেশ দিলেন, এবং পারসিক দেশের প্রাচীন পর্ব্বাহ সকল পুনরায় সংস্থাপন করিলেন। মুসলমান পর্ব্ব সকল অপ্রচলিত হইয়াছিল, কেবল শুক্রবারের উপাসনা রহিত হয় নাই, কিন্তু তাহাতে কতিপয় বৃদ্ধ ও দরিদ্রগণ ব্যতীত কেহই প্রায় প্রবৃত্ত হইত না। অনন্তর আরবীয় ভাষা ও তদ্ভাষায় ব্যবস্থা বিষয়ক গ্রন্থ সকল শিক্ষা ও পাঠ করা অপ্রচলিত হইল। কিন্তু তৎকালে এই ভাষাই সমস্ত বিদ্যারই একমাত্র আধার ছিল, সুতরাং আকবর পরে শেষোক্ত নিয়ম এই রূপে সংশোধন করিলেন যে কেবল পাটীগণিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা পদার্থ বিদ্যা এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র তদ্‌ভাষায় শিক্ষিত হইবেক।

৯৯১ হিজরি অব্দে আকবর আরও কতক গুলি নিয়ম প্রচার করিলেন। রবিবারে পশু হিংসা নিবারিত হইল। আকবর স্বভাবত প্রাণি হিংসার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত ছিলেন, তিনি স্বয়ং অত্যল্পই আমিষ ভক্ষণ করিতেন এবং বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস কাল নিরামিষাশি থাকিতেন। তিনি কহিতেন যে পরমেশ্বর যখন মনুষ্যের নিমিত্ত এতাধিক অশেষ বিধ আহার্য্য আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তখন যাহারা মাংস লোলুপ হইয়া প্রাণি হিংসা করে তাহারা

আপনাদের শরীরকে কেবল পশুদিগের সমাধি স্থান করিয়া রাখে। প্রত্যহ সূর্য্যের আরাধনা এক্ষণে নিয়মিত রূপে হইতে লাগিল। এই আরাধনা চারি বার করিয়া হইত, যথা সূর্য্যোদয় কালে, মধ্যন্দিনে, সূর্য্যের অস্ত কালে এবং নিশীথ সময়ে। মাধ্যন্দিন আরাধনায় সূর্য্যের একোত্তর সহস্র নাম হিন্দি ভাষায় উচ্চারিত হইত। প্রাতঃকালে আকবর গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমে সূর্য্য দর্শন ও সূর্য্যের নাম মালায় জপ করিয়া পরে প্রজাদিগকে দর্শন দিবার নিমিত্ত রাজ প্রাসাদের বাতায়নের নিকট উপবেশন করিতেন; প্রজাগণ সম্মিলিত হইয়া সোৎসুক নয়নে নিম্নে দণ্ডায়মান থাকিত এবং সম্রাটের আগমন মাত্র তাহারা যুগপৎ ভুমিষ্ঠ প্রণিপাত করিয়া তাঁহার অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিগমন করিত ব্রাহ্মণেরা বাদশাহের নিমিত্ত সূর্য্যের একটি নূতন নামাবলি রচনা করিল। তাহারা তাঁহাকে অবতার রূপে জ্ঞান করিতে লাগিল। এবং আপনাদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে বুঝাইল যে হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে ভারত ভুমিতে বিদেশীয় এক রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়া গো ব্রাহ্মণ রক্ষা ও প্রতিপালন করিবেন, এবং ন্যায় ও ধর্ম্মানুগত হইয়া পৃথিবী শাসন করিবেন। কিন্তু আকবর কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগকে যত্ন ও সমাদর করিতেন এবং তিনি নগরের বহির্ভাগে হিন্দু সন্ন্যাসী এবং মুসলমান ফকীরদিগের বাসের নিমিত্ত ধর্ম্মপুর এবং খয়েরপুর নামক দুই অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইলেন।

আকবরের ধর্ম্ম অনেকে এক্ষণে প্রকাশ্য রূপে গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তাহারা নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আকবরের এক এক খানি চিত্রার্পিত প্রতিরূপ আপনাদের পরিচ্ছদের উপর অথবা উষ্ণীশে ধারণ করিতে লাগিল। ইহারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পূর্ব্ব মত অভিবাদন বাক্য না কহিয়া আল্লা হু আকবর (ঈশ্বরই মহান) এই বাক্য বলিয়া অভ্যর্থনা করিতেলাগিল। এই সময়ে বাদশাহ স্বীয় পুত্র কুমার সলিমকে রাজা ভগবান দাসের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে আকবর কাজী ও ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সমভিব্যাহারে উক্ত রাজার পুরীতে গমন করিলেন এবং তথায় সর্ব্ব সমক্ষে হিন্দুধর্ম্মের বিধিমতে কুমারের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল এবং আকবর পুত্রবধূকে দুই কোটি মুদ্রা যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিয়া রাজধানী প্রতিগমন করিলেন।

৯৯৫ হিজরিতে সম্রাট পশ্চাল্লিখিত কতিপয় নিয়ম প্রকাশ করিলেন; যথা কোন ব্যক্তি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে এবং সেই স্ত্রী বন্ধ্যা না হইলে অপর দার পরিগ্রহ করিতে পারিবে না, বিধবাগণ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেক, অপর সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু আকবর পরে সহমরণ নিষেধক ব্যবস্থা রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কেবল তিনি এই রূপ নিয়ম করিলেন যে নারী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক মৃত স্বামীর সহগমন করিতে চাহিবে তাহাকেই সহমরণের অনুমতি প্রদত্ত হইবেক। বলাৎকারে দুর্ভগা অবলাগণ যে তাহাদের মৃত স্বামীর চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইত তাহা এককালে রহিত হইল। হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইত তাহা ব্রাহ্মণ বিচারক কর্ত্তৃক এবং মুসলমানদিগের বিবাদ কাজী দ্বারা নিষ্পত্তি হইতেলাগিল। ইতর ব্যক্তিদিগের কাব্য গ্রন্থ পাঠ করা নিষিদ্ধ হইল। কারণ তাহাতে কেবল রিপুগণ প্রবল হইয়া তাহাদিগকে

কুক্রিয়ান্বিত করিবার সম্ভাবনা। মুসলমানদিগের দ্বাদশ বৎসর বয়স সম্পূর্ণ না হইলে ত্বক চ্ছেদ সংস্কার হওয়া নিষিদ্ধ হইল, এবং গো মহিষ অশ্ব উষ্ট্র ও ভেড়ার মাংস অখাদ্য বলিয়া নিষিদ্ধ হইল। এবং সকলে স্ব স্ব ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। আকবরের ধর্ম্ম সংক্রান্ত উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইবেক যে মুসলমান ধর্ম্মকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করিয়াছিলেন এবং যে রূপে তাহাতে শীঘ্র লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে তাহার নিমিত্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহম্মদের প্রতি তিনি নিতান্ত বিরক্ত ছিলেন কিন্তু মহম্মদের ন্যায় প্রচারক হইতে তাঁহার ও ইচ্ছা ছিল। তাঁহার অনুচরগণ মহম্মদের নাম মাত্র মুখে উচ্চারণ করিত না এবং এক জন আপনার মহম্মদ খাঁ নাম পরিত্যাগ করিয়া রহমান খাঁ নাম ধারণ করিয়াছিল। আকবর যদিও হিন্দু ধর্ম্মের অনুকরণে সূর্য্য ও গ্রহাদির উপাসনা করিতেন তথাপি তিনি একেশ্বর বাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে জন সাধারণের নিমিত্ত বাহ্যিক উপাসনা ও ক্রিয়া কলাপ আবশ্যক এই হেতু স্বীয় প্রকাশিত ধর্ম্ম প্রচারার্থ আপনি তাহার অনুষ্ঠানে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক আকবর কৃত নূতন মতে কাহারই মনঃপুত হয় নাই, তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী অগ্নি সূর্য্যাদির উপাসনার প্রচার করিয়া ঈশ্বর উপাসক মুসলমানদিগকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং তিনি হিন্দু ধর্ম্ম ও সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন নাই যে হিন্দুগণ তাঁহার মতাক্রান্ত হইবেক সুতরাং তাঁহার নূতন ধর্ম্ম তাঁহারই সহিত বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—পঞ্চম আদেশ।

১৭৮৩ শকের ১০শ্রাবণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত হয়।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা-
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হে দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত-জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। আমাদের সেই পরমেশ্বর, তিনি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহা পুরুষ। আমরা তাঁর শরণাপন্ন হইয়া তাঁরই কৃপাতে তাঁহাকে জানিয়াছি—জানিয়া দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকলকে আহ্বান করিতেছি। যখন তাঁর শরণাপন্ন হইয়াছি, তখন আর আমাদের মৃত্যু-ভয় নাই—সংশয় অন্ধকার আমাদের চিত্তকে আর কলুষিত করিতে পারে না। আমারদের নিকটে সকলই আলোক, সকলই পরিষ্কার। আমরা সেই অমৃত-স্বরূপ প্রাণ-স্বরূপকে পাইয়া অমৃত লাভ করিয়াছি—আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। হে দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমাদের সহিত সহৃদয় হইয়া, একাত্ম হইয়া, তোমারদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য পৃথিবীতে আমাদের বাস; কিন্তু তোমাদের ন্যায় আমরা জ্যোতি-স্বরূপকে জানিয়াছি, মৃত্যু ভয়কে আমরা অতিক্রম করিয়াছি! এ আনন্দ কার নিকটে ব্যক্ত করিব? এ আনন্দ হৃদয়ে ধারণ হয় না। এ আনন্দ এই ক্ষুদ্র শরীরে ধারণ হয় না, মনুষ্যের নিকটে বলিয়াও ইহার কিছুই বলা হয় না। যাঁহারা

দিব্য-ধাম-বাসী, যাঁহারা জ্ঞানেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া দিবানিশি ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন; তাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া সেই মহেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে মন উৎসুক হইতেছে। ধন্য! ধন্য! ধন্য! জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য! দেবতারা তোমার মহিমা গান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, আমরাও এই মর্ত্ত্য লোক হইতে তাঁহাদের সহিত সমস্বরে তোমার স্তুতি-বাদ করিতেছি। আমাদের আত্মা এই ক্ষুদ্র শরীর অতিক্রম করিয়া—সমুদয় পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতম দেব লোকে ব্যাপ্ত হইতেছে—সেই দিব্য-ধাম-বাসীদের সহিত মিলিত হইতেছে। এই শরীরে যদিও এ আত্মার অবস্থান, তথাপি ইহার জন্ম-স্থান কোথায়—আত্মার আকর ভূমি সেই, যেখানে দেবতাদের জন্ম ভূমি। আত্মা এই পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিতে চাহে না—এই সঙ্কীর্ণ স্থানে থাকিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারেনা। তাহার জ্ঞান প্রীতি অনন্তের দিকে—তাহার আশা ভরশা অনন্তের দিকে। এই পুষ্পকে দেখ—কল্য ইহা আর থাকিবেনা। আজ ইহার যত দূর উন্নতি হইবার হইয়া গিয়াছে; ইহার সৌন্দর্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আত্মার উন্নতির শেষ নাই, সেই অনন্ত অমৃতের সঙ্গে ইহার প্রীতি। দেবতাদিগের আকর-ভুমি যেখানে, ইহারও আকর-ভূমি সেইখান। দেব মনুষ্য আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। দেবতারা আমারদিগের ভ্রাতা। আমাদের উৎপত্তি স্থান, আমাদের গম্য স্থান সেই এক স্থানেই। দেব-লোকে আসীন হইয়া দেবতারা যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন, আমরা এই পৃথিবী লোককে অতিক্রম করিয়া দেব-লোকে গিয়া তাঁহারদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া দেব-দেবের উপাসনা করিতেছি। ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রীতিই এক মাত্র বন্ধন! প্রীতি, পর্ব্বত সাগর ব্যবহিত দেশকে একত্র করে। প্রীতি সহস্র সহস্র বৎসর ব্যবহিত কালকে একত্র করে। প্রীতিই দেব-লোক ও মর্ত্ত্য-লোককে এক করে। দেবতাদিগের হৃদয়ে আমাদের সম্মিলিত হইয়া দেখ এক তেজোময় জ্বলন্ত প্রেমানল সেই মহান্ অনন্ত অবিনাশী পরমেশ্বরের চরণে ঊর্দ্ধ মুখে উত্থিত হইতেছে। সমুদয় মনুষ্য, সমুদয় দেব-লোক, একত্র হইয়া একতানে সেই মহেশের মহৎ যশ ঘোষণা করিতেছে। আমাদের যোগ কেবল পৃথিবীর লোকদিগের সঙ্গে নয়—আমরা উন্নত বেশ ধারণ করিয়া, আমারদের অধিকারকে প্রশস্ত করিয়া, দেবতাদের নিকটে আনন্দ-হৃদয়ে বলি "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাআ য়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

আমরা আপনারা যে আনন্দ ভোগ করি, তাহা নির্জনে উপভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ হয় না। আমাদের সম্মুখে জীর্ণ-দেহ শুষ্ক-কণ্ঠ ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন না দিয়া অন্নের কোন স্বাদ পাই না। কোন উদ্ধৃত পবিত্র সত্য দিবালোকের ন্যায় ভ্রাতাদিগের সম্মুখে না ধরিলে সে সত্য তেমন মিষ্ট লাগে না। ঈশ্বরের আনন্দও আমরা একাকী ভোগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। সেই বিমলানন্দ-পূর্ণ হৃদয় অন্য হৃদয়ের সহিত আপনা হইতেই মিলিত হইতে চাহে। আমরা নির্জ্জনে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছি—আবার এই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে তাঁর উপাসনা করিতেছি। এমন স্থানে, যেখানে আর কাহারো চক্ষু নাই, কেবল ঈশ্বর আর আমি এক চক্ষে মিলিত হইয়াছি, এমন নির্জন স্থানে প্রিয়তমের দর্শন পাইয়াছি—আবার এখানে এই ভ্রাতৃ-মণ্ডলী মধ্যে

সেই পরমেশ্বরকে পূজা করিতেছি। আমাদের আত্মা কৃতার্থ হইয়াছে এবং পরিতৃপ্ত ও উন্নত হইয়া দেবতাদের সঙ্গে একাসনে ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্তে ব্যগ্র হইতেছে। হা! পৃথিবীতে কি আত্মার এমন প্রশস্ত ও উন্নত ভাবের শেষ হইবে? মৃত্যুর পরে সেই প্রথম দিনের প্রাতঃকাল যখন উদয় হইবে, যখন এই সংসারের রজনীর অবসান হইবে—আমরা জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া পরম দেবকে যখন সম্মুখে দেখিব, দেব-মণ্ডলীর মধ্যে সমাসীন হইয়া আনন্দের সহিত তাঁর চরণ পূজা করিব; তখন আমারদের কি সৌভাগ্য উদয় হইবে। অদ্যই যদি এই পৃথিবীর নিশা অবসান হয়—অদ্যকার নিশা যদি আমার এখানকার শেষ নিশা হয়—যদি আর এক উন্নত লোকে গিয়া প্রাতঃকালের সূর্য্যোদয় অবলোকন করি, তবে আমার আত্মা কি আনন্দের সহিত তাহার এই শরীর-পিঞ্জর পরিত্যাগ করে! এ নিশা কি আনন্দ নিশা হয়! বিদেশ হইতে স্বদেশে গিয়া উন্নত দেবতাদিগের সঙ্গে মিলিয়া যদি ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে পাই—পরম পিতার শুভ অভিপ্রায় যদি সাধন করিতে পাই; তবে আমারদের প্রার্থনার বিষয় আর কি থাকে? সংসারে এই আশাতেই আমরা জীবিত রহিয়াছি! নাবিক যেমন সুদূর সমুদ্র মধ্যে স্থিতি করিয়া, আপনার স্বদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমুদয় ঝঞ্ঝা তরঙ্গ অতিক্রম করে; আমরা আমাদের জীবন-সহায়কে লক্ষ্য রাখিয়া সেইরূপ সংসারের সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতেছি। আমারদের সমুদয় লক্ষ্য এই পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিলে জীবন কি অন্ধকার হইত! আশা কি ম্লান ভাব ধারণ করিত! আমরা কঠোর ধর্ম্ম পালন করিতাম, কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতাম; কিন্তু এক টুকুও আশা-রশ্মি আমারদের হৃদয়কে উৎফুল্ল করিতে পারিত না! কিন্তু এখন আমরা কেমন সাহসী হইয়াছি। আমরা নিঃশংসয় জানিয়াছি যে আমাদের কোন ভয় নাই। যদি বিশ্বস্ত চিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই—যদি জ্ঞান ধর্ম্মে আত্মাকে উন্নত করি—যদি পরকালের সম্বল প্রচুর-রূপে এখানে উপার্জ্জন করি; তবে আমারদের ক্রমিকই উন্নতি, ক্রমিকই উন্নতি। সে নিশা কি আনন্দের নিশা, যে নিশা প্রভাত হইলে আমরা নূতন প্রাতঃকাল দেখিতে পাইব। এখানে যত দূর দেখিবার, তাহা দেখিয়াছি—ঈশ্বরকে যত দূর প্রীতি করিবার, তাহা করিয়াছি; তাঁহার মহিমা যত দূর ঘোষণা করিবার, তাহা করিয়াছি; এখন যদি এখান হইতে অবসর পাই, তবে আমরা তাঁরই নূতন রাজ্যে গমন করিব—উন্নত দেবতাদিগের সঙ্গে সমাবিষ্ট হইয়া উন্নতি লাভ করিব—নব নব ভাব-সকল দেখিয়া নয়নকে তৃপ্ত করিব, অমৃতময় মধুময় পুরুষের সঙ্গে বাস করিয়া হৃদয়কে মধুময় করিব—তাঁহার মহিমা দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত রূপে অনুভব করিব। দেখ দেখি আমারদের এ আশা কি মহৎ আশা! ইহা ভবিষ্যতের শোভা কি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিতেছে! এ আশা কি কেবল আশা মাত্র থাকিবে! এমত কখনই হইতে পারেনা। এ আশা, সেই সকল সত্যের আকর পরম সত্য হইতে আসিতেছে। তিনিই আমারদিগকে অভয় দান করিতেছেন। পাপী পুণ্যাত্মা, সকলকেই তিনি আপন স্থানে আহ্বান করিতেছেন। যে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে তিনি আলিঙ্গন দিতেছেন—যে পশ্চাতে পড়িতেছে, তাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করিতেছেন না। তাঁ-

হার অপার উদার ক্রোড় সকলেরই জন্য রহিয়াছে। সেই গভীর মাতৃস্নেহ সকলকেই ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার নিকটে গেলে কেহ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে না; কিন্তু অতি ম্লান হৃদয়ও উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। হা! আমরা সকলে গিয়া কি সেই পিতার চরণে মিলিত হইব না? দেখ, তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমারদিগকে তাঁহার অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইবেন; সেখানে কেবলি আনন্দ, কেবলই আনন্দ। "পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া। কেবা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কামন্দকীয় নীতিসার।

অষ্টম সর্গ।

মণ্ডলেশ্বর রাজা কোষ দণ্ড সমুপেত, অমাত্য মন্ত্রি সমবেত ও দুর্গস্থ হইয়া সম্যক্ রূপে মণ্ডল চিন্তা করিবেন। রথারোহণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মণ্ডলে বিচরণ করিলে রাজা শোভাযুক্ত হন, অশুদ্ধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিলে রথচক্রের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া যান। অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্রমা সকল লোকের স্পৃহনীয় হয়, অতএব বিজিগীষু রাজা সর্ব্বদা পূর্ণমণ্ডল হইবেন। প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও সৈন্য এই পাঁচটিকে বিজিগীষুর প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, ঐ পাঁচটি এবং মিত্র ও রাজা এই সপ্ত প্রকৃতি লইয়া রাজ্য হয়। যিনি প্রকৃতি সম্পন্ন, মহোৎসাহ ও শ্রমশীল হইয়া জয় লাভের ইচ্ছা করেন, তিনিই বিজিগীষু। কৌলীন্য, বৃদ্ধসেবা, উৎসাহ, উদার দৃষ্টি, চিত্তজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রগল্ভতা, সত্যবাদিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, অক্ষুদ্রতা, প্রশ্রয়, স্বপ্রধানতা, দেশ কালজ্ঞতা, দৃঢ়তা, সর্ব্ব ক্লেশ সহিষ্ণুতা, সকলের বিশেষজ্ঞতা, দক্ষতা, গূঢ় মন্ত্রণা, অবিসম্বাদ, শৌর্য্য, ভক্তিজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা, শরণাগত বাৎসল্য, অমর্ষিতা, ধীরতা কার্য্যকালে শাস্ত্র দৃষ্টি, কৃতিত্ব, দীর্ঘ দর্শিতা, শ্রমজয়, ধর্ম্ম, পরিবারগণের অক্রূরতা ও প্রজাগণের উন্নতি এই কএকটি বিজিগীষুর গুণ। যিনি প্রতাপবান্, অন্য গুণ না থাকিলেও তিনিই রাজা হন; এবং সিংহ যেমন মৃগগণকে, প্রতাপশালী ব্যক্তিরা সেই রূপ শত্রুগণকে দূরীকৃত করেন। প্রতাপ থাকিলে রাজা অত্যন্ত উন্নতি লাভ করেন, অতএব উদ্‌যোগ সহকারে উৎকৃষ্ট প্রতাপ উপার্জ্জন করিবেন। যাঁহারা একই বিষয়ে অবহিত হন, তাঁহারা পরস্পর ভিন্ন। যাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিজিগীষু গুণ সমুদায় থাকে, তিনিই নিদারুণ শত্রু। যে শত্রু লুব্ধ, ক্রূর, অলস, অসত্যপরায়ণ, অনবধান, ভীরু, অস্থির, মূর্খ, ও যোদ্ধাগণের অবজ্ঞাতা, তাঁহাকে অনায়াসে পরাজয় করে।

যথাক্রমে বিজিগীষুর সম্মুখস্থ অরি, মিত্র, অরি মিত্র, মিত্র-মিত্র, এবং অরি মিত্র মিত্র এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ এই উভয়ের দুই আসার বিজিগীষুর মণ্ডল। যে রাজা অরি ও বিজিগীষু এই উভয়ের অব্যবধানে বাস করেন, তিনি মধ্যম, অরি ও বিজিগীষু পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে তিনি তাহাদিগকে বধ করিতে ও মিলিত থাকিলে অনুগ্রহ করিতে পারেন, এই সমুদায় মণ্ডলের উপর উদাসীন রাজা অধিকতর বলবান্; এই সমুদায় মণ্ডল পরস্পর পৃথক্ হইলে তিনি বধ করিতে ও মিলিত থাকিলে অনুগ্রহ করিতে পারেন। অরি, মিত্র, অরি মিত্র, ও মিত্র মিত্র এই চারিটি মূল প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, মন্ত্র কুশল ময় চারিটিকে মণ্ডল বলিয়া থাকেন। পুলোমা ও ইন্দ্র বিজিগীষু, অরি, মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, মধ্যম, ও উদাসীন এই ছয়টিকে মণ্ডল বলিয়াছেন। শুক্রাচার্য্য বলেন, বিজিগীষু, অরি, মিত্র, অরি-মিত্র, মিত্র মিত্র, অরি মিত্র মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, আসার দ্বয়, উদাসীন, ও মধ্যম, এই দ্বাদশ রাজা লইয়া একটি মণ্ডল হয়। কেহ কেহ বলেন এই দ্বাদশ রাজা এবং ইঁহাদিগের প্রত্যেকের দ্বাদশ অরি ও দ্বাদশ মিত্র এই ষট্‌ত্রিংশৎ রাজা লইয়া এক মণ্ডল হয়; ময় ও আবার এই মত বলেন। লোকে দ্বাদশ রাজার প্রত্যেকের অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও সৈন্যকে প্রকৃতি বলিয়া জানে। এই দ্বাদশ মূল প্রকৃতি ও ইহাদের প্রত্যেকের অমাত্য প্রভৃতি পাঁচ পাঁচ প্রকৃতি সমুদায়ে দ্বিসপ্ততি প্রকৃতি মণ্ডল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অরির অরি, মিত্রের অরি, অরি মিত্র মিত্র মিত্র এবং অরির অরির ও মিত্রের অরির অরি ও মিত্র এই ছয় এবং দ্বাদশ মূল রাজা, বৃহস্পতি এই অষ্টাদশকে মণ্ডল বলেন। কবিগণ এই অষ্টাদশের প্রত্যেকের অমাত্য, রাষ্ট্র, কোষ, দুর্গ, সৈন্য, সুহৃৎ সমুদায়ে অষ্টোত্তর শতকে মণ্ডল বলিয়া জানেন। বিশালাক্ষ বলেন, এই অষ্টাদশ এবং ইহাদের প্রত্যেকের অরি ও মিত্র সমুদায়ে

সেই পরমেশ্বরকে পূজা করিতেছি। আমাদের আত্মা কৃতার্থ হইয়াছে এবং পরিতৃপ্ত ও উন্নত হইয়া দেবতাদের সঙ্গে একাসনে ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্তে ব্যগ্র হইতেছে। হা! পৃথিবীতে কি আত্মার এমন প্রশস্ত ও উন্নত ভাবের শেষ হইবে? মৃত্যুর পরে সেই প্রথম দিনের প্রাতঃকাল যখন উদয় হইবে, যখন এই সংসারের রজনীর অবসান হইবে—আমরা জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া পরম দেবকে যখন সম্মুখে দেখিব, দেব-মণ্ডলীর মধ্যে সমাসীন হইয়া আনন্দের সহিত তাঁর চরণ পূজা করিব; তখন আমারদের কি সৌভাগ্য উদয় হইবে। অদ্যই যদি এই পৃথিবীর নিশা অবসান হয়—অদ্যকার নিশা যদি আমার এখানকার শেষ নিশা হয়—যদি আর এক উন্নত লোকে গিয়া প্রাতঃকালের সূর্য্যোদয় অবলোকন করি; তবে আমার আত্মা কি আনন্দের সহিত তাহার এই শরীর-পিঞ্জর পরিত্যাগ করে! এ নিশা কি আনন্দ নিশা হয়! বিদেশ হইতে স্বদেশে গিয়া উন্নত দেবতাদিগের সঙ্গে মিলিয়া যদি ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে পাই—পরম পিতার শুভ অভিপ্রায় যদি সাধন করিতে পাই; তবে আমারদের প্রার্থনার বিষয় আর কি থাকে? সংসারে এই আশাতেই আমরা জীবিত রহিয়াছি! নাবিক যেমন সুদূর সমুদ্র মধ্যে স্থিতি করিয়া, আপনার স্বদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমুদয় ঝঞ্ঝা তরঙ্গ অতিক্রম করে; আমরা আমাদের জীবন-সহায়কে লক্ষ্য রাখিয়া সেইরূপ সংসারের সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতেছি। আমারদের সমুদয় লক্ষ্য এই পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিলে জীবন কি অন্ধকার হইত! আশা কি ম্লান ভাব ধারণ করিত! আমরা কঠোর ধর্ম্ম পালন করিতাম, কঠোর ত্যাগ-স্বীকার করিতাম; কিন্তু এক টুকুও আশা-রশ্মি আমারদের হৃদয়কে উৎফুল্ল করিতে পারিত না! কিন্তু এখন আমরা কেমন সাহসী হইয়াছি। আমরা নিঃশংসয় জানিয়াছি যে আমাদের কোন ভয় নাই। যদি বিশ্বস্ত চিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই—যদি জ্ঞান ধর্ম্মে আত্মাকে উন্নত করি—যদি পরকালের সম্বল প্রচুর-রূপে এখানে উপার্জ্জন করি; তবে আমারদের ক্রমিকই উন্নতি, ক্রমিকই উন্নতি। সে নিশা কি আনন্দের নিশা, যে নিশা প্রভাত হইলে আমরা নূতন প্রাতঃকাল দেখিতে পাইব। এখানে যত দূর দেখিবার, তাহা দেখিয়াছি—ঈশ্বরকে যত দূর প্রীতি করিবার, তাহা করিয়াছি; তাঁহার মহিমা যত দূর ঘোষণা করিবার, তাহা করিয়াছি; এখন যদি এখান হইতে অবসর পাই, তবে আমরা তাঁরই নূতন রাজ্যে গমন করিব—উন্নত দেবতাদিগের সঙ্গে সমাবিষ্ট হইয়া উন্নতি লাভ করিব—নব নব ভাব সকল দেখিয়া নয়নকে তৃপ্ত করিব, অমৃতময় মধুময় পুরুষের সঙ্গে বাস করিয়া হৃদয়কে মধুময় করিব—তাঁহার মহিমা দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত রূপে অনুভব করিব। দেখ দেখি আমারদের এ আশা কি মহৎ আশা! ইহা ভবিষ্যতের শোভা কি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিতেছে! এ আশা কি কেবল আশা মাত্র থাকিবে! এমত কখনই হইতে পারেনা। এ আশা, সেই সকল সত্যের আকর পরম সত্য হইতে আসিতেছে। তিনিই আমারদিগকে অভয় দান করিতেছেন। পাপী পুণ্যাত্মা, সকলকেই তিনি আপন স্থানে আহ্বান করিতেছেন। যে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে তিনি আলিঙ্গন দিতেছেন—যে পশ্চাতে পড়িতেছে, তাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করিতেছেন না। তাঁহার অপার উদার ক্রোড় সকলেরই জন্য রহিয়াছে। সেই গভীর মাতৃস্নেহ সকলকেই ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার নিকটে গেলে কেহ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে না; কিন্তু অতি ম্লান হৃদয়ও উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। হা! আমরা সকলে গিয়া কি সেই পিতার চরণে মিলিত হইব না? দেখ, তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমারদিগকে তাঁহার অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইবেন; সেখানে কেবলি আনন্দ, কেবলই আনন্দ। "পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া। কেবা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কামন্দকীয় নীতিসার।

অষ্টম সর্গ।

মণ্ডলেশ্বর রাজা কোষ দণ্ড সমুপেত, অমাত্য মন্ত্রি সমবেত ও দুর্গস্থ হইয়া সম্যক্ রূপে মণ্ডল চিন্তা করিবেন। রথারোহণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মণ্ডলে বিচরণ করিলে রাজা শোভাযুক্ত হন, অশুদ্ধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিলে রথচক্রের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া যান। অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্রমা সকল লোকের স্পৃহনীয় হয়, অতএব বিজিগীষু রাজা সর্ব্বদা পূর্ণমণ্ডল হইবেন। প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও সৈন্য এই পাঁচটিকে বিজিগীষুর প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, ঐ পাঁচটি এবং মিত্র ও রাজা এই সপ্ত প্রকৃতি লইয়া রাজ্য হয়। যিনি প্রকৃতি সম্পন্ন, মহোৎসাহ ও শ্রমশীল হইয়া জয় লাভের ইচ্ছা করেন, তিনিই বিজিগীষু। কৌলীন্য, বৃদ্ধসেবা, উৎসাহ, উদার দৃষ্টি, চিত্তজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রগল্ভতা, সত্যবাদিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, অক্ষুদ্রতা, প্রশ্রয়, স্বপ্রধানতা, দেশ কালজ্ঞতা, দৃঢ়তা, সর্ব্ব ক্লেশ সহিষ্ণুতা, সকলের বিশেষজ্ঞতা, দক্ষতা, গূঢ় মন্ত্রণা, অবিসম্বাদ, শৌর্য্য, ভক্তিজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা, শরণাগত বাৎসল্য, অমর্ষিতা, ধীরতা কার্য্যকালে শাস্ত্র দৃষ্টি, কৃতিত্ব, দীর্ঘ দর্শিতা, শ্রমজয়, ধর্ম্ম, পরিবারগণের অক্রূরতা ও প্রজাগণের উন্নতি এই কএকটি বিজিগীষুর গুণ। যিনি প্রতাপবান্, অন্য গুণ না থাকিলেও তিনিই রাজা হন; এবং সিংহ যেমন মৃগগণকে, প্রতাপশালী ব্যক্তিরা সেই রূপ শত্রুগণকে দূরীকৃত করেন। প্রতাপ থাকিলে রাজা অত্যন্ত উন্নতি লাভ করেন, অতএব উদ্যোগ সহকারে উৎকৃষ্ট প্রতাপ উপার্জ্জন করিবেন। যাঁহারা একই বিষয়ে অবহিত হন, তাঁহারা পরস্পর ভিন্ন। যাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিজিগীষু গুণ সমুদায় থাকে, তিনিই নিদারুণ শত্রু। যে শত্রু লুব্ধ, ক্রূর, অলস, অসত্যপরায়ণ, অনবধান, ভীরু, অস্থির, মূর্খ, ও যোদ্ধাগণের অবজ্ঞাতা, তাঁহাকে অনায়াসে পরাজয় করে।

যথাক্রমে বিজিগীষুর সম্মুখস্থ অরি, মিত্র, অরি মিত্র, মিত্র-মিত্র, এবং অরি মিত্র মিত্র এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ এই উভয়ের দুই আসার বিজিগীষুর মণ্ডল। যে রাজা অরি ও বিজিগীষু এই উভয়ের অব্যবধানে বাস করেন, তিনি মধ্যম, অরি ও বিজিগীষু পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে তিনি তাহাদিগকে বধ করিতে ও মিলিত থাকিলে অনুগ্রহ করিতে পারেন, এই সমুদায় মণ্ডলের উপর উদাসীন রাজা অধিকতর বলবান্; এই সমুদায় মণ্ডল পরস্পর পৃথক্ হইলে তিনি বধ করিতে ও মিলিত থাকিলে অনুগ্রহ করিতে পারেন। অরি, মিত্র, অরি মিত্র, ও মিত্র মিত্র এই চারিটি মূল প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, মন্ত্র কুশল ময় চারিটিকে মণ্ডল বলিয়া থাকেন। পুলোমা ও ইন্দ্র বিজিগীষু, অরি, মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, মধ্যম, ও উদাসীন এই ছয়টিকে মণ্ডল বলিয়াছেন। শুক্রাচার্য্য বলেন, বিজিগীষু, অরি, মিত্র, অরি মিত্র, মিত্র মিত্র, অরি মিত্র মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, আসার দ্বয়, উদাসীন, ও মধ্যম, এই দ্বাদশ রাজা লইয়া একটি মণ্ডল হয়। কেহ কেহ বলেন এই দ্বাদশ রাজা এবং ইঁহাদিগের প্রত্যেকের দ্বাদশ অরি ও দ্বাদশ মিত্র এই ষট্ত্রিংশৎ রাজা লইয়া এক মণ্ডল হয়; ময় ও আবার এই মত বলেন। লোকে দ্বাদশ রাজার প্রত্যেকের অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও সৈন্যকে প্রকৃতি বলিয়া জানে। এই দ্বাদশ মূল প্রকৃতি ও ইহাদের প্রত্যেকের অমাত্য প্রভৃতি পাঁচ পাঁচ প্রকৃতি সমুদায়ে দ্বিসপ্ততি প্রকৃতি মণ্ডল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অরির অরি, মিত্রের অরি, অরি মিত্র মিত্র মিত্র এবং অরির অরির ও মিত্রের অরির অরি ও মিত্র এই ছয় এবং দ্বাদশ মূল রাজা, বৃহস্পতি এই অষ্টাদশকে মণ্ডল বলেন। কবিগণ এই অষ্টাদশের প্রত্যেকের অমাত্য, রাষ্ট্র, কোষ, দুর্গ, সৈন্য, সুহৃৎ সমুদায়ে অষ্টোত্তর শতকে মণ্ডল বলিয়া জানেন। বিশালাক্ষ বলেন, এই অষ্টাদশ এবং ইহাদের প্রত্যেকের অরি ও মিত্র সমুদায়ে

চতুঃপঞ্চাশৎ লইয়া মণ্ডল হয়। কেহ বা এই চতুঃপঞ্চাশৎ রাজার প্রত্যেকের অমাত্য প্রভৃতি ছয় ছয় লইয়া ত্রিশত চতুর্ব্বিংশতিকে মণ্ডল বলেন। কেহ বা বিজিগীষু ও অরি এই উভয়ের প্রত্যেকের সপ্ত অঙ্গ লইয়া সমুদায়ে চতুর্দ্দশকে মণ্ডল বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বিজিগীষু, অরি ও মধ্যম এই তিনকে, কেহ কেহ বা ঐ তিন ও উহাদের প্রত্যেকের মিত্র এই ছয়কে মণ্ডল বলেন। কোন কোন মণ্ডলবেত্তা এই ছয় রাজার প্রত্যেকের অমাত্য প্রভৃতি ছয় প্রকৃতি ধরিয়া সমুদায়ে ছত্রিশটিকে মণ্ডল বলেন। অন্য নীতিবাদীগণ বিজিগীষু, অরি ও মধ্যম এই তিনের সাত সাত প্রকৃতি লইয়া একবিংশতি প্রকৃতিকে মণ্ডল গণনা করেন।

কোন কোন মণ্ডলজ্ঞ বলেন, বিজিগীষুর পুরোবর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী দশ রাজা লইয়া একটি মণ্ডল হয়, কেহ কেহ ঐ দশ রাজার প্রত্যেকের অমাত্য প্রভৃতি ছয় প্রকৃতি ধরিয়া সমুদায়ে ষাটিকে মণ্ডল বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা বিজিগীষু, তাহার পুরোবর্ত্তী অরি ও মিত্র ও পশ্চাদ্বর্ত্তী অরি ও মিত্র এবং ইহাদের প্রত্যেকের অমাত্য প্রভৃতি লইয়া ত্রিংশৎ প্রকৃতিকে মণ্ডল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিপক্ষের ও এই প্রকার পঞ্চাত্মক মণ্ডল ত্রিংশৎ প্রকৃতিতে যোজনা করেন। পরাসর কহিয়াছেন যে, দুটি প্রকৃতিই ন্যায্য, প্রথম অভিযোক্তা দ্বিতীয় অভিযোজ্য। কাহারও মতে উভয়ের প্রতি উভয়ের অভিযোগ নিবন্ধন বিজিগীষু ও অরি উভয়েই এক প্রকৃতি। এই রূপে নানা প্রকার মণ্ডল পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু দ্বাদশ রাজা লইয়াই যে মণ্ডল তাহাই সর্ব্ব লোকে প্রসিদ্ধ। যাহার আট শাখা চারি মূল ষাটি পত্র দুই আধার ছয় পুষ্প ও তিন ফল, যিনি তাদৃশ বৃক্ষের বিষয় অবগত আছেন, তিনিই নীতিবিৎ।

পার্ষ্ণিগ্রাহ ও তাহার আসার এবং আক্রন্দ ও তাহার আসার যথাক্রমে বিজিগীষুর শত্রু ও মিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। দুই মিত্র দ্বারা পশ্চাদ্বর্ত্তী দুই অরিকে নিগ্রহ করিয়া সম্মুখে গমন করিবেন। এই রূপ পুরোবর্ত্তী দুই মিত্র দ্বারা অরি ও অরিমিত্রকে, এবং কৃত কৃত্য উভয় মিত্র দ্বারা অরি মিত্রের মিত্রকে নিপীড়ন করিয়া পশ্চাৎ গমন করিবেন। আক্রন্দ ও আপনা দ্বারা পার্ষ্ণিগ্রাহকে এবং আক্রন্দ ও আক্রন্দের আসারকে পীড়ন করিবেন। মিত্র ও আপনা দ্বারা ঋপুকে উচ্ছেদ করিবেন। মিত্র ও মিত্র মিত্র দ্বারা অরিমিত্রকে এবং উভয়-মিত্র ও মিত্রামিত্র দ্বারা অরিমিত্র মিত্রকে পীড়ন করিবেন। বিজিগীষু নিরন্তর উদ্যোগী হইয়া এইরূপে অহিতকারী শত্রুগণকে পীড়ন করিবেন। জয়োদ্যোগী বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক উভয়ত নিপীড়িত হইলে শত্রুগণ উচ্ছিন্ন ও বশীভূত হয়।

সর্ব্বপ্রকার উপায় দ্বারা সামান্য মিত্রগণকে আত্মসাৎ করিবেন; শত্রুগণ মিত্র হইতেই উচ্ছিন্ন ও সুখচ্ছেদ্য হয়। কোন না কোনপ্রকার কারণ বশতই শত্রুতা বা মিত্রতা উৎপন্ন হয়; অতএব যে কারণে শত্রুতা জন্মে তাহা পরিত্যাগ করিবেন। সর্ব্বত্রই প্রাধান্য রূপে সকল প্রজার সংসর্গ করিবেন, প্রজাগণের সংসর্গ বশতই রাজা সর্ব্বাঙ্গীন শ্রী লাভ করেন। দুরাচারী, মণ্ডল সম্পন্ন স্থান দুর্গনিবাসী রাজাগণের সহিত মিত্রতা করিবেন। তাঁহারা তদ্‌গত প্রাণ হইয়া মিত্রের মণ্ডল সাধন করেন। মধ্যম রাজা মিত্র দ্বারা অধিকরণ হইয়া জয়েচ্ছায় যাত্রা করিবেন, অশক্ত হইলে অরির সহিত একীভূত হইয়া থাকিবেন, অথবা সন্ধি করিয়া নত হইবেন। শত্রু দুই প্রকার সহজ ও কার্য্যজ; স্বকুলোৎপন্ন শত্রুসহজ ও তদ্ভিন্ন সকল শত্রু কার্য্যজ। বিদ্বানেরা বলেন, যথাকালে উচ্ছেদ, অপচয় পীড়ন ও কর্ষণ শত্রুর প্রতি এই চারিপ্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য। আচার্য্যেরা শত্রুকে কোষ ও সৈন্য শূন্য করা ও তাহার প্রধান অমাত্যকে বধ করাকে কর্ষণ ও আর সকলকে পীড়ন করিয়াছেন। স্বরাজ্যে অব্যবহিত, সম্পন্ন শত্রু আশ্রয়হীন বা দুর্ব্বলের আশ্রিত হইলে তাহাকে উচ্ছেদ করিবেন। দুর্গ বা সাধু সম্মত মিত্রকে আশ্রয় করে; আশ্রয়াভিমানী অরিগণকে কর্ষণ ও পীড়ন করিবেন। যে শত্রু ছিদ্র, কর্ম্ম ও ধন আনিতেছে, সেই শত্রু অন্তর্গত অনল যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে, সেইরূপ রাজাকে দগ্ধ করে। যে মিত্রের অরিতা ও মিত্রতা উভয়ই আছে, যিনি পক্ষপাত অবলম্বন করিয়া চলেন, ইন্দ্রের ত্রিরাশিকে উচ্ছেদ করিবার ন্যায় সত্বর হইয়া তাহাকে উচ্ছিন্ন করিবেন। আপনার উচ্ছেদ নাহয়, এই নিমিত্ত বলবান্ কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও বিপন্ন শত্রুর অপচয় করিবেন। যাহাকে উচ্ছেদ করিলে অন্য লোক শত্রু হইয়া উঠে, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা না করিয়া হস্তগত করিয়া রাখিবেন। যে বংশাগত শত্রু দুর্দ্ধর্ষ হইয়া চলে, তাহাকে প্রশমিত করিবার নিমিত্ত তদ্বংশীয় এক ব্যক্তিকে উন্নত করিবেন, বিষ বিষদ্বারাই জীর্ণ হয়, বজ্র বজ্র দ্বারাই বিদীর্ণ হয়, গজেন্দ্রই গজেন্দ্রকে শীর্ণ করে, মৎস্যই মৎস্যকে গ্রহণ করে, জ্ঞাতিই জ্ঞাতিকে ধ্বংশ করে সন্দেহ নাই; রাম রাবণের উচ্ছেদের নিমিত্ত বিভীষণকে পূজা করিয়াছিলেন। যাহাতে মণ্ডল ক্ষোভ হয়, মেধাবী ব্যক্তি তাহা না করিয়া প্রজারঞ্জন করিবেন। শাম, দান ও মান দ্বারা আত্মীয়গণের মনোরঞ্জন করিবেন, এবং ভেদ ও দণ্ড দ্বারা পরকীয় গণকে উচ্ছিন্ন করিবেন। সমস্ত মণ্ডলামিত্র ও অমিত্রগণে ব্যাপ্ত, এবং সকল লোকই স্বার্থপর, মধ্যস্থ হইতে পারে এমন লোক কোথা? ভোগের নিমিত্ত আগত, প্রকৃতি বিরুদ্ধ ব্যক্তি মিত্র হইলেও তাহাকে উপপীড়ন করিবেন। যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিকৃত, তাহাকে সংহার করিবেন; ঈদৃশ পাপীয়ান্ ঋপু মধ্যে পরিগণিত। অমিত্রগণের উপকার করিবেন; এবং অহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত মিত্রগণকেও পরিত্যাগ করিবেন। যিনি হিত কার্য্যে বদ্ধ করেন, ও হিত কার্য্যের আদর করেন, তিনিই বন্ধু; এবং যিনি উপকার করেন, তিনি বিরক্তই হউন আর অনুরক্তই হউন, তিনিই মিত্র, বারংবার বিচার করিয়া যে মিত্রের দোষ অবগত হইবেন, তাহাকেই পরিত্যাগ করিবেন; যিনি নির্দ্দোষ মিত্রকে পরিত্যাগ করেন, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থকে নষ্ট করেন। সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই স্বয়ং দোষ গুণের অনুসন্ধান করিবেন; স্বজ্ঞাত দোষের উপরেই দণ্ড দান প্রশংসনীয়। যথার্থ রূপ না জানিয়া কখনও ক্রোধ করিবে না; যিনি নিরপরাধের উপর কুপিত হন, লোকে তাঁহাকে সর্পের ন্যায় বোধ করে।

উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মিত্রগণের বৈলক্ষণ্য অবগত হইবেন; জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম গুলিও পৃথক্ পৃথক্। মিথ্যা অভিযোগ করিবেন না ও শুনিবেন না; যাহারা মিত্র ভেদ করে, তাহাদের সকলকেই পরিত্যাগ করিবেন। ভেদাদি-সমুত্থিত, মৎসর প্রয়োজিত, পক্ষপাত জনিত, উপন্যাস চ্ছলে উচ্চারিত ও সংশয়িত, বাক্য সকল বুঝিতে হইবে। স্বয়ং প্রকাশ্য রূপে সুহৃদ্‌গণের পক্ষ গ্রহণ করিবেন না; শীঘ্রই তাঁহাদিগের পরস্পরের মাৎসর্য্য অবধারণ করিবেন। কালজ্ঞ ব্যক্তি কার্য্যের গৌরব অনুসারে নিকৃষ্ট লোকেরও বাস্তবিক দোষ সকল প্রচ্ছন্ন করিয়া অবাস্তবিক গুণসকলও বলিবেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মিত্রই সংগ্রহ করিবেন; কেন না, যাঁহার বহু মিত্র থাকে, তিনি ঋপুগণকে বশীভূত রাখিতে পারেন। তাদৃশ আপদের প্রতিকার কার্য্যে ভ্রাতাও থাকেন না, পিতাও থাকেন না, অন্য লোকও থাকেন না; কিন্তু সাধু মিত্র অবস্থান করেন। যাঁহারা দৃঢ়ব্রত মিত্রগণ দ্বারা অমিত্রগণকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। মণ্ডলজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই প্রকার মণ্ডল বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা করেন। মিত্র উদাসীন ও অরি, ইহাই প্রকৃত মণ্ডল; ইহাদিগের সম্যক্ শোধনই মণ্ডল শোধন।

রাজা এই প্রকার নীতি পথে গমন পূর্ব্বক উদ্‌যোগী হইয়া মণ্ডল শোধন করিবেন; যাঁহার সমুদায় মণ্ডল সম্যক্ সংশোধিত হইয়াছে, তিনি শারদ শশধরের ন্যায় প্রজাগণের আনন্দ জনক হইয়া বিরাজমান থাকেন।

—○—

Extracted from Colenso's

"PENTATEUCH AND BOOK OF JOSHUA CRITICALLY EXAMINED, *Part I.*"

Introductory Remarks.

1. The first five books of the Bible,—commonly called the Pentateuch (Pentateachus, se, liber) or Book of five Volumes,—are supposed by most English readers of the Bible to have been written by Moses, except the last chapter of Deuternomy, which records the death of Moses, and which, of course, it is generally allowed, must have been added by another hand, perhaps that of Joshua. It is believed that Moses wrote under such special guidance and teaching of the Holy spirit, that he was preserved from making any error in recording those matters, which came within his own cognisance, and was instructed also in respect of events, which took place before he was born,—before, indeed, there was a human being on the earth to take note of what was passing. He was in this way, it is supposed, enabled to write a true account of the Creation. And, though the accounts of the Fall and of the Flood, as well as of later events, which happened in the time of Abraham, Isaac, and Jacob, may have been handed down by tradition from one generation to another, and even, some of them, perhaps written down in words, or represented in hieroglyphics, and Moses may, probably, have derived assistance from these sources also in the composition of his narrative, yet in all his statements, it is believed, he was under such constant control and superintendence of the spirit of God, that he was kept from making any serious error, and certainly from writing anything altogether untrue. We may rely with undoubting confidence,—such is the statement usually made—on the historical veracity, and infallible accuracy, of the Mosaic narrative in all its main particulars.

Thus, Archdeacon Pratt writes, *Science and Scripture not at variance, P.* 102;—

"By the inspiration of Holy Scripture I understand, that the Scriptures were written under the guidance of the Holy Spirit, who com-

municated to the writers facts before unknown, directed them in the selection of other facts already known, *and preserved them from error of every kind in the records they made.*"

2. But, among the many results of that remarkable activity in scientific enquiry of every kind, which, by God's own gift, distinguishes the present age, this also must be reckoned, that attention and labor are now being bestowed, more closely and earnestly than ever before, to search into the real foundations for such a belief as this. As the Rev. A. W. Haddan has well said, (Replies to Essays and Reviews, P. 349)—

"It is a time when religious questions are being sifted with an apparatus of knowledge, and with faculties and a temper of mind, seldom, if ever, before brought to bear upon them. The entire creation of new departments of knowledge, such as philology,—the discovery, as of things before absolutely unknown, of the physical history of the globe,—the rising from the grave, as it were, of whole periods of history contemporary with the Bible, though newly found or newly interpreted monuments,—the science of manuscripts and of settling texts,—all these, and many more that might be named, embrace in themselves a whole universe of knowledge bearing upon religion, and specially upon the Bible, to which our fathers were utter strangers. And beyond all these is the change in the very spirit of thought itself, equally great, and equally appropriate to the conditions of the present conflict,—the transformation of history by the critical weighing of evidence, by the separation from it of the subjective and the mythical, by the treatment of it in a living and real way,—*the advance in Biblical Criticism, which has undoubtedly arisen from the more thorough application to the Bible of the laws of human criticism.*"

3. This must, in fact, be deemed, undoubtedly, the question of the present day, upon the reply to which depend vast and momentous interests. The time is come, as I believe, in the Providence of God, when this question can no longer be put by,—when it must be resolutely faced, and the whole matter fully and freely examined, if we would be faithful servants of the God of Truth. Whatever the result may be, it is our bounden duty to "buy the truth" at any cost, even at the sacrifice, if need be, of much, which we have hitherto held to be most dear and precious. We are certain that He, who has given us our reasoning powers, intends and requires us to use them, reverently and devoutly, but faithfully and diligently, in His service. We must 'try the spirits, whether they are of God'; we must 'prove all things and hold fast that which is good.' We must do this in watchfulness and prayer, as those who desire only to know the Will of God and do it. For, as Dr. Davidson has truly said, Introd, to the O. T. i, 151,—

"Piety, humility, and prayer are much needed here, by the side of acuteness and learning."

4. For myself, I have become engaged in this enquiry, from no wish or purpose of my own, but from the plain necessities of my position as a Missionary Bishop. I feel, however, that I am only drawn in with the stream, which in this our age is setting steadily in this direction, and swelling visibly from day to day. What the end may be, God only, the God of Truth, can foresee. Meanwhile, believing and trusting in His guidance, I have launched my bark upon the flood, and am carried along by the waters. Most gladly would I have turned away from all such investigations as these, if I *could* have done so,—as, in fact, I did, until I could do so no longer. It is true that my very office as a Clergyman, and much more as a Bishop, required me 'faithfully to exercise myself in the Holy Scriptures.' But the study of the practical and devotional parts of Scripture for a long time occupied me sufficiently, to satisfy my conscience in respect of this vow. And though, of course, aware—as every thinking person must be—of some serious difficulties, which present themselves in reading the earlier portions of the Bible, I have been content to rest satisfied that the belief, in which so many thousands of pious and able minds, of all ages and countries, have acquiesced, must be,—in its main particulars, at least,—correct.

5. There was a time, indeed, in my life, before my attention had been drawn to the facts, which make such a view impossible for most reflecting and inquiring minds, when I could have heartily assented to such language as the following, which Burgon, *Inspiration, and Interpretation*, P. 89, asserts to be the creed of orthodox believers, and which, probably, expresses the belief of many English Christians at the present day:—

"The Bible is none other than *the voice of Him that sitteth upon the throne?* Every book of it—every chapter of it—every verse of it,—every word of it—every syllable of it—(where are we to stop?) every letter of it—is the direct utterance of the Most High! The Bible is none other than the Word of God—not some part of it more, some part of it less, but all alike, the utterance of Him who sitteth upon the Throne—absolute—faultless—unerring—supreme."

Such was the creed of the school in which I was educated. God is my witness! what hours of wretchedness have I spent at times, while reading the Bible devoutly from day to day, and reverencing every word of it as the Word of God, when petty contradictions met me, which seemed to my reason to conflict with the notion of the absolute historical veracity of every part of Scripture, and which, as I felt, *in the study of any other book*, we should honestly treat as errors or misstatements, without in the least detracting from the real value of the book! But, in those days, I was taught that it was my duty to fling the suggestion from me at once, 'as if it were a loaded shell, shot into the fortress of my soul,' or to stamp out desperately, as with an iron heel, each spark of honest doubt, which God's own gift, the love of Truth, had kindled in my bosom. And by many a painful effort I succeeded in doing so for a season; though, while thus dealing with my own doubts, I never certainly presumed to think—with one who 'thanks God that' 'the cold shade of unbelief has never for an instant darkened his own spirit'—that each 'solitary doubter was paying the bitter penalty, doubtless, of his sin (!),' Burgon, *P.* ccix.

6. I thank God that I was not able long to throw dust in the eyes of my own mind, and do violence to the love of truth in this way. With increase of mental power and general knowledge, it was, I felt, impossible to maintain the extreme view above stated. And, without allowing that there actually were any real contradictions,—without, in fact, caring to examine too closely and curiously into the question,—yet, when feeling the pressure of such difficulties, I have taken refuge, as I imagine very many educated persons do in the present day, in some such thoughts as those, which Prof. Harold Browne recommends as a stay and support to the mind under such perplexities, *Aids to Faith*, *P* 317, 318,—

"If we believe that God has in different ages authorised certain persons to communicate objective truth to mankind,—if, in the Old Testament history and the books of the Prophets, we find manifest indications of the Creator,—it is then a secondary consideration, and a question in which we may safely agree to differ, whether or not every book of the Old Testament was written so completely under the dictation of God's Holy spirit, that every word, not only doctrinal, but also *historical or* scientific, must be infallibly correct and true... Whatever conclusion may be arrived at, as to the infallibility of the writers on matters of *science or of history*, still the whole collection of the books will be really the oracles of God, the scriptures of God, the record and depositary of God's supernatural revelations in early times to men... With all the pains and ingenuity, which have been bestowed upon the subject, no charge of error, even in matters of human knowledge, has ever yet been substantiated against any of the writers of Scripture. But, even if it had been otherwise, is it not conceivable that there might have been infallible Divine teaching in all things *spiritual* and *heavenly*, whilst, on mere matters of *history or of daily life*, Prophets and Evangelists might have been suffered to write as men? Even, if this were true, we need not be perplexed or disquieted, so we can be agreed that the divine element was ever such as to secure the infallible truth of Scripture *in all things divine*.

7. But my labors, as a translator of the Bible, and a teacher of intelligent catechumens, have brought me face to face with questions, from which I had hitherto shrunk, but from which, under the circumstances, I felt it would be a sinful abandonment of duty any longer to turn away. I have, therefore, as in the sight of God Most High, set myself deliberately to find the answer to such questions, with, I trust and believe, a sincere desire to know the Truth, as God wills us to know it, and with a humble dependence on that Divine Teacher, who alone can guide us into that knowledge, and help us to use the light of our minds aright. The result of my enquiry is this, that I have arrived at the conviction,—as painful to myself at first, as it may be to my reader, though painful now no longer under the clear shining of the Light of Truth, that the Pentateuch, as a whole, cannot possibly have been written by Moses, or by any one acquainted personally with the facts which it professes to describe, and, further, that the (so called) Mosaic narrative, by whomsoever

written, and though imparting to us, as I fully believe it does, revelations of the Divine Will and Character, cannot be regarded as *historically true.*

8. Let it be observed that I am not here speaking of a number of petty variations and contradictions, such as, on closer examination, are found to exist throughout the books, but which may be in many cases sufficiently explained, by alleging our ignorance of all the circumstances of the case, or by supposing some misplacement, or loss, or corruption, of the original manuscript, or by suggesting that a later writer has inserted his own gloss here and there, or even whole passages, which may contain facts or expressions at variance with the true Mosaic Books, and throwing an unmerited suspicion upon them. However perplexing such contradictions are, when found in a book which is believed to be divinely infallible, yet a humble and pious faith will gladly welcome the aid of a friendly criticism, to relieve it in this way of its doubts. I can truly say that I would do so heartily myself.

Nor are the difficulties, to which I am now referring, of the same kind as those, which arise from considering the accounts of the Creation and the Deluge, (though these of themselves are very formidable,) or the stupendous character of certain miracles, as that of the sun and moon standing still,—or the waters of the river Jordan standing in heaps as solid walls, while the stream, we must suppose, was still running,—or the ass speaking with human voice, or the miracles wrought by the magicians of Egypt, such as the conversion of a rod into a snake and the latter being endowed with life. They are not such, even, as are raised, when we regard the trivial nature of a vast number of conversations and commands, ascribed directly to Jehovah, especially the multiplied ceremonial minutiæ, laid down in the Levitical Law. They are not such, even, as must be started at once in most pious minds, when such words as these are read, professedly coming from the Holy and Blessed One, the Father and 'Faithful Creator' of all mankind;—

'If the master (of a Hebrew servant) have given him a wife, and she have borne him sons or daughters, *the wife and her children shall be her master's*, and he, shall go out free by himself," E. XXI, 4;

The wife and children in such a case being placed under the protection of such other words as these;—

'If a man smite his servant or his maid, with a rod, and he die under his hand, he shall be surely punished. *Notwithstanding*, if he continue a day or two, he shall not be punished; *for he is his money.*' E. XXI, 20, 21.

9. I shall never forget the revulsion of feeling, with which a very intelligent Christian native, with whose help I was translating these words into the Zulu tongue, first heard them as words said to be uttered by the same great and gracious Being, whom I was teaching him to trust in and adore. His whole soul revolted against the notion, that the Great and Blessed God, the Merciful Father of all mankind, would speak of a servant or maid as mere 'money;' and allow a horrible crime to go unpunished, because the victim of the brutal usage had survived a few hours. My own heart and conscience at the time fully sympathised with his. But I then clung to the notion, that the main substance of the narrative was historically true. And I relieved his difficulty and my own for the present by telling him, that I supposed that such words as these were written down by Moses, and believed by him to have been divinely given to him, because the thought of them arose in his heart, as he conceived, by the inspiration of God, and that hence to all such Laws he prefixed the formula, 'Jehovah said unto Moses,' without it being on that account necessary for us to suppose that they were actually spoken by the Almighty. This was, however, a very great strain upon the cord, which bound me to the ordinary belief in the historical veracity of the Pentateuch; and since then that cord has snapped in twain altogether.

10. But I wish to repeat here most distinctly that my reason, for no longer receiving the Pentateuch as historically true, is not that I find insuperable difficulties with regard to the *miracles*, or supernatural *revelations* of Almighty God, recorded in it, but solely that I cannot, as a true man, consent any longer to shut my eyes to the absolute, palpable, self-contradictions of the narrative. The notion of miraculous or supernatural interferences does not present to my own mind the difficulties which it seems to present to some. I could believe and receive the miracles of Scripture heartily, if only they were authenticated by a veracious history; though, if this is not the case with the Pentateuch, any miracles, which rest on such an unstable support, must necessarily fall to the ground with it. The language, therefore, of Prof. Mansel. *Aids to Faith*, P. 9, is wholly inapplicable to the present case;—

"The real question at issue, between the believer and unbeliever in the Scripture miracles, is not whether they are established by sufficient testimony but whether they can be established by any testimony at all.

And I must equally demur to that of Prof. Browne, *Aids to Faith* P, 296, who, in his Essay, admirable as it is for its general candour and fairness, yet implies that doubts of the Divine Authority of any portion of the Scriptures *must*, in all or most cases, arise from 'unbelieving opinions,' while 'criticism comes afterwards.' Of course, a *thorough searching* criticism *must*, from the nature of the case, 'come afterwards.' But the 'unbelieving opinions' in my own case, and, I doubt not, in the case of many others, have been the necessary consequence of my having been led, in the plain course of my duty, to shake off the incubus of a dogmatic education, and steadily look one or two facts in the face. In my case, critical enquiry to some extent has preceeded the formation of these opinions; but the one has continually reacted on the other,

11. For the conviction of the unhistorical character of the (so called) Mosaic narrative seems to be forced upon us, by the consideration of the many absolute *impossibilities* involved in it, when treated as relating simple matters of fact, and without taking account of any argument, which throws discredit on the story merely by reason of the miracles, or supernatural appearances, recorded in it, or particular laws, speeches, and actions, ascribed in it to the Divine Being. We need only consider well the statements made in the books themselves, by whomsoever written, about matters which they profess to narrate as facts of common history,—statements, which every Clergyman, at all events, and every Sunday School Teacher, not to say, every Christian, is surely bound to examine thoroughly; and try to understand rightly, comparing one passage with another, until he comprehends their actual meaning, and is able to explain that meaning to others. If we do this, we shall find them to contain a series of manifest contradictions and inconsistencies, which leave us, it would seem, no alternative but to conclude that main portions of the story of the Exodus, though based, probably, on some real historical foundation, yet are certainly not to be regarded as historically true.

12 The proofs, which seem to me to be conclusive on this point, I feel it to be my duty, in the service of God and the Truth, to lay before my fellow—men, not without a solemn sense of the responsibility which I am thus incurring, and not without a painful foreboding of the serious consequences which, in many cases, may ensue from such a publication. There will be some now, as in the time of the first preaching of Christianity, or in the days of the Reformation, who will seek to turn their liberty into a 'cloke of lasciviousness.' 'The unrighteous will be unrighteous still; the filthy will be filthy still.' The heart, that is unclean and impure, will not fail to find excuse for indulging its lusts, from the notion that somehow the very principle of a living faith in God is shaken, because belief in the Pentateuch is shaken. But it is not so. Our belief in the Living God remains as sure as ever, though not the Pentateuch only, but the whole Bible, were removed. It is written on our hearts by God's own Finger, as surely as by the hand of the Apostle in the Bible, that 'GOD IS, and is a rewarder of them that diligently seek him.' It is written there also, as plainly as in the Bible, that 'God is not mocked;'—that, 'whatsoever a man soweth, that shall he also reap,'—and that 'he that soweth to the flesh, shall of the flesh reap corruption.

13. But there will be others of a different stamp,—meek, lowly, loving souls, who are walking daily with God, and have been taught to consider a belief in the historical veracity of the story of the Exodus an essential part of their religion, upon which, indeed, as it seems to them, the whole fabric of their faith and hope in God is based. It is not really so; the Light of God's Love did not shine—less truly on pious minds, when Enoch 'walked with God' of old, though

there was then no Bible in existence, than it does now. And it is perhaps, God's Will that we shall be taught in this our day, among other precious lessons, not to build up our faith upon a Book, though it be the Bible itself, but to realise more truly the blessedness of knowing that He Himself, the Living God, our Father and Friend is nearer and closer to us than any book can be,—that His Voice within the heart may be heard continually by the obedient child that listens for it, and *that* shall be our Teacher and Guide, in the path of duty, which is the path of life, when all other helpers—even the words of the Best of Books—may fail us.

14. In discharging, however, my present duty to God and to the Church, I trust I shall be preserved from saying a single word that may cause *unnecessary* pain to those who now embrace with all their hearts, as a primary article of Faith, the ordinary view of Scripture Inspiration. *Pain*, I know, I must cause to some. But I feel very deeply that it behoves every oue, who would write on such a subject as this, to remember how closely the belief in the historical truth of every portion of the Bible is interwoven, at the present time, in England, with the faith of many, whose piety and charity may far surpass his own. He must beware lest, even by rudeness or carelessness of speech, he 'offend one of these little ones;' while yet he may feel it to be his duty, as I do now, to tell out plainly the truth, as God, he believes, has enabled him to see it. And that truth in the present instance, as I have said, is this, that the Pentatench, as a whole, was not written by Moses, and that, with respect to some, at least, of the chief portions of the story, it cannot be regarded as historically true. It does not, on that account, cease to 'contain the true Word of God,' to enjoin 'things necessary for salvation,' to be 'profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness.' It still remains an integral portion of that Book, which, whatever intermixture it may show of human elements,—of error, infirmity, passion, and ignoranee,—has yet, through God's providence, and the special working of His Spirit on the minds of its writers, been the means of revealing to us His True Name, the Name of the only Living and True God, and has all along been, and, as far as we know, will never cease to be, the mightiest instrument in the hand of the Divine Teacher, for awakening in our minds just conceptions of His Character, and of His gracious and merciful dealings with the children of men. Only we must not attempt to put into the Bible what we think *ought* to be there; we must not indulge that 'forward delusive faculty,' as Bishop Butler styles the imagination,' and lay it down for certain beforehand that God could only reveal Himself to us by means of an *infallible* Book. We must be content to take the Bible as it is, and draw from it those Lessons which it really contains. Accordingly, that which I have done, or endeavoured to do, in this book, is to make out from the Bible—at least, from the first part of it —what account it gives of itself, what it really is, what, if we love the truth, we must understand and believe it to be, what, if we will speak the truth, we must represent it to be.

15. I shall omit for the present a number of plain, but less obvious, indications of the main point which I have asserted; because it may be possible, in some, at least, of such cases, to explain the meaning of the Scripture words in some way, so as to make them agree with known facts, or with statements seemingly contradictory, which are made elsewhere. My object will first be to satisfy the reader's mind as soon as possible that the case is certainly as I have stated it, that so he may go on with the less hesitation, and pursue with me the much more difficult enquiry into the real origin and meaning of these books. I shall endeavour to relieve him at once, in the very outset of our investigations from that painful sense of fear and misgiving, which now I imagine, deters so many, as it has so long deterred me, from looking resolutely and deliberately into the matter, and applying to these books the same honest, though respectful, criticism, which they would apply to other writings, however highly esteemed. So long as the spirit is oppressed with this sense of dread, it is impossible to come to the consideration of the matter before us with the calmness, and composure of mind, which the case requires. In this way, also, we shall best be able to disentangle the subject from the mass of sophistical arguments, which, as will appear abundantly in the course of this work, have been adduced by various

writers in support of the ordinary view, and which will never cease to be adduced by well meaning writers, and be eagerly acquiesced in by pious minds, so long as it is assumed *a priori*, as an Article of Faith, that the Pentateuch, as God's word,is,therefore, also as an historical record in all its parts, infallibly true, and that consequently, *some* account *must* be given, however far-fetched and unsatisfactory, of the strange phenomena, which it presents to a thoughtful and enquiring reader.

16. It may not be easy, nor even possible, to determine with absolute certainty, when, and by whom, and under what pecular circumstances, the different portions of the Pentateuch were written; though I shall hope to show, as we proceed, that much light may be thrown upon this point. But, in order to elucidate it more fully, we need the cooperation of many minds of different quality, who shall engage themselves vigorously in the enquiry, with the different talents which God has vouchsafed to them, and with the help of all the aids of modern science. At present there are but few, comparatively,—in England, at all events,—who have devoted themselves in a pious and reverent spirit to these studies. The number, indeed, of such students,is increasing and will, I am sure, increase daily. But still there are not a few, who are unwilling to disturb, it may be, the repose of their souls, by examining into the fundamental truth of matters, which are believed, or, at least, acquiesced in, by the great mass of christendom. And there are others, who dread lest, in making such enquiries, they shall, perhaps, be going 'beyond what is written,' and who shrink, as from an act of sacrilege, from the very thought of submitting, what they deem to be, in the most literal sense, the very Word of God, to human criticism.

17. Nevertheless, I believe, as I have said, that the time is come, in the ordering of God's Providence and in the history of the world, when such a work as this must be taken in hand, not in a light and scoffing spirit but in that of a devout and living faith, which seeks only Truth, and follows fearlessly its footsteps,—when such questions as these must be asked,—be asked reverently, as by those who feel that they are treading on holy ground, —but be asked firmly, as by those who would be able to give an account of the hope which is in them, and to know that the grounds are sure, on which they rest their trust for time and for Eternity. The spirit, indeed, in which such a work should be carried on, cannot be better described than in the words of BURGON, who says, *P.* C X II;—

Approach the volume of Holy Scripture with the same candour, and in the same unprejudiced spirit, with which you would approach any other famous book of high antiquity. Study it with, at least, the same attention. Give, at least, equal heed to *all* its statements. Acquaint yourself at least as industriously with its method and principle, employing and applying either with at least equal fidelity in its interpretation. *Above all, beware of playing tricks with its plain language.* Beware of suppressing any part of the evidence which it supplies to its own meaning. Be truthful and unprejudiced and honest, and consistent, and logical, and exact throughout, in your work of interpretation.

And again he writes, commending a closer attention to Biblical studies to the younger members of the University of Oxford, *P.* 12.

I contemplate the continued exercise of a most curious and prying, as well as a most vigilant and observing eye. *No* difficulty is to be neglected; *no* peculiarity of expression is to be disregarded, *no* minute detail is to be overlooked. The hint, let fall in an earlier chapter, is to be compared with a hint let fall in the later place. *Do they tally or not? And what follows?*

Bishop BUTTLER also truly observes, *Analogy of Religion*, Part II. chap. VIII, i, 1,—

The Scripture—history in general is to be admitted as an authentic genuine history, till some what positive be alleged sufficient to invalidate it.

But he adds—

General incredibility in the things related, or inconsistence in the general turn of the history, would prove it to be of no authority.

——oo——

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা আগামী দুর্গোৎসবোপলক্ষে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম স্থান প্রবাস হইতে স্বীয় স্বীয় বাটীতে অথবা স্থানান্তরে গমন করিবেন, তাঁহারদিগের আগামী কার্ত্তিক মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কোন্ স্থানে প্রেরণ করা যাইবেক, তাহা তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা জানাইবেন।

পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৭৮৫ শকের পত্রিকার অগ্রিম মূল্য তিন টাকা ও বিদেশীয়

মহাশয়েরা তিন টাকা বার আনা সত্ত্বর পাঠাইবেন।

আমারদিগের এই কার্য্যালয়ে যাঁহারা ডাকের টিকিট প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অর্দ্ধ আনা বা এক আনার টিকিট ক্রয় করিয়া পাঠাইবেন, যেহেতু এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট এখানে বিক্রয় করিতে হইলে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

—০—

বেদান্ত দর্শনের অধিকরণমালা পুস্তক সমুদায় মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র। যাঁহারা পূর্ব্বে কিয়ৎ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিলে তাহার শেষ কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ প্রথমাবধি চারি বৎসরের পত্রিকা পুস্তক, যাহা প্রথমে ২০, পরে ৩০, শেষে ৪০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহার এক খণ্ড সম্প্রতি বিক্রেয় উপস্থিত হইয়াছে, মূল্য ৫০ টাকা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয় সমাজের কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

—০—

FOR SALE.

THE DESTINY OF HUMAN LIFE
BEING THE
SUBSTANCE OF A LECTURE DELIVERED AT THE BHABANIPORE BRAHMO SOMAJ.
Price 4 Annas; by Post 5 Annas.
TO BE HAD AT THE CALCUTTA BRAHMO SOMAJ.

JUST PUBLISHED.

A DEFENCE OF BRAHMISM AND THE BRAHMO SOMAJ.
BEING A LECTURE, DELIVERED AT THE MIDNAPORE
SOMAJ HALL,
On the 21st June 1863.
To be had at the Calcutta Brahmo Somaj and also at the Midnapore Government School.
Price 4 Annas; by Post 5 Annas.

RECENTLY PUBLISHED.

A LECTURE ON THE BRAHMO SOMAJ Delivered at the Calcutta Brahmo Somaj Hall, *On Saturday, the 18th April, 1863.*
Price 4 As.; by Post 5 As.
TO BE HAD AT THE CALCUTTA BRAHMO SOMAJ.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৫ শকের শ্রাবণ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	৩৮২।৴৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১৩।৵৫
	৬৯৫৸/১০
ব্যয়	৩৯০॥ ১০
সম্পাদকের হস্তে	৩০৫।/
এতদ্ভিন্ন	
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	১৬৶৫
কোং কাগজ	১০০০

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র নন্দী	৫
" হরিমোহন নন্দী	৪
" রাজনারায়ণ দাস	৪
" রাজনারায়ণ ধর	২
" রামচন্দ্র পাল	২
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	২৶
" গোপলচন্দ্র পাল	২
" শ্যামলাল পাল	২
" গোপাললাল বসাক	১
" যাদবচন্দ্র দত্ত	১
" বঙ্কবিহারী গুপ্ত	১
" হরচন্দ্র রায়	১
" চমৎকারকৃষ্ণ ঘোষ	১
" গিরিশচন্দ্র মিত্র	১
" নন্দলাল দত্ত	১
অল্প দানের সমষ্টি	১॥০
	৩১॥৵০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপাললাল ঠাকুর	৩০
" রামগোপাল ঘোষ	১২
" ব্রজসুন্দর মিত্র	১০
" কাশীপ্রসাদ ঘোষ	৮
	৬০
দানাধারে প্রাপ্ত	৩/৫
	৯৪॥৶৫

৩ আশ্বিন শুক্রবার সম্বৎ ১৯১১ কলিগতাব্দ ৯৬৯৩।

একমেবাদ্বিতীয়ং
প্রথম ভাগ
২৪৩ সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৭৮৫ শক
ষষ্ঠ কল্প ষষ্ঠ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রান্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মোন্নতি।

উন্নতি যে আমাদের নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই; কেন না প্রত্যেক মনুষ্যই উন্নতি লাভের নিমিত্ত ব্যস্ত রহিয়াছেন। মনুষ্য যখন যে কার্য্য করুন, তদ্দ্বারা বাস্তবিক উন্নতি হউক আর নাই হউক, কোন না কোন বিষয়ে উন্নতি সাধন করাই যে তাহার উদ্দেশ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কি কৃষকদিগের কৃষি কার্য্য, কি বণিক্‌দিগের বাণিজ্য, কি বিদ্যার্থীর বিদ্যার্জ্জন, কি ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্ম সাধন; উন্নতিই তৎ সমুদায়ের লক্ষ্য। যেমন সুখ সকলেরই প্রিয় ও দুঃখ সকলেরই অপ্রিয়, সেই রূপ উন্নতি সকলেরই স্পৃহনীয় ও অনুন্নতি সকলেরই অসহ্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যথার্থ উন্নতি কি, তাহা অনেকে দেখিতে পান না, অনেকে দেখিতে চান না এবং অনেকে দেখিয়াও দেখেন না। তাঁহারা এমন উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছেন, কেবল পৃথিবীই যাহার আয়তন, এবং তাঁহাদের মৃত্যুই যাহার সীমা। উন্নতি শব্দ উচ্চারণ করিবা মাত্রই তাঁহারা সাংসারিক উন্নতিই বুঝিয়া লন। সংসার ভিন্ন উন্নতি সাধনের আর একটি বিষয় আছে, তাহার উন্নতি সাধন অত্যন্ত আবশ্যক, ইহা অনেকে মনে করিয়া থাকেন বটে কিন্তু কার্য্য কালে তাহার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারের উন্নতিই উন্নতি, তদ্ভিন্ন যে কার্য্য করিবে তাহাতেই সময়ের বৃথা ব্যয় হইবে। এই কুসংস্কার প্রায় অনেক হৃদয়কেই অধিকার করিয়া আছে। ধর্ম্ম চর্চ্চার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা দিন দিন দূরীভূত হইতেছে যথার্থ বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-চর্চ্চা যত লোকের জিহ্বাকে অধিকার করিয়াছে, ঐ কুসংস্কার তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। বাহ্য বিষয় ভিন্ন আর কোন্ পদার্থ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা যাহার উন্নতি সাধন করাই অধিকতর কর্ত্তব্য, ইহা অনেকের হৃদয়ে উদয়ই হয় না। কোন কোন ব্যক্তির মনে, জল-বিম্বের ন্যায় উদয় হইয়াই বাহ্য বিষয়ের আঘাতে তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তির অধ্যবসায় অপেক্ষাকৃত অধিক,

তাঁহাদের মনে ঐ ভাব যেমন উদয় হয়, দুই চারি দিন অবস্থানও করে, কিন্তু যতই দিন যায়, ইন্দ্র ধনুর ন্যায় ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে। পশুদিগের প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই; অনন্ত কাল স্থায়ী অনন্ত উন্নতির অধিকারী আত্মবান্ মনুষ্য যদি যথার্থ উন্নতির নিমিত্ত যত্ন না করেন, তাহা হইলেই শোক করিতে হয়। যিনি রত্ন খচিত স্বর্ণ রচিত সিংহাসনে উপবেশন করিবার অধিকারী, তিনি যদি তাল-পত্র নির্ম্মিত আসনের নিমিত্ত কাতর হইয়া বেড়ান, যিনি অনুত্তম প্রাসাদে অধিবাস করিবার যোগ্য, তিনি যদি পর্ণ কুটীর লাভের চেষ্টায় সমস্ত আয়ু সমর্পণ করেন, যিনি সৌভাগ্য ভোগ্য সুরম্য ভোজনের উপযুক্ত, তিনি যদি শাকান্নের জন্য চির জীবন লালায়িত হন, যিনি সহস্র সুবর্ণ লাভে সমর্থ, তিনি যদি একটি কপর্দ্দকের নিমিত্ত সমস্ত চেষ্টা একত্র করেন, তাহা হইলে অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। যে মানুষ সেই রাজরাজ দেব দেবের উদার ক্রোড়ে স্থান পাইবার যোগ্য, তিনি এই পৃথিবীর দুর্গন্ধময় সংকীর্ণ আলিঙ্গনে বদ্ধ হইবার নিমিত্তই জীবন ক্ষেপণ করিলেন; যিনি অনন্তের সঙ্গে থাকিয়া অনন্ত উন্নতি লাভ করিবেন, তিনি ক্ষণস্থায়ী ধন মান যশের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে চির নিবাসীর ন্যায় হইয়া মর্ত্ত্য উন্নতিকেই উন্নতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া দেখিতে লাগিলেন! যে আশানদী সেই অনন্ত সাগরে গিয়া বিশ্রাম করিবে, তাহার বেগ এই পৃথিবী রূপ সংকীর্ণ কূপে বদ্ধ হইয়া কলুষিত হইতে লাগিল। মনুষ্য কোথা বিষয় পথ আরোহণ করিয়া সেই অমৃত ধামে উপস্থিত হইবেন, তাহা না হইয়া পথের পথিক হইয়া থাকাই শেষ চেষ্টা হইল। যাঁহার আত্মাকে উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নাই এবং যিনি এত অল্প দর্শন শক্তি পাইয়াছেন যে মৃত্যু ভবনের পর এক অঙ্গুলি স্থানও দেখিতে পান না, আজি তাদৃশ দীন হীনের জন্য শোক করিতেছি না। আত্ম বাদী পরলোক দর্শী মনুষ্য যে যথার্থ উন্নতির নিমিত্ত যত্ন না করেন, তাহাই পরিতাপের বিষয়। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাহ্য বিষয় অপেক্ষা একান্ত উন্নতির বিষয় আর একটি পদার্থ আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই আমাদের আত্মা; উন্নতিই ইহার জীবন, উন্নতিই ইহার লক্ষ্য এবং উন্নতিই ইহার মুক্তি। আত্মার উন্নতি সাধন করাই ধর্ম্মাচরণের প্রধান উদ্দেশ্য। যে আত্মার উন্নতি হইতেছে, সেই আত্মাই জীবন লাভ করিতেছে। আমাদের যাহা কিছু কর্ত্তব্য ও অনুষ্ঠেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আত্মার উন্নতি সাধন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য ও প্রধান অনুষ্ঠান। আর যে বিষয়ের উন্নতি কর, তাহা আত্মোন্নতির সহকারী বলিয়াই আবশ্যক। চির কাল আমার বলিয়া অধিকার করিতে পারি, এখানে এমন কোন পদার্থই নাই: এক আত্মাই আত্মাই সম্পদ্।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—ষষ্ঠ আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২৪শ্রাবণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।

যুবা কালেই ধর্ম্মশীল হইবে—জীবনের কোন স্থিরতা নাই। যৌবন কালেই ধর্ম্ম হৃদয়ে প্রবেশ করে। যৌবন কালেই জ্ঞান উজ্জ্বল হয়, ঈশ্বরে অনুরাগ যায়—যৌবন কালেই হৃদয়-প্রফুল্ল হয়—যৌবন

কালে ইচ্ছা ধর্ম্ম-বলে বলবতী হইয়া সংসারের সহস্র বিঘ্নের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। উষা কালে সূর্য্যের শোভার ন্যায়, যৌবন কালের প্রভায় আমারদের সমুদয় প্রকৃতি উজ্জ্বল হয়। তখন শরীরের সৌন্দর্য্য দীপ্তি পায়—তখন ধর্ম্মের ভাব বিকশিত হয়। যেমন প্রাতঃকালে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সেই রূপ যৌবন কালে মঙ্গল ভাব হৃদয়ে রাজত্ব করে—তাহার সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হয়। জ্ঞান প্রফুল্লিত হয়—তখন বোধ হয়, যেন কোন অন্ধকার প্রদেশ হইতে উজ্জ্বল দেশে আসিতেছি। যে সকল মঙ্গল-ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রদীপ্ত হয়। শরীরের বল, জ্ঞানের বল, কল্পনার বল, ধর্ম্মের বল, সকলই প্রকাশ পায়। সমুদয় প্রকৃতিই তখন তেজস্বিনী হয়। শরীর নূতন বল ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া নূতন নূতন সত্য ধারণ করে। কল্পনা-শক্তি প্রবলা হইয়া সকল স্থানকে কবিত্ব-রসে রসান্বিত করে। ধর্ম্মের ভাবেও আত্মা তখন অলঙ্কৃত হয়। শরীরের ব্যায়াম দ্বারা তখন যদি শরীরকে সবল না করা যায়, বিদ্যাভ্যাস দ্বারা যদি মনের উন্নতি না করা যায়—তবে না সে শরীরের পুষ্টি হয়, না সে মন আর উন্নতি লাভ করিতে পারে। সেই রূপ তখন যদি মঙ্গল-ভাবকে, ধর্ম্ম-ভাবকে, হৃদয়ে পোষণ না কর—যদি ইচ্ছাকে স্বাধীন না রাখিয়া বিষয়-স্রোতেতেই ভাসিতে দেও—তবে সমুদয় প্রবৃত্তি ক্রমে নিস্তেজ ও হীন-বল হইয়া পড়ে। দেখ, সেই প্রথম বয়সে সততা কেমন সহজে আমারদিগকে অধিকার করে। তখন লোকের দুঃখে কেমন আমরা দুঃখী হই—দেশের উপকারের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি—সকল প্রকার কুরীতি ও কুসংস্কারের প্রতি কেমন আন্তরিক বিদ্বেষ হয়—ধর্ম্মের জন্য প্রাণকে কেমন লঘু বলিয়া বোধ হয়। যে ব্যক্তি যৌবন কাল অনর্থক ব্যয় করিল—তখন যে ব্যক্তি জ্ঞানেতে প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্নত না হইল—সে কি অমূল্য সময় বৃথা ক্ষেপণ করিল। যৌবন যদি ধর্ম্মের উৎসাহ-অগ্নিতে প্রজ্বলিত না হইল, তবে যখন তাহার উপরে সংসারের শীতল বারি পতিত হইবে, তখন কি সে আর উঠিতে পারিবে? তখন কি সে আর বিষয়-বুদ্ধির প্ররোচনা অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে? কে না অবগত আছেন, যে যে সময় বিদ্যাভ্যাসের সময়, তখন অমনোযোগী হইয়া যদি সে সময়কে নষ্ট করা যায়; তবে দশ বৎসরে যে জ্ঞান উপার্জন হইত, তাহা অশীতি বৎসরেও উপার্জ্জন করা যায় না। জ্ঞানের বিষয়ে যেমন, ধর্ম্ম-ভাবেও সেই প্রকার। সেই উদ্যম ও স্ফূর্ত্তির কালে যদি ব্রত-পরায়ণ না হইলে—যদি অল্প লোভে, অল্প ভয়েতেই, ব্রত ভঙ্গ করিলে—যদি ধর্ম্ম-বলে, ধর্ম্ম-সাহসে, আত্মাকে বলীয়ান্ না করিলে; তবে আপনার মহান্ অনিষ্ট সাধন করিলে। এক্ষণে দেখ, যুবারাই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার ব্রত-পালনে প্রাণ মন সমর্পণ করিতেছেন। এখন পুরাতন পত্র পড়িয়া যাইতেছে, নবীন পত্রে বৃক্ষের শোভা হইতেছে। যুবকেরা শত সহস্র প্রতিকূলতার বিপক্ষেও প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, ‘সর্ব্ব-স্রষ্টা পরব্রহ্ম-রূপে সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না’ এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য গুরু বিপত্তি-সকলও স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারদিগের কি কোন উৎসাহ-দাতা নাই? —অভয়-স্বরূপ ঈশ্বরই তাঁহারদের উৎসাহ-দাতা। যৌবন কালেই ধর্ম্মের বল প্রকাশ কর; সে বল কোন বিঘ্ন মানে না, কোন

বাধা মানে না, ভীষণ মৃত্যু-ভয়কেও সে বল অতিক্রম করে।

আমাদের প্রকৃতি দুই প্রকার—এক উচ্চ প্রকৃতি, এক নীচ প্রকৃতি। আমাদের আত্মাও আছে, শরীরও আছে। আমরা পৃথিবীর জন্য এবং অমৃত নিকেতনেরো জন্য। দেখ, বৃক্ষের মূল মৃত্তিকার মধ্যেই নিহিত থাকে, কিন্তু তাহার শাখা প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত হইয়া সূর্য্য-কিরণে প্রফুল্লিত হইতে থাকে। আমরাও দুই দিকে আছি, পৃথিবীর ভিত্তি-ভূমিতে আমাদের শরীর আবদ্ধ রহিয়াছে—পরমাত্মা রূপ সূর্য্যের দিকে আমাদের আত্মা প্রসারিত আছে। যুবা কালে যেমন আমরা পৃথিবীর যোগ্য হই-যেমন প্রফুল্লিত পুষ্প-লতার সঙ্গে আমাদের শরীর মন প্রফুল্লিত হয়; সেই রূপ আত্মাও ঈশ্বরের ভাবে উজ্জ্বল হইয়া নূতন শোভা প্রকাশ করিতে থাকে। এ দিকে সংসার, ও দিকে ঈশ্বর; ধর্ম্ম সন্ধি-স্থলে। ধর্ম্ম পৃথিবীর বন্ধু, ধর্ম্ম মৃত্যুর পরে পরকালের নেতা। ধর্ম্ম ইহ কালে রক্ষা করেন—ধর্ম্ম ধাত্রীর ন্যায় হস্ত ধারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান। সেই ধর্ম্মকে রক্ষা কর। "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।" আমরা কেবল বৃক্ষ লতার ন্যায় নয়, যে শরীরই আমারদের সর্ব্বস্ব। আমরা স্বাধীন পুরুষ। আমরা বিজ্ঞানাত্মা। আমরা সেই মহান্ জন্ম বিহীন অমৃত আত্মার পুত্র। আমারদের আকর ভুমি সেই পরমাত্মা। শরীর যদিও বৃক্ষের ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে—শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার অনন্ত যোগ। যৌবন কালের যে সকল বিষয় লালসা, যে সকল ভোগাভিলাষ, তাহা এক সময় থাকিবে না—যে সকল সুখ-প্রবৃত্তি, তাহার খর্ব্ব হইবে—ধন বিষয় লইয়া যে স্ফীত ভাব, তাহা অবসন্ন হইবে—শরীর জীর্ণ হইবে—আস্বাদ রসে রসনা সে প্রকার তৃপ্ত হইবে না—বিষয় সুখে সে প্রকার বোধ হইবে না, রিপু-সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এ সকলই ঘটিবে কিন্তু সে সময় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব অধিক হইবে, ধর্ম্ম কাষ্ঠাভাব ধারণ করিবে—আত্মা শরীর-পিঞ্জর অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে গমন করিবে। সুস্থ-শরীর জীব-সকল যেমন বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর জরা সহজেই প্রাপ্ত হয়; জরার পর ধর্ম্মাত্মা সেই রূপ সহজেই মৃত্যুর পর-পারে উত্তীর্ণ হয়েন। দন্ত-হীন শুক্ল-কেশ ধর্ম্ম-পরায়ণ বৃদ্ধ বিগত-যৌবন হইয়া যৌবনের সুখাভাবে সন্তাপ করেন না; কিন্তু আন্তরিক রিপুগণের উত্তেজনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া শান্ত হৃদয়ে ঈশ্বরেতেই পরিতৃপ্ত থাকেন। ইহার বিপরীত ভাব দেখ। যে যুবা পাপের দাস হইয়া আত্মার স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে, যথেচ্ছাচারী হইয়া কেবল আহার বিহারে চির যৌবন ক্ষেপণ করে; বৃদ্ধ বয়সে যখন তাহার শরীর ক্ষীণ হয়, ও ইন্দ্রিয় জীর্ণ হয়, প্রবল বিষয়-তৃষ্ণা তখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে না। তখন তাহার তৃষ্ণার আরো বৃদ্ধি হয়, পাপ-লালসা তাহার সকল শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে। তখন সেই অমিতাচারী বৃদ্ধের নরক সমান হৃদয়ে কি যন্ত্রণা। কোথায় সে উপদেষ্টা হইয়া শত শত যুবাকে ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিবে—কোথায় পিতার সমান হইয়া তাহাদের যথার্থ কল্যাণ অন্বেষণ করিবে, না তাহার অসাধু দৃষ্টান্তে সাধুর মনও বিচলিত হইয়া যায়, তাহার অশ্লীল পাপময় কথাতে পবিত্র স্থানও পাপালয় হয়। মনে করিয়া দেখ, তার কি নরক ভোগ। মনে কর এই প্রকার ভয়ানক অবস্থাতে তাহার

ভোগ-তৃষ্ণা পাপ-লালসা তেমনি রহিয়াছে—অথচ তাহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, আর কোন ইন্দ্রিয় নাই, যে সে তাহা চরিতার্থ করিতে পারে। সে সময়ে তাহার কি যন্ত্রণা। বিষয়-লালসাতে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, অথচ তাহার একটী লালসাও চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। একি ভয়ানক নরক-যন্ত্রণা! আবার মনে কর, আত্ম-গ্লানি আসিয়া তাহার হৃদয়কে শত গুণ বলে আক্রমণ করিল। একে বিষয়-কামনা ভোগের উপায় নাই—তাহাতে আত্ম-গ্লানির অসহ্য যন্ত্রণা। তাহার সেই নরকাগ্নির জ্বালা তখন কে নিবারণ করিবে? সে তখন আর অশ্ব রথ গজ নৃত্য-গীতে পরিবৃত নাই, যে আপনাকে ও আত্ম-গ্লানিকে ভুলিয়া থাকিবে। তাহার হৃদয়ের নরকাগ্নি তখন কে নির্ব্বাণ করিবে? হে পরমাত্মন্! এ প্রকার যন্ত্রণা যেন কাহারো না ভোগ করিতে হয়। আমরা যেন তোমার ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে পালন করিয়া তোমার নিকট নিরপরাধী থাকি। তোমার স্নেহ আমরা জানিয়াছি। পুণ্য স্থানেও তোমার করুণা, আনন্দ-শূন্য অন্ধকারাবৃত দেশেও তোমার করুণা। কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ হইলে যেমন তাহা ভস্ম হইয়া আপনাপনি শীতল হইয়া যায়; পাপীর হৃদয়ও যন্ত্রণাতে দগ্ধ হইয়া আবার তোমার করুণা-বারিতে তোমারই পথের ধূলি হইয়া আইসে। তোমার স্নেহ, করুণা, সকল সময়ে। আমরা জানিয়াছি যে তোমার মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস থাকিলে আর আমাদের কোন ভয় নাই। তোমার শরণাপন্ন হওয়াই সকল যন্ত্রণা নিবারণের এক মাত্র ঔষধ। হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের সহায় হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২৪১ সংখ্যক পত্রিকার ৭৪ পৃষ্ঠার পর।

আর্য্যগণ ভারত ভুমি প্রবেশ করিয়া প্রথমে সপ্তসিন্ধু (১) প্রবাহিত উত্তর পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। এই খানেই বেদোক্ত প্রাচীন ঋষিদিগের বহুবিধ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আর্য্য নরপতিদিগের যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটনা সকলের অধিকাংশই এই প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রাচীন সূক্ত সকলে এই অঞ্চলেরই নদ নদী ও নগরাদির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাল ক্রমে আর্য্যগণ আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষের আদিম বাসী অসভ্য দস্যু জাতিকে বশীভুত ও আয়ত্তাধীন করিয়াছিল এবং দস্যুগণও তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত ক্রমে মিলিত হইয়াছিল। বোধ হয় এই সকল পরাজিত দস্যু জাতি হইতেই শূদ্র বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল, কারণ মন্বাদি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শূদ্রদিগের যে রূপ বিবরণ লিখিয়াছেন এবং তাহাদের এক মাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া যে রূপ নীচ ও অপকৃষ্ট দাসত্ব কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ও অপর বর্ণত্রয় হইতে তাহাদের যে রূপ প্রভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা যে আর্য্য বংশীয় হইবেক ইহা সম্ভব হয় না। মনু সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে ভারত ভুমির অনেক প্রদেশ আছে, যাহাতে ব্রাহ্মণ নাই, কেবল শূদ্র ও নাস্তিকগণের বাস এবং যাহা শূদ্র নরপতি কর্ত্তৃক শাসিত। এই সকল প্রদেশে দ্বিজাতি বর্গ গমন ক-

(১) বেদে সপ্ত সিন্ধু শব্দ অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে পঞ্জাব অঞ্চলের সপ্ত নদীকে বুঝায়, যথা স্বরস্বতী নদী, সিন্ধু নদী ও তাহার শাখা শতদ্রু, বিপাসা, বিতস্তা।

রিবেক না। বেদে আর্য্য বংশীয়দিগের মধ্যে কোন অপকৃষ্ট শ্রেণীর কিছু মাত্র উল্লেখ না থাকাতে এবং শূদ্রদিগের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে শূদ্রজাতি আর্য্য বংশীয় নহে, তাহারাই ভারতবর্ষ বাসি দস্যু বংশোদ্ভব; আর্য্যগণ তাহাদের পরাজয় করিয়া আপনাদিগের দাসত্ব কর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিল। এই মতের পোষকতায় ইহাও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে বেদে দস্যুগণ কোন কোন স্থানে দাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২) এবং এই নাম অদ্যাপি কেবল শূদ্র বর্ণের প্রতি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আর্য্যদিগের মধ্যে কৃষিকার্য্য এবং অপরাপর সভ্য দেশ প্রচলিত শিল্পাদির প্রচার যে বহুকালাবধি হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা নগর সকল স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের প্রশস্ত ও সুদৃঢ় গৃহাদি ছিল, সুনির্ম্মিত দীর্ঘ বর্ত্ম ও পথি মধ্যে পান্থশালা ও গমনাগমনার্থ অশ্ব যোজিত সুসজ্জিত রথ সকল ছিল। বেদে নৌকা ও সমুদ্র যানের কথা উল্লিখিত আছে। ভুজ্য নামক রাজ কুমার শত দণ্ড বিশিষ্ট এক নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন, পরে নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে অথবা অন্য কোন কারণ বশত বিপদ্ গ্রস্ত হওয়াতে অশ্বিনী কুমারদ্বয় কর্ত্তৃক কুমার উক্ত বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তুর্ব্বসু এবং যদু নামক অপর দুই ব্যক্তি সমুদ্রে বহুদূর গমন করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাদের কি উদ্দেশ্য ছিল এবং ইহারা অপর কোন দেশ আবিষ্কার করিয়াছিল কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। বেদে অনেক ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন নরপতির উল্লেখ আছে, ইহাঁরা সৈন্য সমভিব্যাহারে অপরাপর নরপতির সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেন। যুদ্ধ বিগ্রহে ইঁহাদের একটি বিশেষ আমোদ ছিল। এই সকল যুদ্ধে রাজাদিগের সহিত রাজ পুরোহিতগণও যুদ্ধে মন্ত্রি রূপে গমন করিতেন এবং তাঁহারা আপন আপন ভুপতিগণের জয় প্রার্থনায় ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা করিতেন। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত সুদাস নৃপতির ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইনি এক কালে দশ জন রাজার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুরোহিতদ্বয় বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র এই যুদ্ধে তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন, রাজা ইন্দ্রদেবের সহায়ে শত্রু জয় করিয়া স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

বিৎপঞ্চো মা দক্ষিণতঃ কপর্দা ধিয়ং জিন্বাসো অভিহি প্রমন্দুঃ। উত্তিষ্ঠন্ বোচে পরি বর্হিষো নৄন্। ন মে দূরাদ্ অবিতবে বশিষ্ঠাঃ॥ দূরাদিন্দ্রমনয়ন্না সুতেন তিরো বৈশন্তং অতিপান্তমুগ্রং। পাশদ্যুম্নস্য বায়তস্য সোমাং সুতাদিন্দ্রো অবৃণীতা বশিষ্ঠান্। এবেন্নু কং সিন্ধুমে ভিস্ততারৈবেন্নু কং ভেদমেভির্জঘান। এবেন্নু কং দাস রাজ্ঞে সুদাসং প্রাবদিন্দ্রো ব্রহ্মণা বো বশিষ্ঠাঃ॥ যদ্ দ্যামিব্যেৎ তৃষ্ণজো নাথিতাসো অদীধয়ুর্দা-শরাজ্ঞে বৃতাসঃ। বশিষ্ঠস্য স্তুবত ইন্দ্রো অশ্রোদ উরুং তৃৎসুভ্যো অকৃণোদ্ উ লোকং। দণ্ডা ইবেদ্ গো অজনাস আসন্ পরিচ্ছিন্না ভরতা অর্ভকাসঃ। অভবচ্চ পুর ত্রতা বশিষ্ঠ আদিৎ তৃৎসূনাং বিশো অপ্রথন্ত॥

ঋগ্বেদ ৭ মণ্ডল ৩৩ সুক্ত।

দক্ষিণ কপর্দ্দ বিশিষ্ট শুভ্র বেশধারী ব্রতপরায়ণ বশিষ্ঠ আমাকে আনন্দিত করিয়াছেন। উত্থান করিয়া আমি লোক দিগকে যজ্ঞ কুশের চতুঃপার্শ্বে আহ্বান করিতেছি; বাশিষ্ঠগণ যেন আমার দ্বার হইতে গমন না করে। তাহাদের অভিষবন দ্বারা তাহারা সোমপায়ী ভীষণ ইন্দ্র দেবকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। ইন্দ্র বয়ুত পুত্র পাশদ্যুম্নের প্রদত্ত সোম রস পরিত্যাগ করিয়া বাশিষ্ঠগণের নিকট আসিয়াছেন, তাহাদের সহিত তিনি নদী পার হইলেন, তাহাদের সহিত তিনি ভেদকে নিহত করিলেন। হে বশিষ্ঠ তোমারই আরাধনায় ইন্দ্র দশ রাজার সহিত যুদ্ধে সুদাসকে রক্ষা করিলেন। যেমন লোকে তৃষ্ণাতুর হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করে সেই রূপ তাহারা দশ রাজ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও ক্লিষ্ট হইয়াছিল। ইন্দ্র বশিষ্ঠের স্তব শ্রবণ করিলেন এবং তৃৎসুদিগকে (তৃৎসুগণ বশিষ্ঠের শিষ্য) প্রশস্ত অবকাশ প্রদান করিলেন। ক্ষুদ্র ভারতগণ পশু তাড়ন হেতু দণ্ডের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইল। বশিষ্ঠ অগ্রগামী হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তৃৎসুগণ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল।

পুরোহিতগণ যে রাজাদিগের যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, ইহার দৃষ্টান্ত বৈদিক সময়ের অনেক পরেও দেখা যায়। দৌত্য কার্য্যে পুরোহিতেরাই প্রেরিত হইতেন এবং ভুপতিগণের মধ্যে সন্ধি নিবন্ধনে ইঁহারা মধ্যস্থ হইতেন। বেদে ভুপতিগণের ধর্ম্মাধিকরণ যজ্ঞ শালা এবং আমোদ প্রমোদের নিমিত্ত নাট্যশালাদির উল্লেখ দেখা যায়। অপর জন সমাজের অমঙ্গল ও অনিষ্টকর ব্যবহারেরও অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা পথি মধ্যে চৌর ও দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগের সঞ্চার, দ্যুত ক্রীড়া, বেশ্যা, ক্রীত দাস এবং নপুংসকের কথা বেদের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। মদ্য পান অতিশয় বাহুল্য রূপে প্রচলিত ছিল। বেদে যে সোম রসের উল্লেখ প্রায় প্রতি সূক্তেই আছে, তাহা এক প্রকার তেজস্কর সুরা। বৈদিক ঋষিগণ এই সুরা সোম লতার রস হইতে প্রস্তুত করিতেন এবং তাহা পান করিয়া উল্লাসযুক্ত চিত্তে দেবতাদিগের স্তুতি বাদ করিতেন। প্রতি যজ্ঞেই প্রায় সোমরসের আবশ্যক হইত। ইন্দ্র দেব সোম রসেই পরিতুষ্ট হইতেন এবং ঋষিগণ তাঁহাদিগের কামনা সিদ্ধ্যর্থ দেবতাদিগকে সোমাভিসবন প্রদান করিতেন। ঋষি অগস্ত্য এক স্থলে কোন সুরা বিক্রেতার গৃহে একটি মেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং কক্ষিবৎ ঋষি অশ্বিনী কুমারের নিকট শত ভাণ্ড সুরা প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দিত হইয়াছিলেন। নরপতিগণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক সুরা পানে প্রবৃত্ত হইতেন। সেকেন্দর সাহের সহিত যে সকল গ্রীক পণ্ডিত হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও হিন্দুদিগকে সাতিশয় পানাসক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বাস্তবিক হিন্দুদিগের মধ্যে সুরাপান যে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ অনেক প্রকারেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদিক সময়ের স্ত্রীজাতির বিষয় যতদূর জানা যায়, তাহাতে তাহাদের অবস্থা অনেকাংশেই উৎকৃষ্ট ছিল। নারী অগ্নির ন্যায় পবিত্র এবং গৃহ দীপ্তিকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋষিগণ স্বীয় পত্নীদিগের প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রকাশ এবং প্রীতি ভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা সস্ত্রীক হইয়া সমস্ত ব্রত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতেন (৩) এক্ষণ কার ন্যায় নারীগণ অন্তঃপুর রুদ্ধ থা-

(২) অভিবিশ্বা অভিযুজো বিষূচীরার্য্যায় বিশোঽবতারীর্দাসীঃ। ইন্দ্র জাময় উত্তরে অজাময়ো অর্ব্বাচীনাষো বনুষো যুযুজ্রে। ত্বমেষাং বিথুরা শবাং সিজহি বৃষ্ণ্যানি কৃণু হি পরাচঃ।

এই সমস্ত দ্বারা সর্ব্বত্র আর্য্যদিগের নিকট দাস জাতিকে পরাজিত কর। হে ইন্দ্র জ্ঞাতিই হউক বা অপরিচিতই হউক, যাহারা আমারদিগকে আক্রমণ করিবে তাহাদের শক্তি হীন কর ও দূরীকৃত কর।

(৩) বিশ্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবঃ। ঋগ্বেদ ১—১০১—৩
হে ইন্দ্র স্ত্রী পুরুষ তোমার শরণাপন্ন হইয়া তোমাকে স্তুতি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে।

জায়াপতী অগ্নিমাদধীয়াতাং। জায়াপতী একত্রে জজ্ঞেতে অগ্ন্যাধান করিবেক।

কিত না, তাহারা পর্ব্বাহে বা উৎসব কালে জন সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইত, যদিও স্ত্রীজাতির পক্ষে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল(৪) তথাপি তাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ ছিল না। আমরা গার্গীর এবং মৈত্রেয়ীর দৃষ্টান্তে ইহা বিশেষ রূপে দেখিতে পাই। তৎকালে বাল্য বিবাহের কুৎসিত অনিষ্টকর নিয়ম প্রচলিত ছিল না কিন্তু বেদে বহু বিবাহের দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা ঋষি কক্ষিবৎ এক কালে এক ব্যক্তির দশটি কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই ভার্য্যা ছিল। অপর বেদে স্পষ্ট লিখিত আছে।

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত।

যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায় সেই রূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে; যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না সেই রূপ স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। বেদে সহমরণের বিধি আছে কি না এই বিষয় লইয়া কিছু কাল হইল পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল কিন্তু তাহার সুন্দর রূপে নিষ্পত্তি অদ্যাপি হয় নাই। আমাদের স্মৃতি শাস্ত্রকারেরা ঋগ্বেদ (৫) হইতে সহমরণ বিধায়ক যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই।

ইমানারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্নেঃ॥

ইহার অর্থ এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে "এই সকল নারী যাহারা অবিধবা সুপত্নী শোক এবং অশ্রু বিহীনা সুরত্না ইহারা অঞ্জন ও ঘৃত ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করুক।" কিন্তু মূলের সহিত ঐক্য করিলে দৃষ্ট হইবেক যে উক্ত শ্লোকটি অশুদ্ধ পাঠ মাত্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তে এই শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে কথিত শ্লোকের শেষে "যোনিমগ্রে" এই দুই পদ আছে কিন্তু আধুনিক স্মৃতি কারগণ প্রমাদ প্রযুক্ত হউক অথবা আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্তই হউক তৎ পরিবর্ত্তে "যোনিমগ্নেঃ" এই রূপ পাঠ প্রচার করিয়া প্রকৃত বেদার্থের বিপরীত ভয়ানক অর্থের সংঘটন করিয়াছেন। এই বিষয়ের নিঃসংশয় প্রমাণার্থ এই স্থলে উল্লিখিত সমস্ত সূক্ত উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইবেক যে ঋগ্বেদের কথিত শ্লোক কদাপি সহমরণ বিধায়ক নহে। অপর বৈদিক সময়ে মৃত সৎকার ও প্রেতক্রিয়া কি রূপ সম্পাদিত হইত, তাহারও বিবরণ এই সূক্তে জ্ঞাত হওয়া যাইবেক। ইহা যম তনয় শঙ্কশুক ঋষি কর্ত্তৃক পিতৃগণের উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে।

১। পরং মৃত্যো অনুপরেহি,পন্থাং যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ। চক্ষুষ্মতে শৃন্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্॥

হে মৃত্যু! তুমি অন্য পথ দিয়া গমন কর যে পথ তোমার স্বীকার এবং দেবতাদিগের পথ হইতে ভিন্ন। তুমি চক্ষু ও শ্রবণ বিশিষ্ট, তোমাকে কহিতেছি তুমি আমাদিগের স্ত্রীপুং জাতীয় প্রজা অর্থাৎ সন্তানদিগকে হিংসা ও নষ্ট করিও না।

২। মৃত্যোঃ পদং যোপযন্তো যদৈত দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ। আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ॥

(৪) স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধূনাং ত্রয়ীন শ্রুতি গোচরা।

(৫) ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী নভবেৎ আত্ম ঘাতিনী। ব্রহ্ম পুরাণ।

হে মৃত্যু-পথানুগামী অথচ দীর্ঘায়ুঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ! হে পূজনীয় এবং ধন ও সন্ততিতে আপ্যায়িত ব্যক্তিগণ! তোমরা পূত ও শুদ্ধ হও।

৩। ইমে জীবা বি মৃতৈরা ববৃত্রন্নভূদ্ ভদ্রা দেব হূতির্নো অদ্য। প্রাঞ্চো আগম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় প্রতরং দধানাঃ॥

এই জীব সকল মৃতদিগের হইতে পৃথক হউক। আমাদের প্রদত্ত দেবহূতি অদ্য মঙ্গলকর হউক। আইস সকলে পূর্ব্বদিগভিমুখী হইয়া আমোদ ও নৃত্য করিবার নিমিত্ত গমন করি, কারণ আমরা দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি।

৪। ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধানি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতং। শতং জীবন্ত শরদঃ পুরুচীরন্তর্মৃত্যুং দধতাং পর্ব্বতেন॥

আমি জীবদিগের নিমিত্ত (শিলাময়) পরিধি স্থাপন করিতেছি যে আর কেহ না তাহাকে অতিক্রম করে। এই পর্ব্বত পার্শ্বে মৃত্যুকে দূরে রাখিয়া তাহারা শত বৎসর জীবিত থাকুক।

৫। যথাহান্যনুপূর্ব্বং ভবন্তি যথা ঋতব ঋতুভির্যন্তি সাধু। যথা ন পূর্ব্বং ন পূর্ব্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ুংষি কল্পৈষাং॥

যেমন দিন সকল আনুপূর্ব্বিক আগমন করে,এক ঋতু অপর ঋতুর পশ্চাদ্গামী হয়, যেমন এক ব্যক্তি আর এক জনের অনুগমন করে,সেই রূপ হে ধাতা! আমার (জ্ঞাতিবর্গের) জীবন প্রবর্দ্ধিত কর।

৬। আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্ব্বং যতমানা যতিষ্ঠ। ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসেবঃ।

আয়ু বৃদ্ধি সহকারে বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপস্থিত হইয়া এবং যত্ন পূর্ব্বক অনুগামী হও এবং ত্বষ্টা দেবতা পরিতুষ্ট হইয়া তোমাদের দীর্ঘায়ু প্রদান করুন।

৭। ইমানারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু। অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে। (৮)

এই সকল নারী যাহারা অবিধবা,উত্তম পতি বিশিষ্টা, পুত্রবতী মাতা, অঞ্জন এবং ঘৃত ধারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করুক। অশ্রু বিহীন শোক বিহীন হইয়া ইহারা প্রথমে গৃহে আরোহণ করুক।

৮। উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি। হস্ত গ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূথ॥

হে নারী! উত্থান কর,জীব লোকে আগমন কর, তুমি গতাসু ব্যক্তির পার্শ্বে বৃথা নিদ্রিত রহিয়াছ, আইস,তোমার পাণি গ্রহণ কারী স্বামী কর্ত্তৃক তুমি পূর্ব্বে মাতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।

৯। ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্ম ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়। অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বা স্পৃধো অভিমাতীর্জ যেন॥

আমাদিগের সাহায্যের নিমিত্তে, বলের নিমিত্তে, এবং যশের নিমিত্তে মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিয়া আমি কহিতেছি, এখানে তুমি এবং আমরা রহিয়াছি; আমরা বীর সন্ততিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যেন অহংকৃত শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে পারি।

১০। উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাং। ঊর্ণম্রদা যুবতি দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নিঋর্তেরুপস্থাৎ॥

(৮) সপ্তম ঋকের সায়নাচার্য্য যে টীকা করিয়াছেন তাহা পশ্চাতে প্রদত্ত হইল।

ইমানারীরিতি। অবিধবাঃ ধবঃ পতিঃ অবিগত পতিকাঃ জীবদ্ভর্ত্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নীঃ শোভন পতিকাঃ ইমানারীঃ নার্য্য আঞ্জনেন সর্ব্বতোঽঞ্জন সাধনেন সর্পিষা ঘৃতেন অক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশন্তু স্বগৃহান্ প্রবিশন্তু তথা অনশ্রবঃ অশ্রুবর্জ্জিযাঃ অরুদত্যঃ অনমীবাঃ অমীবা রোগস্তদ্বর্জ্জিতা মানস দুঃখ বর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্না শোভন ধন সহিতাঃ। জনয়ঃ জনযন্ত্যপত্যমিতি জনযো ভার্য্যাঃ। তা অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমতঃ এব যোনিং গৃহং আরোহন্তু আগচ্ছন্তু। দেবরাদিকঃ প্রেত পত্নী মুদ্দিষ্য নারীত্যনয়া ভর্ত্তৃসকাশাৎ উত্থাপয়েৎ। সূত্রিতঞ্চ।

বিশালা সুমঙ্গলা মাতা পৃথিবীর নিকট গমন কর। তিনি বদান্য ব্যক্তির প্রতি ঊর্ণ সদৃশ কোমলা যুবতীর ন্যায়। অতএব তিনি যেন অসৎ ব্যক্তির নিকট হইতে তোমাকে রক্ষা করেন।

১১। উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবী মানিবাধথাঃ সূপায় নাস্মৈ ভব সূপঞ্চনা মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥

হে পৃথিবী! তুমি লঘু রূপে ইহার উপরে স্থিতি কর, ইহাকে পীড়ন করিও না, ইহার প্রতি দয়াশীলা হও, মাতা যেমন শিশুকে স্বীয় অঞ্চলে আচ্ছাদন করেন সেই রূপ ইহাকে আচ্ছাদন কর।

১২। উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সুতিষ্ঠতু সহস্র মিত উপহি শ্রয়ন্তাং তে। গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র ॥

পৃথিবী যেন লঘু অথচ অবিচলিত রূপে স্থিতি করে। সহস্র মৃৎরেণু যেন ইহার উপরে থাকে। এবং এই সকল আলয় যেন নিয়ত ঘৃত স্পৃক্ত থাকিয়া ইহাকে আশ্রয় প্রদান করে।

১৩। উত্তে স্তভ্নামি পৃথিরীং ত্বৎ পরীমং লোগং নি দধন্মো অহং রিষং। এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ন্তু তেইত্রা যমঃ সাদন তে মিশেতু ॥

আমি তোমার উপর মৃত্তিকা রাশী স্থাপন করিতেছি এবং এই মৃৎপিণ্ড স্থাপন করিতে যেন তোমাকে আঘাত প্রদান না করি, পিতৃগণ তোমার এই স্থূণা (স্তম্ভ) রক্ষা করুন এবং যম এস্থানে তোমাকে আশ্রয় প্রদান করুন।

১৪। প্রতীচীনে মামহশীষ্যাঃ পর্ণমিবা দধুঃ। প্রত্যাচীং জগ্রভা বাচমশ্বং রসনয়া যথা ॥

নূতন দিবস আমাকে রক্ষা করুক, যেমন পর্ণ শরকে ঊর্দ্ধে রাখে। কিন্তু আমি বৃদ্ধ হইয়াছি অতএব স্বীয় বাক্য সংযত করি, যেমন রশ্মি দ্বারা অশ্বকে দমন করে।

উপরোক্ত সূক্তের ভাবার্থ বোধ গম্য করিলে অনায়াসে প্রতীতি হইবেক যে সপ্তম ঋকের যে রূপ অর্থ এখানে প্রদত্ত হইল, তাহাই প্রকৃত ও সম্পূর্ণ সংগত। ইহাতে শ্মশানস্থ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও পরিবারগণের শোক সম্বরণার্থ তাহাদের প্রতি প্রবোধ বাক্য সকল প্রয়োগ হইয়াছে। এই সূক্ত মৃত ব্যক্তির প্রেত ক্রিয়ানুষ্ঠান কালীন উচ্চারিত হইত, বাস্তবিক প্রাগুক্ত সহমরণ বিধায়ক শ্লোকটি যে কদাপি ঋগ্বেদের শ্লোক নহে তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। অপর এই সূক্তে ইহা দৃষ্ট হইবেক যে বৈদিক সময়ে মৃত ব্যক্তির সমাধি হইত। এই বিষয় বিশেষ রূপে পশ্চাতে বিবৃত হইবেক।

ঈশ্বরানুরাগ ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থ সাধুসঙ্গ বিধেয়।

(প্রেরিত)

মূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সহবাস করিলে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, আর প্রতি দিবস সাধু সঙ্গে সময় অতিবাহিত করিলে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় উত্তেজিত হইতে থাকে, ঈশ্বরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, পাপে যথার্থ ঘৃণার উদয় হয়, এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সবিশেষ উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি হয়। সাধু সঙ্গ আত্মোন্নতির প্রধান উপায়। আমরা যদি নিয়ত সাধু সঙ্গে থাকি, সাধু লোকদিগের কর্ম্ম সমুদায় অবলোকন করি, তাহা হইলে আমাদের আত্মা ক্রমশই উন্নত হইতে থাকে, ঈশ্বরের পথে গমন করিতে প্রাণগত চেষ্টা ও যত্ন উদ্ভূত হয়। সাধুসঙ্গে পাপ হ্রাস হইয়া— পাপ কামনা সকল দূর হইয়া ধর্ম্মের দিকে যথার্থই আমাদের মন ধাবিত হয়। সাধু লোকের সংসর্গে যেমন স্বভাব শুদ্ধ হয়,

দোষ দূর হয়, মলিনতা অন্তর হয়; অসাধুর সহবাস গ্রহণ করিলে তেমনি স্বভাব মলিন হয়, আত্মা পাপাচারে রত হয় এবং অন্তরের পবিত্র ভাব সকল ক্রমশ শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে। আত্মা যদি সাধু সঙ্গ হইতে এক কালিন পরিচ্যুত হইয়া নিয়তই অসাধু সঙ্গে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পুণ্যের পবিত্র জ্যোতি কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না; পাপের কঠিন তীব্রতাই তাহার নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে। সাধু সঙ্গ অবলম্বন করিলে পুণ্য যে কি রমণীয় বস্তু তাহা অনুভুত হয়। আহা! অসাধুর সঙ্গে আমারদের কি দুর্গতি আর সাধুর সঙ্গে সহবাসের কি বিমল আনন্দ।

হে মোহান্ধ ব্যক্তিগণ! তোমরা এক বার চিন্তা কর, তোমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি? তোমরা এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কি করিতেছ? তোমরা কি আহার নিদ্রা, ভয় ক্রোধেরই বশীভুত থাকিবে, রিপুগণের সেবায় জীবন যাপন করিবে? তোমাদের কি সেই স্বর্গীয় শাসন কর্ত্তার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবেক না? তোমরা কি শুদ্ধ পার্থিব সুখ উপার্জ্জন করিব বলিয়া আসিয়াছ। তোমাদের কি কোন উচ্চ ও মহৎ বিষয়ের অধিকার নাই?— দেখ বিষয় চির কালের নহে, তোমাদের শরীর চির দিন থাকিবেক না—আত্মাই চির দিন থাকিবেক। তবে আত্মা যাহাতে চিরদিন ন্যায় ও সত্য পথে থাকিতে পারে তাহার চেষ্টা কর। আত্মা অতি যত্নের ধন—আত্মাকে কখনই হীনাবস্থায় রাখিও না। সজ্জনের সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে উন্নত কর। মহতের সহবাসে ইহার যথার্থ অভাব সকল দূর কর, সেই পবিত্র মহান্ পুরুষের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত হও। যাঁহারা এই সংসারে তাঁর গুণ কীর্ত্তনে নিযুক্ত আছেন, যাঁহারা সংসারের সকল বিষয়েই তাঁর অধীন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন এবং তাঁর উদ্দেশে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহারাই সাধু। সাবধান যেন সেই সাধু মণ্ডলি হইতে কখনই বিচ্যুত না হও।

অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই সাধু সঙ্গ অবলম্বন করিবে। যদি আমরা প্রতি দিবস প্রাতঃকালে ও সায়ং কালে উপাসনা করি কিন্তু সমস্ত দিবস অসৎ সঙ্গে থাকিয়া অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকি, তবে তাহাতে কি হইবে। সমস্ত দিবস অসৎ লোকের সংসর্গে সহবাস করিয়া ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করত সন্ধ্যাকালে কি প্রাতঃকালে এক বার মৌখিক উপাসনা করিলে কি হইবেক। অন্তর শুদ্ধি হইল না, মন স্বার্থ সাধন পরিত্যাগ করিতে পারিল না, অতএব এমন উপাসনায় কি ফলোদয় হইবেক? দেখ, ঈশ্বরের সহবাসে যেমন সাধু ব্যক্তিদিগের আত্মা পবিত্র ও উন্নত হয়, সেই রূপ সাধু সঙ্গে অতিশয় মোহান্ধ ব্যক্তিও ক্রমে ধর্ম্মের পথে আগমন করে। সাধু সঙ্গের যে কি আশ্চর্য্য প্রভাব তাহা মনে ধারণ করা যায় না। যাহা সহস্র উপদেশে হয় না সহস্র পুস্তক পাঠে হয় না, তাহা সাধু সঙ্গের প্রভাবে সুসিদ্ধ হয়! সাধুগণের মুখ শ্রী সন্দর্শন করিয়া আত্মা আনন্দে পুলকিত হয়, মন উৎসাহে পূর্ণ এবং পুণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়। সাধুগণের গম্ভীর প্রকৃতি ও পরিশুদ্ধ আচার ব্যবহারে ঈশ্বরের পবিত্র ও সুন্দর স্বরূপ লক্ষিত হয়। যতই সাধু সঙ্গ অবলম্বন করি, সাধু সমাজে গতায়াত রাখি, ততই আপনার উন্নতি হইতে থাকে। যতই ব্যাকুল হৃদয়ে, কাতর অন্তরে ঈশ্বরের নিকট যাইতে ইচ্ছা করি, ততই আমাদের আশা পূর্ণ হইতে থাকে। অতএব সাধু সঙ্গ অবলম্বন কর, সাধু দৃ-

ষ্টান্ত দর্শন কর, ঈশ্বরের পথ অবলম্বন কর।

—০—

কামন্দকীয় নীতিসার।

নবম সর্গ।

রাজা অপেক্ষাকৃত বলবানের অভিযোগে বিপন্ন হইলে, যখন অন্য প্রতিকারের অসম্ভাবনা দেখিবেন, তখন কোন রূপ কালাতিপাত করিবার নিমিত্ত সন্ধি করিবেন। সন্ধি ষোড়শ বিধ; কপাল, উপহার, সন্তান, সঙ্গত, উপন্যাস, প্রতিকার, সংযোগ, পুরুষান্তর, অদৃষ্টনর, আদিষ্ট, আত্মামিষ, উপগ্রহ, পরিক্রয়, উচ্ছিন্ন, পরিভূষণ ও স্কন্ধোপনেয়। সমানে সমানে সন্ধির নাম কপাল, দান নিবন্ধন সন্ধি—উপহার, কন্যাদান পূর্ব্বক সন্ধি,—সন্তান, ও মিত্রতা পূর্ব্বক সন্ধি সঙ্গত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; এই সঙ্গত সন্ধি যাবজ্জীবন স্থায়ী, পরস্পরের স্বার্থ ও প্রয়োজন সমান হইলেই ইহা সংঘটিত হয় ও কি সম্পত্তি কি বিপত্তি কিছুতেই কোন কারণেই ইহার ভেদ হয় না, এই সন্ধি এমন উৎকৃষ্ট, যে কোন কোন সন্ধি কুশল সাধুগণ ইহাকে কাঞ্চন সন্ধি বলিয়া পরিকীর্ত্তন করেন। একটি মঙ্গল কার্য্য সাধনের উদ্দেশে যে সন্ধি সংঘটিত হয়, তাহার নাম উপন্যাস, পূর্ব্বে আমি ইহাঁর উপকার করিয়াছি, ইনিও আমার উপকার করিবেন, এই বলিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহার নাম প্রতিকার; এবং আমি ইহাঁর উপকার করিতেছি, ইনিও আমার উপকার করিবেন, এই রূপে, রাম ও সুগ্রীবের যে রূপ সন্ধি হইয়াছিল, তাহাকেও প্রতিকার বলে। যে কার্য্যের একটি মাত্র প্রয়োজন, সেই কার্য্যের উদ্দেশে যে সন্ধি দ্বারা পরস্পর একত্র হইয়া গমন করেন, তাহার নাম সংযোগ। আমাদের উভয়ের প্রধান যোদ্ধা দ্বারা কেবল আমার স্বার্থ সংসাধন করিতে হইবে, এই রূপ পণ করিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহার নাম পুরুষান্তর। তুমি একাকী আমার স্বার্থ সম্পাদন করিবে, এই রূপ পণ করিয়া শত্রু যদি সন্ধি করে, তাহাকে অদৃষ্টপুরুষ বলে। ভূমির এক দেশ পণ দিয়া যে সন্ধি হয়, তাহার নাম আদিষ্ট। আপনার সৈন্যগণের সহিত যে সন্ধি, তাহার নাম আত্মামিষ। প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত সর্ব্বস্ব দান পূর্ব্বক সন্ধি উপগ্রহ; কোষার্দ্ধ, স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন ধাতু অথবা অবশিষ্ট প্রকৃতি রক্ষার নিমিত্ত সমগ্র কোষ দান পূর্ব্বক সন্ধি পরিক্রয়; কেবল সারবতী ভূমি দান পূর্ব্বক সন্ধি,—উচ্ছিন্ন; সমগ্র ভূমির শস্য দান পূর্ব্বক সন্ধি পরিভূষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যাহাতে পরিচ্ছিন্ন শস্য সমুদায় স্কন্ধে করিয়া প্রদান করা হয়, তাহার নাম স্কন্ধোপনেয়। পরস্পরোপকার, মৈত্র, সম্বন্ধজ ও উপহার, সমুদায় সন্ধি এই চারিটির অন্তর্গত। আমাদের মতে এক মাত্র উপহারই সন্ধি, মৈত্র ভিন্ন আর সমুদায় সন্ধি উপহার সন্ধির অন্তর্গত। বলবান্ অভিযোক্তা যখন লাভ ব্যতিরেকে নিবৃত্ত হয় না তখন উপহার ভিন্ন আর সন্ধি নাই।

বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজনে পরিবৃত, লুব্ধ, লুব্ধজনে পরিবৃত, প্রজাগণের বিরাগ ভাজন, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, যাহার মন ও মন্ত্রণা অস্থির, দেব ও ব্রাহ্মণের নিন্দক, দৈব বিপদে বিপন্ন, দৈব পরায়ণ, দুর্ভিক্ষ ব্যসনযুক্ত, বলব্যসনে আচ্ছন্ন, বিদেশস্থ, বহু শত্রু যুক্ত, অসময় কর্ম্মা ও সত্য ধর্ম্ম বিহীন, এই বিংশতি জনের সহিত সন্ধি করিবেক না, প্রত্যুত যুদ্ধই করিবেক। প্রভাব হীন বালকের পক্ষে লোকে যুদ্ধ করিতে চায় না, যে ব্যক্তি স্বয়ং যুদ্ধ করিতে অশক্ত, তাহার নিমিত্ত কে যুদ্ধ করিবে; বৃদ্ধ ও দীর্ঘ রোগীর উৎসাহ শক্তি নাই, সুতরাং তাহারা উভয়ে স্বপক্ষ কর্ত্তৃকই পরাজিত হয়, সন্দেহ নাই। সমুদায় জ্ঞাতি যাহাকে বহিষ্কৃত করিয়াছে, স্বার্থ পরায়ণ জ্ঞাতিগণই তাহাকে সংহার করে, সুতরাং তাদৃশ শত্রু সুখচ্ছেদ্য সন্দেহ নাই। ভীরু ব্যক্তি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই অবসন্ন হয়। যিনি ভীরুজনে পরিবৃত, তিনি স্বয়ং ধৈর্য্যশালী হইলেও তাঁহার পরিবারগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। লুব্ধ ব্যক্তি স্বয়ংই সর্ব্বগ্রাস করেন, কাহাকেও কিছু বিভাগ করিয়া দেন না, সুতরাং অণুজীবীগণ তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করে না। যিনি লুব্ধ পরিবারে পরিবৃত, একমাত্র দান প্রভাবে তাঁহার পরিপারগণের সহিত ভেদ উৎপন্ন করিয়া তাঁহাকে সংহার করা যায়। প্রজাগণের বিরাগভাজন রাজাকে যুদ্ধ কালে প্রজাগণ পরিত্যাগ করে। অত্যন্ত বিষয়াসক্ত রাজার সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করা যায়। যাঁহার চিত্ত ও মন্ত্রণা অস্থির, তিনি মন্ত্রিগণের দ্বেষ্য, অব্যবস্থিত চিত্ততা নিবন্ধন মন্ত্রিগণ কার্য্যকালে তাঁহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকে। চিরকাল ধর্ম্মেরই প্রাধান্য, অতএব দেব ও ব্রাহ্মণের নিন্দক স্বয়ংই উচ্ছিন্ন হয়। দৈব বিপদে বিপন্ন ব্যক্তিও স্বয়ং বিশীর্ণ হইয়া যায়। কি সম্পত্তি কি বিপত্তি দৈবই সকলের কারণ, এই রূপ দৈব পরায়ণ ব্যক্তি ধ্যানাসক্ত হইয়া আপনার দ্বারা কোন চেষ্টা করেন না। দুর্ভিক্ষ বিপন্ন ব্যক্তি স্বয়ংই অবসন্ন হয়। বলব্যসন যুক্ত ব্যক্তির যুদ্ধ শক্তি থাকে না। বিদেশস্থ ব্যক্তি অল্প সৈন্য

পরিবৃত শত্রু কর্ত্তৃক সংহার প্রাপ্ত হয়; অল্পবল কুম্ভীর জলমধ্যে গজেন্দ্রকেও আকর্ষণ করে। যাঁহার বহু শত্রু, তিনি শ্যেনগণের মধ্যে কপোতের ন্যায় ভীত হইয়া যে পথে যান, সেই পথেই আশু বিনাশ প্রাপ্ত হন। যিনি অসময়ে সৈন্য যোজনা করেন, তিনি সময়যোধীর হস্তে প্রাণত্যাগ করেন; বায়স আলোক শূন্য নিশীথ সময়ে পেচক কর্ত্তৃক নিহত হয়। সত্য ধর্ম্ম বিহীন ব্যক্তির সহিত কোন প্রকারে সন্ধি করিবেন না; সে ব্যক্তি অসাধুতা প্রযুক্ত শীঘ্রই সন্ধির অন্যথা করিয়া থাকে।

অনেক যুদ্ধ বিজয়ী ও অন্য সাত জনের সহিত সন্ধি—করা উচিত। ১ যিনি সত্যকে রক্ষা করেন, তিনি সত্য সন্ধির অন্যথা করেন না। ২ প্রাণ সংশয় হইলেও আর্য্য ব্যক্তি অনার্য্য হন না। ৩ অভিযুক্ত রাজা ধার্ম্মিক হইলে সকলেই তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া থাকে; প্রজানুরাগ ও ধর্ম্ম এই দুই কারণে এই ধার্ম্মিক রাজা নিতান্ত দুর্জ্জয় হইয়া থাকে। ৪ অনার্য্যের সহিতও সন্ধি করা কর্ত্তব্য, কেননা সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইলেই শত্রুকে উৎসাদিত করে এবং পরশুরামের ন্যায় মূল বিষয়েও অবস্থান করে না। ৫ বংশ সকল একত্রীভূত থাকিলে যেমন নিবিড় ও কন্টক সমূহে আবৃত হইয়া অন্যের অচ্ছেদ্য হয়, সেই রূপ যাহারা ভ্রাতৃগণে একত্র হইয়া আছে, তাহাদিগকে কেহই উচ্ছেদ করিতে পারে না। ৬ বলবান্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দুর্ব্বল যদি সর্ব্ব প্রকার যত্ন করেন, তথাপি সিংহ সমাক্রান্ত হরিণের ন্যায় অশরণ হন; সিংহ ঈষৎ নিয়মিত হইলেই মত্ত হস্তীকে সংহার করে, অতএব শুভার্থী ব্যক্তি বলবানের সহিত সন্ধি করিবেন; বলবানের সহিত যুদ্ধ করিবার দৃষ্টান্তও নাই; মেঘ কখনও প্রতিকূল বায়ুর নিকটগামী হয় না। ৭ নদী যেমন বিপরীত গামিনী হয় না, সেই রূপ যে ব্যক্তি বলবানের নিকট নত হয় ও অবসরে বিক্রম প্রকাশ করে, তাহার সম্পদ্ কখনও অন্যত্র যায় না। সকলেই সকল সময়ে সকল স্থানে, পরশুরাম সদৃশ অনেক যুদ্ধ বিজয়ীর প্রতাপে রাজ্য ভোগ করিতে পারে; অতএব যিনি অনেক যুদ্ধ বিজয়ীর সহিত সন্ধি করেন, অনেক যুদ্ধ-বিজয়ীর প্রতাপেই শত্রুগণ তাঁহার বশীভূত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সন্ধিতেও কদাপি বিশ্বাস করিবে না; পূর্ব্বে ইন্দ্র বৃত্রাসুরের নিকটে অনিষ্ট করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। রাজ্য হেতু পুত্রও বিকৃত হইয়া উঠে, প্রকৃত পিতাও বিকৃত হইয়া থাকেন; এই নিমিত্ত রাজ চরিত্র সাধারণ চরিত্র হইতে অন্যবিধ পদার্থ বলিয়া পরি কীর্ত্তিত হয়।

রাজা বলবান্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সমধিক যত্ন পূর্ব্বক দুর্গ মধ্যে অবস্থান ও আত্ম বিমুক্তির— নিমিত্ত আক্রমী অপেক্ষা বলবান্ ব্যক্তিকে আহ্বান করিবেন। ভরদ্বাজ বলেন, কেশরী যেমন করীকে আক্রমণ করে, সেই রূপ আপনার উৎসাহ শক্তি আলোচনা করিয়া বলবানের সহিত বিগ্রহ করিবে। এক মাত্র সিংহও সহস্র হস্তীকে সংহার করে; অতএব সিংহবৎ আপনার উদগ্রতা অবলোকন করিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। যে ব্যক্তি সসৈন্য বল ও বিক্রম সহকারে বলবানকে নিহিত করে, অপর তাহার প্রতাপ সিদ্ধি বিষয়ে শক্ত হইয়া থাকে। যুদ্ধে বিজয় লাভ সন্দেহাস্পদ হইলে সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করিবেন; সংশয়িত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না ইহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন। যিনি সমধিক উন্নতি কামনা করেন, তিনি সেই উন্নতির উদ্দেশে যুদ্ধে সমকক্ষ ব্যক্তির সহিতও সন্ধি করেন, কেন না আমঘটদ্বয় পরস্পরের প্রতিঘাতে পরস্পরকেই ভগ্ন করিয়া থাকে। অতএব কখন কখন যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সমবীর্য্য সুন্দ ও উপসুন্দ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া উভয়েই বিনষ্ট হইয়াছে। যেমন হিম বিন্দু ও জলবিন্দু ভূমিতলে পতিত হইবার সময়ে ক্লেশকর হয়, সেই রূপ দুর্ব্বল ও সুসন্ধ শত্রুও বিপদে পতিত হইবার সময় উৎপীড়ন করিয়া থাকে। দুর্ব্বলের সহিত সন্ধি করিবেন না, তদ্বিষয়ে অসন্ধিৎসা হেতু আছে? নিস্পৃহ হইয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাকে প্রহার করিবেন। বলবানের সহিত সন্ধি করিয়া তাহার আশ্রয় লইয়া এমন সুন্দর রূপে তাহার অনুগত হইবে যে যাহাতে তাহার বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। তাহার নিকটে বিশ্বাসী হইয়া নিরন্তর উদ্যম ও আকার ইঙ্গিত গোপন পূর্ব্বক কেবল প্রিয় সম্ভাষণ করিবেন, কিন্তু যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবশ্যই করিবেন। বিশ্বাসেই প্রিয় হয় এবং বিশ্বাসেই কার্য্য পায়। ইন্দ্র বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়াই দিতির গর্ভ বিনষ্ট করিয়া ছিলেন। প্রথমে শত্রু পক্ষীয় যুবরাজের বা প্রধান পুরুষের সহিত সন্ধি করিবেন পরে তাহাদের প্রতি অভিযোক্তার কোপ জন্মাইয়া দিবেন। অনন্তর বদান্যতা ও আত্ম কৃত লেখা উভয়ের সাহায্যে প্রধান পুরুষকে দূষিত করিবেন। স্বপক্ষে যাহাঁর বিশ্বাস, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপে তাহাঁর অমাত্যকে দূষিত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, অথবা বৈদ্য বিশেষ দ্বারা বিষ প্রদান পূর্ব্বক শত্রুতা সাধন করিবেন, পরে সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন; ফলতঃ অগ্রে অনুস্মরণ পূর্ব্বক শত্রুতা

সাধন করিবেন, পশ্চাৎ ক্রোধ অবলম্বন করিবেন।

যাঁহারা সৎকার্য্যের আদর করেন, তাঁহারা যুদ্ধে ক্ষয়, ব্যয়, আয়াস ও বধাদি দোষ নিরীক্ষণ করিয়া ইচ্ছা পুর্ব্বক কোন পীড়া গ্রহণ করেন, তথাপি যুদ্ধ ইচ্ছা করেন না, কেননা তাহা বহু দোষের আকর। আত্মা, সৈন্য, সুহৃদ্ ও ধন ইহ লোকে ক্ষণ-মাত্রেই বৃথা হইয়া যায় এবং মুহুর্মুহু আকুলীভূত হয়, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি অত্যন্ত যুদ্ধাসক্ত হইবেন না, মূর্খ না হইলে কোন্ ব্যক্তি সুহৃদ্, ধন, রাজ্য, আত্মা ও কীর্ত্তিকে যুদ্ধে সন্দেহ দোলায় অবলম্বিত করে? অভিযুক্ত হইলে সন্ধি লাভের ইচ্ছু হইয়া সীমান্তে উপস্থিত সন্ধি হীন অরি সৈন্যগণকে সাম, দান ও ভেদ দ্বারা সন্তাপিত করিবেন। ধীর ব্যক্তি সুসংহত সেনা দ্বারা সুন্দর রূপে রক্ষা বিধি সম্পাদন করিয়া বিচরণ করিবেন এবং যে শত্রু কর্ত্তৃক সন্তাপিত হইয়াছেন, তাহাকে সন্তাপিত করিবেন; সন্তাপদাতা সন্তাপিত ব্যক্তির নিকটেই সন্তাপ পান: ও বিজয়শীল ভূপতিগণ পূর্ব্বতন সন্ধি-তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ, কার্য্য গৌরব পর্য্যালোচনা করিয়া সন্ধি বিষয়ে এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন।

উন্নতি ও পরিবর্ত্তন।

২৩৮ সংখ্যক পত্রিকার ৩৫ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল আত্ম-প্রত্যয়। ধর্ম্ম-বিষয়ক সকল সত্যেরই মূল আত্ম প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সকল জাতিরই ধর্ম্ম আত্ম প্রত্যয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং পরিশেষে আত্ম প্রত্যয়ের প্রশস্ত সুদৃঢ় ভূমিতে সংমিলিত হইবেক। পৃথিবীতে নানা প্রকার মতের উদ্ভব হইতেছে, নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু যে সকল মত আত্ম প্রত্যয় বিরুদ্ধ, তাহারা কদাপি চির স্থায়ী হইতে পারে না, তাহারা সন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণ রঞ্জিত মেঘমালার ন্যায় বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া পরিশেষে বিলীন হইয়া যায়। বাস্তবিক এক্ষণে প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে ধর্ম্মের মূলীভূত সত্য সকল মনুষ্যের মনে নিহিত আছে, তাহা আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ, সুতরাং সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই সামান্য রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু অনেকে এরূপ আপত্তি করিয়াথাকেন যে মনুষ্যের আত্ম প্রত্যয় স্বাভাবিক সাতিশয় ক্ষীণ এবং তাহাতে ধর্ম্ম-বিষয়ক যে সকল সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সুস্পষ্ট রূপে আত্মাতে প্রকাশিত হয় না, সুতরাং মনুষ্য তাহাকে প্রকৃত রূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই হেতু তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে যে সকল জাতির মধ্যে আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহারা নানা প্রকার ভ্রমের বশীভূত হইয়া নানা প্রকার মতাবলম্বী হইয়াছে, অতএব কেবল সহজ জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্মের প্রকৃত পথ অবলম্বন করিতে পারে না, শাস্ত্রের আবশ্যক, ধর্ম্ম বিষয়ক সত্যাসত্য কেবল ঈশ্বর প্রেরিত আপ্ত বাক্য দ্বারাই নিঃসংশয়ে অবধারিত হইতে পারে। যাঁহারা আত্ম প্রত্যয়ের প্রতি এই রূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, বোধ হয় তাঁহারা মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতি বিশেষ রূপে আলোচনা করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে মনুষ্যের যে জ্ঞান স্বভাব সিদ্ধ, তাহা সকল মনুষ্যেরই মনে সমান রূপে প্রস্ফুটিত হইবেক, কিন্তু মনের এ প্রকার প্রকৃতিই নহে। মানসিক সকল প্রবৃত্তিই ক্রমে চালনা সহকারে পরিণত হয়; সেই চালনা ও শিক্ষার আবশ্যক। ধর্ম্ম বিষয়ক সত্য আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ বলিয়া যে সকলের মনে তাহা স্বভাবত সমান রূপে প্রস্ফুটিত হইবেক, ইহা সম্ভব নহে। গণিত শাস্ত্রের মূলীভূত সত্য সামান্যত সকলেই জ্ঞাত আছে, কিন্তু তাহাতে সকলেই ভাস্করাচার্য্য ও ইউক্লিডের তুল্য ক্ষেত্র তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারিবেক ইহা সম্ভব নহে। অপর বুদ্ধির ভ্রম ও জ্ঞানের স্বল্পতা প্রযুক্ত আত্ম প্রত্যয়ের উপদেশও অনেক স্থলে বিকৃত রূপ ধারণ করে। অসভ্যাবস্থায় লোকের আত্ম প্রত্যয় নানা প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহার বিমল সত্যের প্রতিভা প্রকাশ পায় না। আত্ম প্রত্যয় হইতে সর্ব্বারাধ্য সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অজ্ঞ লোকে জগতের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া প্রভাব শীল সূর্য্য, প্রচণ্ড বেগবান্ বায়ু ও অপরাপর ভৌতিক পদার্থে সেই ঈশ্বরের ভাব আরোপ করিয়া তাহারই অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি ও সদ্ বিদ্যার প্রচার দ্বারা এই সকল ভ্রম দূরীভূত হইয়া আত্ম প্রত্যয়ের প্রকৃত মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া যায়। যাঁহারা ঈশ্বর প্রেরিত শাস্ত্রের পক্ষে, তাঁহারা কহেন যে মত ভেদ খণ্ডন সংশয় চ্ছেদ এবং ঐকমত্য সম্পাদনার্থ শাস্ত্রের আবশ্যক, কিন্তু তাঁহাদের এই মত বস্তুত ভ্রান্তি মূলক। এক বাইবল হইতে কত প্রকার মত উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা স্থির করা যায় না, অথচ তাহা আপ্ত বাক্য বলিয়া কেহ কেহ গ্রহণ করে, সুতরাং তাহাতে ঐকমত্য স্থাপন না হইয়া নানা প্রকার বিসম্বাদ উপস্থিত হইতেছে।

খ্রীষ্টিয়ানেরা কহিয়া থাকেন যে বায়বল শাস্ত্রের সৃষ্টি না হইলে লোকে সত্য ধর্ম্মের আলোক

কদাপি প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু আমাদিগের ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে বায়বলে যে সকল সত্য নিহিত আছে, তাহা বায়বলে উক্ত হইয়াছে বলিয়া কি লোকে শিরোধার্য্য করে, অথবা আমাদিগের হৃদয় স্বভাবতই সেই সকল সত্যে সায় দেয়? সে সকল সত্য কি অন্য কোন গ্রন্থে থাকিলে কেহ মান্য করিত না? বাস্তবিক ধর্ম্ম বিষয়ক সত্যের কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা শিক্ষা দ্বারা কেবল উদ্দীপ্ত হয়। বায়বলে আছে বলিয়া আমরা কোন সত্যের আদর করি না, সত্যের মাহাত্ম্য সত্যেতেই আছে, এবং যাহা অসত্য ও অলীক তাহা সহস্র শাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও কদাপি আদরণীয় হইতে পারে না। বায়বলের পুরাতন খণ্ডে দাসত্বের বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন্ খ্রীষ্টিয়ান তাহা এক্ষণে গ্রহণ করিবেন? কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মগণ যে ঈশ্বর প্রেরিত শাস্ত্রের অপ্রয়োজন জ্ঞান করে, ইহা তাহাদের অজ্ঞতা ও অহংকারের চিহ্ন মাত্র। কিন্তু এই কথাটি নিতান্ত অন্যায়, ব্রাহ্মগণ এ প্রকার অভিপ্রায় কোথাও ব্যক্ত করেন না। ঈশ্বর যদি কৃপা করিয়া মনুষ্যকে তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার আদেশ ব্যক্ত করেন, তবে মনুষ্য কি তাহা গ্রহণ করিবেক না? তিনি যদি স্বীয় সন্তানগণকে সত্যের আলোক প্রেরণ করেন, তবে কি তাহারা তাহা হইতে বিমুখ হইবেক? কিন্তু ব্রাহ্মগণ ইহাই বলিয়া থাকেন যে মনুষ্য রচিত গ্রন্থ যাহাতে স্পষ্টই নানা প্রকার ভ্রম ও প্রমাদ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা আপ্ত বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাহা কতদূর আপ্ত এবং কত দূর মনুষ্য কৃত, তাহা নিরূপণ হইবার সম্ভবনা নাই। সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ক সকল সত্যের শেষ পরীক্ষা কেবল আত্ম-প্রত্যয় দ্বারাই হইতে পারে। এই মতে যে কোন গ্রন্থে আত্ম-প্রত্যয়ের অনুমোদিত সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আমাদের গ্রহণীয় ও আদরণীয়। আমরা সকল শাস্ত্র হইতেই সত্য সংকলন করিতে পারি; সত্য মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি, যাঁহারা প্রকৃত সত্যের মাহাত্ম্য জানিয়াছেন, তাঁহারা সে সত্য রূপ রত্ন যেখানে প্রাপ্ত হন, সেই খান্ হইতেই গ্রহণ করেন এবং সেই সত্যের অনুরোধে যদি পূর্ব্বমত পরিহার করিতে হয়, তাহাও স্বীকার করেন। বাস্তবিক পরিবর্ত্তন কদাপি নিন্দনীয় নহে, যদি তাহা উন্নতির পথে লইয়া যায়।

—০—

কটক ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা।

হে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কর্ত্তা পরম পিতা পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। অবনি মণ্ডলে একবার চক্ষু উন্মীলন করিলে তোমার অপার মহিমা ও করুণা কেমন সুন্দর রূপে প্রকাশ পায়! তখন কোন্ রসনা তোমাকে ধন্য বাদ না করিয়া স্থির থাকিতে পারে? ভ্রাতৃগণ! আমরা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতেছি, কেবল বৃথা আমোদ প্রমোদে, অস্থায়ি সুখেচ্ছায় ও লোক সমাজে মান্য হইবার জন্য কত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতেছি, কিন্তু যিনি আমাদের জন্ম দাতা, যাঁহর কৃপায় আমরা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি, তাঁহার সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিবার জন্য যত্ন করা দূরে থাকুক, একবার তাঁহাকে একান্ত চিত্তে স্মরণ করা কেমত ভার বোধ হয়, সপ্তাহের মধ্যে যে দুই ঘন্টা কাল কায়মনো বাক্যে তাঁহার আরাধনায় মনকে নিয়োগ করিব, তাহাও কি এত কঠিন ব্যাপার বোধ হয়? হে পিত! এমত অনিষ্ট কর কর্ম্ম করিয়াও যে আমরা এপর্য্যন্ত নাশ প্রাপ্ত হই নাই, ইহা কেবল তোমার কৃপা মাত্র। হে ভ্রান্ত মন! আর কত কাল, মায়া নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে সেই পতিত-পাবনকে ভুলিয়া থাকাই কি তুমি শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছ? হায় হায় একি ভ্রম!

জগদীশ্বর! আমাদের কি সাধ্য যে তোমার ক্ষমতা ও তোমার মহিমা বর্ণন করিতে পারি, পৃথিবীর যে কোন স্থানে ও যে কোন বস্তুতে নেত্র পাত করি, কি নির্জ্জন বনে, কি সজন নগরে, কি নিবিড় কাননে, কি মনোহর পুষ্পোদ্যানে, কি গম্ভীর সমুদ্রে, কি ক্ষুদ্র স্রোতে, সর্ব্বত্রই কেবল তোমারি ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে এবং তোমারি মুখজ্যোতি সর্ব্বস্থানেই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এই পৃথিবীতে অসংখ্য বস্তু আছে, তাহাতে আমরা কত প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যে সেই সকল বস্তুর প্রদাতাকে অতি অল্প লোকেই স্মরণ করে, কয় ব্যক্তি বা সম্পদ কালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকে। বিপদকে জ্ঞান শিক্ষার এক প্রধান গুরু বলিতে হইবেক। মনুষ্য যখন কোন ঘোর বিপদে পতিত হয়, তখন কে না তোমার শরণাপন্ন হয়, কোন্ রসনাই বা তখন উচ্চৈঃস্বরে এই বাক্য উচ্চারণ না করিয়া থাকে যে হে জগদীশ্বর! আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর,—তুমি কি সেই ভয়ঙ্কর সময়ে তোমার বিপদগ্রস্ত সন্তানকে রক্ষা কর না? সম্পদ কালে তোমাকে স্মরণ করে নাই বলিয়া কি তুমি তখন তাহার প্রতি বিমুখ হও? তুমি তৎক্ষণাৎ তোমার আপদগ্রস্ত সন্তানকে বিপদ

হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আপনার নিরাপদ ক্রোড় বিস্তার করিয়া তাহাকে স্থান দান কর এবং তাহার দুখাঃনল শান্তি শলিল দ্বারা নির্ব্বাণ কর। হায়! এমন দয়ালু পিতাকে ভুলিয়া আমরা কি রূপে জীবন যাপন করিতেছি—ধন্য ধন্য জগদীশ! অপার তোমার মহিমা, অনন্ত তোমার লীলা! যাবৎ জীবন তোমার মহিমা ও করুণা বর্ণন করিলেও তথাপি তাহার শেষ হয় না। হে প্রভু! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া এই প্রার্থনা করি যে তোমার নিকট প্রতি নিমেষে যে সকল অপরাধ করিতেছি, তাহা মার্জ্জনা কর এবং যে জ্ঞান দ্বারা তোমাকে জানিতে পারি, তাহা প্রদান কর ও যে নিমিত্তে আমাদিগকে এই অবনিতে প্রেরণ করিয়াছ, সেই কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য বল ও জ্ঞান প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০ঃ০—

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক রবিবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘণ্টার সময়ে বেহালাস্থ সমাজ মন্দিরে দশম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী উমেশচন্দ্র হালদার।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ প্রথমাবধি চারি বৎসরের পত্রিকা পুস্তক, যাহা প্রথমে ২০, পরে ৩০, শেষে ৪০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহার এক খণ্ড সম্প্রতি বিক্রেয় উপস্থিত হইয়াছে, মূল্য ৫০ টাকা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয় সমাজের কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

—০—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৫ শকের ভাদ্র মাসের আয় ব্যয়

বিবরণ।

আয়	৬১৯৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩০৫।৶
	৯২৪ ৮৫
ব্যয়	৫১১।৶১৫
সম্পাদকের হস্তে	৪১৩।১০
এতদ্ভিন্ন	
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	১৬৶৫
কোং কাগজ	১০০০

—০—

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র	২৫
" মদনমোহন সেন	৮
" তারকনাথ দত্ত	৬
" প্রসন্ন কুমার দত্ত	৪
" কাশীনাথ দে	২
" উমাকান্ত সেন	২
" সাগরলাল দত্ত	১
" শ্রীনাথ দাস	১
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" ভোলানাথ চৌধুরী	১
" দীনবন্ধু গুপ্ত	১
" প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত	১
" মহাতাপচন্দ্র চন্দ্র	১
" নবীনচাঁদ বড়াল	১
" বিজয় গোপাল মিত্র	৮০
	৫৫৮০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪
" সাগরলাল দত্ত	৬
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪
" উপেন্দ্র মোহন ঠাকুর	৩
" রামচন্দ্র ঘোষাল	২
" জয়গোপাল সেন	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
	৩১

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক	৫
" বিষ্ণু চন্দ্র ঘোষ	৪
" শ্রীরাম পালিত	২
" গিরিশচন্দ্র মিত্র	১
	১২

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ দান।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক	৫

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত দিননাথ দত্ত	১
" বল্লভীকান্ত ভট্টাচার্য্য	॥০
	১॥০
দানাধারে প্রাপ্ত	১॥৶৫
	১০৬৮৶৫

১ কার্ত্তিক শনিবার সম্বৎ ১৯২১ কলিগতাব্দ ৪৯৬৫।

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
২৪৪ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৭৮৫ শক

ষষ্ঠ কল্প ষষ্ঠ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দুঃখমাপতিতং সহেৎ।

সংসারের সকল অবস্থাতেই দুঃখ ও বিপদ মনুষ্যকে আক্রমণ করে; জীবনের প্রতি পদেই কোন না কোন দুর্ঘটনা ও অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে চির জীবন তাঁহার স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবেক। গ্রীক ইতিহাসে ইহা কথিত আছে যে ক্রীশস নামক কোন নরপতি বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত সোলনকে স্বীয় অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন ও প্রতাপের পরিচয় প্রদান করিয়া গর্ব্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সোলন! তুমি পৃথিবী মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে সুখী বল। ইহাতে সোলন উত্তর করিলেন, মহারাজ! মনুষ্যের মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিলে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। সোলনের এই বাক্যের সত্যতার প্রমাণ উক্ত নরপতি অবিলম্বে আপনার জীবনের ঘটনাতেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। অল্প কাল মধ্যে পারস্য দেশাধিপতি তাঁহার রাজ্য বল পূর্ব্বক অধিকার করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্য ও সম্পদ চ্যুত করিয়া অবশেষে তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন। ক্রীশস তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত সোলনের কথা স্মরণ করিয়া ঐহিক সম্পদের অস্থায়িত্ব ও আপনার অদূরদর্শিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কোন না কোন দিন সকলেরই যে বিপদ ঘটিতে পারে, দুঃখের রজনী আসিয়া যে আমাদের হৃদয়ের প্রফুল্লতাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে, ইহা স্মরণ রাখিয়া তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। বাস্তবিক সংসারি ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণ অভ্যাস করা নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই রূপ সাংসারিক বিপত্তি ও ক্লেশ অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য স্থির করিয়া সংসারকে অসার কহিয়াছেন এবং তাহা হইতে বিরত হওয়াই এক মাত্র শান্তি লাভের উপায় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এ প্রকার ব্যবহার নিতান্ত দুর্ব্বল চিত্ত ও অল্প বুদ্ধির কার্য্য। বিপদ হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা তাহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অতিক্রম করাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের চিহ্ন। ঈশ্বর তাঁহার বিশ্ব রাজ্যেতে মনুষ্যকে বিভিন্ন পদে

স্থাপন করিয়া যে সকল কর্ত্তব্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সহস্র ক্লেশ ও বিপদ অতিক্রম করিয়াও সাধন করিতে হইবেক। কিন্তু প্রকৃত আন্তরিক বল না থাকিলে ধৈর্য্য গুণ উৎপন্ন হয় না; যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে ধর্ম্মেতে উন্নত করিয়াছেন, যাঁহার নির্ভর এক মাত্র পরমেশ্বরেতে, তিনিই অক্ষুব্ধ ও অবিচলিত চিত্তে দুঃখ ক্লেশ ও বিপদ রাশি বহন করিতে পারেন। উন্নত পর্ব্বত যে রূপ চতুঃপার্শ্বে ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন ও প্রবল বাত্যাহত হইলেও তাহার শিখর দেশ চিরকাল নির্ম্মল সূর্য্য কিরণে সমুজ্জ্বল থাকে, সেই রূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তি সংসারে নানা প্রকার বিপদে পতিত হইলেও স্বীয় আন্তরিক স্থৈর্য্যকে পরিত্যাগ করেন না। যিনি এই প্রকার সহিষ্ণুতাকে অবলম্বন করেন, তাঁহার প্রকৃত দুর্ব্বিপাক জনিত ক্লেশের অনেক শমতা হয়; এবং সেই সহিষ্ণুতা গুণেই তিনি অতিশয় অমঙ্গলকর ব্যাপারকেও মঙ্গলের হেতু রূপে পরিণত করিতে পারেন।

যাহারা সংসারকে সর্ব্বস্ব মনে করে, বিষয় বাসনাই যাহাদের এক মাত্র জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা যে দুরবস্থায় পতিত হইলে একান্ত কাতর হইবেক, তাহার আশ্চর্য্য কি। ভোগ সুখাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে দুরবস্থা যে মৃত্যু অপেক্ষাও অসহ্য ও যন্ত্রণা দায়ক হইয়া থাকে, তাহার এই কারণ। অনেকে এই হেতুই সংসারের বিচিত্র গতি প্রযুক্ত উচ্চ পদ হইতে পতিত হইয়া জীবনকে বৃথা জ্ঞানে বিসর্জ্জন করিয়াছে। তাহাদের কি ভ্রম, ঈশ্বর যে কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা তাহারা একবারও মনে চিন্তা করে না। সুতরাং বিষয় ভোগ হইতে পরিচ্যুত হইলে তাহারা সকলই শূন্যময় দেখে; এপ্রকার অন্তঃকরণকে কি রূপে বিপদ কালে সান্ত্বনা প্রদান করা যাইতে পারে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাহাতে কি রূপে স্থান পাইবে। ধর্ম্মকে পরিহার করিয়া চলিলে সকলই ক্রমে অসুখের কারণ হয়। ধর্ম্ম যে আমাদের কি পরম সুহৃৎ, তাহা বিপদ কালেই বিশেষ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে অস্থায়ী সাংসারিক ঐশ্বর্য্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করে, লোকে হতভাগ্য বলিয়া ঘৃণা ও অবহেলা করে, দুঃখ ক্লেশ আসিয়া আত্মাকে নিয়ত জর্জ্জরিত করে, তখন কেবল ধর্ম্ম ধৈর্য্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। তখনই ধর্ম্মের অমৃতময় উপদেশ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। বিপৎকালে ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রকৃত পরীক্ষা হয়। যাঁহার ধৈর্য্য নাই, তিনি আপনাহইতেই অনেক স্থলে বিপদকে আহ্বান করেন এবং স্বল্প ক্লেশকে দ্বিগুণিত করেন। কিন্তু যখন বিবেচনা করা যায়, অধিকাংশ ক্লেশ ও বিপদ আমাদেরই দোষে উপস্থিত হয়, যখন আমরা দেখিতেছি, কত শত নির্দ্দোষ ব্যক্তি অশেষবিধ ক্লেশে পতিত হইতেছে, কত শত ব্যক্তি অন্নাভাবে কাতর, কত লোক জন্মান্ধ, খঞ্জ ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তখন তাহাদের সহিত তুলনায় আমাদের দুঃখ ও বিপদ অতিশয় লঘু বোধ হইবেক। অনেক স্থলে যে সকল বিপদ আপাতত দুর্ব্বহ ও একান্ত ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়, তাহা পরিণামে পরম মঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে। কত সুখপ্রমত্ত বিষয় বিমোহিত ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছে, কত ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিক বিপৎকালে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছে এবং পরিশেষে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে, কত কুপথগামী ব্যক্তি দুরবস্থায়

অমৃতময় উপদেশ লাভ করিয়া সৎপথে আনীত হইয়াছে। অতএব ক্লেশ বা বিপদে পতিত হইলে কদাপি অধীর বা অবসন্ন হইবেক না, ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেক। জ্ঞানী কদাপি বিপদে শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হয়েন না। আত্মাকে ধর্ম্মবলে বলিষ্ঠ করিবেক, যে তাহা হইতে যথার্থ ধৈর্য্য গুণ উৎপন্ন হইতে পারে।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২৪৩ সংখ্যক পত্রিকার ১১৬ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতে যে সূক্তটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে মৃত ব্যক্তির দেহ সৎকার সম্বন্ধে সমাধি প্রদানেরই বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক এই বিষয়ে বৈদিক সময়ের প্রথা এক্ষণকার প্রচলিত প্রথা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন দেখা যায়। আশ্বলায়ন কৃত গৃহ্য সূত্রে ইহার বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও গৃহ্য সূত্র বেদের অনেক পরে রচিত হইয়াছিল, তথাপি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড আচার ও বিধানাদি প্রকটন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, সুতরাং ইহার উল্লিখিত বিবরণ আমরা বেদ বিহিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। গৃহ্য সূত্রের চতুর্থ অধ্যায় হইতে পশ্চাল্লিখিত বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে প্রথমে চিকিৎসক আসিয়া ঔষধাদি প্রদান করে। পরে রোগীর তাহাতে যদি আরোগ্য না হয়, তবে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া উত্তর কিম্বা পূর্ব্বদিগভিমুখে অপর কোন স্থানে লইয়া যাইবেক এবং তাহার সহিত গৃহ সংরক্ষিত অগ্নিকেও লইয়া যাইবেক, কারণ লোকে কহে যে গৃহাগ্নি সকল গৃহে থাকিতে ভাল বাসে, সুতরাং গৃহ হইতে আনীত হইলে তথায় পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করে এবং তজ্জন্য রোগীকে সুস্থতা প্রদান করে। যদি রোগী ব্যক্তি এই রূপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, তবে গৃহে পুনরাগমন পূর্ব্বক সোম যজ্ঞ অথবা কোন পশুমেধ করিবেক। যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তবে গৃহের অগ্নিকোণ অথবা নৈঋতকোণাভিমুখে কোন স্থানে একটি গর্ত্ত খনন করিবেক; সেই গর্ত্তটি লম্বে ঊর্দ্ধবাহু মনুষ্যের দৈর্ঘ্য পরিমিত হইবেক, প্রস্থে চারি হস্ত এবং নিম্নে অর্দ্ধ হস্ত হইবেক। এই শ্মশান ভূমি চতুর্দ্দিকে অনবরুদ্ধ ও তৃণাদি আচ্ছাদিত হইবেক এবং এ প্রকার উচ্চ হইবেক যে তদুপরিস্থ জল চলিয়া যাইতে পারে; পরে মৃত দেহকে ধৌত ও নূতন পরিধেয়াবৃত করা হইলে জ্ঞাতি গণ প্রথমে গৃহ রক্ষিত ত্রয়াগ্নি এবং যজ্ঞোপকরণ সকল লইয়া অগ্রসর হইবেন, তৎপশ্চাতে বৃদ্ধগণ দেহ লইয়া শ্মশানাভিমুখে যাইবেন, ইহাদিগের সংখ্যা অযুগ্ম হইবেক। কোন কোন স্থানের প্রথানুসারে মৃত দেহ একখানি গো সংযোজিত শকটে করিয়া লইয়া যায়, এবং সেই শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি রজ্জু বদ্ধ গাভী অথবা কৃষ্ণবর্ণের ছাগ আনীত হয়। এই পশুটিকে অনুস্তরী কহে, কারণ ইহাকে ছেদ করিয়া চিতায় শবের উপর স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করা হয় এবং তাহাতে ইহা শবের সহিত ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রথা সাধারণ রূপে প্রচলিত নহে এবং কাত্যায়ন ইহাকে অনুচিত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কারণ শব পশুর সহিত দগ্ধ হইলে পর তাহার দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি সকল পশুর অস্থি হইতে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে না। মৃত দেহ শ্মশানে আনয়ন

কালে মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতি বন্ধুগণ পশ্চাতে আগমন করেন। পরে সকলে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, যিনি দাহাদি ক্রিয়া করিবেন, তিনি অগ্রসর হইয়া ভুমিকে জল স্পৃক্ত করণান্তর ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তাহার অর্থ এই, হে অপ-দেবতাগণ! প্রস্থান কর, এখান হইতে অন্তরিত হও। আমাদিগের পিতৃগণ এই স্থান এই মৃত ব্যক্তির জন্যই রাখিয়াছেন। যম ইহাঁকে এই বিশ্রাম স্থল অর্পণ করিয়াছেন।" পরে খাত মধ্যে চিতা শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে আহবনীয় অগ্নি, বায়ু কোণে গার্হ পত্য অগ্নি এবং নৈঋত কোণে দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করিবেক। পরে দূর্ব্বা তিল ও সর্ষপ এবং এক বিন্দু স্বর্ণ চিতার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইবেক এবং এক খানি কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম চিতার উপর বিস্তার করিবেক, তদুপরি মৃতদেহকে এরূপে স্থাপন করিবেক যে তাহার মস্তকের নিকট আহবনীয় অগ্নি থাকে। মৃতব্যক্তির পত্নী চিতার উত্তর দিকে দণ্ডায়মান হইবেক (১) এবং ক্ষত্রিয় বর্ণ হইলে একটি ধনুক তথায় স্থাপিত হইবেক। পরে তৎপত্নী স্থানান্তরিত হইলে একজন ধনুকটি হস্তে লইয়া চিতাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এই বাক্য উচ্চারণ করিবেক "আমি মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে এই ধনুঃ গ্রহণ করিতেছি, ইহা আমাদের রক্ষা, গৌরব ও বলের কারণ হইবেক। আমরা এখানে বীর্য্যবান্ পুত্রগণের সহিত রহিয়াছি, অতএব যেন আমরা শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে পারি।" তৎপরে তিনি ধনুকটি ভাঙ্গিয়া চিতা মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর যে পশুটি শবের পশ্চাতে আনীত হইয়াছিল, তাহাকে বধ করিয়া তাহার শরীরস্থ মেদ ও বসা মৃত দেহেতে বিশেষত মস্তকে ও মুখে লেপন করিয়া দিবেক এবং ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিবেক "গো হইতে প্রাপ্ত এই কবচ ধারণ কর, ইহা তোমাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিবেক, মেদের দ্বারা অঙ্গ সকল লেপিত কর, যে অগ্নি দেব, যিনি প্রজ্জ্বলিত শিখাতেই বিরাজ করেন, তিনি তোমাকে দগ্ধ করিবার জন্য আলিঙ্গন না করেন।" পরে উক্ত নিহত পশুর প্রত্যেক অঙ্গ ভিন্ন করিয়া মৃত ব্যক্তির তৎত্তদঙ্গের উপর স্থাপিত হইবেক এবং তাহার চর্ম্ম সর্ব্বোপরি আবরণের ন্যায় বিস্তারিত হইবেক। যিনি চিতায় অগ্নি প্রদান করিবেন, তিনি অগ্নির পূজা করিয়া এই বাক্য কহিবেন "হে অগ্নি! তুমি ইঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এক্ষণে ইনি যেন তোমা হইতে পুনরায় উৎপন্ন হন এবং তদ্দ্বারা নিত্য সুখ ধাম প্রাপ্ত হন।" পরে চিতায় অগ্নি প্রদানান্তর শ্রোত সূত্রোক্ত ঋগ্বেদের চতুর্ব্বিংশতিটি শ্লোক উচ্চারণ করিবেক।

এই সকল ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে এবং চিতা জ্বলিতে লাগিলে সকলে প্রতি গমন করিয়া নিকটস্থ একটি নদীতে অবগাহন করিবেন এবং সন্ধ্যার সময়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া অগ্নি, প্রস্তর, গোময়, ধান্য, তৈল এবং জল স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবেন। আশ্বলায়ন অশৌচের বিধান এই রূপ করিয়াছেন। পিতা মাতা অথবা গুরুর মৃত্যু হইলে দ্বাদশ দিবস বেদাধ্যয়ন এবং দান করিবেক না,

(১) এই স্থলে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী শুদ্ধ উপস্থিত থাকিবেক। কেহ কেহ ইহার দ্বারা সহমরণের আশঙ্কা করেন; এই জন্য মূল ও তাহার টীকা এখানে প্রদত্ত হইল।
উত্তরতঃ পত্নীং ।। টীকা ।। ততঃ প্রেতস্যোত্তরতঃ পত্নীং সংবেশযন্তি শাযযন্তীত্যর্থঃ। চিতাবেব উপশেষইতি লিঙ্গাৎ। এতাবদবর্ণত্রয়স্যাপি সমানং।
ধনুশ্চ ।। টীকা ।। প্রেতঃ ক্ষেত্রিয়শ্চেদ্ধনুরপ্যুত্তরতঃ সংবেশয়ন্তি।
তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানীযোঽন্তেবাসী জলদাসী বোদীচ্যনার্য্যভিজীবলোকমিতি।

জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে এই নিয়ম দশ দিবস পালন করিতে হইবেক। অশৌচান্তে জ্ঞাতিগণ পুনরায় শ্মশানে গমন করিবেক এবং চিতাভস্ম হইতে দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি সকল যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া একটি কুম্ভের মধ্যে স্থাপন করিবেক এবং তথায় একটি গহ্বর খনন করিয়া তন্মধ্যে প্রোথিত করিবেক। তদনন্তর সেই শ্মশানেই বেদ বিহিত প্রেত ক্রিয়াদি করিবেক, এই সময়েই পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদের সূক্তটি উচ্চারিত হইত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সহমরণ বিধায়ক যে শ্লোক ঋগ্বেদোক্ত বলিয়া পুরণাদি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক ঋগ্বেদের নহে, অথবা তাহা দশম মণ্ডলের একটি শ্লোকের ভ্রান্তি পাঠ মাত্র, এবং ঋগ্বেদের অপর কোন স্থানেও এই নৃশংস প্রথার উল্লেখ কিম্বা বিধান দৃষ্ট হয় না। তথাচ যাঁহারা সহমরণকে বেদ বিহিত বলিয়া থাকেন, তাঁহারদের প্রদর্শিত প্রমাণ প্রয়োগের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ এস্থলে করা নিষ্ফল হইবেক না। বাস্তবিক তাহাতে ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে যদিও সহমরণ প্রথা প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই তথাপি তাহা যে বৈদিক সময়ের চরম ভাগে প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা বিশিষ্ট রূপে সপ্রমাণ হয়। শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব (২) সহমরণের সাপেক্ষ নারায়ণীয় উপনিষৎ ধৃত তৈত্তিরীয় সংহিতার ঔখীয় শাখান্তর্গত একটি বচন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সায়নাচার্য্যের টীকা সহিত পশ্চাল্লিখিত মতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

অগ্নে ব্রতানাং ব্রতপতিরসি পত্যানুগমব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্।

হে অগ্নে কর্ম্মসাক্ষিন্। যতঃ ত্বাং ব্রতানাং প্রাজাপত্যাদ্যখিলব্রতানাং ব্রতপতিরসি। পুনর্ব্রতগ্রহণং ত্বমেব ব্রতানামধিপতির্নান্য ইতি নিয়ম বোধনায়॥ তস্মাদ্ময়াচর্যমাণং যৎসাম্প্রতিকং ব্রতং তদযথাহং কর্ত্তুং শকেয়ং অথা রাধ্যতাং ক্রিযতামিত্যর্থঃ। ধাতূনামনেকার্থত্বাং। কিং ত্বযাচর্য্যমাণং তদ্ব্রতমিতি শক্যানুগমেতি পত্যাভর্ত্রা সহ অনুসৃত্যগমনব্রতং চরিষ্যামি করিষ্যামীত্যর্থঃ॥

হে অগ্নি! সমুদায় ব্রতেরই তুমি ব্রতপতি, আমি এক্ষণে পত্যানুগমন ব্রত অনুষ্ঠান করিব অতএব তুমি আমাকে তাহা সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা অর্পণ কর।

ইহত্বা অগ্নে নমসা বিধেয় সুবর্গস্য লোকস্য সমেত্যৈ। জুষাণো অদ্য হবিষা জাতবেদো বিশানি ত্বা সত্বতো নয়মা পত্যুরগ্রে॥ ২॥

হে অগ্নে ইহ অস্মিন্ কর্ম্মণি। ত্বা ত্বামুদ্দিশ্য। হবিষা হবির্ভাগেন। নমসা নমস্কারেণচ। বিধেয় নমো বিদধামীত্যর্থঃ কিমর্থ মিত্যুক্তাঃ তত্রাহ। সুবর্গস্যেতি। সুবর্গস্য পতিসংপ্রাপ্য লোকস্য। সমেত্যৈ সম্যক্ প্রাপ্ত্যর্থং। ত্বা ত্বযীত্যর্থঃ সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া ছান্দসী। বিশানি অত অস্মিন্ দিনে। হে জাতবেদো হবিষা মদ্দত্তেন হবির্ভাগেন। জুষাণঃ সন্তুষ্টঃ সন্। তত্বমার্গ প্রদর্শন দ্বারা সহগমন বিষয়ক সাহস প্রদান দ্বারেতি যাবৎ। মা মাং পতিমাত্রৈক দেবতাং পত্যুর্ম্মম ভর্ত্তুরগ্রে সমক্ষং নয় প্রাপযেত্যর্থঃ॥

এস্থলে হে অগ্নি তোমাকে নমস্কার করি; স্বর্গ লোক প্রাপ্ত্যর্থ তোমাতে প্রবেশ করিতেছি। হে জাতবেদঃ মদ্দত্ত হবি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সাহস প্রদান কর এবং আমার পতির অগ্রে আমাকে লইয়া যাও।

সহমরণ বিধি অনুসারে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে চিতার উত্তর পার্শ্বে (৩) শয়ান করা

(২) অধ্যাপক উইলসন সাহেব সহমরণ বিষয়ে যে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার প্রমাণাদি এই স্থলে গৃহীত হইয়াছে।

(৩) উত্তরতঃ পত্নীং ।। টীকা ।। ততঃ প্রেতস্যোত্তরতঃ পত্নীং সংবেশযন্তি শাযযন্তীত্যর্থঃ। চিতাবেব উপশেষ ইতি লিঙ্গাৎ এতাবদবর্ণত্রয়স্যাপি সমানং ।।
গৃহ্য সূত্র ২ অধ্যায়।

ইবেক তৎপরে তাহার প্রতিজ্ঞা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার দেবর অথবা মৃত ব্যক্তির সহাধ্যায়ী তাহাকে চিতা হইতে উত্থান পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিবেক, তাহাতেও যদি সে স্ত্রী বিচলিত না হয়, তবে তাহাকে সহগমনের অনুমতি দিবেক। ভারদ্বাজ সূত্র এবং আশ্বলায়নের গৃহ্য সূত্রে সহমরণের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় যথা।

যদিও নারায়ণীয় উপনিষদ প্রাচীন উপনিষদ্ সমুদায়ের মধ্যে গণ্য হয় না এবং তদুদ্ধৃত বৈদিক বচন প্রকৃত বেদ হইতে প্রদর্শিত হয় নাই, তথাপি বিবিধ সূত্র গ্রন্থেও যখন এই প্রথা বেদবিহিত বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে, তখন ইহাকে সহসা আধুনিক ও অবৈদিক বলা যাইতে পারে না। ঋগ্বেদের যে সূক্তটি পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে তাহার সপ্তম ও অষ্টম ঋকের অর্থ (৪) প্রণিধান পূর্ব্বক বোধগম্য করিলে তাহা সহমরণ নিষেধক বলিয়াই বোধ হয়, সুতরাং সেই নিষেধ বচন দ্বারা তৎপূর্ব্বে উক্ত প্রথা প্রচলিত থাকিবারই আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে অদ্যাপি নিশ্চয় কিছুই বলা যাইতে পারে না।

—০—

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—সপ্তম আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২০ ভাদ্রে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামাযত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং ॥

পরমেশ্বর আমারদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়া বিচিত্র ভাব বিচিত্র অবস্থা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারই প্রেরিত হইয়া আমরা সংসারে আগমন করিয়াছি এবং তাঁহারই প্রসাদে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সংসার মহাসাগরে আমারদের এই ক্ষুদ্র দেহ-তরী—আমরা ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে কাতর। একাকী আমরা আসিয়াছি একাকী এই শরীর প্রাণ পোষণ করিতে হইবে, পরিবার পালন করিতে হইবে—আমারদের চতুর্দ্দিকে বিঘ্ন বিপত্তি—অন্তরে বাহিরে নানা শত্রুর আক্রমণ, নানা আয়োজনের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে থাকিয়াও যখনি আত্মা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে দেখিতে পায়, তখনি তাহার সমস্ত প্রীতি তাহাতে সে অর্পণ করে। এই সংসার-সমুদ্রে আমরা পতিত হইয়াছি, এখানে থাকিয়াই তাঁহার নিকটে যাইবার উপযুক্ত হইতে হইবে। আমারদের এক দিকে সত্য এক দিকে ধর্ম্ম সহায় রহিয়াছেন। সত্য পরম গুরু, ধর্ম্ম পরম নেতা; সত্য সেই সত্য-স্বরূপকে প্রদর্শন করিতেছেন, ধর্ম্ম সেই মঙ্গল-স্বরূপকে প্রকাশ করিতেছেন। “সত্যের দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা, এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়; ঋষিরা এই সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত-চিত্ত হইয়া সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে লাভ করেন।” এই পৃথিবী আমারদের প্রথম সোপান। যে পথে আমারদের বহুদূর যাইতে হ-

(৪) উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তব েদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূথ॥

হে নারী! উত্থান কর জীবলোকে আগমন কর তুমি গতাসু ব্যক্তির পার্শ্বে বৃথা নিদ্রিত রহিয়াছ, আইস, তোমার পাণি গ্রহণকারী স্বামী কর্ত্তৃক তুমি পূর্ব্বে মাতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।

ইবে—অনন্ত কাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইবে—তাহার প্রথম ভাগ এই পৃথিবী। আমারদের সম্মুখে অনন্ত কাল প্রসারিত রহিয়াছে। আমাদের জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতি উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত আরো নিকট সম্মিলনে সম্মিলিত হইবে। সত্যের সহায়ে সেই সত্য-স্বরূপকে আমরা উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইব—ধর্ম্মের সহায়ে সেই পরম পবিত্র-স্বরূপে গাঢ়তর প্রীতি স্থাপন করিতে পারিব। আমরা চিরকাল সেই পরম পবিত্র স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব।

ঈশ্বর আমারদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি চাহেন যে আমরা উন্নত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে গমন করি। তিনি আত্মাকে যেমন অবস্থা দিয়াছিলেন; তাহা হইতে পবিত্র ও উন্নত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। আপনার চেষ্টা দ্বারা আমারদের সকলই করিতে হইবে। আর আর সকল বস্তু আপনারাই স্বভাবত উন্নত ও বর্দ্ধিত হয়—তাহারা তাহা জানেও না। মনুষ্য আপনাকে বশীভূত ও শিক্ষিত করিয়াই আপনার মহত্ত্ব সাধন করেন। আমারদের সকলেতেই আপনার পরিশ্রম ও চেষ্টা আবশ্যক। শরীর-পোষণ অর্থোপার্জন, বিদ্যাভ্যাস, ধর্ম্ম-পালন, সকলই আমাদের যত্ন ও চেষ্টা সাপেক্ষ। সংগ্রাম করিয়া প্রতি পদ আমারদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। সকল হইতে আমারদের প্রথম কর্ত্তব্য কি? না আপনি আপনার প্রভু থাকা। তাহাতে আমাদের কত যত্ন কত চেষ্টা চাই। ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া, কুপ্রবৃত্তি-সকলকে অতিক্রম করিয়াই আমরা আপনার স্বাধীনতা শিক্ষা করি। প্রতি পদ-ক্ষেপেই বাধা—তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইবার উপায় নাই, প্রতি পদে তাহা অতিক্রম করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ কি? “বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নর। সোধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।” “বিজ্ঞান যাঁহার সারথি এবং মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভুত, তিনিই সংসার পার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হন।” বিজ্ঞান-দর্পণে ঈশ্বরের আদেশ-সকল প্রতিবিম্বিত হয়—বিজ্ঞানই আমারদের সারথি। অশ্বের যেমন রজ্জু, আমাদের সেই প্রকার মন—ইচ্ছা। ইচ্ছা যদি সেই বিজ্ঞান-সারথির বশীভুত থাকে, তবেই আমারদের মঙ্গল। আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন কিন্তু স্বাধীন বলিয়া ঈশ্বর আমারদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেন নাই। আমরা স্বাধীন; অথচ তাঁহার ধর্ম্মের অধীন। ইচ্ছাকে ধর্ম্ম-নিয়মে নিয়মিত করিতে হইবে—ধর্ম্ম বলে বলবতী করিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের যথার্থ স্বাধীনতা। ইন্দ্রিয়-সকলকে আপনার আয়ত্ত করিয়া ধর্ম্মের অধীন হওয়াই স্বাধীনতা—ঈশ্বরের অধীন হওয়াই স্বাধীনতা। প্রবৃত্তি-সকলের অধীন হওয়াই দাসত্ব। আপনারদের চেষ্টাতেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। আমারদের জন্য আর এক জন মুক্তি আনিয়া দিতে পারে না। আমাদের পাপ-ভার আর এক জন বহন করিতে পারে না। আমার দোষের জন্য আর এক জন দায়ী নহে, আমার পুণ্যের ভাগী আর জন নহে। “একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে। একোনু ভুংক্তে সুকৃতং একএব তু দুষ্কৃতং।” “একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃত-ফল ভোগ করে”। প্রতি জনেরই আপনার যত্ন চাই, প্রতি জনেরই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে, বিঘ্ন-রাশি অতিক্রম করিতে হইবে; আত্মার মলিনতা

অপসারিত করিতে হইবে, পবিত্রতা উপার্জন করিতে হইবে ; হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে, পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে হইবে। আপনার সম্পূর্ণ চেষ্টা চাই—অন্যের উপদেশ দৃষ্টান্ত সাহায্য মাত্র। যেমন আপনার যত্ন চাই, তেমনি ঈশ্বরের প্রসন্নতা চাই। আমারদের লক্ষ্য অতি উচ্চ; আমাদের আদর্শ অতি উৎকৃষ্ট। যিনি সেই “ শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং ” পরমেশ্বর, তিনি আমারদের নিকটে তাঁহার বিমল মঙ্গল ছবি প্রকাশিত করিতেছেন যে আমরা তাঁহার অনুকরণ করি। আমরা আপনারা অতি দুর্ব্বল; আমাদের শক্তির সীমা আছে আমাদের স্বাধীনতার সীমা আছে। আমারদের সাধ্য কি ? না, স্বীয় চেষ্টা ও যত্ন এবং ঈশ্বরের প্রসন্নতা প্রার্থনা। আমরা যে পবিত্র-স্বরূপকে প্রীতি করি, যদিও কখনই তাঁহার সমান না হইতে পারি ; কিন্তু যত দূর পারি, তাহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। সেই অমৃত-সাগরের এক বিন্দু মাত্রও জল যদি আমরা পান করিতে পাই, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হই। “স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। ” “এই পবিত্র ধর্ম্মের অল্প মাত্রাও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে। ” আমরা কোন কালেই এমন বলিতে পারিব না, এখন আর আমাদের যত্নের প্রয়োজন নাই; কেননা কোন কালেই আমরা সেই পূর্ণ আদর্শের সমান হইতে পারি না। আমারদের উন্নতির চেষ্টা নিয়তই চাই। যেখানে আপনার চেষ্টা নিরর্থক—সেখানে ঈশ্বরের প্রসাদ সর্ব্বস্ব। যখন মঙ্গলের দিকে—মঙ্গল-স্বরূপের দিকে আমাদের ক্রমিকই অগ্রসর হইতে হইবে, তখন ঈশ্বরই আমাদের সহায় আছেন। সেই মঙ্গল-স্বরূপে যেমন আমাদের প্রীতি অধিক হইবে—আপনার মলিনতা, আপনার ক্রূরতা, কুটিল ভাব, ততই আমরা দেখিতে পারিব না। পাপের দুর্গন্ধের মধ্যে বাস করিতে ততই ঘৃণা হইবে। আমরা অর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিব—কি প্রকারে পাপ হইতে আমরা দূরে থাকিতে পারি এবং ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব, তিনি তাঁহার মঙ্গল ভাব পবিত্র ভাব আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ করুন। এই প্রকারে আমরা সেই সংসার পার পরব্রহ্মের পরম স্থান লাভ করিব, যাহা হইতে আমারদের আর প্রচ্যুতি হইবে না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

সক্রেটিস।

উদার চরিত্র অলোকসামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট ধর্ম্ম পরায়ণ মহাত্মাগণের চরিত কথা ও সৎকীর্ত্তি শ্রবণে কাহার না কৌতূহল ও শুশ্রূষা জন্মে। মনুষ্যের আদর্শ স্বরূপ তাঁহাদের জীবনের পবিত্র সাধু দৃষ্টান্তের যে কি প্রকার প্রভাব তাহা কথনাতীত, তাহা দেশ কালে বদ্ধ নহে। সহস্র উপদেশ শ্রবণে শত শত সদ্‌গ্রন্থ পাঠে যে উপকার না হয় তাহা আমরা একটি সাধু ও মহৎ দৃষ্টান্তে প্রাপ্ত হইতে পারি। অপর যাঁহারা জন সমাজের উন্নতি সাধনে আপনাদের জীবনকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত আপনাদের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যাঁহারা অকুতোভয় চিত্তে বিপদ রাশি অতিক্রম করিয়াও কাল্পনিক মত ও বদ্ধমূল কুসংস্কার সকলের উচ্ছেদ পূর্ব্বক সত্যকে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সেই সত্যের নিমিত্ত যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত

দিয়াছেন ; তাঁহাদের প্রতি আমাদের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ঋণ কি কদাপি পরিশোধ হইবেক। এই সকল মহাত্মা যে সময়ে যে কোন দেশেই উদয় হউন না কেন, তাঁহারা আমাদের পূজনীয় ও চির স্মরণীয়। তাঁহারা যেমন সত্যের জন্য জগতের মঙ্গলের জন্য আপনাদের জীবনকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ যত দিন তাঁহাদের নাম পরিকীর্ত্তিত হইবেক, তত দিন তাঁহাদের ইতিহাস আগ্রহের সহিত প্রচারিত ও যত্নের সহিত অধীত হইবেক।

যাঁহারা কেবল আমাদিগের ভারতভূমির পূর্ব্বতন মহা পুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ অথাৎ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা গৌতমের অসামান্য বুদ্ধি শক্তি, এবং বৌদ্ধমত খণ্ডন কারী তত্ত্ব জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছেন ; যাঁহারা শীখগুরুনানকের উদার স্বভাব ও হিতৈষণার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং চৈতন্যের একান্ত ভক্তি ও ধর্ম্ম নিষ্ঠায় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে এক জন বিদেশীয় সামান্য বংশোদ্ভব পরম জ্ঞানী ধর্ম্মাত্মার বিবরণ শ্রবন করুন ;—যিনি বিনীত বেশে দরিদ্রের হীনাবস্থায় থাকিয়াও স্বীয় আন্তরিক জ্যোতিতে দীপ্তিমান ছিলেন, যিনি সত্য প্রেমিক হইয়া অসত্য ভ্রম ও কুসংস্কারের বিপক্ষে একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য যিনি স্বদেশীয় জনসমূহ কর্ত্তৃক তাড়িত ও বিনাপরাধে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পর যাঁহার নাম চির স্মরণীয় ও পৃথিবীময় পূজনীয় হইয়াছে।

মহানুভব সক্রেটিস গ্রীক দেশের অন্তঃপাতি এথিনি নগরের উপকণ্ঠে খৃঃ অব্দের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে গ্রীক জাতি বিশেষতঃ এথিনীয়গণ মহা প্রতাপান্বিত ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এথিনি নগরে সভ্যতার চিহ্ন স্বরূপ শিল্প সাহিত্যাদির প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়েই অদ্বিতীয় গ্রীককবি ও চিত্রকর গণ উদিত হইয়াছিলেন এবং বিবিধ বিদ্যার সমালোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বাস্তবিক সক্রেটিসের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসে বোধ হইবেক যে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল সময়েই জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

সক্রেটিসের পিতা একজন প্রস্তর খোদক ছিলেন; প্রস্তরের বিবিধ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাই তাঁহার ব্যবসায় ছিল। সুতরাং সক্রেটিসও প্রথমে স্বীয় পৈতৃক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেও বিশেষ নিপুণতা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত কএকটি প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার মৃত্যুর পর বহুশত বৎসর পর্য্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। তাঁহার মাতা ধাত্রীর কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং সক্রেটিসের পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুলই সামান্য বংশজাত; এবং তাঁহার সাংসারিক অবস্থাও স্বচ্ছল বা সুখকর ছিলনা। তাঁহার পত্নী জেণ্টিপি অত্যন্ত ক্রোধ পরায়না ও কলহ কারিণী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল, কিন্তু সক্রেটিস স্বীয় সহিষ্ণুতা গুণে তাহার সহিত মিলিত হইয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি তৎকর্ত্তৃক সাতিশয় উত্ত্যক্ত হইলেও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না ;—এবং এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ জেণ্টিপীর একটি উক্তি ইতিহাসে প্রকটিত আছে, যথা “ সক্রেটিস সর্ব্বদা যে প্রকার স্নিগ্ধ ভাবে গৃহে প্রবেশ করিতেন, গৃহ হইতে বহির্গমন কালে তাঁহার সেই ভাবই থাকিত ”। এই স্ত্রীর গর্ব্ভে সক্রেটিসের তিনটি পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদের বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত

হওয়া যায় না। সক্রেটিসের বাহ্যিক আকৃতি ও শারীরিক গঠন নিতান্ত অসদৃশ এবং দেখিতে সাতিশয় কদর্য্য ছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিশাল,প্রখরতেজঃ, এবং উচ্চ ছিল, তাঁহার নাসিকা নিম্ন, ওষ্ঠাধর স্থূল পাংশু বর্ণ অনুজ্জ্বল ছিল। তিনি খর্ব্বাকার ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর অতিশয় হৃষ্ট এবং বলিষ্ঠ ছিল। পুরবাসীগণের মধ্যে তাঁহার তুল্য বলবান্ পুরুষ অত্যল্পই ছিল এবং তিনি বিস্তর শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন। তিনি তিন বার সামান্য পদাতিকের কর্ম্মে ব্রতী হইয়া দূর দেশে যুদ্ধেতে যাত্রা করিয়াছিলেন,এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষুৎপিপাসা ও শীতোষ্ণ এরূপ সহ্য করিতেন যে তাহাতে তাঁহার সঙ্গিগণ চমৎকৃত হইত। এলকিবাযেদিস নামক এক জন ধনাঢ্য এথিনীয় এবং সক্রেটিসের শিষ্য তাঁহার সহিষ্ণুতা শক্তির এই রূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। " পাটিডিয়ার শিবিরে কেহই সক্রেটিসের তুল্য ক্ষুধা ও পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিত না; তিনি প্রায় মদ্য পান করিতেন না এবং কখনই তাঁহাকে অপরাপর সৈনিকগণের মত পানে বিহ্বল দেখা যায় নাই। হেমন্তের প্রগাঢ় শীতে অন্য লোকে একান্ত কাতর হইয়া উষ্ণ বস্ত্রে শরীরকে আবৃত করিয়া যখন শিবির মধ্যে আশ্রয় লইত, তখন তিনি স্বীয় সামান্য বেশে বাহিরে গমন করিয়া হিম শিলার উপর দিয়া অনাবৃত পদে গমন করিতেন "। কি শীত কি গ্রীষ্ম কোন সময়েই তিনি পাদুকা পরিধান করিতেন না এবং সকল সময়েই একই প্রকার মোটা কাপড়ই তাঁহার পরিধেয় ছিল এবং তাঁহার আহারও যৎসামান্য এবং পরিমিত ছিল। তথাপি কোন নিমন্ত্রণে অথবা কোন উৎসবের সময়ে সক্রেটিস সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পান ভোজন করিতে পারিতেন। তাঁহার এই প্রকার মত ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মনুষ্য আপনার অভাব যত দুর স্বল্প করিতে পারিবেক ততই দেবতা দিগের নিকটতর হইবেক, কারণ অভাবই দুর্ব্বলতা ও অপূর্ণাবস্থার লক্ষণ; দেবতাগণ পূর্ণ স্বরূপ, সুতরাং তাহাদের অভাব নাই। এই হেতু যাহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও সাংসারিক অভাব সকল ক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে, ইহাই সক্রেটিসের একান্ত চেষ্টা ছিল এবং পাছে তাঁহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এই বলিয়া তিনি অপরাপর পৌরজনের ন্যায় অধিকতর শারীরিক ব্যায়াম করিতেন না। জীবন ধারণার্থ যে সকল স্বাভাবিক ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব তাহাই তিনি মোচন করিতেন। ভোগাসক্তি ও ইন্দ্রিয়সেবাকে তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপে সক্রেটিস আপনার আকাঙ্ক্ষা ও অভাব সকব সংক্ষিপ্ত করিয়া স্বল্পেতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিয়াছিলেন। সাংসারিক কোন বিষয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে পরের উপর নির্ভর করিতে হইত না ; এই নিমিত্ত তিনি প্রথমাবধিই একটি উন্নত স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে অভাব হেতু তাঁহাকে কোন মিত্রের দ্বারস্থ হইতে হইবেক না, সুতরাং তিনি কাহারও অনুগ্রহের প্রার্থী ছিলেন না এবং কাহারও শত্রুতায় তাঁহার ভয় করিবার আবশ্যক ছিল না। এই রূপে আপনাকে স্বাধীনাবস্থায় অবস্থিত করিয়া তিনি অকুতোভয় চিত্তে স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সক্রেটিসের বন্ধু ও ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার মিতাচার ও দরিদ্রতা পরম সন্তোষের বিষয়,বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা তৎসদৃশ মনুষ্যের পক্ষে যে কতদূর ত্যাগ স্বীকার, তাহা একবার অনুধাবন করিলে হৃদয় পুলকিত হয়। তাঁহার যে প্রকার তীক্ষ্ণ ও প্রগাঢ় বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতা ছিল, তাহাতে তিনি অনায়াসে অত্যল্পকাল মধ্যে এক জন প্রধান ও প্রতাপান্বিত রাজ কর্ম্মচারী হইয়া অতুল যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের ভাগী হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আপনার লক্ষ্য অগ্রেই স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য তিনি অগ্রেই স্বীয় মানস পটে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ;—তিনি সম্পদ চাহেন না, যশেরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি দরিদ্র থাকিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিবেন, সত্যের অন্বেষণ করিবেন। যাহারা ধন মদে মত্ত তাহারা দরিদ্রতাকে ঘৃণা করে কিন্তু তাহারা জানে না যে হীন বেশে কত মহদন্তঃকরণ অজ্ঞাত ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে,এবং হীন বেশে কত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াগিয়াছেন।

সক্রেটিস যদিও খোদক কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অন্যদিকে ছিল, এবং তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার হৃদয়ে এপ্রকার একটি জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রবল ইচ্ছা প্রজ্বলিত হইয়াছিল যে তিনি তাহার চরিতার্থতার জন্য স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে এথিনি নগরে দার্শনিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান শাস্ত্র বিষয়ে স্ব স্ব মত প্রচার করিতেছিলেন। ইহাঁরাই এথিনীয় যুবকগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। সক্রেটিস ইহাঁদের উপদেশ অতিশয় যত্নের সহিত শ্রবণ করিতেন,এবং তৎকাল প্রচলিত বহুবিধ গ্রন্থও পাঠ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এই রূপ উপদেশে বা গ্রন্থ পাঠে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইত না। তিনি দেখিলেন যে দার্শনিকগণ যে সকল মতের ব্যাখ্যা করে তাহার কিছুমাত্রই প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারে না। তাহারা কেবল কুতক গুলিন কল্পনাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত; এবং সামান্য লোকে তাহাদের সহিত তর্ক করিতে চাহিলে তাহারা নানাবিধ বাক্যের কৌশলে তাহাকে পরাস্ত করিত। অপর দার্শনিকগণ সচরাচর যে সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করিত এবং মহাজ্ঞানগর্ভ বলিয়া যে সকল বিষয়ে যুবকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিত,তাহা সক্রেটিসের অন্তঃকরণে নিতান্ত নিষ্ফল ও অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাহারা নাক্ষত্র বিদ্যা পারমাণব বিদ্যা সৃষ্টি প্রকরণ ইত্যাদি দুরূহ এবং অপার্থিব বিষয় লইয়াই নানা প্রকার কল্পনা ও নূতন মতের উদ্ভাবন করিত এবং এই সকল পরস্পর ভিন্ন এবং বিরুদ্ধ মত লইয়া তাহাদের মধ্যে মহা তর্ক এবং বাক যুদ্ধ উপস্থিত হইত। সক্রেটিস প্রকৃত জ্ঞানেচ্ছু হইয়া উৎসাহের সহিত এই সকল শিক্ষকের নিকট গমন করিতেন কিন্তু অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। তিনি আপনার প্রকৃতি বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা করিতেন, মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি জীবনের উদ্দেশ্য কি ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল সাধনের উপায় কি এই সকল গুরুতর এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের উত্তর তিনি কাহারও নিকট পাইতেন না। দার্শনিকগণ এই সকল প্রশ্ন সহজ ও ক্ষুদ্র বালকের উপযুক্ত বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। সক্রেটিস এই রূপে প্রচলিত দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং চিন্তা স্রোতে নিমগ্ন হইলেন। প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা কি কোন সত্যের জ্ঞান লাভ করা যায় না ? মনুষ্যের কল্পনা ও অমুলক অনুমান ব্যতীত কি ইহার আর উচ্চতর উদ্দেশ্য নাই ? অনিশ্চিত কল্পনা

ও বাক্যুদ্ধেই কি ইহা পর্য্যবসিত হইবেক? যদি এরূপ হয় তবে দর্শন শাস্ত্র ভ্রান্তি সঙ্কুল মাত্র, তাহার সংশোধন আবশ্যক, তাহাকে প্রকৃত সত্যান্বেষণের পথে প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য, তাহার লক্ষ্য স্থির করা কর্ত্তব্য। এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সক্রেটিস প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দার্শনিকদিগের ভ্রান্তি কুসংস্কার ও কুতর্ক সকল ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সক্রেটিস কোন্ সময়াবধি প্রকাশ্য শিক্ষক ও উপদেশকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা যায় না। এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে তাঁহার পরিনত বয়সেই তিনি এই গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন এবং তদবধিই তিনি দেশীয় ব্যক্তিদিগের নিকট প্রকাশ্যে পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় অপরিচিত ছিলেন। এথিনি নগরে অপরাপর যে সকল শিক্ষক ও অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহারা বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিতেন সুতরাং তাঁহারা ধনাঢ্য বক্তির সন্তানদিগের শিক্ষা কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন। সক্রেটিস এই রূপ ব্যবসায়কে নিতান্ত ঘৃণাজনক বোধ করিতেন। তাঁহার মতে অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা দান করা অতিশয় গর্হিত ও নিন্দনীয় কার্য্য। এই হেতু তিনি বিনা বেতনে সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অপরাপর শিক্ষকের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাধ্যাপনের কোন বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল না, তিনি স্বীয় স্বাভাবিক বিনীত বেশে সর্ব্বত্রই গমন করিতেন এবং সকলের সহিত উপদেশ ও জ্ঞানের কথা কহিতেন। কি রাজপথ কি জনাকীর্ণ বিপণি কি ধনবানের উচ্চ প্রাসাদ কি বণিকের বাণিজ্যাগার সক্রেটিসের সকল স্থানেই গতিবিধি ছিল, এবং তিনি কি ইতর কি ভদ্র কি দিনহীন কি সমৃদ্ধিশালী সকল লোকেরই সহিত প্রীতি ও সৌহার্দ্দ ভাবে কথোপকথন করিতেন। এবং যাহারা তাহার উপদেশ একবার শ্রবণ করিত, অথবা তাঁহার সহিত কোনবিষয়ের আলোচনা করিত, তাহারা তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দুর দর্শিতা এবং উদার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আগ্রহের সহিত তাঁহার শিষ্য ও অনুচর হইত। এইরূপে সক্রেটিস সর্ব্বদাই বহুসংখ্যক শিষ্য দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া তাহাদের সহিত নানাপ্রকার প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেন। তিনি যেখানে গমন করিতেন, সেই খানেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরগণও যাইত। কিন্তু সক্রেটিস অভিমান পূর্ব্বক আপনাকে কদাপি জ্ঞানী অথবা উপদেষ্টা বলিয়া পরিচয় দিতেন না। তিনি স্বয়ং জ্ঞানান্বেষী ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ছিলেন। তিনি সকলেরই কাছে বিশেষতঃ বিখ্যাত পণ্ডিত এবং দার্শনিকদিগের নিকটে জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত গমন করিতেন। পণ্ডিত ও উপাধ্যায়গণ তাঁহার নম্রতা ও বিনীত ভাব ও জ্ঞানোপার্জ্জনে একান্ত যত্ন দেখিয়া উৎসাহের সহিত দর্শন শাস্ত্র বিষয়ে আপনাদিগের নানাবিধ মত তাঁহাকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইত, সক্রেটিস তাহাদের মত অবগত হইয়া প্রথমে কতিপয় সহজ ও সামান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিতেন, তাহার উত্তর অবশ্যই অনায়াসে প্রদত্ত হইত, এবং এই রূপে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তপাতহইলে তিনি পুনরায় কৌশল পূর্ব্বক ভিন্ন প্রণালীতে আর কতকগুলি পূর্ব্ববৎ সহজ প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাতে উত্তরদাতা তাঁহার প্রশ্নের দূরলক্ষ্য বুঝিতে না পারিয়া নিঃশংসয়ে এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত উত্তর প্রদান

করিতেন; কিন্তু পরিশেষে আপনার শেষ সিদ্ধান্ত প্রথমনিরূপিত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া একেবারে লজ্জা ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন। এইরূপে তাঁহার নিজ মুখেই আপনার মতের ভ্রান্তি দেখিতে পাইতেন, এবং যাহাকে শিষ্য রূপে উপদেশ দিতেছিলেন তাঁহার নিকট স্বীয় অর্ব্বাচীনতা প্রকাশে একান্ত ক্ষোভযুক্ত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইতেন। যাহারা এই প্রকার বাদানুবাদ দেখিতে উপস্থিত থাকিত, তাহাদের পক্ষে ইহা মহা আমোদ ও অশেষ কৌতুকের কারণ হইত। সক্রেটিস কদাপি প্রতি পক্ষের পরাজয়ে বাহ্যিক উল্লাস প্রকাশ করিতেন না, তিনি আপনার একই প্রকার স্নিগ্ধ বিনীতভাব রক্ষা করিতেন, এবং কোন কোন সময়ে প্রতিপক্ষকে নিজোক্ত বিপরীত সিদ্ধান্তদ্বয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তজ্জন্য তাহার মত খণ্ডন হেতু বরং দুঃগ প্রকাশ করিতেন, ইহাতে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তি-গণের কৌতুক আরও বৃদ্ধি হইত এবং তাহারা অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতে বাধ্য হইত। এইরূপ প্রশ্ন পরম্পরা সহকারে বাদানুবাদ সক্রেটিসের অতি প্রিয় এবং অমোঘাস্ত্র ছিল। এই প্রকার বিচারপ্রণালী তিনিই প্রথমে সৃষ্টি করেন, এবং ইহা তিনিই কেবল সম্যকরূপে প্রয়োগ করিতে পারিতেন। এই প্রশ্নাবলিরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সম্মুখে কোন কাল্পনিক মত ক্ষণ কালের নিমিত্ত দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। এথিনীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ সক্রেটিসের এই প্রকার প্রশ্নের কৌশল দেখিয়া একেবারে বিস্ময়ান্বিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাইত। তাঁহার সহিত বিচার করিতে গিয়া তাহারা আপনার মুখেই আপনাদের ভ্রান্তির পরিচয় পাইয়া নিরুত্তর হইতে বাধ্য হইত। এইরূপে সক্রেটিসকে সকলে ভয় করিতে আরম্ভ করিল, অনেকে পরাজয়ের ভয়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত না, কিন্তু তিনি তাহাদের সহজে ছাড়িতেন না. তিনি আপনিই তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতেন। কোন কোন সময়ে হয়তো কোন জ্ঞানাভিমানী মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ধনাঢ্য বংশীয় ছাত্রগণে পরিবৃত হইয়া সমারোহ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন. এবং সক্রেটিস ও আর এক দিক দিয়া নানা প্রকার পথের লোকের সহিত বাতুলপ্রলাপের ন্যায় কথোপকথন করিতে করিতে আসিতেছেন. এমত সময়ে তিনি অমনি অগ্রসর হইয়া উপাধ্যায়ের সহিত আলাপ করিতে যাইতেন; দুই এক কথায় বিচার আরম্ভ হইত, এবং সক্রেটিসের প্রশ্ন রূপ শরাঘাতে অধ্যাপক স্বীয় ছাত্রদিগের সম্মুখে পরাজিত হইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিতেন। বাস্তবিক সক্রেটিস স্বীয় স্বাভাবিক বুদ্ধি ও জ্ঞান সহকারে তৎকালের প্রচলিত দর্শনে ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলেই বিষম ভ্রান্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। দার্শনিকগণ দর্শন-শাস্ত্রের প্রকৃত প্রণালী বুঝিতে না পারিয়া স্বস্ব অনুমতি ও কল্পনা প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম অবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইত, এবং এইরূপে বিভিন্নমতের উদ্ভাব করিয়া তাহাই বিজ্ঞান শাস্ত্র বলিয়া শিক্ষা দিত। এই প্রকারে তাহারা শূন্যোপরি মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে যাইত, সামান্য লোকে তাহা সমর পরিপাটী ও সুদৃঢ় জ্ঞান করিয়া নির্ম্মাতাগণের যশোঘোষণা করিত। কিন্তু সক্রেটিসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই আকাশমন্দির আকাশ কুসুমবৎ ছায়া ও কেবল স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইত। যে কোনমত বা শাস্ত্র হউক না কেন তাহা সত্য এবং পরীক্ষামূলক হওয়া আবশ্যক। এই হেতু যাহারা প্রকৃত পরীক্ষা ও আলোচনা না করিয়া সহসা একটি মতকে

সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাদের বুঝাইবার জন্য সক্রেটিসের তর্কপ্রণালীই সম্পূর্ণ উপযোগি। তাহারা ইহা দ্বারা আপনাদের মতের সত্যাসত্য যেমন পরীক্ষা করিতে পারে, সেই রূপ তাহার উৎপত্তি ও মূলের প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি ও আলোচনা পরিচালিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহারা পূর্ব্বে যাহা অবোধের ন্যায় মানিত তাহার আমূলতঃ পরীক্ষা দ্বারা আপনাদের বিশ্বাসের ভূমি দেখিতে পায়।

সক্রেটিস এই রূপে সকলের মনকে প্রকৃত চিন্তা ও আলোচনার পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আলোচনা ব্যতীত কোন বিষয়েরই বিশেষ জ্ঞান লাভ হয় না, সুতরাং যাহারা চিন্তা না করিয়া কেবল কতক গুলিন আপাতত মনোহর মত শিক্ষা করিত তাহারা সক্রেটিসের প্রশ্নোত্তর দ্বারা আপনাদের একান্ত অজ্ঞতা স্পষ্ট দেখিতে পাইত। সক্রেটিস স্বয়ং প্রায় কোন প্রকার মতের প্রচার করিতেন না; দার্শনিক ও জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদিগের অমূলক মত ও ভ্রম সঙ্কুল নিষ্ফল বিজ্ঞান শাস্ত্র রূপ নিবিড় কণ্টকবন ছেদন করাই তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। লোকে যাহাতে আপনাদের ভ্রম দেখিতে পায় ইহাই তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। কিন্তু তিনি যে কোন প্রসঙ্গ উপলক্ষে প্রশ্নোত্তর করিতেন লোকে তদ্দ্বারা তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার সন্ধান প্রাপ্ত হইত। অতএব যদিও তিনি স্বয়ং লোক সকলকে সত্যের পবিত্র মন্দিরে লইয়া যান নাই,তথাপি তিনি তাহাতে উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইয়াছিলেন। সকল প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে পৃথক পৃথক দুইটি প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয়। প্রথম সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিকে প্রাপ্ত হওয়া এবং দ্বিতীয় ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির নির্ম্মাণ করা। একের দ্বারা কোন বস্তুর অন্তর্গত পদার্থ সমূহের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অপরের দ্বারা সেই সকল পদার্থের সংযোগে উক্ত বস্তুকে রচনা করা যায়। যেমন একটি ঘটিকা যন্ত্র বুঝিতে গেলে প্রথমে তাহাকে খুলিয়া তাহার বিবিধ চক্রাদি রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি দেখিতে হয়, তৎপরে এই সকল অঙ্গের সংযোগে ও পরস্পর সম্বন্ধে কি রূপে উক্ত যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাও জানা আবশ্যক। এই রূপ প্রণালী সকল বিদ্যাতেই প্রয়োগ হয়। এবং কোন মতের তথ্য জানিতে হইলে এই দুই প্রণালীই প্রয়োগ করা আবশ্যক, প্রথমে যাহাতে তাহার অন্তর্গত মূল সত্য সকল একাদিক্রমে জানা যায়, দ্বিতীয়ত সেই সকল সত্য হইতে উক্ত মতের উদ্ভাবন হইতে পারে কি না। সক্রেটিসের তর্ক ইহার মধ্যে প্রথম প্রণালীর অনুযায়ী ছিল; তাহাতে সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে উপনীত হওয়া যায়, তিনি স্বীয় প্রশ্নাবলির দ্বারা প্রস্তাবিত প্রসঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার অন্তর্গত সত্যাসত্য একেবারে স্পষ্ট দেখাইয়াদিতেন।

অপর দার্শনিক ও অধ্যাপকগণ নিয়ত যে প্রাকৃতিক ব্যাপার লইয়া তর্কবিতর্ক করিত এবং তদ্বিষয়ে তাহাদের স্ব স্ব মত যুবকদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিত, তাহার নিতান্ত নিষ্ফলত্ব ও অপ্রয়োজন সক্রেটিস দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। লোকে বাহ্য বস্তুর অনুসন্ধানেই ব্যস্ত ছিল, তিনি তাহাদিগকে অন্তরের আত্মাকে জানিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিষয়ের অপেক্ষা বিষয়ীকে জানা আবশ্যক, দূরস্থ নক্ষত্রের গণনা অপেক্ষা আপনার আন্তরিক প্রবৃত্তি ও মনের গতির প্রতি দৃষ্টি করা শ্রেয়স্কর, মনুষ্যের অবস্থা, জীবনের উদ্দেশ্য,আপনার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান, এই সকল বিষয় পরি-

ত্যাগ করিয়া যাহারা শুদ্ধ প্রাকৃতিক ঘটনার আলোচনা করে তাহারাই আত্মাপহারক। তাহারা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া জীবনকে বৃথা ক্ষেপণ করে। এই রূপে তিনি স্বদেশীয় জন সমূহকে আত্মতত্ত্ব এবং নীতি শাস্ত্রের আলোচনা করিতে প্রথমে উপদেশ দেন। মনুষ্য আপনাকে অগ্রে জানিবেক এই সারবান সত্য প্রথমে সক্রেটিসের মুখ হইতেই নিঃসৃত হইয়াছিল। তিনিই ভ্রান্তি পথবর্ত্তী দার্শনিকদিগকে প্রকৃত জ্ঞানের পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত গ্রীক ইতিহাস বেত্তা জেনোফন সক্রেটিসের উপদেশের এই প্রকার পরিচয় দিয়াছেন। সক্রেটিস সর্ব্বদাই জনসমাজের উপকার জনক নীতি বিষয়েই কথোপকথন করিতেন, ন্যায় কি, অন্যায় কি, সৎ কি, অসৎ কি, প্রিয় কি, অপ্রিয় কি,ভক্তি কাহাকে বলে,জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রভেদ কি, মিতাচার কি, সাহস কাহাকে কহে,ভীরুতা কিসে হয়,জন সমাজ কাহাকে কহে মনুষ্যের সমাজের প্রতি কি কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিবিধ মহোপকার-জনক বিষয়েই তিনি উপদেশ দিতেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য এরূপ মধুর ও শ্রোত্রপেয় ছিল যে সকলেই তাহাতে মোহিত হইয়া যাইত। তাঁহার শিষ্য এলকিবাইডিস এই রূপ কহিয়াছেন যে “আমি যখন তাঁহার কথা শ্রবণ করিতাম, আমার হৃদয় আনন্দে, উৎসাহে স্ফীত হইত, সে উৎসাহ আমি আর কোথাও পাইতাম না। তাঁহার অমৃতময় উপদেশে আমার অশ্রুপাত হইত; আমি পেরিক্লিশ ও অপরাপর বাগ্মীদিগের বক্তৃতা শুনিয়াছি কিন্তু তাহাদের বক্তৃতার এতাধিক প্রভাব নহে। সক্রেটিসের নীতি উপদেশে আমার অন্তর শোক ও অনুতাপে পূর্ণ হইত এবং আমার জীবন যে বৃথা কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইত, তিনিই কেবল আমার মনে কর্ত্তব্যের গুরুতর ভার ও অনুতাপ উদয় করিতে পারিতেন।

—০—

প্রেরিত পত্র।

ব্রাহ্মিকার স্তোত্র।

নাথ! সমস্ত দিবস অবসান হইল,প্রাতঃকাল অবধি সমস্ত দিন সূর্য্য প্রখর কিরণ সহিত উদিত থাকিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছেন, এবং সন্ধ্যা আরম্ভেতেই তিনি অস্ত হইলেন। এইক্ষণে নিস্তব্ধ রজনী উপস্থিত। এই সময়েও আবার চন্দ্র অগণ্য তারার সহিত আকাশ মণ্ডলে উদয় হইয়া তোমার আজ্ঞা পালনে রত হইয়াছেন, কিন্তু পিতা, আমি তোমার কন্যা হইয়া সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি নাই, কেবলি সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া তোমাকে ভুলিয়ছিলাম, কেবলই এই প্রকারে মিথ্যাকার্য্যে রত থাকিয়া জীবনের সকল দিবস নিরর্থ ক্ষেপণ করিতেছি। হে পিতা! তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি যেন সূর্য্যের ন্যায় আমি তোমার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করি, যেন আমার শরীরে আলস্য প্রবেশ করিতে না পারে। আমাকে ধর্ম্মবলে বলবতী কর, এবং আমার ইচ্ছা সকলকে কর্ত্তব্যের অনুগামী করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। দীননাথ! আমি অতি দুঃখিনী, আমার নিকটে প্রকাশিত হও, পাপিয়সী বলিয়া ত্যাগ করিও না। আমার আর তোমার সমান কেহ নাই, আমাকে তোমার কার্য্যে নিযুক্ত কর, যেন তোমার প্রিয়কার্য্য করিতে করিতে আমার জীবন শেষ হয়, আমাকে তোমার চরণ ছায়াতে রক্ষা কর। যেন শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়া দিন দিন তোমার নিকটে অগ্রসর হই

পিতা! তোমার প্রেমমুখ প্রদর্শনে বঞ্চিত করিও না, যেন সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে তোমাকে নিকট জানিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। করুণাময়! মনোনিবেশ করিয়া তোমার রাজ্যের শোভা দেখিলে আমার মন পুলকিত হয় এবং তোমার করুণা সকল বস্তুতে প্রকাশ পায়। তুমি করুণা সাগর, তোমার করুণার কথা কি বলিব, আমি অজ্ঞান স্ত্রীলোক আমার সাধ্য নাই যে তাহা ব্যক্ত করি। আমার অজ্ঞানতা দূর কর ও তোমার নির্ম্মল স্নেহবারি দিয়া আমার হৃদয়ের মলা প্রক্ষালন কর, আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার চরণে প্রনাম, হে অনাথ নাথ! অনাথিনীর প্রণাম গ্রহণ কর। হে প্রভু! এ দুঃখিনীর হৃদয়ে বিরাজ কর॥

সংবাদ সার।

আমাদিগের পাঠকবর্গ ইতিপূর্ব্বেই শ্রুত হইয়া থাকিবেন যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মবন্ধু সভানাম্নী একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কলিকাতার যত সাধুচরিত্র ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম আছেন, তন্মধ্যে অনেকেই ইহার সভ্য। যে সকল বিষয়ে ধর্ম্মজ্ঞান, ব্রহ্মতত্ত্ব, এবং আত্মোন্নতি লাভ করা যায়, সে সকল বিষয়ই এখানে আলোচিত হইয়া থাকে বিশেষতঃ দেশোন্নতি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে এই সভা বিশেষ উপকারিণী। বয়স্থা নারীগণের শিক্ষার্থে সভ্যেরা এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারার্থে স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। সভার আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত অর্দ্ধ মুদ্রা এবং এক মুদ্রা মূল্যে দুই প্রকার টিকিট্ প্রস্তুত হইয়াছে, যাঁহারা এই টিকিট্ ক্রয় করিতে মানস করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে তত্ত্ব করিলেই পাইবেন। ঈশ্বর প্রসাদে ব্রাহ্মগণের উৎসাহে ব্রাহ্মবন্ধু সভা অচিরে উন্নতি লাভ করুন, এবং বঙ্গদেশের পরম কল্যাণ সাধন করুন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তথাকার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকিবেক তাঁহার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেই প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইবেন।

কোন্নগরে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের প্রযত্নে সম্প্রতি একটী ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানকার ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য যে মধ্যে মধ্যে কোন্নগরে গমন করিয়া তত্রত্য ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন। ঈশ্বর প্রসাদে এই সমাজটী দিন দিন উন্নতিলাভ করুক।

শ্রুত হওয়া গেল কতকগুলী খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে সমুচিত সমাদর ও উৎসাহ পাইবেন কি না, এই সন্দেহ প্রযুক্তই আপনাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিতে পারিতেছেনন। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া পাঠকবর্গকে কিছু নিশ্চয়রূপে বলা যাইতেছে না। যাহাহউক মিসনরীদিগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের উপর যে বাঙ্গালি খৃষ্টীয়ানেরা অসন্তুষ্ট ইহা আমরা বারম্বার শুনিয়াছি, কিন্তু কি জন্য যে মিসনরী মহোদয়গণ তাঁহাদিগের অসন্তোষের পাত্র হয়েন তাহা আমরা পাঠকবর্গকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। যাহাহউক দুঃখের বিষয় এই যে বাঙ্গালী খৃষ্টীয়ানেরা না ইংরাজদিগের না বাঙ্গালিদিগের কাহারো স্নেহভাজন হইতে পারেন না। হা! সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিতে কেন তাঁহারা আর ভ্রমান্ধকারে অভিভূত হয়েন।

ইণ্ডিয়ান রিফরমার সংবাদ পত্রের এক জন পত্র প্রেরক বলেন যে কোন এক ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পিতার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য গোময় পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সমাজের বা আচার্য্যের নাম পত্র প্রেরক কিছুই লিখেন নাই। এ বিষয় যে সম্পূর্ণরূপে অলীক তাহা পাঠকমাত্রেরই বোধগম্য হইবে। কিন্তু ইহা অমূলক হউক আর সমূলক হউক এতদ্দৃষ্টে সকল ব্রাহ্মেরই সাবধান হওয়া উচিত। কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম পথ হইতে স্খলিত হইয়া কদাচ যেন তাঁহারা লজ্জাকর অধর্ম্মপথে পতিত না হয়েন। কর্ত্তব্য সাধন করা, সকল বিঘ্ন সকল অত্যাচার সত্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারব্রত পালন করাই ব্রাহ্মের লক্ষণ।

বঙ্গদেশ এবং বোম্বাইবাসীগণের মধ্যে যেরূপ প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাব দৃষ্ট হয়, তাহাতে ধর্ম্মবিষয়ে যে তাঁহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য নাই ইহা অতি দুঃখজনক ব্যাপার। বোম্বাই নিবাসীগণ কিজন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোন মতামত প্রকাশ করেন না, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহাদিগের ধর্ম্মে মতি হয় এবং তাঁহাদিগের দেশে একটী ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এই আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সঙ্গতের কএক জন সভ্য বামাবোধিনী পত্রিকা নাম্নী একখানি অতি সুন্দর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। সঙ্গতের সভ্যেরাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান নামক মহামূল্য পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন। বামাবোধি পত্রিকা যে বিশেষত স্ত্রীলোকদিগের জন্য ই বিরবলা বাহুল্য মাত্র, ঈশ্বরের কৃপায় অবিলম্বে তিশয় উন্নতি লাভ করুক। কলিকাতা ব্রাহ্ম সঙ্গতের য়াছি। মহোদয়গণ হইতে আমরা যে সমূহ মহৎকায যাছে। ত্যাশা করিয়া ছিলাম, তাহা দিন দিন পূর্ণ হইতেছে।

বঙ্গীয় মহিলাগণ যে অচিরে বিদ্যা এবং ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতিশীলা হইবেক ইহাতে আর আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব পৃষ্ঠে প্রকটিত [illegible]টি একটী অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকের বিরচিত। [illegible]হত্যালঙ্কার বিষয়ে যদিও ইহা উৎকৃষ্ট না [illegible]উক কিন্তু ইহার সরল কোমল ধর্ম্মভাব দেখিলে আহ্লাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

শ্রুত হওয়া গেল যে বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম সমাজের একটী সভ্য তত্রত্য মিসনরী স্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষেরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে তাঁহার সমধিক যত্ন দেখিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বীগণ হইতে আমরা উৎসাহ প্রত্যাশা করিপসংহায্য করি ভ্রাতৃভাব প্রত্যাশা করিতাম, তাঁহ[illegible]দিগকে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন, ভাল দেখা যাউক কত দূর করিয়া উঠিতে পারেন।

বঙ্গদেশে নিম্ন লিখিত কতিপয় স্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে।

কলিকাতা........	যোড়াসাঁকো পটল ডাঙ্গা নেবুতলা বহুবাজার
ভবানীপুর	বেহালা
বেলঘরিয়া নিকটস্থ নওদাপাড়া	টাকী
	মেদনীপুর
রামকৃষ্ণ পুর	বর্দ্ধমান
সাঁত্রাগাছী	জলেশ্বর
কোন নগর	বলুহাটী
শ্রীরামপুর	বৈদ্যবাটী
চন্দননগর	নিবাধৈ
দত্তপুকুর	মুদিয়ালী
পুটুরি	ভাষতাড়া
দীর্ঘশুই	চুচূড়া
হালিসহর	শান্তিপুর
কৃষ্ণনগর	
বগুড়া	
ত্রিপুরা	
ফরিদপুর	
যশোহর	

[illegible]বে তুমি সাক্ষাতে তাঁহার,
[illegible]ছ পাপ সমুখে যাঁহার?
এই বেলা কর জাগরণ,
নলে চিত্ত করবে দাহন।
বিলম্ব আর নিমেষের তরে,
[illegible]নি এখনি যদি কাল প্রাণ হরে!
ভেবে দেখ, দিন স্থির নাহি কিছু তার,
এখন হারালে কাল কি করিবে আর।

ইহা এস্থলে বলা আবশ্যক যে এই লেখকের লেখনী হইতেই দীপ্ত-শিরার-অভিষেক নামক পদ্য গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং আমরা ভরসা করি যে ইনি সাধারণের উপকারার্থ এই প্রকার নীতি গর্ভ গ্রন্থ [illegible] উত্তরোত্তর রচনা নি[illegible]বন।

১ কা[illegible] ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্য[illegible] স্থানস্থ [illegible] সমাজের মধ্যে একটী বিশেষ যো[illegible] সংস্থাপ[illegible] করা, যদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য সর্ব্বত্রেই এক প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে।

২ স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও কথো[illegible]কথনচ্ছলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা।

৩। সাধারণের উপকারার্থে ব্রহ্ম বিদ্যালয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পু[illegible]ক রচনা, বক্তৃতা। অজ্ঞ লোকদিগের উপকারার্থে [illegible]হর এবং পল্লীগ্রামে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সরল ভাষায় উপদেশ।

৪। সময় বিশেষে অবস্থা বিশেষে চিকিৎসালয়স্থ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শারীরিক সুস্থতা এবং ধর্ম্মোপদেশ ও আত্মার শান্তি সম্পাদনের চেষ্টা পাওয়া।

৫। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ গ্রন্থ রচনা করা।

মহাত্মা ডক্‌টর ডফ্ সাহেব ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া সবদেশে গমন করিতেছেন, এবং তাঁহার সম্মানের জন্য সকল লোকেই উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। এ সময়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য যে সাধারণের গোচরার্থে আমরা[illegible] স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে সহকারিণী হইয়া শৈশবাবস্থায়ই মিসনরীদিগের সহিত কলহ করিয়া[illegible]ছেন, এবং তন্মধ্যে ডক্‌টর ডফ্ সাহেবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া কত বারই তাঁহার মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দ্বন্দ্ব বিবাদ যদিও বহু দিনাবধি অবসান হইয়াছে, কিন্তু উৎসাহ অগ্নি পরস্পর কোন পক্ষেই নির্ব্বাণ হয় নাই। যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহসহকারে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি, ডক্‌টর ডফ্ ততোধিক উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত তাঁহার অবলম্বিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন [illegible] কেবল ধর্ম্ম প্রচার কেন, বিবিধ উপায়ে বঙ্গদেশের প্রকৃত হিতান্বেষণে তিনি যে প্রকার পরিশ্রম করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয়

করিয়াছেন
ভেদ জন্য
কন তাঁহার
র্ম্মানুষ্ঠান
বিয়া থা-

...মেন্ট ...খণ্ড
বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হ... এই মহৎ
কার্য্যে আমরা সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদ... রিতেছি।
মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতির স্মরণা... আমা-
দিগের দেশানুরাগী স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ... কিজন্য
না উক্ত প্রকার একটী সভা সংস্থাপিত ... করেন।
বিগত ৩০ কার্ত্তিকে বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের দ-
শম সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে, তদুপলক্ষে
প্রায় ১০০ জন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন।

—০—

বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের বি... ভিন্ন প্রদেশে ও
অপরাপর জনপদে ধর্ম্ম বিষয়ে ... কি প্রকার উন্নতি
হইতেছে, স্থানে২ কি২ সামাজিক পরিবর্ত্তন হই-
তেছে, বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কি... ক নূতন আবিষ্কার
হইতেছে, ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষেপ সংবাদাবলি
প্রকাশ করা আবশ্যক, অতএব উপরের লিখিত
মতে মধ্যে মধ্যে পত্রিকায় এইরূপ সংবাদ প্রকটনে
আমরা ব্রতী হইলাম।

নূতন গ্রন্থ সমালোচনা।

হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা। শ্রীমতী কৈলাস
বাসিনী দেবী বির... চিত। এই গ্রন্থখানি বৈদ্য
কুলোদ্ভবা কোন ... গুণবতী ও বিদ্যাবতী নারীর
লেখনী হইতে নি...ঃসৃত হইয়াছে। ইহা আমরা
বিশেষ যত্ন ও আ...হ্লাদের সহিত অধ্যয়ন করি-
য়াছি, বঙ্গদেশের ... মহিলাগণের বিষয়ে যে সকল
প্রবন্ধ প্রণালীব... ক্রমে এই পুস্তকে প্রকাশিত
হইয়াছে তাহা যে... নন উন্নত ভাবে পরিপূর্ণ সেই
রূপ সুললিত সাধু ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এ-
প্রকার রচনা এ... ক্ষণকার স্ত্রীলোকদিগের লেখনী
হইতে অদ্যাপি বি...নির্গত হইতে দেখা যায় নাই,
অধিক কি অনেক ... বিদ্যাবান্ পুরুষ এপ্রকার বাঙ্গা-
লা লিখিতে পারেন না। এই গ্রন্থে এতদ্দেশীয়

স্ত্রীগণ বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেক। ইহা হইতে
প্রথমতঃ তাহারা জন্মার্জ্জিত কুসংস্কার নাশক অ-
নেক সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেক এবং দ্বিতীয়তঃ
ইহা দ্বারা রচয়িত্রীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাহাদের মনে
সদাই উদিত হইবেক। যে সকল নারী অদ্যাবধি
বিদ্যোপার্জ্জন ও জ্ঞান লাভ করা নিষ্ফল মনে
...রেন তাঁহারা কৈলাস বাসিনীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া
...বশ্যই তাঁহাদের সেই কুসংস্কার পরিত্যাগ ক-
...ন। যাঁহারা জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন
...রা ইঁহার দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া বঙ্গ বাসিনী
...দিগকে উপদেশ ও উৎসাহের নিমিত্ত পুস্তক
...কল রচনা ও প্রকাশ করিবেন। এই রূপে অ-
ল্প কালে স্ত্রী জাতির শিক্ষার ভার স্ত্রী লোক
কর্ত্তৃক গৃহীত হইবেক।

—————

...বিধ পুস্তক প্রকাশিকা। আর, এম, বসু
এ... কাম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

...ংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের মূল ও অনুবাদ প্রকাশ
করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য, ইহা প্রতিমাসে এক
এক খানি করিয়া প্রকাশিত হইবেক। যাঁহারা এই
গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছেন তাঁহারা যদি তাহা
সাধন করিতে পারেন তবে বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গা-
লা সাহিত্যের উন্নতি পক্ষে তাঁহারা বিস্তর উপকার
করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। সংস্কৃত শাস্ত্রের
ও সাহিত্যাদির আলোচনা একেবারে মন্দীভূত
হইয়া গিয়াছে ... তে সেই আলোচনা
পুনরুদ্দীপিত হয় ... লোকে সংস্কৃতের জ্ঞান
ভাণ্ডার দেখিতে পায় তাহার চেষ্টাকরা অতিশয়
আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেকে
এই প্রকার মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়া পরিশেষে
আপনাদের আলস্যহেতু অথবা সাধারণের উৎসাহ
ও সাহায্যাভাব হেতু অল্পকাল মধ্যে আপনা-
দের উদ্যোগে ভঙ্গ দিয়াছেন। এইরূপে সর্ব্বার্থ
পূর্ণ চন্দ্র নামে পুরাণ বিষয়ক অতি সুন্দর ও মহো-
পকার জনক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছিল
তাহা সহসা বন্দ হইয়াগেল। কিন্তু তাহাতে জন
সমাজের কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা বিদ্যোৎসাহী
ব্যক্তিগণই বোধ করিতে পারেন। এক্ষণে আর
এম বসু কোম্পানি যে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহা
উত্তম বটে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ সাফল্যের প্রতি
আমাদের কিঞ্চিৎ সংশয় হইতেছে। তাঁহারা
সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থে মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করি-
বার কল্পনা করিয়া মাসে২ এক একখানি পুস্তক
প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু ইহাতে
তাঁহারা শত বৎসরেও স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে
পারিবেন না। সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ দূরে থাকুক
যদি তাহার সাহিত্য ভাগই লওয়া যায় তা

হইলে সেই ভাগই প্রকাশ করিতে কত কাল
লাগিবেক। এক মাত্র কালিদাস কৃত গ্রন্থেতেই
তাঁহাদের অন্তভাবত বৎসরাধিক বিলম্ব হইবেক।
যাহাহউক আমরা গ্রন্থ প্রকাশক দিগের উৎসাহ
ভঙ্গ করিতে চাহি না। বাস্তবিক ইহা তাঁহাদেরও
দোষ নহে, সাধারণের উৎসাহ না থাকিলে এই
রূপই হইয়া থাকে।

চিন্তাপঞ্চক। শ্রীকামাখ্যাচরণ ঘোষ বির-
চিত।—এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি আমরা অতিশয়
যত্নের সহিত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।
ইহাতে পাঁচটি প্রবন্ধ পদ্যে রচিত হইয়াছে।
যথা—অমাবস্যার নিশীথ-চিন্তা, সত্য চিন্তা, সত্য
লাভের উপায় চিন্তা, আত্ম চিন্তা, জীবনের লক্ষ্য
চিন্তা। এই সকল দুরূহ বিষয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট
উদার ও গভীর ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, ধর্ম্ম বিষ-
য়ক যে সকল সত্য সুন্দর সহজ ভাষায় উক্ত হই-
য়াছে, তাহাতে লেখকের আন্তরিক ধর্ম্ম বুদ্ধির
বিশেষ উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়।

আমরা এস্থলে এই গ্রন্থের উপসংহার ভাগ
অবিকল উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতে পাঠকগণ লেখ-
কের ভাব ও ভক্তির প্রগাঢ়তা সুন্দররূপে বুঝিতে
পারিবেন। যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা
নিতান্ত নিষ্ফল না মনে করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ
পাঠে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

উপসংহার

কোথা ওহে দয়াময় জগত-আধার!
অভাগা জনের পানে চাহ এক বার,
চির-অনুষ্ঠিত পাপ করিয়া স্মরণ,
দেখিতে অন্তর মম করিছে রোদন।
তোমার নিষিদ্ধ কর্ম্ম কত শত শত,
তোমারি সাক্ষাতে আমি করেছি সতত,।
আমার যে অপরাধ সংখ্যা নাহি তার,
বুঝিতে না পারি প্রভু কিসে হব পার;
কিন্তু জানি তব দয়া অসীম অতুল,
ভরসা হতেছে তাই পাব বুঝি কূল;
কিন্তু হায়! যখন ভাবিয়া দেখি মনে,
তোমারে সরল চিত্তে ডাকিতে জানিনে,
তখন যাতনা মম দ্বিগুণ প্রবল
হইয়া আমারে করে নিতান্ত বিহ্বল।
বুঝিয়া দেখরে মন পাপের যন্ত্রণা,
পাইয়া সুপথ, তবু যাইতে পারনা।
কত আর নিদ্রা যাবে ভ্রম অন্ধকারে?
ডুবিল তরণী, দেখ অকূল পাথারে।
সহসা হইলে মৃত্যু কি হবে তোমার,
বলরে অবোধ মন ভেবে একবার?
কেমনে যাইবে তুমি সাক্ষাতে তাঁহার,
সতত করিছ পাপ সমুখে যাঁহার?
তাই বলি এই বেলা কর জাগরণ,
অনুতাপানলে চিত্ত কররে দাহন।
করো না বিলম্ব আর নিমেষের তরে,
কি জানি এখনি যদি কাল প্রাণ হরে!
ভেবে দেখ, দিন স্থির নাহি কিছু তার,
এখন হারালে কাল কি করিবে আর।

ইহা এস্থলে বলা আবশ্যক যে এই লেখকের
লেখনী হইতেই দীপ্ত-শিরার-অভিষেক নামক
পদ্য গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং আমরা
ভরসা করি যে ইনি সাধারণের উপকারার্থ এই
প্রকার নীতি গর্ভ গ্রন্থ সকল উত্তরোত্তর রচনা
করিবেন।

—০—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো
ন বেদেতি বেদ চ। যোনস্তদ্বেদ
তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ।
যস্যামতং তস্য মতং মতং
যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বি-
জানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং।

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি,
এমত মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে
না জানি এমনো নহে, জানি এমনো নহে।
"আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে,
জানি যে এমনো নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম
যিনি আমারদিগের মধ্যে বুঝিয়াছেন, তি-
নিই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়াছেন।

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে আমি ব্র-
হ্মস্বরূপকে জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে
জানা হইয়াছে; আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয়
হয় যে ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে
জানা হয় নাই।

They are in error who conclude that they cannot know an Infinite God, but they are equally in error who suppose that they can reach a perfect knowledge of Him. There is a sense in which he may be described as the unknown God, for no human intellect can come to know all the attributes of God, or

even know all about any one of his perfections; but there is a sense in which he is emphatically the known God, inasmuch as he has been pleased to manifest and reveal himself, and every human being is required to attain a clear and positive, though at the same time a necessarily inadequate knowledge of him. It is true, on the one hand, that the invisible things of God from the creation of the world are clearly seen, being understood from the things which are made, even his eternal power and Godhead; but it is equally true, on the ‹ r, that we cannot by searching find od. ‹hat we cannot find out the Almigh ‹ n. The wide finite, wi ‹ nto perfectic ‹ ing as we ascend, on its horizon ever widen ‹ adoration, should call forth our admiration, our ‹ and our love; the wider infinite, which is round about, and into which we can only gaze as we often gaze into the deep sky, should impress us with a feeling of awe in reference to Him who fills it all, and a feeling of humility in reference to ourselves who can know so little.

He who dwells in infinity is at once a God who reveals and a God who conceals himelf.. We can know, but we can know only in parts. The knowledge which we can attain is the clearest, and yet the obscurest of all our knowledge. A child, a savage, can acquire a certain acquaintance with Him, while neither sage nor angel can rise to a full comprehension of Him. God may be truly described as the Being of whom we know the most, inasmuch as His works are ever pressing themselves upon our attention, and we behold more of His ways than of the ways of any other; and yet He is the Being of whom we know the least, inasmuch as we know comparatively less of His whole nature than we do of ourselves, or of our fellow-men, or of any object falling under our senses. They who know the least of Him have in this the most valuable of all knowledge; they who know the most, know but little after all of His glorious perfections. Let us prize what knowledge we have, but feel meanwhile that our knowledge is comparative ignorance. They who know little of Him may feel as if they knew much; they who know much will always feel that they know little. The most limited knowledge of Him should be felt to be precious, but this mainly as an encouragement to seek knowledge higher and yet higher, without limit and without end. They who in earth or heaven know the most, know that they know little after all; but they know that they may know more and more of Him throughout eternal ages.

The Intuitions of the Mind—M'Cosh pp. 230, 231.

—:০—

বিজ্ঞাপন

আমারদিগের এই কার্য্যালয়ে যাঁহারা ডাকের টিকিট প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অর্দ্ধ আনা বা এক আনার টিকিট ক্রয় করিয়া পাঠাইবেন, যেহেতু এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট এখানে বিক্রয় করিতে হইলে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

—০—

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় বিগত মঙ্গলবার ৯ অগ্রহায়ণাবধি ব্রাহ্ম সমাজের বৈষয়িক কার্য্য ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমাজের সহকারি সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হইলেন। অতএব এক্ষণে পত্র প্রেরক মহাশয়েরা উক্ত সহকারি সম্পাদকের নামে পত্র প্রেরণ করিবেন ইতি।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ সেন।
সম্পাদক।

———

ব্রাহ্ম সমাজের পুস্তকালয়ের পুস্তক যে যে ব্যক্তির নিকটে আছে তাঁহারা সেই সকল পুস্তক অবিলম্বে সমাজের কার্য্যালয়ে প্রতিপ্রেরণ করিলে পরম বাধিত হইব।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
সহঃ সম্পাদক।

———

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৫ ই পৌষ শনিবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ সার্দ্ধ সপ্ত ঘটিকার সময় বলহাটীস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উক্ত ব্রাহ্ম সমাজের ষষ্ঠম সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

বলুহাটী ১২৭০ সাল ৪ ঠা অগ্রহায়ণ। } শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ উপাচার্য্য।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।
১৫ অগ্রহায়ণ সোমবার সম্বৎ ১৯২১ কলিগতাব্দ ৪৯৬৫।

একমেবাদ্বিতীয়ং
প্রথম ভাগ
২৪৫ সংখ্যা
পৌষ ১৭৮৫ শক
ষষ্ঠ কল্প ষষ্ঠ ভ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়মেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মুমুক্ষুযুবার স্তোত্র।

হে বিশ্ব পালক জগদীশ! যেমন শীত বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, পর্য্যায় ক্রমে তোমার জগতের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে, তেমনি বাল্য, যৌবন, ও বার্দ্ধক্য পর্য্যায় ক্রমে তোমার প্রদত্ত মনুষ্য-জীবনের সুখ বৃদ্ধি ও সীমা নিরূপণ করিতেছে।

প্রত্যেক ঋতু অবসানে তোমার জগৎ যেমন নূতন নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করে, প্রত্যেক অবস্থান্তরে সেই রূপ মনুষ্য জীবন নূতন নূতন ভাবে অনুরঞ্জিত হয়। শৈশব কালে যখন জ্ঞান শূন্য চিন্তা শূন্য হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে তোমার সহিত ক্রীড়া করিতাম, যখন জনক জননী জ্ঞাতি বান্ধব, আমার অকলঙ্কিত কোমল মধুর ভাবে মোহিত হইয়া কত প্রকার আনন্দ প্রকাশ করিতেন, তখন নাথ! তোমার করুণা-চ্ছবি কি সুন্দর রূপে আমার এই জীবনে চিত্রিত হইয়া ছিল। শৈশবাস্থার মধ্যে আমার অপরিস্ফুট মনোবৃত্তি রচনা করত যখন আমার হস্ত ধরিয়া বাল্য বর্ত্মে আনয়ন করিলে, যখন নাথ সরল নিরপরাধী বালক হইয়া তোমার সৃষ্টির পথে প্রথমে উপস্থি[illegible] হইলাম, তখন প্রত্যেক বস্তুই কেমন [illegible]শ্চর্য্যকর, সুখদায়ক ও সুমিষ্ট বোধ হইত [illegible] উষাকালের মুকুলিত কুসুম মঞ্জরী [illegible] প্রফুল্ল বদনে পরিবার মধ্যে বিচ[illegible] করি[illegible] সকলেরি কত স্নেহের [illegible] ছিলাম [illegible] পরে যখ[illegible] দয়ে মুকু[illegible] সকল এ[illegible] শিত হইল, প্র[illegible]ত্যেক আনন্দ হি[illegible] নৃত্য করিতে লাগিলাম, তখন [illegible] ভাবে ভুলিয়া তোমাকে দেখিলাম [illegible] দিন গত হইল, কত ঘটনা স্রোত ব[illegible] গেল, কিন্তু আমার মোহান্ধতার অব[illegible] হইল না। কুপথে পতিত হইয়া নাথ! সেই যৌবন কুসুম শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, পাপ তাপে উত্তপ্ত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। গলবস্ত্রে তোমার করুণাবারি প্রত্যাশায় এখন নাথ! তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছি। যে বলের প্রতি নির্ভর করিয়া তোমার অনুগত ব্রহ্মপরায়ণ সাধু যুবা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা সকলকে অতিক্রম করেন; যে বলের প্রতি নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে তিনি বিষম সংসারের প্রতি-

, সেই বল আমার দুর্ব্বল র। যে ভাবে পূর্ণ হইয়া ঃ সাধু যুবা বিনয় শ্রদ্ধা হৃদয়ে তোমার প্রত্যাশে |মারই চিন্তা করেন ; যে র্জের করিয়া প্রশান্তমনে সং-ান অত্যাচার সহ্য করত তিনি প্রিয় কার্য্যে আনন্দ লাভ করেন, ব আমার শুষ্ক পাষাণ হৃদয়ে কর। যে স্থানে তোমার নাম উচ্চা-হয়, যেখানে তোমার বিষয় আলোচিত , সেই খানেই যেন আমার পদ ধাবিত য় ; যাঁহারা তোমার দাস, তোমার সেবক |হাদের সহবাসের জন্যই যেন আমার দয় আকুলিত হয়, যে বিদ্যায় তোমাকে |না যায়,যে গ্রন্থে তেমার নাম কীর্ত্তিত হয়, হাই যেন আমার নিকট আদরনীয় হয়। যৌব ার ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি সকল স্মরণ ণ, ভয়ঙ্কর প্রলোভন সকল কম্প হয়। ইহাদি- ক রূপে াইব? কত দুর্ভ যুবা সংসারে রয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হ জীবনের মত পাপ ও দুঃখ ভাগী াছে। যখন সম্পদ সূর্য্য অস্তমিত হয়, ন ঐশ্বর্য্য স্রোত শুষ্ক হইয়া যায়, যখন প্রবৃত্তি সকল শিথিল হইয়া পড়ে,তখন বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করে,তখন বিগত সুখ,হত শান্তি হইয়া দয়া শূন্য কঠিন সংসারের পথে২ অরণ্যে অরণ্যে একাকী ভ্রমণ করিতে হয়, তখনকার অশ্রু ধারা কে মোচন করে? এই ভীষণ দুরবস্থাতে পতিত না হইতে হইতেই, নাথ! আমি বিশ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতেছি, আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর! দুর্ব্বল অনাথ গতিহীন ব্যক্তিরা তোমার সহায়ে সকল সম্পদ লাভ করিতে পারে ইহা স্থির জানিয়া আমি ভরসা করিতেছি, যে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় প্রশস্ত হইবে. এবং আমার কলুষিত যৌবন সিংহাসন পবিত্র হইয়া তোমার অধিবাসের উপযুক্ত হইবে। হে নাথ! বিনীত ভাবে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি, যেন আমার শারীরীক ও মানসিক সকল শক্তি দিন দিন উত্তেজিত ও উন্নত হইয়া তোমার জগতের মঙ্গলার্থে নিযুক্ত হয়, এবং যেন আমি ইহলোকে দুঃসহ আত্মগ্লানি হইতে নিস্তার পাইয়া লোকান্তরে সকল সাধুদিগের সহিত তোমার চরণ ছায়া লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। যখন যৌবন কলিকা শীর্ণ হইয়া ভুমিসাৎ হইবে এবং বার্দ্ধক্য আসিয়া শরীরে প্রবেশ করিবে, তখনও নাথ! তুমি আমার সহায়। যদি যৌবন কালে প্রবল প্রলোভন, দুর্জ্জয় প্রবৃত্তির মধ্যে তোমার করুণা বলে নিস্তার পাই, তবে বৃদ্ধাবস্থার অবসন্নতার মধ্যেও তোমাকে অবলম্বন করিয়া নিস্তার পাইব সন্দেহ নাই। যদি নাথ! এই বলিষ্ঠ কর্ম্মক্ষম শরীরে প্রাণপণে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি তাহা হইলে যখন বৃদ্ধ হইব যখন অস্থিচর্ম্ম অবশেষ রহিবে, যখন চক্ষু দৃষ্ঠি হীন কর্ণ বধির হইবে, তখন জরাগ্রস্ত হইয়াও তোমার করুণায় ধর্ম্ম পথে অটল ও প্রশান্ত থাকিতে পারিব।

হে সর্ব্ব মঙ্গল দাতা! তুমি সকল অসাধু যুবার হৃদয়ে অনুতাপ ও ধর্ম্ম ভাব উত্তেজিত কর, সকল ব্রহ্মপরায়ণ সাধু যুবার আন্তরিক মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ কর, এবং আমার ন্যায় যাঁহারা সংসার ভয়ে ভীত হইয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা আমার ন্যায় পাপ নির্যাতনে নিরাশ না হইয়া ভবিষ্যতে তোমার করুণাবারি প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তুমি সেই মুমুক্ষু, দীন হীন, অনাথ, যুবাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে হইলে সকলেই মৃত্যু চিন্তা করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। মৃত্যু এবং জীবন উভয়ে এত বিরুদ্ধ স্বভাব যে কোন বিষয়েই পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। জীবন ক্ষেত্র জাত যে সমুদায় ভাব চয়ের সমষ্টিতে ইহ জগতে মনুষ্যাস্তিত্বের সারাংশ সংগঠিত হয় মৃত্যু তাহার অভাব স্বরূপ। উদ্যম আশা পরিশ্রম, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির পরিচালনা এবং সাংসারিক সুখ দুঃখ সম্ভোগই জীবনের লক্ষণ। যে পরিমাণে উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে যিনি স্বীয় বা জগতের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়া আপনার জীবনের পরিচয় জগতে প্রদান করেন সেই পরিমাণে তিনি জীবিত। আর যে পরিমাণে ভগ্নোদ্যম হতসাহস ও অলস হইয়া যিনি না আপনার না পরের হিত অন্বেষণ করেন, এবং লোক মণ্ডলের অজ্ঞাতসারে কেবল অসুখে অনর্থে কালযাপন করেন সেই পরিমাণে তিনি মৃত। পরমেশ্বর মনুষ্যের মনে একটি প্রগাঢ় কর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই কর্ম্ম প্রিয়তাটি জগতের মঙ্গলের নিদানভূত এবং মনুষ্য সুখের অলঙ্ঘ্য হেতু। উদ্যম উৎসাহ, আশা চেষ্টা যাহা কিছু সকলেই ইহার সহকারিণী বৃত্তি। পরিশ্রমই সুখের মূল জীবনের সারাংশ। লোকে এত পরিশ্রম ও কর্ম্ম প্রিয় যে তাহার অভাবে কেহ দণ্ডেকের নিমিত্ত তিষ্ঠিতে পারে না। সেই জন্যই বিজ্ঞানবিৎ আচার্য্যেরা উপদেশ দিয়াছেন যে যদি মনুষ্য কায়া অবলম্বন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে "সত্য" এবং বাম হস্তে "সত্য চেষ্টা" ধারণ করত দেব দেব পরমেশ্বর পৃথ্বিতলে অবতীর্ণ হইয়া তোমাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন, তবে হে সাধু যু বিনীত ভাবে তুমি তাঁহার নিকট "সত্য চেষ্টাটীই" যাচ্ঞা করিও। অতএব যখন মৃতু চিন্তা দ্বারা জীবনের অস্থায়িত্ব প্রতীয়মান হয় সকল কার্য্যের পর্য্যবসান বার্ত্তা মনো মধ্যে আনীত হয়, সুখ সম্পত্তি অলীক, বন্ধু বান্ধব স্বপ্নবৎ বোধ হয়, তখন স্বভাবতঃ আরব্ধ সাংসারিক কার্য্যে তাদৃশ স্ফূর্ত্তি থাকে না, এবং গত জীবন সমালোচনা করিয়া মনুষ্যের মন স্বীয় কর্ম্মানুযায়িক আত্মগ্লানি বা আত্ম প্রসাদে পূর্ণ হয়। ঈদৃশাবস্থাই বৈরাগ্যের অবস্থা। ঈদৃশাবস্থাতে কত কঠোর চক্ষু হইতে অনুতাপাশ্রু বিনির্গত হইয়া পাষাণ হৃদয়কে অভিষিক্ত করিয়াছে, এবং দৈব ক্ষিপ্ত ধর্ম্ম বীজ সেই হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া পরিণামে প্রচুর ফল প্রসব করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মের নিকটে মৃত্যু চিন্তা যে রূপ বৈরাগ্যোৎপাদিনী, জীবন চিন্তাও সেইরূপ। জীবনের প্রকৃত অর্থই বৈরাগ্য। ব্রহ্মকে লাভ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, ঈশ্বরানুশীলনে ধর্ম্মচর্চ্চায় ও আত্মচিন্তায় যত দূর আত্মার অনন্তোন্নতি-শীলা-বৃত্তি সকল প্রশস্ত হয় ত দূর জীবনের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল। আত্মার প্রীতি প্রসারিত হইয়া যত দূর তাঁহার অনন্ত প্রীতি গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে, আত্মার জ্ঞান প্রসারিত হইয়া যত দূর তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হয়, এবং আত্মার পবিত্রতা সমুন্নত হইয়া যতদূর তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার জ্যোতি সম্বরণ ও অনুকরণ করিতে পারে তত দূর তাহার উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মে "ব্রহ্ম

বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই প্রকারে জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতা সমন্বিত আত্মা যে পরিমাণে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে সেই পরিমাণে তাহার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়, অতএব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের ন্যায় মহৎ, জীবনের কর্ম্ম ঈশ্বরের ন্যায় অসীম। বরং সসাগরা ভূমণ্ডলের অন্ত আছে, বরং অগন্য লোক মণ্ডিত দ্যুমণ্ডলের অন্ত আছে, কিন্তু মনুষ্যাত্মার মহৎ উদ্দেশ্যের অন্ত নাই। নদ নদী গিরি গুহা সাগর সম্পন্ন পৃথিবীকে ধারণ করিয়া এক পলকের মধ্যে মন অবশেষ করিতে পারে, লোক হইতে লোকান্তরে সূর্য্য হইতে সূর্য্যান্তরে প্রদক্ষিণ করিয়া পলকে কোটি কোটি সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মন স্বীয় আয়ত্তীভূত করিতে পারে, কিন্তু চিরজীবন আয়াস করিয়াও আত্মার মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই রূপ মহৎ উদ্দেশ্য মনুষ্যাত্মারই উপযুক্ত। ইহা সংসাধন করিতে হইলে বৃথা সাংসারিক কার্য্যে বিক্ষিপ্ত থাকিতে কে অবসর পায় কাহারই বা ইচ্ছা জন্মে? মান মর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য ইহার সহকারী হইলেই তাহাদিগের যথা কথঞ্চিৎ আদর থাকে নতুবা "দীপ্তিমান ধাতুরাশি তুল্য" তাহারা নিষ্ফল মাত্র। বন্ধু বান্ধব ইহার সহকারী হইলেই স্পৃহনীয় নতুবা "পান্থশালার মিত্রের ন্যায়" তাহারা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। অতএব মৃত্যুচিন্তা দ্বারা যত দূর যে প্রকারে বৈরাগ্য লব্ধ হয়, জীবন চিন্তা দ্বারা তদপেক্ষা মহত্তর বৈরাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত্যু চিন্তায় কেবল সংসারের অনিত্যতা, পাপের অস্থায়িত্ব এবং তজ্জনিত অনুতাপ মাত্র অনুভূত হয়, জীবন চিন্তা করিলে এই সমস্তত অনুভূত সর্ব্বই, ধর্ম্মানুষ্ঠানে অটল উৎসাহ এবং ব্যক্তি[illegible]লিত প্রেম সংস্থাপিত হয়। এই রূপ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হওয়া ব্রাহ্ম মাত্রেরই কর্ত্তব্য, এতদানুযায়িক অনুষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধ বৈরাগ্য লাভ করা প্রত্যেক উন্নত ব্রাহ্মেরই ধর্ম্ম।

এক দিকে মৃত্যু আর দিকে জীবন, হয়ত কল্যই বন্ধু বান্ধব হইতে ইহ কালের মত বিদায় লইতে হইবে; কল্যই হয়ত উদ্যম ও আশা পূর্ণ কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে চির জীবনের মত বিদায় লইতে হইবে, কল্যই হয়ত তোমার গৃহ শূন্য হইবে তোমার বিরহে পরিজন হাহাকার করিবে। অতএব হে সাধুযুবা! অলীক আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ কর এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি অর্পণ কর। আবার হয়ত শত বৎসর তোমাকে এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে হইবে, হয়ত তোমার সমক্ষে তোমার পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব সকলেরই জীবন সূর্য্য অস্তমিত হইবে, সম্পদ স্রোত শুষ্ক হইবে, সুখ স্বাস্থ্য অবসান হইবে. ব্যাধিগ্রস্থ বিষয় বান্ধব হীন হইয়া হয়ত একাকী সংসার সমুদ্র তটে বসিয়া সজল নয়নে মৃত্যুকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে, অতএব সাবধান! হে সাধু যুবা! যেমন মৃত্যুর জন্য সকল সময় প্রস্তুত থাকিবে সেই রূপ পরমপিতার আদেশানুসারে বহু দিবস এই পৃথিবীতে নিবাস করিয়া ইহার শোক দুঃখ ভার বহন করিতেও প্রস্তুত থাকিবে, কারণ মৃত্যুকে প্রত্যাশা করাই বৈরাগ্য নহে, কিন্তু জীবন মৃত্যু উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ থাকাই বৈরাগ্য। সংসারের সকল অবস্থা এবং সকল লোক যাহার রোধী, মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহার প্রতি বিমুখ, পতিতপাবন ঈশ্বরই তাহার সহায়, অনাথনাথ ঈশ্বরই তাহার সহায়।

—০—

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—অষ্টম আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২২ কার্ত্তিকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

—০—

আবিরাবীর্ম্মএধি।

আমারদের আপনার আপনার যত্ন-সহকারে ধর্ম্ম-পথে প্রতি পদ অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা অবস্থার দাস না হইয়া যাই, প্রবৃত্তির স্রোতেই তৃণের ন্যায় নীয়মান না হই—কালের গতিতেই গমন না করি—আপনার প্রতি আপনি প্রভু থাকিয়া ঈশ্বরের পথে পদার্পণ করি, দিনে নিশীথে আপনার পবিত্র হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিতে পাই; এ জন্য আমারদের নিয়তই যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক, কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিন্ন আমারদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কি হইবে? আমারদের এমন কি পূণ্য-বল কি ধর্ম্ম-বল যে সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সাধনা করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারি। আমারদের প্রাণের এমন কি মূল্য যে তাহা দিয়া সেই অমূল্য রত্নকে ক্রয় করিতে পারি; তাঁহার প্রসন্নতা ভিন্ন আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারি না। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য নিষ্কাম প্রীতির সহিত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা চাই। যখন ঈশ্বরের জন্য আমাদের একটী মহৎ অভাব, একটি গভীর অভাব বোধ হয়—আর কিছুতেই আত্মা তৃপ্ত হয় না; যখন সকল সম্পত্তির মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার অভাবে শোক-সাগরে নিমগ্ন হই—তখন তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করত প্রার্থনা করি; তুমি হৃদয়ে আসীন হও—আসীন হইয়া আমাদের তাপিত হৃদয়কে শীতল কর। সংসার যখন আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না, সংসারের সম্পত্তি বিপত্তি বলহীন হয়—যখন তাঁহাকে না পাইয়া শরীরে আরাম থাকেনা, মনের প্রসন্নতা থাকে না; তখন সেই ঘন বিষাদ-অন্ধকারের পরপারে তাঁহার মুখ-জ্যোতি লাভ করিবার নিমিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি, তাঁহাকে আহ্বান করি। এই প্রকারে যখন আমরা ব্যাকুল হই, তখন তিনি আমাদের আন্তরিক প্রার্থনানুরূপ ফল প্রদান করেন—আপনাকে দিয়া আমারদের হৃদয়কে পূর্ণ করেন। প্রার্থনাই আমারদের বল, যেমন বালকের বল মাতার নিকটে ক্রন্দন। যদি আমরা কিছুই না পারি; তথাপি আমারদের আশা, আমারদের ইচ্ছা, আমারদের অভাব সেই বাঞ্ছা-কল্পতরুর পদতলে আনিয়া অর্পণ করিতে পারি। আমরা যাহা বলি, তিনি তাহা শ্রবণ করেন; তিনি যাহা মঙ্গল তাহাই বিধান করেন। তিনি অমৃত প্রেরণ করেন, আমারদের আত্মা সেই অমৃত পান করিয়া দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া অনন্ত পথে চলিবার উপযুক্ত হইতে থাকে।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। আমরা বিষয় বিভবের নিমিত্তে তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব? সমস্ত দিবস, সমস্ত রজনী তোমার করুণা তো আমারদের শরীর ও মন পোষণ করিতেছে। সম্পত্তি বিপত্তি, সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কার তোমার হস্ত হইতেই প্রেরিত হইয়া নিয়ত আমারদের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিতেছে। যে অবধি জীবন ধারণ করিয়াছি, সেই অবধিই তোমার করুণা তুমি মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছ। অতএব তোমার নিকটে কি প্রার্থনা করিব? তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা; তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল

হউক। আমাদের কিসে কল্যাণ, কিসে বিপর্য্যয় হয়, আমরা তাহার কিছুই জানি না, তাহা তুমিই জান। কিন্তু তোমার প্রসাদে এই সত্যটি জানিয়াছি যে তোমাকে লাভ করিতে পারিলে আমারদের সকল মঙ্গল ও সকল সম্পত্তি লাভ হয়। যদি সমুদয় বিষয় বিভব মান সম্ভ্রম, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই পাওয়া যায়, তবে তাহাই মঙ্গল; তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি সমুদয় পৃথিবীর রাজাও হই, তবে তাহা হইতে আর অমঙ্গল কিছুই নাই। তুমি হৃদয়ে আইলে আমারদের সকল মঙ্গল লাভ হয়। অতএব তোমার নিকটে আমরা এই বর চাই—"আবিরাবীর্ম্মএধি"—তুমি আমারদের নিকটে প্রকাশিত হও। তুমি হৃদয়ে থাক, হৃদয়ের প্রভু হইয়া থাক—তুমি আমারদিগকে গ্রহণ কর। আমরা ভূলোকও দেখিতেছি না—দ্যুলোকও দেখিতেছি না—তোমাকেই দেখিতেছি—তোমাকেই চাহিতেছি। যাহাতে তোমার সঙ্গে থাকি—তোমাকে দেখি—তোমার সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করি, তাহার জন্যই মন ব্যাকুল হইতেছে; তুমি আমারদের ভগ্ন হৃদয়ে আসিয়া বাস কর—এই শরীর-কুটীরে অবতীর্ণ হও। আমারদের আপনার উপরে কোন আশা নাই—আমাদের আপনার কোন বল নাই, আমরা তোমার জন্য যে অধিক কিছু করিতে পারিব, এমনো নহে। তোমার প্রসন্নতা আমারদের সর্ব্বস্ব—তুমিই আমারদের সর্ব্বস্ব। তোমার আলিঙ্গনপাশে আমারদিগকে বদ্ধ কর—তোমার চরণের ছায়াতে রক্ষা কর, তোমার প্রেমের মধ্যে আনিয়া আমারদের সকল দুঃখ তাপ দূর কর।

তোমাকে দেখিবার জন্য যখনি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছি, তখনি তুমি শুনিয়াছ। উচ্চ পর্ব্বতশিখরে তোমার দর্শন পাইয়াছি, জন-শূন্য অরণ্যের মধ্যে তোমাকে ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিয়াছি—তুমি সেখানেও আমার হৃদয়কে শীতল করিয়াছ। এই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে যখনি তোমাকে সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি—তুমি দর্শন দিতেছ; দেখিতেছি যে তুমি আমার হৃদয়কে দেখিতেছ, তোমার প্রেম-চক্ষু আমার চক্ষুর উপরে স্থাপিত রহিয়াছে। এই চক্ষুর—এই চর্ম্ম-চক্ষুর কি সাধ্য, কি মর্য্যাদা যে তোমার সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-জ্যোতি দর্শন করিতে পারে; প্রাণের চক্ষু সেই জ্ঞান-চক্ষুই তোমাকে দেখিতে পায়। কিন্তু আমার এই চক্ষুদ্বয় এইক্ষণে এই সাধু-মণ্ডলীর মধ্যে তোমার পদধূলির ন্যায় তোমার পদানত ভক্তের প্রেমোজ্জ্বল-মুখ দর্শন করিবার নিমিত্তে ব্যগ্র হইতেছে। কর্ণ তোমার সেই গম্ভীর নিনাদ—সেই নিনাদ, যাহা এই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ভ্রাম্যমাণ কোটি কোটি নক্ষত্র হইতে নিস্তব্ধ রজনীতে নিঃসারিত হয়; তাহাই শুনিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। এক্ষণে তোমার মঙ্গল-ভাবের আভাস সর্ব্বত্রেই দেখিতেছি। পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম—মাতার স্বার্থহীন অচল স্নেহ—হৃদয়-বন্ধুর অকৃত্রিম প্রণয়-ভাব—সকলি তোমার অতুল মঙ্গল-ভাব হইতে অনুভাত হইতেছে।

হে পরমাত্মন্! তোমার নিকটে এই প্রার্থনা যে তোমাকে দেখিতে দেখিতেই যেন আমার জীবন অবসান হয় এবং জীবনান্তে তোমার নূতন রাজ্যে জাগ্রৎ হইয়া যেন আবার তোমার মহিমা গান করিতে পারি—তোমাকে প্রেমাশ্রু উপহার দিতে পারি এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি। ব্রাহ্মগণ! এই ক্ষণে আমারদের সকলের মন পূর্ণ হইয়াছে; এস আমরা এই

সময়ে আবার সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি—"অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" অসৎ হইতে আমাকে সৎ-স্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

ব্রাহ্ম বিবাহ।

র না

পাঠক বর্গ ইতিপূর্ব্বেই শ্রুত হইয়া থাকিবেন যে, গত ১১ অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সাত্রাগাছী গ্রামে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কন্যা কর্ত্তার নাম শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কন্যাটীর নাম শ্রীমতী নীপময়ী দেবী। এই বিবাহোপলক্ষে প্রায় ২০০ কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম, বরের অনুযাত্র হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে সাত্রাগাছীরও কোন কোন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ রাত্রিতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪৫০। ৫০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রারম্ভাবধি এ কাল পর্য্যন্ত বিবাহ বিষয়ে দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হইল। অতএব এতৎ সম্বন্ধে অনুষ্ঠানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিতে হইবে। কিন্তু বঙ্গ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে কে অস্বীকার করিবেন যে এই দুইটি কার্য্যেই আমাদিগের দেশের প্রভুত উপকার সাধন হইয়াছে? ব্রাহ্মধর্ম্ম উদাসীনের ধর্ম্ম নহে ইহা সংসারকে ধর্ম্মক্ষেত্র করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। সংসারের সহিত ইহার যোগ যত দৃঢ় হইবে ততই আমাদের মঙ্গল। বিবাহ সংসারের একটি প্রধান বন্ধন; অতএব এরূপ গুরুতর কার্য্য প্রকৃত ধর্ম্মের মতানুসারে যত সম্পন্ন হইবে পরিবারের এবং দেশের সকল কল্যাণ ততই প্রসারিত হইবে তাহার সপ্রতিকা ও। ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! বিবাহটি সাধিয়া রাখেনাকা পরীক্ষা; অতএব ধানে ধৈর্য বহিহস্ত ধারণ করিয়া ইহার মধ্যদিয়া গমন করুন এবং চিরজীবনকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন। এবিষয়ে সকল ব্রাহ্মেরই যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

(প্রাপ্ত)

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও লোকভয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মে যাহার মন নিমগ্ন হইয়া দেখিয়াছে, সে তাহাকে জগতে যত প্রকার ঐশ্বর্য্য আছে কিছুরই সহিত বিনিময় করিতে চাহে না, কেননা ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্যান্য ঐশ্বর্য্যের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর নহে, তাহা সার ঐশ্বর্য্য। একবার ভাবিয়া দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কাহাকে ঐশ্বর্য্য বলা যাইতে পারে। ঐশ্বর্য্য দুই রূপ, সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য ও পরোক্ষ ঐশ্বর্য্য। সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য এই যে যাহার নিজের গুণ থাকাতে যাহাকে আমরা ঐশ্বর্য্য বলি এবং পরোক্ষ ঐশ্বর্য্য এই যে যাহার সাহায্য দ্বারা আমরা পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ ঐশ্বর্য্যকে বলিতে পারি যে ইহা সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য? যে ব্যক্তি

বলে যে, স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাই সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য, সে ইহা জানে না যে, স্বর্ণ রৌপ্যের নিজের কিছু মাত্র গুণ নাই কেবল উহার দ্বারা অন্যান্য গুণশালী বস্তু ক্রয় করা যায় বলিয়াই উহার এত গৌরব। যে ব্যক্তি বলে যে উত্তম উত্তম উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সকলই সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য, সে ইহা জানে না যে খাদ্য সামগ্রীর নিজের কিছু মাত্র গুণ নাই, ক্ষুধা শান্তি ও আস্বাদ সুখ এই দুয়ের উপরোধেই আমরা উহাকে হৃদয়ে স্থান দিই, নতুবা তাহাকে আমরা একবার মনেও কৃ[illegible] না। যে ব্যক্তি বলে যে শারী[illegible] সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য সে ইহা জানে[illegible] রিক সুখে আমারদিগের [illegible] থাকে বলিয়াই শারীরিক সুখের জন্য লোকের এত লালসা, নতুবা শারীরিক সুখে প্রয়োজন কি? কল্য যে ব্যক্তির প্রাণ-দণ্ড হইবে কিম্বা যে ব্যক্তি স্বজন বন্ধু বান্ধব হইতে বহু দূরে নীত হইয়া কারাগৃহে চির জীবনের মত স্থাপিত হয়, তাহার মনে কি মুহূর্ত্ত কালের জন্যও শারীরিক সুখ স্থান পায়? যে ব্যক্তি বলে যে মানসিক সুখই সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য সে ইহা জানে না যে মানসিক সুখ শুদ্ধ কেবল সুখটুকুর জন্য আমারদিগের সম্ভজনীয় হয় না। কিন্তু তাহাতে আমারদিগের মঙ্গল হয় এই ভাবিয়াই তাহার জন্য আমরা এত প্রয়াস করি। যদি এক জন কুলোক আমারদিগকে বলে যে মাদকদ্রব্য সেবন করিলে মন অত্যন্ত সুখী থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করি? এই বলি যে মাদকদ্রব্য সেবনে মন সুখী থাকে বটে, কিন্তু তাহা অতীব অমঙ্গল-দায়ক, কেননা তাহাতে আমারদিগের মনুষ্যত্ত্বের হানি জন্মে। অতএব সেই ব্যক্তির কথাই সত্য যিনি বলেন যে আত্মার প্রসন্নতাই সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য, কেননা আমরা আত্মার প্রসন্নতার দ্বারা অন্য কিছু ক্রয় করিতে চাহি না কিন্তু আমরা স্বয়ং উহাকেই চাই। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সেই আত্মার প্রসন্নতা লাভের সরলপথ আমারদিগকে দেখিতে দিয়াছেন, তখন তাহা যে কি স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য তাহা বলা যায় না।

এই জগৎ ঈশ্বরের, ইহা আমারও নয় তোমারও নয় এবং ধরণীর যিনি সর্ব্বোপরিস্থ সম্রাট্ তাঁহারও নয়, অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার সময়ে আমরা যেন লোক ভয়ে ভীত না হই। আমারদিগের এই রূপ মনে করা উচিত যে আমরা যখন মৃত্যু শয্যায় অবস্থিত থাকিব, তখন যে সকল লোককে আমরা এত কাল ভয় করিয়া চলিয়াছিলাম, তাহাদিগকে ভয় থাকিবে কি না এবং যাহারা ভয় প্রযুক্ত কিংবা স্বার্থ-সাধন [illegible]স আমারদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতে [illegible] যত্ন করিত, তাহারা তখন আমারদি[illegible]তুষ্টি সাধন করিতে পারিবে কি না। [illegible]গৃহের যে সকল জড় পদার্থ তাহারা এখনও যে রূপ, তখনও সেই রূপ থাকিবে, আমারদিগের শরীরের বহির্ভাগ এখনো যে রূপ তখনও সেই রূপ থাকিবে, পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল কেশ শুক্ল হইবে ও চর্ম্ম লোল হইবে মাত্র, মন এখনও যে রূপ তখনও সেই রূপ থাকিবে; কেননা যদিও নূতন অননুভূত এক ভয় আসিয়া আমারদিগের মনকে অভিভূত করিবে, কিন্তু সে ভয় এ[illegible]কার ভয় হইতে পরিমাণে অধিক মাত্র, [illegible]কৃতি বিষয়ে কোন অংশে ভিন্ন নহে, সকলই ত থাকিবে তবে আমারদিগের ভয় হয় কেন? সকলই থাকিবে সত্য কিন্তু সকলই আর এক রূপ ধারণ করিবে, কেননা তখন আমারদিগের মনে হইবে যে এ সকল কি? এবং আমিই বা কি? তখন লোকের হাস্যেতে ও আমরা উৎফুল্ল হইব না এবং লোকের

ক্রন্দনেও চক্ষে অশ্রু ডাকিয়া আনিতে চেষ্টা করিব না এবং লোকের ভৎর্সনাতে ও ভয়ে জড়ীভূত হইব না; তখন লোকেরা আমাকে বিদ্বান্ই বলুক, আর ধার্ম্মিকই বলুক, আর ধনবান্ই বলুক, সে সকল কথা সহস্র বার আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেও আমি আপনাকে উহার কিছুই মনে করিব না, তখন যথার্থ যে আমি সেই আমি প্রকাশ হইয়া উঠিব। "মৃত্যুর সময়ে যে ওরূপ হইবে তাহা স্বীকার করি, কিন্তু এক্ষণে তাহা ভাবিবার আবশ্যক কি? এ রূপ কথা কেহ না বলিতে পারেন এমন নহে; এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, আত্মা যে কি পদার্থ তাহা এক্ষণে যাঁহারা আলস্য করিয়া কিম্বা ত্রাস হেতু না ভাবেন, মৃত্যু শয্যায় তাঁহাদিগের তাহা ভাবি[illegible]তে মগ্ন হইয়াছে [illegible] বদ্দশায় [illegible]কে একবার ভ্রূক্ষেপও করে না[illegible] ভাব এইরূপ, [illegible] প্রহর রজনীতে [illegible] আমোদ প্রমোদ ত প্রতি [illegible] শ্রবণ [illegible]তেছে, আমোদ প্রমোদে আর সুখ নাই এখন কি যে করিব বুঝিতে পারিতেছি না—কেহ বলেন যে আমি যাহার জন্য এত পরিশ্রম করিলাম তাহা ত সকলি সিদ্ধ হইয়াছে এখন কি করি?—কেহ বলেন যে এই সে দিন আমি তিন জনের অন্ন একাকী ভোজন করিয় জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, সে দিন দুর্গা পূজা উপলক্ষে ১০—১৫ দিবস রাত্রি জাগরণে আমার শারীরিক স্বাস্থ্যের কিছু মাত্র বৈ[illegible] ক্ষণ্য জন্মে নাই ইহারই মধ্যে আমার কেশ পক্ব হইয়াছে, চর্ম্ম লোল হইয়াছে, আমার [illegible] জীর্ণ হয় না, এ কি হইল? কেহ ব[illegible] ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ নাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিয়া যাও শেষে যা করেন বিধাতা—কেহ বলেন যে আমি এক জন বৃহৎ খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি, সংবাদ পত্রে আমার নামে সুখ্যাতি লিখিতে আর অবশিষ্ট রাখে নাই, সকল ব্যক্তিই আমার অনুগত, সকলেই আমাকে ভয় করিয়া চলে আমার আর চিন্তা কি ভাবনা কি? এই রূপে বহির্ব্বিষয় সকল যাঁহার আত্মাকে বিচলিত করত ইতস্ততঃ করিয়া লইয়া বেড়াইতেছে তাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে করেন যে তবে আর কোন ভয় নাই এবং দৈব যদি নয়ন স্বল্প উন্মীলিত হয় তখন কোথায় বিষয় শৃঙ্খল হইতে আপনাকে মোচন করিতে চেষ্টা করিবেন, না পথের নানা প্রকার বিভীষিকাতে অধিকতর ভয় পাইয়া অমোচ্য পট্টিকা দ্বারা চক্ষুকে জন্মের মত অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। এক্ষণকার অধিকাংশ লোকে কেবল বহিরুন্নতি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, অন্তরের দুরবস্থার প্রতি যে এক দণ্ড নিরীক্ষণ করেন এমত অবকাশ নাই। আমরা নিজে কেহই নহি, কিন্তু আমারদি[illegible] আচারব্যবহারই সর্ব্বস্ব, লোকেরা আচার ব্যবহারকে সুমার্জ্জিত করিতেই বাধিত হইতেছে কিন্তু সদাচারও সদ্ব্যবহারের মূল যে আমারদিগের আন্তরিকসদ্ভাব তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। যদি আপনার উন্নতি করিতে চাহ তবে অন্তরের উন্নতি কর; বাহিরের উন্নতি করিলে লোকে ভাল বলিবে মাত্র কিন্তু তুমি উত্তরোত্তর এ[illegible]দই হইতে চলিলে। অধিক বুদ্ধিমান্ কি [illegible]ক্তিরা বলেন যে আমি ভাল হইব এবং পাঁচজ[illegible] আমাকে ভাল বলিবে দুইই প্রার্থ[illegible]। কিন্তু যথার্থ মুক্তা পাইলে কি কেহ কৃত্রিম মুক্তা প্রার্থনা করে? আপনি ভাল হওয়ার মূল্য যথার্থ মুক্তার মূল্য ও লোকে ভাল বলার মূল্য কৃত্রিম মুক্তার মূল্য অতএব এ দুই বস্তু কি পরস্পরের তুলনার যোগ্য? তোমার আপন অন্তর যদি শূন্য থাকে, ঈশ্বর হইতে তুমি পৃথক্ থাক, বহির্ব্বস্তু সক[illegible] গ্রাসে আত্মাকে যদি খণ্ড খণ্ড করি[illegible]

ক্ষেপ করিয়া দেও এবং আত্মার যে কি স্বর্গীয় ভাব তাহা যদি না জান, তাহা হইলে লোকে তোমাকে ধনীই বলুক্, জ্ঞানীই বলুক্, ধার্ম্মিকই বলুক্, কেবল লোকের মুখের দুই চারি বচন উক্ত একটি অভাবও মোচন করিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যে রূপ ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার আছে, আমার ও সেই রূপ আছে তথাপি ভাল মন্দ যে কি তাহা আমি আপনি জানি না, লোকে যাহা ভাল বলিবে তাহাই ভাল, যাহা মন্দ বলিবে তাহাই মন্দ। যদি কতক গুলি নব্য লোক সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া যে মাত্র দেখে যে পূর্ব্ব দিক্ ঈষৎ রক্তিম বর্ণ হইয়াছে অমনি গৃহের কপাট সকল বদ্ধ করিয়া ফেলে এবং দ্বিপ্রহর বেলার সময় বলে যে এখনো রাত্রি অনেক অবশিষ্ট আছে, তাহা হইলে কি তাহাদিগের কথায় আমাকেও সায় দিতে হইবে? আমার বয়স যখন নবতি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ পীড়া ও বেদনাতে অস্থির হইতেছে, তখন যদি আমাকে কেহ বলে যে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার ন্যায় সুখ আর কিছুই নাই, আমার কি তাহাতেই সায় দিতে হইবে? যখন জানিতেছি যে জড় পদার্থ সকলে প্রীতি স্থাপন করিলে আত্মা জড়ের ন্যায় জড়ীভূত হইয়া যায় বিচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি করিলে [illegible]। জাগ্রৎ হইয়া উঠে, তখন যদি [illegible] বলে কেহ বলে যে আপনার এত ঐশ্বর্য্য—স্ত্রী সকল অট্টালিকা, এই সকল হস্তি অশ্ব রথ, এই সকল ভূমিসম্পত্তি, আপনার অভাব কি? আপনি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া শরীর ক্ষয় করিবেন না, তাহার কথায় কি আমাকে সায় দিতে হইবে? সায় দেওয়া দূরে থাকুক ব্যক্তি তাহাকে বলিব যে, মনুষ্যের প্রীতি প্রসন্ন অট্টালিকাতে বদ্ধ থাকিতে পারে না; অট্টালিকাতে ইষ্টক বদ্ধ থাকিতে পারে— এক দিবস দুই দিবস নয় যুগ যুগান্তর বদ্ধ থাকিতে পারে, হস্তিনায় রাজপ্রাসাদে যুধিষ্ঠিরের সময়ে যে সকল ইষ্টক গ্রথিত হইয়াছিল আজিও তাহাদিগকে তথায় গ্রথিত দেখিতে পাওয়া গেলেও যাইতে পারে, কিন্তু ইহা কি কখন সম্ভব হয়, যে মনুষ্যের আত্মা, আত্মা ভিন্ন আর কিছুতে অধিক কাল বদ্ধ থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? জড় পদার্থের মধ্যে সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ও চমৎকার বস্তু কি? মনে কর যেন বাষ্পীয় শকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আশ্চর্য্য বস্তু, কিন্তু আমার দিগের আত্মা কি তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও আশ্চর্য্য নহে? আমা[illegible] আত্মা যে কিসে শ্রেষ্ঠ তাহা [illegible] এবং যাহারা ভয় প্র[illegible] মুখে তাহার শ[illegible] [illegible] আমারদিগের তুষ্টি সম্প[illegible] পারিনা; শরীরের যত্ন করিত, তাহারা তর সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাহার করি আমরা ধন ধান্য ঐশ্বর্য্য সকল অপেক্ষা অধিকযত্ন বিতরণ করিয়া থাকি কিন্তু শরীরের মাংসের প্রতি এত যত্ন কেন? শরীরের মাংস ও আত্মার ভাব এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদের কি সীমা আছে? শরীরের মাংস মেঘ স্বরূপ ও আত্মা সূর্য্য স্বরূপ। মেঘ যেরূপ সূর্য্যের কিরণ শুষেয়া লইয়া নানা মনোহর বর্ণে শোভা পায়, সেইরূপ শরীরের মাংস আত্মার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়। এস্থলে আমারদিগের কিরূপ কর্ত্তব্য? না যেমন প্রভাত সময়ে [illegible]ফূর্ত্তিআনন্দে সহস্রধা হইয়া রজনীর ঘোর অন্ধকারকে একেবারে অপসারিত করিয়া ফেলে, সেই রূপ আমার দিগের উচিত যে, আমাদিগের আত্মাকে স্বর্গীয় আনন্দে পরিপ্লুত করিয়া শরীরের জড়তাকে একেবারে অবসান করিয়া ফেলি। কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা লোকের বহির্ভাগ দেখিয়াই

তাহাকে প্রীতি করিয়া থাকি, তাহার আত্মা আমরা দেখিতে পাইনা। যদি এ-কথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার সুন্দর বহির্ভাগবিশিষ্ট পশুদিগকে মনুষ্য অপেক্ষা অধিক প্রীতি না করিবার কোন কারণ থাকে না। বাস্তবিক কথা এই যে, কি জানি কোথা হইতে মনুষ্যের আত্মার অকৃত্রিম ভাব কথা বার্ত্তা আচার ব্যবহার দ্বারা দীপ্তি পাইয়া উঠে এবং তাহার প্রতি আমাদিগের মনের প্রীতি যে রূপ যায় শরীরের বহির্ভাগ দৃষ্টে কদাপি সে রূপ যায় না। আত্মার প্রীতির যোগ্য পদার্থ কেবল আত্মাই হইতে পারে, কেবল আত্মার ন্যায় শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল ও সুন্দর পদার্থ আর কিছুই নাই। সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতির যোগ্য পরমাত্মা। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রীতিতে মগ্ন হইয়াছে সে লোকের দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করে না। যদি কখন দুই প্রহর রজনীতে উত্থান কর তখন কি দেখ, কি শ্রবণ কর? তখন কি লোকের কথা শুনিতে পাও, না লোকাচারের ভ্রূভঙ্গি দেখিতে পাও? তখন যদিও সৃষ্টির কোন বস্তু একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিতে পরাঙ্মুখ তথাপি তোমাকে ভাবে বুঝিতে হইবে যে, পরমাত্মাই মহান্ আর সকলেই ক্ষুদ্র; পরমাত্মাই তেজস্বী, আর সকলেই নির্ব্বীর্য্য; পরমাত্মাই জ্যোতি, আর সকলেই অন্ধকার; পরমাত্মাই বস্তু, আর সকলেই ছায়া। যদি পরমাত্মাকে তোমার প্রীতি করিতে হয়, তবে তাঁহার জ্যোতি যে আত্মাতে দেখিতে পাও, তাহাকেই প্রীতি কর। অসার বস্তুতে প্রীতি করিয়া কি হইবে? মনুষ্যকে প্রীতি কর কেননা মনুষ্যে মনুষ্যত্ব রূপ ঈশ্বরের স্বয়ম্ভুতা প্রকাশ পাইতেছে। লোকের অনুরোধে আত্মাকে ভুলিয়া যাইও না, লোকের অনুরোধ এই রূপ; যথা, কতিপয় যুবক একত্রে মদ্য পান করিতে উপবিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে এক জনের শরীর মদ্যের পরাক্রমে জর্জ্জরিতপ্রায়। তিনি কি জানেননা যে, আর এক পাত্র পান করিলেই তাঁহার আর অধিক পান করিবার প্রয়োজন থাকিবে না? কিন্তু কি করেন বয়স্যদিগের অনুরোধ লঙ্ঘন করা নিতান্ত লোকাচারবিরুদ্ধ, তাঁহাকে অগত্যা পান করিতে হইল এবং অনতি বিলম্বে তাঁহাকে পৃথিবী হইতে এরূপ ভাবে পলায়ন করিতে হইল যে, বয়স্যদিগের নিকট হইতে যে বিদায় লইবেন এরূপ অবকাশ রহিল না। তদ্দৃষ্টে বয়স্যগণের মনে কি ভাবের উদয় হইল? তাহারা কি এই রূপ করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল? যে হায়! আমারদিগের অনুরোধেই এ ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হইল, আমরা কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি, ইহার পরিবারেরা আমারদিগকে যে দণ্ড দেয় আমরা তাহাই মস্তকে বহন করিব? এরূপ আক্ষেপ করা দূরে থাকুক পাছে বিপাকে পড়িতে হয় এই ভয়ে দশ ব্যক্তি দশ দিকে প্রস্থান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন; অতএব কুলোকের অনুরোধ রক্ষা করিবার ফল এই রূপ। কোন এক কর্ম্মোপলক্ষে কেহ কেহ এইরূপ যুক্তি করেন যে, একর্ম্ম করিলে পাঁচ জনে কি বলিবে? কিন্তু পাঁচজনের কথাতে তোমার কি প্রয়োজন? এই পৃথিবী কি পাঁচজনের পৃথিবী, সূর্য্য কি পাঁচজনের সূর্য্য, তোমার আত্মা কি পাঁচজনের আত্মা? ‘এসে ছিলে একেলা একা যাইবে’ একথা কি তোমাকে প্রত্যহ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য স্বতন্ত্র একটি লোক নিযুক্ত করিতে হইবে? পশুরাই এক দুই কিম্বা পাঁচজনের হইতে পারে কিন্তু মনুষ্য ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারো নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা শ্রবণপ্রিয়কথা দ্বারা আমারদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে আইসেন নাই-যাহাতে আমারদিগের আত্মা ঈশ্বরের গভীরস্থি-

এক দিন নয় দুই দিন নয় কিন্তু অনন্তকাল পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে এরূপ পথ প্রদর্শনের তিনি ভার গ্রহণ করিয়াছেন অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য জগতে আর কি আছে? দ্বি—

—০—

ঈশ্বর বিরহে শোকাতুরা নারীর খেদ।

নিজ করে জাগরিলে এ হেন জগৎ!
এই যে আছিলা সবে অচেতন—নিদ্রা,
জননীর ক্রোড়ে—নয়ন খুলিয়ে দেখে
রক্ত রাগে প্রাচী দিক অনল সমান।
তব উদয়ে ভীম অন্ধকার ডুবিল
নর্ম্মল আকাশ জলে—সমুজ্বল ধরা!
বল দেখি তবু কেন পাপিনীর মনে
দুঃখ রজনীর নাহি অবসান? তব
করে শিশিরাক্ত পাতা—চপলাসমান
খেলিছে, ফল ফুল লতা সবে নাচিছে
আনন্দের সুমন্দ হিল্লোলে; কিন্তু মোর
এ দুটী নয়ন কাঁদিতেছে—কোন দিকে
নাহিক সান্ত্বনা! কুটিলহৃদয়! তুমি
এমনি কঠিন—যাঁর নামের মহিমা
বলে নীরস পাষাণ ভারত ভুমির
মত ফলবতী—প্রসবে অমৃত ফল
সংখ্যার অধিক—না গলিলে তুমি সেই—
প্রেমের সলিলে, হৃদয় বেদনা মাত্র
ধরে এ হৃদয়! অসার আশার গৃহে
কত দিন নিদ্রা যাবে স্বপনের সুখে
“আজি যদি নাহি পাই কাল পাব” হেন
বচনে কি প্রবোধিয়া রাখা যায় মনে
হারালে জীবন সকল ধন? তিলেক
না দেখে সেই অনাদি তপন মানস
পাদপ—না পিয়ে নিস্পন্দে তাঁর অমৃত
কিরণ—বিকম্পিত শোচনার ভীষণ
বাতাসে; কেমনে ভুলিয়ে সেই দেবেরে,
ব[illegible]অঞ্চল রতনে, পরাণ রয়েছে দেহে!—
প্রসন্ন অন্ত জীবন ডোর কেমন কঠিন
কি জোরে বেঁধেছে অরূপী চেতন প্রাণী
ছার মাটির, খাঁচায়, বুঝিতে না পারি।
কি দোষে ত্যজিলে প্রভু এ অভাগিনীর
অন্তর কুটির? স্বপনে স্বরূপ যদি
ভাবিয়া না থাকি, বলে ছিলে এক দিন
নীরব মধুর ভাষে, “সোনার মন্দির
ছাড়িয়ে আগে যাও কাঙ্গালের মার্জ্জিত
হৃদয় গেহে।” সেই ভরসায় সাহসী
ডাকিতে ত্রিলোক নাথে মানবীর মন
ধরাসনে; কোথা অপরাধ কলঙ্কিত
নেত্রে তাহা কেমনে দেখিব—বুঝিলাম
হেন উপহার কখন সাজেনা তাঁরে;
আকাশ, উচ্চতা যাঁর মাপিয়া না পায়।
ছ মাসের শিশু যবে বুকে হাঁটি যায়।
প্রবীণ পিতার কাছে, অমনি স্নেহের
শয্যা—বিশুদ্ধ কোমল—পাতিয়া হৃদয়ে
শোয়ান সেখানে সেই দুধের কুমার
এমনি পিতার ভাব সন্তানের প্রতি।
কে বলে তোমার কাছে নহে সেই ভার
লালিতে পিতায়, রাখিলে মধুর ক্ষীর
তাঁর জননীর স্তনে প্রসব না হতে—
পিতার জনক তুমি, জননীর মাতা
তোমার শরণ ছাড়িয়ে কোথা পাইব
নিস্তার। ত্যজিয়াছি সব সুখ তোমার
বিহনে;—এমন মধুর প্রভাত কালে
সকলি তোমার দিকে ডাকিছে আমায়;
তোমার হাতের চিহ্ন বিরাজে নবীন
গোলাপ দলে, তোমার করুণা তুহিন
রূপে নীরবে বর্ষিত হয় কাননের
সুকুমারী পুষ্পগণে আশিস করিতে।
দক্ষিণ সাগরে স্নান করিয়া বাতাস
স্পর্শিছে রোগীর দেহ—অমনি নিবিছে
জ্বরের জ্বালা।—কিরোগে দহিছে এ পাপ
অন্তর সমীরে অনল বাড়ে। সকলি
শীতল; সকলি নীরব! সবে অন্তরে
ব্যাকুল কাঙ্গালিনীর তৃষিত হৃদয়,

মিলাতে তোমার সনে। এহেন সময়
কত দিন (মনে হলে হৃদয় ফাটিয়া
যায়) পূজেছি তোমায় ভক্তির সুরভি
প্রসূন দিয়ে,—ভক্তের বৎসল আর
থাকিতে না পেরে অধিকার করিয়াছ
বিনম্র হৃদয়। আর কি সে দিন মোর
হবে না উদয়? আজ কেন দীননাথ
বিলম্ব করিছ মুছাইতে অভাগীর
শোক অশ্রুজল। তথাপি তোমার স্নেহ
মাখা পদ ছাড়িব না, ভুলিব না তব
দয়া এ জীবনে; কে জানে তোমার দণ্ডে
কি মঙ্গল ভাব, নিহিত রয়েছে। দেও
মাতা! আনন্দে করিব পান হাতে তুলে
তুমি যাহা দিবে—কন্যার মঙ্গল বিনা
মাতা আর কিবা চান? সঁপিনু তোমার
হাতে এ পাপ হৃদয় মার্জ্জিয়া গ্রহণ
কর এই ভিক্ষা চায় তোমার কুমারী।

অ—

—•—

সংবাদ সার।

ব্রাহ্ম বন্ধু সভার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় মহাশয়ের নিকট হইতে [illegible]শিক্ষা বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট [illegible] যে পত্র আসিয়াছে, সাধারণের অবগতির [illegible]হা প্রকাশ করা যাইতেছে—

[illegible] যে এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার উ-[illegible] জন্য অত্রস্থ ব্রাহ্ম বন্ধু সভা একটী নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই উপায় সর্ব্বত্রেই অবলম্বিত [illegible] নাই। ইহার কারণ কেবল আমারদিগের য[illegible]র অভাব। আমি বোধ করি যদি প্রতি গ্রামে, [illegible]মাদিগের ব্রাহ্ম বন্ধু সভার অন্তর্গত স্ত্রীশি[illegible]র্থে যে ক্ষুদ্র সভা আছে, তদ্রূপ সভা সংস্থাপিত হয় এবং তাহার সম্পাদক আমাদিগের ব্রাহ্মবন্ধু সভার আদেশে উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন, তাহা হইলে, স্ত্রীশিক্ষার সম্যক উন্নতি হইতে পারে। আমাদের বাঙ্গালার অনেক স্থানেই ব্রাহ্মসমাজ আছে, যদ্যপি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া প্রতি ব্রাহ্ম সমাজে উপরের লিখিত সভা সংস্থাপনের জন্য পত্র লেখেন তাহা হইলে নিতান্ত বাধিত হইব। ১২৭০। ১৭ অগ্রহায়ণ।

নিতান্ত বশম্বদ
শ্রী হরলাল রায়
স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পাদক।

বঙ্গদেশের যে যে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে তথায় উপরোক্ত প্রণালী অনুযায়িক স্ত্রীশিক্ষা অবিলম্বে আরম্ভ হয় এই আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা, অল্প দিন হইল স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সভাগণ দ্বারা ১৪টী ছাত্রীর পরীক্ষা হইয়াছে তন্মধ্যে একটী সর্ব্ব বিষয়েই নিপুন এবং অপর একটীর বিরচিত স্তোত্র গতবারের পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ছাত্রীদিগের পুরস্কার দিবার জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। এই সময়ে দেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রকেই আমারা অনুরোধ করিতেছি যে উক্ত বিষয়ে যথা সাধ্য আনুকূল্য করেন। যাঁহারা বক্তৃতা দ্বারা বা রচনা দ্বারা বঙ্গীয় মহিলাগণের দূরবস্থাজনিত আক্ষেপ সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উচিত যে, এই সময় তাঁহাদের কথা কার্য্যেতে পরিণত করেন। এবং হরলাল বাবুর প্রস্তাবানুযায়িক আপনাদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত সভা করিয়া, কিম্বা অর্থ দ্বারা ব্রাহ্ম বন্ধু সভাকে সাহায্য করিয়া স্বীয় স্বীয় উৎসাহ প্রদর্শন করেন। এ বিষয়ে যাঁহার যাহা দিতে অভিলাষ হইবে, ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট দিলেই যথা স্থানে প্রেরিত হইবে।

শ্রুত হওয়াগেল নদিয়া জিলাস্থ বাগআঁচড়া গ্রামে এককালে ১৫০টী পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছে, এবং সেই সেই পরিবারের সকল লোকই ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সমুদায় গৃহানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত। উক্ত গ্রাম হইতে মধ্যে মধ্যে যে এক এক জন ব্রাহ্ম আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথার দ্বারা বোধ হয় যে তত্রত্য লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা বিষয়ে তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহারা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে রূপ সরল হৃদয় তাহাতে বোধ হয় যে, ধর্ম্ম বিষয়ে বিহিত উপদেশ প্রাপ্ত হইলে অল্প কাল মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন। বাগআঁচড়া গ্রামে শীঘ্রই এখান হইতে একজন প্রচারক প্রেরিত হইবেন। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গদেশের সকল দুরবস্থা বিদূরিত হইবে, ঈশ্বরের কৃপায় তাহা যে, সকল স্থানেই প্রচারিত হইতেছে ইহা দেখিয়া কাহার হৃদয় না আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হয়?

১৭৯৬ খৃষ্টীয়াব্দাবধি বঙ্গদেশে খৃষ্টী-

প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান শকে উক্ত ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ১০টি ভিন্ন ২ শ্রেণী আছে এবং এই ১০ টি শ্রেণীর মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতৈকতা আছে এমত নহে। বর্ত্তমান শকে উক্ত ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সংখ্যা ৬৫ জন, এবং বঙ্গদেশীয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা ১৬২৭৭। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে এতদ্দেশে বিদ্যা বিষয়ে যত উন্নতি হইতেছে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের তত অনুন্নতি হইতেছে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি ততই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরমত ব্রাহ্মদিগের প্রচুর অর্থ, উপায়,ক্ষমতা এবং রাজকীয় সম্মান থাকিত তাহা হইলে হয়ত এত দিনে সমুদায় বঙ্গদেশেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীত হইত কিন্তু সত্যের জয় যদিও কঠিনও কাল-সাপেক্ষ তথাপি তাহা নিশ্চয়। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।"

ব্রাহ্ম বিবাহ প্রণালী সম্বন্ধে সকল ব্রাহ্মেরই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য যে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ তাঁহারা শুদ্ধ বাঙ্গালাতেও ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে বিবাহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল এক দেশের বা এক জাতির ধর্ম্ম নহে কিন্তু সমুদয় পৃথিবীরই ধর্ম্ম, সুতরাং পৃথিবীর সকল ভাষাতেই যে তাঁহার অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতে পারে সন্দেহ কি?

রাজধানীয় ভূনিম্ন রেলওয়ে নামক একটী পরম বিস্ময়কর লৌহ বর্ত্ম দিয়া বর্ত্তমান খৃষ্টিয়াব্দের বিগত ১০ জানুয়ারি অবধি বাষ্পীয় শকট সকল গমনাগমন করিতেছে। এই রেলওয়েটি লণ্ডন নগরস্থিত এবং ভূমির নিম্ন দিয়া গমন করিয়াছে। প্রকাশ্য প্রকাশ্য রাজপথে ইহার এক একটি ষ্টেসন আছে এবং কাচ নির্ম্মিত গবাক্ষ দিয়া তথায় আলোক প্রবেশ করে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ অবকাশ মতে পাঠকদিগের গোচরার্থে প্রকাশ করা যাইবে।

রেলওয়েতে গমন করিবার সময় সন্ধ্যা হইলে আলোকাভাবে সকলেরি বড় কষ্ট হয়, যদি বাষ্পীয় শকটে গ্যাসের আলো ব্যবহার করিবার সুবিধা হইত তাহা হইলে পথিকজনে কতই হৃষ্ট হইত। কিন্তু পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে পারেন,যে ইংলণ্ডে অনেকানেক রেলওয়েতে এইক্ষণে গ্যাস ব্যবহৃত হইতেছে। ট্রেনের শেষ শকট খানিতে (Break Van) ইণ্ডিয়ারবার নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড পাত্রে গ্যাস স্থাপিত হয় এবং সেই পাত্র হইতে বহুবিধ নল দ্বারা নীত হইয়া সকল শকটে বিস্তরিত হয়। যেমন জল আবশ্যক হইলে শকট চালক মধ্যে মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসানে জল গ্রহণ করে তেমনি শকটস্থ সমুদায় গ্যাস দগ্ধ হইয়া গেলে, নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসানে গ্যাস গৃহীত হয়; এতৎ কার্য্যে ৪ মিনিট কালের অধিক লাগে না। ইউরোপীয়দিগের নিকট আর কিছুই অসাধ্য রহিল না।

আমরা শ্রুত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি উপলক্ষে যে যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে পত্র লিখিয়াছেন, কোন স্থান হইতেই তাহার প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হয়েন নাই। বঙ্গদেশস্থ সকল স্থানের ব্রাহ্মেরা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতে প্রত্যাশা করেন এবং প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পত্র দ্বারা আপনাদিগের মনের ভাব প্রকাশ না করিলে তদ্বিষয়ে কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, সকল ব্রাহ্মসমাজ হইতেই ব্রাহ্মেরা কলিকাতায় পত্র লেখেন, এবং সমুচিত সাহায্য পাইয়া নিয়ত ঈশ্বরের কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন।

মেদিনীপুরব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য জলেশ্বর এবং তন্নিকটস্থ স্থানে স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার মানসে গমন করিয়াছিলেন; উক্ত প্রদেশে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ বিশেষ রূপে অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার পত্রপাঠে অবগত হওয়া গেল। একজন নিমকির দারোগা তাঁহার স্নেহ পূর্ণ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিল "আমি ঘোর পাপী আমার মুক্তির উপায় কি হইবে? আমাকে অনুগ্রহ করুন আমি আপনার অনুগ্রহ পাইলেই পরিত্রাণ পাইব।" ধীর প্রকৃতি আচার্য্য মহাশয় কহিলেন "আমিও তোমার ন্যায় ঘোর পাপী,আমার অনুগ্রহে তোমার কিছু হইতে পারে না, কোন মনুষ্যের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিও না। অনুতাপ-প্রজ্জ্বলিত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, পরিত্রাণ পাইবে। এই দারোগা এক জন প্রধান বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত, তিনিও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবে বিগলিত হইয়া গেলেন। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপ ও পবিত্রতা প্রেরণ করুন।

আগামী ১৩ ই রবিবার অবধি প্রতি রবিবারে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে অপরাহ্নে ব্রহ্মবিদ্যালয় হইবে। সাধু চরিত্র ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রই সেখানে গিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারেন। পূর্ব্বে যে ব্রহ্মবিদ্যালয় ছিল তাহার দ্বারা যে কত উপকার সাধন হইয়াছে তাহা সংখ্যার অতীত। আত্মার প্রীতি চরিতার্থ করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করা যেমন কর্ত্তব্য, আত্মার জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিশ্বাস সমুন্নত করিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যানুশীলন করা তেমনি কর্ত্তব্য।

—০—

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত * * * তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সম্পাদক মহাশয়!

ফরেস ডাঙ্গা নিবাসী আমারদিগের ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বর্ত্তমান শকের বিগত আশ্বিন মাসের সপ্ত বিংশতি দিবসে রজনী যোগে সংসার লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যাবজ্জীবন যে তিনি ধর্ম্ম ব্রত প্রতিপালনে যত্নশীল ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু শয্যায় সাধুভাবই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। মৃত্যু দিবসে যখন তাঁহার ইন্দ্রিয় শক্তি সকল ক্রমে বিদায় লইবার উপক্রম করিতে লাগিল,তিনি সেই সময়ে স্বীয় জননীকে ইহ লোকে ব্রাহ্মসমাজের শেষ দানস্বরূপ তিনটী টাকা প্রদান করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার দুরারোগ্য রোগের ঔষধাদি ক্রয় করিবার জন্য আমার নিকটে যে যৎ কিঞ্চিৎ গচ্ছিত ছিল তাহাও ব্রাহ্মসমাজে অর্পণ করিবার জন্য স্বীয় সহোদরকে বলিয়া গিয়াছিলেন। যখন শেষোক্ত দানের বিষয় তিনি উল্লেখ করেন, তখন তাঁহার মৃত্যুর আর বড় অপেক্ষা ছিল না।

আশ্চর্য্য! যখন তিনি সমুদায় সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন তখনও তাঁহার প্রাণসম ব্রাহ্মসমাজটী স্মরণ পথ হইতে অন্তরিত হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজে " আমার জন্য দান করিবে " তাঁহার রসনা ইহলোকে এই শেষবাক্য উচ্চারণ করিয়াই ক্রমে অবশ হইয়া পড়িল।

তিনি এখন যে লোকে থাকুন, ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে উন্নত করুন তাঁহাকে তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান দান করুন, এই আমারদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। তাঁহার দানের সমষ্টি সাকল্যে কোং ৫৷৶০ আনা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রদত্ত হইল।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন লাহিড়ী, তাঁহার পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে করিবেন বলিয়া তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর অবধিই উৎসুক হইয়াছিলেন। * কিন্তু শান্তিপুরস্থ কোন ব্যক্তির নিকট এ বিষয়ের উৎসাহ না পাইয়া তিনি কলিকাতায় আমারদিগের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি যদিও তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিতাম, তথাপি নানা প্রকার সাংসারিক ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে তাঁহার ধর্ম্ম ভাব কিছুতেই চঞ্চল না হইয়া বরং ক্রমে ক্রমে আরও উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন আমি তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলাম। অনন্তর, সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ২৮ এ অগ্রহায়ণ রবিবার দিন স্থির করা গেল, এবং তদুপলক্ষে কতিপয় ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করা গেল। ২৭ অগ্রহায়ণ রাত্রিতে জনকতক ভদ্র লোক আমাদের বাসায় আসিলেন এবং লাহিড়ী মহাশয়কে কহিলেন যে "অত্যন্ত প্রয়োজন আছে তুমি শীঘ্র আমাদের বাসায় চল" সেই সরল-চিত্ত সাধু যুবা তাঁহারদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। আমরা নিবারণ করিবার অবকাশ পাইলাম না, কেবল এই মাত্র কহিলাম যে আপনারা কল্য প্রাতে ইহাঁকে পাঠাইয়া দিবেন। পর দিবস প্রাতঃকালে আসা দূরে থাকুক, বেলা ৮। ৯ টা বাজিয়া গেল তথাপি লাহিড়ী মহাশয় উপস্থিত হইলেন না। এদিকে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মগণ উপস্থিত, এবং কার্য্যেরও সময় উপস্থিত হইল। তখন যে আমারা কি পর্য্যন্ত বিষাদিত হইয়াছিলাম, তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিছু কাল বিবেচনা করত ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতি গমন করিলেন। পরে, প্রায় ২৷৹ টার সময় আমারদের প্রিয় ভ্রাতা শারীরিক ও মানসিক কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া অশ্রু পূর্ণ লোচনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি যে রূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রথমে আমাদের বাসা হইতে লইয়া গিয়া পথের মধ্যে তাঁহার নির্যাতাগণ তাঁহাকে কত প্রকার কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পর দিবস প্রাতঃকালে তিনি আসিতে চাহিলেন,তাহারা কোন মতেই আসিতে দিল না। এবং অবশেষে তাঁহাকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিল। তখন তিনি শোকার্ত্ত হৃদয়ে কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া একটী ক্ষুদ্র প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আসিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি দস্যুপ্রায় একজন আসিয়া এমত বল পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল যে তাহাতে তিনি ক্ষতবিক্ষত হইলেন। এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া এবং আপনাকে অনন্যগতি জানিয়া, কেবল ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া সেই বাসা বালকগণ পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিয়া তাঁহার জন্য অন করিতে লাগিল, কিন্তু সেই পাষাণ হৃদয় মন

* তাঁহার পিতার মৃত্যু শান্তিপুরে হইয়াছিল।

হৃদয় কিছুতেই আর্দ্র হইল না। কিছুক্ষণ পরে, তাঁহাকে স্নান করাতে লইয়া গেল, শোকার্ত্ত ভ্রাতা সেই সুযোগে পলাইবার চেষ্টা করাতে, তাঁহাকে পথে ফেলিয়া টানা টানি করিতে লাগিল। তখন ছিন্ন বস্ত্রে ধূলি ধূসরিত অঙ্গে চতুর্দ্দিকে কাহাকেও আপনার লোক না দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, পথি মধ্যে লোকারণ্য হইল, এবং তাঁহাকে বাতুল বলিয়া সকলে বিবিধ প্রকারে অপমান ও নির্যাতন করিতে লাগিল, কিছুতেই ছাড়িয়া দিল না তিনিও কিছুতেই আর তাহাদের বাসায় প্রত্যাগমন না করাতে তাহারা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়াগিয়া কহিল যে, “আমারা আর তোমার মুখাবলোকন করিব না, তুমি যথেচ্ছা গমন কর।” তখন তিনি ক্ষত বিক্ষত শরীরে ক্লেশে ও অনাহারে শীর্ণ হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিপদাপন্ন ভ্রাতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আমাদের শোক সাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে অতি স্নেহের সহিত সান্ত্বনা করিয়া সকলে একত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

অনন্তর আমাদের প্রিয়ভ্রাতা তাঁহার পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ ১ লা পৌষ মঙ্গলবার দিবসে সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন লাহিড়ীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকল ব্রাহ্মেরই অধিকতর উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সাধনে সকলেই যেন “ক্ষত বিক্ষত শরীর, অনাহারে শীর্ণ, এবং ধূলি ধূসরিত” হইতে প্রস্তুত থাকেন, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সং

বিগত ১১ অগ্রহায়ণে যে ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াগিয়াছিল তাহার বিবরণ।

ওঁ তৎসৎ। সম্প্রদাতা যথাকালে সম্প্রদান শালায় বেদির সম্মুখে বেদিকে দক্ষিণ বা বাম পার্শ্ব করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পাত্রকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরের ধ্যান করিলেন। যথা সেই পূর্ণ মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি সকল প্রেরণ কবিতেছেন। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। পরে সম্প্রদাতা মঙ্গলবাচন করিলেন। যথা, সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। জামাতা—ওঁ পুণ্যাহং। সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। জামাতা—ওঁ ঋদ্ধতাং। সম্প্রদাতা—ওঁকর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। জামাতা—ওঁ স্বস্তি। অনন্তর বরকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক বরণ করিলেন। যথা, সম্প্রদাতা অর্ঘ্য লইয়া—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং। জামাতা অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামি। সম্প্রদাতা পরিচ্ছদ লইয়া—ওঁ এষপরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাং জামাতা—পরিচ্ছদং প্রতিগৃহ্ণামি। সম্প্রদাতা অঙ্গুরীয় লইয়া—ওঁ ইদং অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং। জামাতা—অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্ণামি। অনন্তর সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসদদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিকরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিতদেবলপ্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং ঐ দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং ঐ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং ঐ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মাণং কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপঅবসারনৈযধ্রুবপ্রবরস্য সীতারাম দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং ঐ প্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং ঐ শ্রীহরদেব দেবর্ম্মশণঃ পুত্রীং ঐ শ্রীনীপময়ী দেবীং কন্যাং শুভবিবাহেন দাতুং এভিরর্ঘ্যাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। জামাতা—ওঁবৃতোঽস্মি॥ সম্প্রদাতা—ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু॥ জামাতা—ওঁযথাজ্ঞান করবাণি। অনন্তর সম্প্রদাতা জামাতাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইলেন এবং তথায় সকলে যথাবিহিত বরণ করিলেন। পরে কন্যা ও পাত্রকে সম্প্রদান স্থানে আনিয়া সম্প্রদাতা বেদির অভিমুখীন হইয়া বসিলেন, পাত্রকে আপনার সম্মুখে বেদির অভিমুখীন করিয়া বসাইলেন এবং কন্যাকেও সেই রূপ বেদির অভিমুখীন করিয়া পাত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। অনন্তর ব্রাহ্ম সমাজের প্রণালী অনুযায়িক ব্রহ্মোপাসনা হইল। তদনন্তর আচার্য্য এই প্রার্থনা করিলেন। হে দেব! অদ্যকার এই শুভকার্য্য উপলক্ষে আমরা এখানে সবান্ধবে মিলিত হইয়াছি। তুমি মঙ্গল-দাতা, আমরা তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া মঙ্গল-ফল বিধান কর। তুমি সংসারের সেতু-স্বরূপ, আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। বিশ্বপতি! তুমিই মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছ; শৈশবাবস্থায় তুমি স্নেহের সহিত তাহাকে লালন পালান কর এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার আত্মাকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত কর। তুমি স্ত্রীপুরুষকে উপযুক্ত বয়সে একত্রিত করিয়া উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ কর এবং তাহারদের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেম সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহারদিগকে জীবন-পথে পরস্পরের সহকারী কর। তুমি স্বয়ং গৃহ-দেবতা হইয়া পরিবারের মধ্যে অবস্থিতি কর এবং অজস্র-রূপে সুখ-শান্তি বর্ষণ কর। তুমি যেমন মঙ্গলময় প্রাকৃতিক নিয়মে এই অসীম বিশ্বরাজ্য শাসন করিতেছ, সেই রূপ মধুময় ধর্ম্ম-নিয়মে প্রতি পরিবারকে রক্ষা করিতেছ। হে জগদীশ্বর! অপার তোমর করুণা, তোমার মঙ্গল ভাবের অন্ত নাই। তুমি যে অনুপম প্রেম-সহকারে সংসারের মঙ্গল সাধন করিতেছ, তাহা অনুকরণ করিবার ক্ষমতা আমারদের প্রতি অর্পণ কর। আমারদের সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্য তুমি বিশুদ্ধ কর; যেন আমরা তোমার আদেশানুসারে সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারি। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে কন্যা পাত্রকে পরস্পর সম্মুখীন করিয়া আপনার সম্মুখবর্ত্তী স্থানের অপর দুই পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া সম্প্রদাতা পাত্র-কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। যথা, ওঁ ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং দদানি। জামাতা—ওঁ দদস্ব। সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীহরদেব দেবশর্ম্মা ঈশ্বর প্রীতিকামঃ শাণ্ডিল গোত্রস্য শাণ্ডিল্য ...সিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় ঐ দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় ঐ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ঐ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায় কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ অবসার নৈয়ধ্রুব প্রবরস্য সীতারাম দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং ঐ প্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং ঐ শ্রীহরদেব দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং ঐ শ্রীনীপময়ী দেবীং। (ইহা তিন বার উচ্চারণ করিয়া) এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং অরোগিণীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। জামাতা—ইমাং গৃহ্ণামি ওঁ স্বস্তি। সম্প্রদাতা—ধর্ম্মে চ অর্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং। জামাতা—নাতিচরিষ্যামি। সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণ পক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীহরদেব দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভকন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শাণ্ডিল্যগোত্রায় শাণ্ডিল্য অসিত দেবল প্রবরায় শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। এই বলিয়া জামাতাকে কাঞ্চন দিলেন। জামাতা তাহা লইয়া—ওঁ স্বস্তি। অনন্তর কন্যা ও পাত্রের অন্যোন্যাবলোকন হইল। পরে জামাতার দক্ষিণ পার্শ্বে কন্যাকে লইয়া গ্রন্থিবন্ধন করা হইল। তৎপরে বধূকে ভর্ত্তার বাম-পার্শ্বে ভর্ত্তার অভিমুখীন করিয়া উপবেশন করাইল, পরে ভর্ত্তা বলিলেন—ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং মম। যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তং তবাস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব ধর্ম্মাবহস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যং॥ অনন্তর দম্পতী বেদির অভিমুখীন হইয়া উপবেশন করিলে আচার্য্য বেদি হইতে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। যথা,—অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাক জবীন পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। ইহার পথ-সকল অতি দুর্গম; ইহার প্রলোভন রাশি রাশি; ইহার বিঘ্নবিপত্তি তোমাদিকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখ-দাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্য-স্বরূপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি-সাধন ও সুখ-বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহ-কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে “ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ”। “গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন”। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলি তাঁহাতে সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গল-সাধনে যত্নশীল থাকিবে; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন, সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে। যে রূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্ম-পথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সাংসারিক শুভ-কার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যর পথে ধর্ম্মের পথে মঙ্গলের পথে তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন। শ্রীমতী নীপময়ী দেবি! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতি-প্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে, এবং স্বামীর সাহায্যে

সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ। করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং। ওঁ যএকোবর্ণ বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহি-তার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত-মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং। অনন্তর দম্পতী ভক্তি-চিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন॥ ইতি বিবাহ কর্ম্ম সমাপ্ত॥ উদীচ্য কর্ম্ম॥ বিবাহের পর ভর্ত্তা সস্ত্রীক স্বালয়ে, আগমন করিলে সপ্তাহের মধ্যে আচার্য্য আপনার সম্মুখে ভর্ত্তাকে ও ভর্ত্তার বাম-পার্শ্বে বধূকে উপবেশন করাইয়া যথাবিধি ব্রহ্মো-পাসনা পূর্ব্বক বধূকে ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিলেন। যথা—বৎসে নীপময়ি! সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী; মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয়, পর-ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিবে। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিবে না। রোগ বা বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবে। কায়মনোবাক্যে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে। পাপ-চিন্তা পাপ-আ-লাপ, ও পাপ-অনুষ্ঠান হইতে নিরস্ত থাকিবে। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপ আচরণ কর, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইবে। পতিব্রতা হইয়া পতির হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে॥ সৌম্য হেমেন্দ্রনাথ! যাহাতে তোমার পত্নী এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-ব্রত পালনে সমর্থ হন, তুমি তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবে। তো-মার সহধর্ম্মিণীর জ্ঞান ধর্ম্ম, সুখ শান্তি সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবে। যাবৎ তোমার পত্নী ঋতুমতী না হন, তাবৎ তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না। কায়মনোবাক্যে হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিবে। ধর্ম্মএব হতো হন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোবধীৎ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ইতি উদীচ্য কর্ম্ম সমাপ্ত।

নূতন গ্রন্থ প্রাপ্তি।

হিতোপদেশঃ—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন নীতিগ্রন্থ হইতে মিত্র-লাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি ভাগে বিভক্ত করত যে সংস্কৃত হিতোপদেশ সংগ্রহ করেন এই পুস্তকে তাহা বাঙ্গলা অর্থ সহিত শ্রীযুক্ত রাম-গোপাল তর্কলঙ্কার কর্ত্তৃক শোধিত হইয়া, উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে সাহস যন্ত্রে মুদ্রিত হই-য়াছে, ইহার মূল্য ১॥০ টাকা। ইহা অতি সরল ভাষায় লিখিত এবং গদ্য ও নানাবিধ পদ্য ছন্দে সুশোভিত। ব্যাকরণে অল্প বোধাধিকার হই-লেই ইহা অনায়াসে অধ্যয়ন করা যায়।

—:•:—

সরলার উপাখ্যান।

এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত সুরতনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হই-য়াছে। ইহার মূল্য /১০ আনা মাত্র।

এই উপদেশ-গর্ভ পুস্তক খানি পাঠ করিলে বালকবালিকাগণের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভা-বনা। গ্রন্থকার যদি আর একটু সরল ভাষায় পুস্তক খানি রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাহারা ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপকার লাভ করিতে পারিত।

There is no range of emotion more enlarged or more minutely subdivided than that of tenderness. * * * * * * * * * All the affections are based on it, from the mere fondness of infancy to the exquisite passionateness of sexual and paternal regard. It embraces equally the tranquil interest of friendship and the lofty zeal of patriotism. It is the chord which vibrates in the warm-heartedness of the host, the geniality of the old school-fellow, and the kindness of neighbourhood. Compassion and sympathy are among its most influential manifestations springing from a fountain of good in the social bosom and spreading around them, as they flow, unnumbered blessings. Respect, esteem, veneration, blending as they do to a greater or less degree merely intellectual elements, may all be traced back to it; and finally, worship is best expressed by the name of love, in which at once the emotion culminates, and of which, throughout it testifies. This form moral of feeling is the flower of the emotive capacity. It is the richest and worthiest outgoing of man's spiritual activity, the course of which is evrywhere and

always more continually beneficent, and which, in this its inexhaustibleness, or rather ever-accumulating force of good, contains the pledge of its own peculiar immorality In its more special meaning it has been supposed to imply not merely the going forth of good towards an object, but the meeting of good in that object, the term benevolence being used to express the love of that which in itself does not contain any love-worthiness. There is only as it were, room for love after benevolence has accomplished its end, in bring ng the object into a state of wellbeing or love-worthiness. There is something in this distinction, and yet we question the propriety of so fixing down or confining the name of love. The distinction seems to us to be not between one species or shade of affection and another, but rather between a complete and incomplete enjoyment or fruition of the same affection. Love may certainly, in the purest and loftiest sense, go forth towards wretched ness, but it cannot, so to speak, complete itself towards it by embracing it till the wretchedness is turned away. So far, however, we apprehend, is love from being postponed till this result, that it is the very energy and activity of the love concentrated on the object which accomplish the result.

The pleasure which attends the exercise of the benevolent affections has been rightly considered a special proof of the Divine goodness. The mere existence of these affections sufficiently shows that goodness. The mere presence of love in human life pervading and beautifying it in so many forms, attests the presence of love in the great Source of that life. But the fact of our not only having such emotions implanted in us, but of our deriving from their exercise such pure delight, while the gratification of the opposite evil emotions is accompanied with pain, is a fact of peculiar significance. For what is its language? Does it not say with clearest force that the good alone is divine? We are so constituted, that in imparting happiness through the channel of any one of the benevolent emotions, we ourselves experience happiness; while, on the contrary, through the indulgence of envy or hatred, or any other of the malevolent emotions, we ourselves suffer in imparting suffering. So radically is the good fixed in our natures that its violation thus avenges itself. Putting out question, then, in the mean time, how such evil affections emerge in human nature—looking only at its actual constitution—it seems impossible to imagine how it could have borne stronger testimony to the Divine goodness; for it not only, expresses the good; but delights in it. The good is not only, notwithstanding all that may be said to the contrary, the most prominent fact in human nature, but it thus approves itself to be the only normal action of human nature. Our delight in welldoing says, as powerfully as it is possible to say it, that man was made to be good and to do good; or in other words, that the Author of his being is good.

The partial happiness that lies in the indulgence of evil affections, expressed in the word gratification, equally used with reference to them, does not at all militate against this conclusion, for this is simply an accidental result of their accomplished activity. They and all our mental activities cannot express themselves successfully without a certain measure of enjoyment; but such is the essential destructiveness of the evil that its very gratification is in the end its most perfect misery. Its continued successes, affording a minimum of enjoyment all along its course—as in the case of the drunkard, or the continued gratification of hatred or cruelty—become its accumulating curse. Nature thus everywhere bears her testimony against the evil, stamping it with her reprobation amid whatever apparent triumph—uttering her voice against it, however it may exalt itself—and so declaring, in the most emphatic and unceasing language, that the good alone is divine; or, in other words, that God is good, and alone loveth good.

Rev. J. Tullock On Theism.

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

ব্রাহ্মমহাশয়দিগের প্রতি নি-বেদন যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রতি-জ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান আগামী ১১ মাঘের মধ্যে প্রেরণ করুন।

শ্রী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সহঃ সম্পাদক।

ধর্ম্ম বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে বপন করিয়া আমাদিগের কত মঙ্গল সাধন করিয়াছে ব্রাহ্মসমাজের উন্নত অনুষ্ঠান তাহার প্রকৃত প্রমাণ, যতই ব্রাহ্ম সমাজ উন্নত হইবে তাঁহার প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ঋণ ততই বর্দ্ধিত হইবে।

ব্রাহ্ম সমাজের গত বৎসরের ইতিবৃত্ত সমালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরই ধর্ম্মোন্নতি এবং সমাজোন্নতির একমাত্র উপায়। যাঁহারা গত বৎসরে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার-কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এরূপ উৎকট বিপদে পতিত হইয়াছিলেন যে সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের জীবনাশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মেরা তথাপি ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি কল্পে এবং জন সমাজের উৎকর্ষ কল্পে স্থির নিশ্চয় ছিলেন, সেই মঙ্গল ভাবের প্রভাবে এক্ষণে সকল গুরু বিপদ একে একে তিরোহিত হইয়াছে এবং গভীর মেঘমালা নিঃসৃত পূর্ণ শশী সদৃশ ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ গগণে প্রকাশিত হইয়া সজ্জন দিগের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতেছে এবং বঙ্গ দেশের মোহ তিমির বিনাশ করিতেছে। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে, সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত বসুন্ধরাকে আয়ত্তাধীন করিবে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অর্থাভাব এবং লোকাভাব, কেবল ঈশ্বরের উপর নির্ভর মাত্রকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগের আরাব্ধমহৎ কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মনে যে উক্ত প্রকার নির্ভর সম্যক্ রূপে স্থান পাইতেছে ইহা হইতে আনন্দের বিষয় আর কি আছে? ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক হীনাবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যদি কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির গূঢ় কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তবে ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় বিশ্বাসকেই ইহার কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অদূরদর্শী লোক নিচয় তাঁহাদিগের এবম্প্রকার আন্তরিক নির্ভর ও বিশ্বাস জনিত মানসিক বল লক্ষ্য করিতে পারে না, দুর্ব্বল চিত্ত সাংসারিক লোকেরা তাহা হৃদয়ঙ্গম বা অনুকরণ করিতে কোন মতেই সমর্থ হয় না। এই বিশ্বাস স্বরূপ অমূল্য ধন সাধারণের পক্ষে দুর্ল্ভ,তাহা ঈশ্বর কেবল তাঁহার অনন্যগতি ধর্ম্ম পরায়ণ সন্তানদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া রাখেন। শত সহস্র কৃতবিদ্য ধনমান সম্পন্ন গর্ব্বিত লোক দ্বারা জগতের যত উন্নতি না হয়, এক বিনীত বিশ্বাসপূর্ণ সাধু দ্বারা তদপেক্ষা শত গুণে অধিকতর উন্নতি সাধন হয়। এই রূপে পৃথিবীর সকল মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে ও চিরকালই হইবে। ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের প্রতি নিবেদন যে, সকল বিপদ মধ্যে যাবজ্জীবন তাঁহারা পরম পিতার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করুন, যে হিতকর বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিবে তাহাতেই সফল মনোরথ হইবেন। মনুষ্যের প্রতি কখনই যেন তাঁহারা নির্ভর না করেন, কারণ গত বৎসরে তাঁহারা বিশিষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, মনুষ্য যেমন মহৎ হউক না কেন তাহার সাহায্য অবশ্যই অচিরস্থায়ী হইবে।

গত বৎসরে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে দৃষ্টি পাত করিলে আরও লক্ষিত হইবে যে চেষ্টা ও পরিশ্রমই উন্নতির সোপান। ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধীলোকে যতই তাহার অনিষ্টাচরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে ততই তাহার প্রকৃত উন্নতি লাভ হইয়াছে। শরীরের ব্যায়ামে যেমন বলাধান হয়, পরিশ্রমাভাবে যেমন তাহার সকল বৃত্তি শিথিল হইয়াপড়ে আত্মার বিষয়েও সেই রূপ। বহির্বিষয়ের বাধা যতই অতিক্রম ও পরাজয় করা যায় অন্তরে প্রতিজ্ঞা ও বল ততই বৃদ্ধি হয়। সম্পদে শান্তিতে নির্ভাবনায় ক্রমশই আত্মাতে আলস্য জন্মে এবং তাহার বল বীর্য্য সাহস অল্পে অল্পে নিঃশেষিত হইয়া যায়। বর্ত্তমান কালে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এত উন্নতি লাভ করিতেছে তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, এক্ষণে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে ভীত হইয়া বিশেষ রূপে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহারদিগের নিকট আমারদিগের প্রার্থনা যে কখনই যেন তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ না করেন, কোন ক্রমেই ব্রাহ্মদিগের প্রতি উপেক্ষা না করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে সত্যের জ্যোতি প্রকাশিত হইবে,সত্যের জয় সম্পূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ গত বৎসরে সত্য-কাম ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য যেমন অন্যমতাবলম্বী লোক সমূহের সমক্ষে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহিমাকে মহীয়ান করিয়াছেন, সেই রূপ যত্ন সহকারে আগামী বৎসরেও কর্ম্ম ভূমিতে অবতীর্ণ হউন, স্বদেশের এবং সমস্ত পৃথিবীর প্রচুর মঙ্গল লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

সাম্বৎসরিক উৎসব ক্ষেত্রে সমাসীন হইয়া ব্রাহ্মেরা যেন তাঁহাদের জীবনের মহদ্ভাবের ও মহদুদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করেন, ব্রাহ্মদিগের উৎসব সাংসারিক উৎসব নহে, ব্রাহ্মদিগের উৎসব শারীরিক সন্তোষ, বা সামান্য মানসিক আমোদ লাভ করিবার জন্য নহে, কিন্তু তাহা বিশ্ব জগতের মঙ্গল উপলক্ষে, তাহা সেই স্বর্গীয় বিমল মহোৎসবের প্রতিভা স্বরূপ, যাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হয়, নেত্র প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে ও আত্মা নীরবে পরম পিতাকে ধন্যবাদ করে।

মঙ্গল নিয়ন্তা, সর্ব্ব সুখ-দাতা পরমেশ্বর এই সমাগত উৎসব উপলক্ষে সকল ধর্ম্মার্থী মুমুক্ষু ব্রাহ্মের নির্ম্মল হৃদয়ে আনন্দ ও উৎসাহ প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের সম্বৎসর কালার্জ্জিত আশাকে পূর্ণ করুন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ —নবম আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২৯ কার্ত্তিকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে

প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক

বিবৃত হয়।

যেনাহং নমৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।'

ব্রহ্ম-পরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্যঋষি সংসারাশ্রম হইতে অবসৃত হইবার সময় যখন স্বীয় ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্রেয়ীকে আপনার ধন সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন, তখন মৈত্রেয়ী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে স্বামিন! যদি এই সমুদয় পৃথিবী বিত্তেতে পূর্ণ হয়, তবে ইহার দ্বারা আমার অমৃত লাভ হয় কি না? "নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, তাহা হয় না—"যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ"—কতকগুলিন উপকরণ লইয়া সংসারী ব্যক্তির জীবন যে প্রকারে গত হয়, তোমারও জীবন সেই প্রকার হইবে। "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" বিত্তেতে অমৃতত্বের আশা নাই। এই সকল অস্থায়ী অধ্রুব বস্তু দ্বারা সেই নিত্য সত্য বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ"। ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন

"যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" "যাহার দ্বারা আমি অমৃত না হই, মুক্ত না হই, ঈশ্বরকে না পাই, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

সকলেরই এক এক সময়ে এই প্রকার অভাব বোধ হয়। যখন জীবনের মহান্ লক্ষ্য মনেতে প্রতিভাত হয়; তখন সংসার আমারদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না—সংসারের সমুদয় সম্পত্তি সেই গভীর আন্তরিক অভাব মোচন করিতে পারে না। তখন তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের ন্যায় ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করি—সকলকেই জিজ্ঞাসা করি; যেখানে তাঁর কোন চিহ্ন পাই, সেখানেই যাই। যেখানে সাধু-মণ্ডলী একত্র হয়। যেখানেই তাঁর গুণ কীর্ত্তন হয়; সেই খানে গমন করি। প্রথমে হৃদয়ে অভাব বোধ হয়—পরে ব্যাকুলতা আইসে—জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়—সর্ব্বত্র অন্বেষণ করি। আপনাকে পবিত্র রাখিবার ইচ্ছা হয়; কেন না জানিতে পারি, যাঁহাকে চাহিতেছি, তিনি শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। পরে ঈশ্বরের নিকটে সমুদয় হৃদয়ে প্রার্থনা করি, তাঁহাকেই সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি এবং তাঁহার প্রেম-মুখ দেখিয়া কৃতার্থ হই। হয়ত আপনাকে পবিত্র করিতে পারি নাই—হয়ত কোন গূঢ় পাপ অন্তরে পোষণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না; তখন মনে করি, কেন ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। কিন্তু যখনি সেই পাপপ্রবৃত্তিকে বলিদান দিয়া অকৃত্রিম ভাবে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করি, তখনি তার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সঙ্গে এই প্রকার যোগ। যখন অন্তরের বিষাদ-অন্ধকারের মধ্য হইতে সেই স্বপ্রকাশ সূর্য্যের উদয় দেখিতে পাই, তখন কি সম্পদ্ না লাভ করি! তখন শরীর রোমাঞ্চিত হয়—নেত্র-যুগল প্রেমাশ্রু বিসর্জন করে—হৃদয় বিমলানন্দে পূর্ণ হয়। কিন্তু এ আনন্দ আমরা ধারণ করিতে পারি না। ঈশ্বর-রত্নকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারি না। তিনি একবার আসেন, আবার থাকেন না। সময়ে সময়ে দেখা দেন—আমরাও কৃতার্থ হই। কিন্তু যেমন ইচ্ছা, সে প্রকার তাঁহাকে পাই না! তাঁর সেই আনন্দ ভাব মঙ্গল ভাব একবার পাইয়া আমারদের তৃষ্ণা শত গুণ বৃদ্ধি হয়। কোথায় সজ্জন ভগবজ্জনের সাক্ষাৎ পাই; কোন্ স্থানে গেলে এই আন্তরিক স্পৃহা তৃপ্ত হয়; কি প্রকার কর্ম্ম করিলে, কি প্রকার মনের ভাব হইলে, ঈশ্বরকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারি; তখন তাহাই দেখি। তখন ইচ্ছা ও প্রার্থনা শত গুণ বল ধারণ করে। তখন ঈশ্বরকে বলি, যখন হৃদয়ে দর্শন দিয়াছ, তখন কেননা সেখানে চিরস্থায়ী হও। এক বার যখন কৃতার্থ করিয়াছ, তখন বার বার আমারদের জীবনকে কৃতার্থ কর। এই শরীর-কুটীরে আসিয়া চিরদিন বাস কর—কৃপা বিতরণ কর। যেমন ঈশ্বর-লাভের জন্য তন্মনা একাগ্রমনা হই—তেমনি হৃদয়কে পবিত্র রাখিবার জন্যও সাবধান হই; তখন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে হৃদয়ে রাখিয়া পূজা করিবার জন্য পাপ হইতে বিরত থাকিতে প্রাণ-পণে যত্ন করি। আর কিছুতে তেমন ভয় হয় না, যেমন ভয় হয়, পাছে ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ আর দেখিতে না পাই। এই ইচ্ছা প্রবল হইলে সংসারের বিঘ্ন-রাশি অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। সংসারের সম্পদ্ বিপদের বল থাকে না। কর্ত্তব্যের কঠোরতা থাকে না। ধর্ম্ম-পথের কণ্টক-সকল শরীরে বিদ্ধ হয় না। তখন আশা ভয়, সুখ দুঃখ, ঈশ্বরেতেই সমর্পিত থাকে। তাঁহাকে পাইলে সকল সম্পত্তি লাভ হয়—

তাঁহাকে হারাইলে সকলি শূন্য, সকলি নিরাশ ও অন্ধকার। যত ক্ষণ দিগদর্শনের শলাকার ন্যায় তাঁর দিকেই আত্মার লক্ষ্য স্থির থাকে, তত ক্ষণ আর কিছুতেই ভয় নাই। চতুর্দ্দিকে ঝঞ্ঝা তরঙ্গ, চতুর্দ্দিকে বিপত্তি বিষাদ, তথাপি তাঁর মুখ দেখিতে দেখিতেই আমরা সকল বিঘ্ন, সকল শোক, সকল তাপ অতিক্রম করি।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমারদের এই লক্ষ্য যেন স্থির থাকে। তোমারদের ইচ্ছা যেন দুই ভাগ না হয়। তোমারদিগের সেই ঈশ্বরকে লাভ করিবার একই ইচ্ছা থাকিবে, আর আর ইচ্ছা তাহারই অনুগত হইবে। ব্রহ্মই তোমারদের লক্ষ্য, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই তোমাদের লক্ষ্য। তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছাই প্রধান। সেই ইচ্ছাই তোমারদের রাজা, মন্ত্রী, যন্ত্রী; আর আর বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, তাহার দাসের ন্যায়। আমরা ব্রাহ্ম—ব্রহ্মের সঙ্গে আমারদের সম্বন্ধ, নিত্য সম্বন্ধ। আমরা কি সামান্য বিষয়ী লোকের ন্যায় সংসারের ক্ষতি লাভ লইয়াই থাকিব? যেমন "উপকরণবতাং জীবিতং"—যেমন কতকগুলি উপকরণ লইয়া সংসারীদিগের জীবন গত হয়, আমারদেরও কি সেই প্রকার জীবন হইবে? আমরা কি ঈশ্বরেতে প্রীতিশূন্য হইয়া—পাষাণ-সমান হৃদয় লইয়া, কেবল বিষয় ব্যাপার, ক্রিয়া-কলাপ, কার্য্য কর্ম্মেতেই লিপ্ত থাকিব? ঈশ্বরের কার্য্য পশু পক্ষী চন্দ্র সূর্য্য, সকলেই করিতেছে। সূর্য্যের ন্যায় অবিশ্রান্ত-রূপে কে তাঁহার কার্য্য করিতে পারে? মেঘের ন্যায় এত বারি-ধারা বর্ষণ করিয়া কে এ পৃথিবীর উপকার করিতে পারে? আমরা কি অচেতন মেঘ সূর্য্যের ন্যায় অচেতন হইয়া ঈশ্বরের কার্য্য করিব? আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মের তো উপদেশ এই যে, আমরা ইচ্ছার সহিত—প্রীতির সহিত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। ঈশ্বরও চাই সংসারও চাই, আমারদের ইচ্ছা এমন দ্বিধা নহে। ঈশ্বরকে পাইয়া যদি সংসার থাকে তবে থাকুক; নতুবা সংসার চাহি না। আমারদের আত্মার উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য যে সকল সাংসারিক বিষয়-সুখের প্রয়োজন, সে সকল সুখ তো ঈশ্বর নিয়তই বিধান করিতেছেন এবং করিবেনই। তিনি "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।" "তিনি সর্ব্ব কালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন।" যে সকল কঠোর পর্ব্বত কেবল হিমের আলয়, সেখানেও অগ্রে জীবিকা রাখিয়া জীব-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে কি তিনি আমারদিগকে বিস্মৃত থাকিবেন? যখন আমরা মাতৃ-গর্ব্ভ-অন্ধকারে থাকিয়া কিছুই জানিতাম না, তখনো তিনি আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন্ কি দেখিবেন না? তিনি যদি এখনি আমারদের সম্মুখে তেজোরাশি-রূপে আবির্ভূত হইয়া বলেন, বর প্রার্থনা কর, আমরা কি প্রার্থনা করিব? আমরা কি প্রার্থনা করিব, প্রতিদিন যেন অন্ন পাই, বস্ত্র পাই? না বলিব, যেমন এখন কৃপা করিয়া দেখা দিলে, এই প্রকার চির কাল আমার নয়নের সম্মুখে থাক; আমার হৃদয়ে থাক; অনন্ত কালের উপজীবিকা হইয়া থাক। আমরা যেমন এই পৃথিবীতে বিষয়-সুখের জন্য প্রার্থনা করি না, সেই রূপ পরলোকের সুখের জন্যও আকাঙ্ক্ষী নহি। আমারদের প্রার্থনা ইহা নহে যে, ইন্দ্র-লোকে গিয়া রাজত্ব করিব—স্বর্গে গিয়া সুখ-ভোগ করিব—সুরা অপ্সরা লইয়া নানা-প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখে পরিবৃত থাকিব। এ সকল কল্পনা ও ক্ষুদ্রতা আমারদের নহে। যে সকল সুখ

এই পৃথিবীরই যোগ্য নহে, তাহা আমরা স্বর্গ লোকে গিয়া আবার ভোগ করিতে চাহি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এ প্রকার নয় যে "চন্দ্র লোকে বিভুতি মনুভুয় পুনরাবর্ত্ততে।" "পুণ্য-বলে চন্দ্রলোকে গিয়া তথাকার ঐশ্বর্য্য-ভোগের শেষ হইলে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মিতে হইবে!" আমরা চন্দ্রলোকেরও ঐশ্বর্য্য চাহি না, পৃথিবীরও দুর্গতি চাহি না; আমারদের আকষণ ঈশ্বরের দিকে। সর্ব্ব-সুখ-দাতা আমারদের জন্য স্বর্গলোক-সকল যে কি প্রকার সজ্জাতে সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু আমরা সেখানে তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই আমারদের সকল কামনা সিদ্ধ হইল, সকল সম্পত্তি লাভ হইল। আমরা স্বর্গ নরকের প্রতি দেখিতেছিনা, আমরা ঈশ্বরকেই দেখিতেছি, তাঁহাকেই চাহিতেছি। আমারদের এই ইচ্ছা, যে যত কাল থাকি, তাঁর সঙ্গেই থাকিতে পাই; লোক হইতে লোকান্তরে দিন দিন উন্নত হইয়া তাঁহার সহবাস-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অধিকাধিক উপভোগ করিতে পারি।

হে পরমাত্মন্! তুমি যখন আমারদের হৃদয়ে এই উন্নত আশা প্রেরণ করিতেছ; তুমি অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিবে। এখানে যেমন তোমার সঙ্গে যোগ হইয়াছে, নিত্য কাল তোমারই সঙ্গে থাকিব, এবং তোমার পথে অগ্রসর হইব; এই আমারদের আশা—এই আশা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

—০—

সক্রেটিস।

২৪৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৩৫ পৃষ্ঠার পর।

সক্রেটিসের স্বাভাবিক উজ্জ্বল বুদ্ধি, অতুলতর্কশক্তি ও প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় লোকে দিন দিন প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তিনি অত্যল্প কাল মধ্যে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি যে কত দূর পর্য্যন্ত জ্ঞানাভিমান-শূন্য ছিলেন তাহা পশ্চাল্লিখিত বিবরণ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। একদা কিরোফন নামক তাঁহার প্রিয় বন্ধু কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া দেলফিস্থ সুপ্রসিদ্ধ দেবালয়ের পবিত্র-দেহ তপস্বিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্নের সদুত্তর যাচঞা করিলেন, যথা—সক্রেটিসের অপেক্ষা জ্ঞানী কে? তাহাতে দেবানুগৃহিতা সত্য-ভাষিণী তপস্বিনী মুক্তকণ্ঠে কহিলেন যে, সক্রেটিসের তুল্য জ্ঞানবান্ কেহই নাই। কিরোফন এই কথায় সাতিশয় আনন্দিত হইয়া সক্রেটিসকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু সক্রেটিস তাহা শুনিবামাত্র বিস্ময় যুক্ত ও চিন্তিত হইলেন। তিনি আপনাকে নিতান্ত অজ্ঞ ও ভ্রান্ত বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, অতএব এ প্রকার দৈব বচন কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই রূপ ভাবনার পর তিনি স্থির করিলেন যে উক্ত বচনের নিগূঢ়ার্থ জানিতে হইবেক, এবং তজ্জন্য তিনি নগরীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের জ্ঞানের তারতম্য পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে এক জন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গেলেন এবং তাহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা দেখিলেন যে, তাহার যে রূপ সুখ্যাতি তদনুযায়ী কিছুই জ্ঞান নাই। কিন্তু সক্রেটিস উক্ত নীতিবেত্তাকে যখন তাহার জ্ঞানের দৌর্ব্বল্য ও অপরিপক্বতার কথা বুঝাইতে গেলেন ত-